সিডনি শেলডনের থ্রিলার

দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি



অনুবাদ
অনীশ দাস অপু

..::ShOpNoHiN::..



মার্কিন নেভাল ইন্টেলিজেন্স-এর কমাণ্ডার রবার্ট বেলামিকে একটি টপসিক্রেট মিশনে পাঠানো হলো। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য নিয়ে একটি ওয়েদার বেলুন সুইটজারল্যাণ্ডের কোথাও আছড়ে পড়েছে। বেলামির কাজ হলো ওই ঘটনার দশ প্রত্যক্ষদর্শীকে খুঁজে বের করা।

তবে মিশনে নেমেই বেলামি টের পেল কেউ তার পিছু নিয়েছে। জানা গেল একটি অজানা ভয়ংকর শক্তির আগমন ঘটেছে পৃথিবীর বুকে, ঘটতে শুরু করল অবিশ্বাস্য সব ঘটনা।

ওয়াশিংটন থেকে জুরিখ, রোম এবং প্যারিসকে ঘিরে আবর্তিত হতে লাগল ঘটনা। বেলামির বন্ধুরা হয়ে গেল জানের শত্রু, কেউ জানল না সুইস আল্পসে কী অবিশ্বাস্য গোপন একটি ব্যাপার লুকিয়ে রয়েছে....

দুদান্ত এক কাহিনী... পাঠককে ধরে রাখে চুম্বকের মতো। সিডনি শেলডন আবারও প্রমাণ করলেন তিনি এক অসামান্য গল্প-কথক **ডেইলি মেইল**।

সিডনি শেলডনের বিশ্বখ্যাত রোমাঞ্চোপন্যাস

দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি

সিডনি শেলডনের বিশ্বখ্যাত রোমাঞ্চোপন্যাস

দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি

অনুবাদ অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪ ০১

বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১১৯৬ ০৪৭৮৯২

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০

মূল্য ২৫০.০০ টাকা

THE DOOMSDAY CONSPIRACY
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossen, Anindya Prokash
6 Shrish Das Lane Dhaka-1100 Phone 712 44 03
First Published : February 2008
Price Taka 250.00
US $ 8.00

ISBN 984 7008 20061 9

উৎসর্গ

কাওসার ভাইকে

নিত্য নতুন আইডিয়া উদ্ভাবনে
যার জুড়ি নেই।

ভূমিকা

বিশ্বখ্যাত থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন-এর প্রায় সব উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নারী। সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম 'দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি।' এর প্রধান চরিত্র রবার্ট বেলামি নামে এক গুপ্তচর। শেলডন জীবদ্দশায় একটি মাত্র স্পাই-থ্রিলার রচনা করেন। আর তা হলো 'দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি।' তবে এ বই নিছক গোয়েন্দা-কাহিনী নয়, এটি আসলে সায়েন্স ফিকশনধর্মী একটি স্পাই-থ্রিলার। রোমাঞ্চোপন্যাসের সঙ্গে যারা সায়েন্স ফিকশনের মজা পেতে চান, তাদের খুবই ভালো লাগবে বইটি। পড়া শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, এমন গতিশীল থ্রিলার কাম সায়েন্স ফিকশন খুব কমই পড়েছেন।

অনীশ দাস অপু
মুঠোফোন ০১৭১২৬২৪৩৩৬

দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি

মূলঃ সিডনি শেলডন

অনুবাদঃ অনীশ দাস অপু

উটেনডর্ফ, সুইটজারল্যান্ড

রোববার, ১৪ অক্টোবর, ১৫৫০ ঘণ্টা

মাঠের কোণে ভীতিকর নীরবতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা। মুখের ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে তারা। ওদের সামনের দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর, যেন উঠে এসেছে দুঃস্বপ্ন থেকে। দৃশ্যটার ভয়ঙ্করত্ব সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেল একজন। দ্বিতীয়জন বমি করে দিল। এক মহিলা কাঁপছে থরথর করে। আরেকজন ভাবল *আমার নির্ঘাৎ হার্ট-অ্যাটাক হয়ে যাবে।* বৃদ্ধ প্রীস্ট জপের মালা চেপে ধরে বুকে ক্রস আঁকলেন। বাঁচাও, পিতা। আমাদের বাঁচাও। শয়তানের এই পুনর্জন্ম থেকে আমাদের রক্ষা করো। অবশেষে শয়তানের মুখ আমরা দেখেছি। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কেয়ামতের দিন উপস্থিত। কেয়ামত... কেয়ামত... কেয়ামত...

রোববার, ১৪ অক্টোবর, ২১০০ ঘণ্টা

FLASH MESSAGE

TOP SECRET ULTRA

NSA TO DEPUTY DIRFCTOR COMSEC

EYES ONLY

SUBJECT OPERATION DOOMSDAY

MESSAGE ACTIVATE

NOTIFY NORAD, CIRVIS, GEPAN, DIS, GHG

VSAF, INS

END OF MESSAGE

প্রথম খণ্ড

শিকারী

এক

প্রথম দিন

সোমবার, ১৫ অক্টোবর

ভিয়েতনামে চু চি বেস-এর জনাকীর্ণ হাসপাতালে ফিরে এসেছে সে। সুসান ঝুঁকে আছে তার ওপর। নার্সের সাদা ইউনিফর্মে সুন্দর লাগছে তাকে। ফিসফিস করল সে, 'উঠে পড়ো, সেইলর। তুমি মরতে পার না।'

ওর কণ্ঠের জাদু কানে যাওয়া মাত্র সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণা যেন ভুলে গেল সে। মেয়েটি বিড়বিড় করে তার কানে কী যেন বলছে। জোরে ঘণ্টা ধ্বনির কারণে কথাগুলো ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছে না সে। সে হাত বাড়িয়ে কাছে টানতে চাইল সুসানকে, বাতাস খামচে ধরল কেবল।

টেলিফোনের শব্দে পুরোপুরি জেগে গেল রবার্ট বেলামি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেলল চোখ, স্বপ্নের জগত থেকে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে মন। কিন্তু তার বিছানার পাশের ফোন ঝনঝন শব্দে বেজেই চলেছে। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ভোর চারটা। খপ করে ফোন তুলে নিল সে, মধুর স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় বিরক্ত। 'জানেন, এখন ক'টা বাজে?'

'কমান্ডার বেলামি?' গম্ভীর পুরুষ একটি কণ্ঠ ভেসে এল।

'বলছি...'

'আপনার জন্য একটি মেসেজ আছে, কমান্ডার। আপনাকে আজ সকাল ছ'টায় ফোর্টমিডে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে জেনারেল হিলিয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। ইজ দ্য মেসেজ আন্ডারস্টুড, কমান্ডার?'

'হ্যাঁ।'

ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল কমান্ডার রবার্ট বেলামি। বিস্মিত। NSA তার কাছে কী চায়? সে ONI বা অফিস অব নেভাল ইন্টেলিজেন্স-এর হয়ে কাজ করছে। আর এমন কী জরুরি কাজ পড়ে গেল যে সকাল ছ'টায় মীটিং ডাকতে হলো? আবার শুয়ে পড়ল বেলামি। বুজল চোখ। স্বপ্নটা যদি আবার দেখা যেত! কেন স্বপ্নটা দেখেছে জানে ও। গত রাতে সুসান ওকে ফোন করেছিল।

'রবার্ট...'

সবসময় যা হয় সুসানের কণ্ঠ শুনে এবারও রোমাঞ্চ জাগল রবার্টের শরীরে। 'হ্যালো, সুসান।'

'তুমি ঠিক আছ, রবার্ট?'
'শিওর। ফ্যান্টাস্টিক। মানিব্যাগ-এর কী খবর?'
'প্লীজ, ওর কথা বোলো না।'
'ঠিক আছে। মন্টি ব্যাঙ্কস কেমন আছে?'
মন্টি ব্যাঙ্কস সুসানের স্বামী।
'ও ভালো আছে। তোমাকে ফোন করলাম জানাতে যে ক'দিনের জন্য আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। আমার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না।'
কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রবার্ট। 'এবারে কোথায় যাচ্ছ?'
'ব্রাজিল।'
মানিব্যাগ-এর ব্যক্তিগত ৭২৭ বিমানে চড়ে নিশ্চয়।
'মন্টির ওখানে ব্যবসায়িক কী সব কাজ আছে।'
'তাই নাকি? আমার তো ধারণা ছিল দেশটার মালিক সে নিজে।'
'থামো, রবার্ট, প্লীজ।'
'দুঃখিত।'
বিরতি। 'আশা করি ভালো থাকবে।'
'তুমি এখানে থাকলে থাকতাম।'
'তুমি চমৎকার কোনও মেয়েকে বেছে নিয়ে সুখী হও।'
'আমি চমৎকার একটি মেয়ের খোঁজ পেয়েছিলাম, সুসান।' গলায় যেন ডেলা বাঁধল রবার্টের, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।
'তারপর কী হলো জানো? আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি।'
'তুমি যদি এভাবে বলতে থাকো আমি আর তোমাকে ফোন করব না।'
হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল রবার্ট। 'ও কথা বোলো না, প্লীজ।'
সুসান তার লাইফ লাইন। সুসান তার সঙ্গে কথা বলছে না এ কথা সে ভাবতেই পারে না। কণ্ঠে উৎফুল্ল ভাব আনার চেষ্টা করল রবার্ট। 'আমি বাইরে যাচ্ছি। দেখি কোনও স্বর্ণকেশী সুন্দরীকে পটিয়ে বিছানায় তুলতে পারি কিনা।'
'আমি চাই তুমি কাউকে খুঁজে পাও।'
'আই প্রমিজ।'
'তোমাকে নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় থাকি, ডার্লিং।'
'দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি ভালোই আছি।' মিথ্যা বলতে গিয়ে কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে এল রবার্টের। সুসান যদি সত্যি কথাটা জানত! কিন্তু এটা এমন এক বিষয়, কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে না রবার্ট। বিশেষ করে সুসানের সঙ্গে তো নয়ই। ওর কষ্ট সইতে পারবে না রবার্ট।
'আমি ব্রাজিল থেকে তোমাকে ফোন করব,' বলল সুসান। তারপর দীর্ঘ নীরবতা। ওরা কেউই ফোন ছাড়ছে না। কারণ দু'জনের বুকেই না বলা অনেক কথা রয়ে গেছে। হয়তো কথাগুলো কোনওদিন বলাও হবে না।
'আমি এখন ছাড়ব, রবার্ট।'
'সুসান?'

'বলো।'

'আই লাভ ইউ, বেবী। আমি সারাজীবন তোমাকে ভালোবেসে যাব।'

'জানি আমি। আমিও তোমাকে ভালোবাসি, রবার্ট।'

বন্ধুরা বলত, তোমাদের বিয়েটা হলো পারফেক্ট বিয়ে। কিন্তু কোত্থেকে কী হয়ে গেল বোঝা গেল না, জানা হলো না।

কমান্ডার রবার্ট বেলামি উঠে পড়ল বিছানা থেকে। নীরব লিভিংরুমে নগ্ন পা রাখল। সুসানের অনুপস্থিতি যেন চিৎকার করে জানান দিচ্ছে ঘরটি। সারা ঘরে তার এবং সুসানের ডজন ডজন ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বহন করছে সুখের স্মৃতি। কোনও ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওরা দু'জনে স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডে মাছ ধরায় ব্যস্ত, আবার কোনও ছবিতে ওরা থাই ক্লং-এর কাছে বুদ্ধমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা রোমের বর্ঘিস গার্ডেনে বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঘুরছে। প্রতিটি ছবিতেই হাসিমুখে দেখা যাচ্ছে দু'জনকে, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে, প্রেমে মাতোয়ারা।

কিচেনে ঢুকল রবার্ট। চুলোয় কফির পট চড়াল। রান্নাঘরের ঘড়িতে বাজে সোয়া চারটা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে একটা নাম্বার ঘোরাল ও। ছ'বার রিং হওয়ার পরে শোনা গেল অ্যাডমিরাল হুইটেকারের কণ্ঠ। 'হ্যালো।'

'অ্যাডমিরাল...'

'ইয়েস?'

'আমি রবার্ট। অসময়ে আপনাকে ঘুম থেকে তোলার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে কিছুক্ষণ আগে আমাকে একজন ফোন করেছে।'

'NSA? ওরা কী চায়?'

'জানি না। আমাকে সকাল ছ'টায় অ্যাডমিরাল হিলিয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। 'হয়তো তোমাকে ওখানে বদলি করা হয়েছে।'

'বদলি করেনি। অন্য কোনও ব্যাপার। ওরা কেন...?'

'নিশ্চয় খুব জরুরি কোনও প্রয়োজনেই তোমাকে ফোন করেছে, রবার্ট। মীটিং শেষে আমাকে একটা ফোন দিয়ো।'

'দেব, স্যার। ধন্যবাদ।'

বুড়ো মানুষটাকে বিরক্ত না করলেও পারতাম, ভাবল রবার্ট। অ্যাডমিরাল নেভাল ইন্টেলিজেন্স-এর প্রধানের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন বছর দুই আগে। আসলে তিনি অবসর গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন।

শোনা যায়, নেভী অ্যাডমিরালকে কোথাও ছোট একটি অফিস দিয়ে ফালতু কিছু কাজ করতে দিয়েছিল। সাম্প্রতিক গোয়েন্দা তৎপরতা সম্পর্কে অ্যাডমিরালের কোনও ধারণা নেই। কিন্তু তিনি রবার্টের গুরু এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মানুষ। কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল রবার্টের। সুসান চলে যাবার পর থেকে রবার্টের মনে হচ্ছে সে অন্য একটা জগতের মধ্যে ছিটকে পড়েছে। যে

জগত বিষণ্ন এবং ম্লান।

তৈরি হয়ে গেছে কফি। মুখে দিতে চেহারা বাঁকা হয়ে গেল রবার্টের। তেতো। ব্রাজিলের কফি। স্বাদ এমন জঘন্য!

কফির কাপ নিয়ে বাথরুমে ঢুকল রবার্ট। তাকাল আয়নায়। দেখছে নিজেকে। তার বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। সে লম্বা, রোগা, সুঠাম দেহ। খাড়া একটা মুখ, দৃঢ় চিবুক, কালো চুল, বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তার বুকে লম্বা কাটা একটা দাগ আছে, প্লেন দুর্ঘটনার স্বাক্ষর বহন করছে।

দাড়ি কামাল রবার্ট। গোসল সেরে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। ক্লজিটের দরজা খুলল। কী পরব আমি? ভাবছে ও। নেভি ইউনিফর্ম নাকি সিভিলিয়ান ড্রেসে যাব? অবশ্য একটা কিছু পরে গেলেই হলো। কিছু আসে যায় না। সে চার কোল গ্রে রঙের একটি সুট পরল, সঙ্গে সাদা শার্ট এবং গ্রে সিল্ক টাই। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি সম্পর্কে তার ধারণা খুবই সীমিত, শুধু জানে ওটা একটা ধাঁধার প্রাসাদ। এ নামেই ডাকা হয় জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাকে। এটি আমেরিকার সকল গোয়েন্দা সংস্থার বস্, এবং সব থেকে গোপনে কর্মকাণ্ড চলে এ সংস্থায়। *আমার কাছে ওরা কী চায়? অবশ্য শীঘ্র এ প্রশ্নের জবাব মিলবে।*

দুই

মেরীল্যান্ডের ফোর্ট মিডের বিরাশি একর জমি জুড়ে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ভবন। দু'টি ভবন জুড়ে অফিস যা আয়তনে ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে অবস্থিত সিআইএ কমপ্লেক্সের দ্বিগুণ। এজেন্সিটি গঠন করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষায় টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয়ার জন্য। পাশাপাশি এ সংস্থা বিশ্বের সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থার ডাটা সংগ্রহ করে। এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। এরা প্রতিদিন চল্লিশ টনের বেশি তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে।

কমান্ডার রবার্ট বেলামি যখন প্রথম ফটকে পৌঁছুল, তখনও দূর হয়নি আঁধার। সে আট ফুট উঁচু একটি সাইক্লোন ফেন্সের সামনে গাড়ি থামাল। এখানে একটি সেন্ট্রি বুথ রয়েছে, দু'জন সশস্ত্র রক্ষী পাহারায়। এদের একজন বুথে দাঁড়িয়ে থাকল, দেখছে রবার্টকে। অপরজন এগিয়ে এল গাড়ি লক্ষ্য করে। 'ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'আমি কমান্ডার বেলামি। জেনারেল হিলিয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আপনার আইডেন্টিফিকেশন দেখাবেন, কমান্ডার?'

রবার্ট বেলামি পকেট থেকে ওয়ালেট নিয়ে খুলল। বের করল সেভেনটিনথ ডিস্ট্রিক্ট নেভাল ইন্টেলিজেন্স আইডি কার্ড। ওতে সতর্ক নজর বুলিয়ে ফেরত দিল গার্ড।

'ধন্যবাদ, কমান্ডার।'

বুথের গার্ডের দিকে ইশারা করল সে। খুলে গেল গেট। বুথের ভেতরের গার্ড ফোন তুলে বলল, 'কমান্ডার বেলামি যাচ্ছেন।'

এক মিনিট পরে একটি বন্ধ বৈদ্যুতিক গেটের সামনে চলে এল রবার্ট।

সশস্ত্র এক গার্ড এগিয়ে এল। 'কমান্ডার বেলামি?'

'হুঁ।'

'আপনার পরিচয় পত্র দেখাবেন দয়া করেন?'

আপত্তি করতে যেয়েও নিজেকে সামলে নিল রবার্ট। কী আর করা। এটা ওদের জায়গা। সে আবার ওয়ালেট খুলে গার্ডকে আইডি কার্ড দেখাল।

'ধন্যবাদ, কমান্ডার।' গার্ডের অদৃশ্য ইঙ্গিতে খুলে গেল গেট।

গাড়ি নিয়ে এগিয়ে রবার্ট বেলামি তৃতীয় ফটকটি পড়ল সামনে। *মাই গড,* ভাবল ও, *আমি তো ওদের জাদুকরের দেশে* এসে পড়েছি।

আরেকজন ইউনিফর্ম পরা গার্ড এসে দাঁড়াল গাড়ির সামনে। রবার্ট ওয়ালেটের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, গার্ড লাইসেন্স প্লেটে চোখ বুলিয়ে বলল, 'সোজা প্রশাসনিক ভবনে চলে যান, কমান্ডার, ওখানে একজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'ধন্যবাদ।'

ঘটাং শব্দে খুলে গেল গেট। ড্রাইভওয়ে ধরে প্রকাণ্ড একটি সাদা বিল্ডিংয়ের সামনে চলে এল রবার্ট। ভবনের সামনে সাদা পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। অক্টোবরের শীতল বাতাসে ঠকঠক কাঁপছে। 'আপনার গাড়ি এখানে রেখে যান, কমান্ডার,' বলল সে। 'আমরা লক্ষ রাখব।'

রবার্ট বেলামি গাড়ির চাবি রেখেই বেরিয়ে এল। সাদা পোশাকের লোকটির বয়স ত্রিশের কোঠায়। লম্বা, পাতলা, গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে। যেন বহুদিন সূর্যের আলোর সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত।

'আমি হ্যারিসন কেলার। আমি আপনাকে জেনারেল হিলিয়ার্ডের অফিসে নিয়ে যেতে এসেছি।'

উঁচু ছাদের এন্ট্রান্স হল-এ ঢুকল ওরা। ডেস্কের পেছনে সাদা পোশাক পরা এক লোক রবার্টকে দেখে বলে উঠল, 'কমান্ডার বেলামি...'

রবার্ট ঘুরল। ক্যামেরার ক্লিক শব্দ হলো।

'ধন্যবাদ, স্যার।'

রবার্ট কেলারের দিকে ফিরল। 'কী...?'

'এক মিনিট লাগবে,' তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল কেলার।

ষাট সেকেন্ড পরে রবার্ট বেলামিকে একটি নীল-সাদা ব্যাজ দেয়া হলো। ওতে ওর ছবি।

'এ ভবনে থাকার সময় এই ব্যাজটি সবসময় পরে থাকবেন, কমান্ডার।'

'আচ্ছা।'

লম্বা, সাদা একটি করিডর ধরে ওরা হাঁটা দিল। রবার্ট লক্ষ করল হলরুমের দু'পাশের দেয়াল প্রতি কুড়ি হাত অন্তর সিকিউরিটি ক্যামেরা ঝুলছে।

'এ ভবন কত বড়?'

'কুড়ি লাখ বর্গফুটেরও বেশি, কমান্ডার।'

'কী!'

'জ্বী। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম করিডর। এ করিডরের দৈর্ঘ্য ৯৮০ ফুট। আমরা এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের এখানে আছে শপিং সেন্টার, ক্যাফেটেরিয়া, ডাকঘর, আটটি খাবারের দোকান, অপারেটিং কক্ষসহ হাসপাতাল, দাঁতের ডাক্তার, স্টেট ব্যাংক অব লরেলের শাখা, লন্ড্রি, জুতার দোকান, নাপিতের সেলুনসহ আরও অনেক কিছু।'

ওরা প্রকাণ্ড একটি খোলা ঘরের পাশ কাটাল। ঘরটিতে শুধু কম্পিউটার আর কম্পিউটার। রবার্ট অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দারুণ ব্যাপার, না? এটা আমাদের কম্পিউটার রুমগুলোর একটি। এ ভবনে

তিন বিলিয়ন ডলার মূল্যের ডিকোডিং মেশিন এবং কম্পিউটার রয়েছে।'

'এখানে কত লোক কাজ করে?'

'প্রায় ষোলো হাজার।'

তাহলে আমাকে ওদের দরকার পড়ল কেন? ভাবল রবার্ট।

একটি প্রাইভেট এলিভেটরে ওকে নিয়ে ঢুকল কেলার। উঠে এল এক ফ্লোর ওপরে। আবার লম্বা করিডর ধরে হাঁটা শুরু হলো। চলে এল শেষ মাথায়। এদিকে অনেকগুলো অফিস।

'আসুন, কমান্ডার,' ওরা বড়সড় একটি রিসেপশন অফিসে ঢুকল। চারজন সেক্রেটারির ডেস্ক আছে। দু'জন ইতিমধ্যে চলে এসেছে। হ্যারিসন কেলার এদের একজনের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল। মেয়েটি একটি বোতামে চাপ দিতেই ভেতরের অফিসের দরজা খুলে গেল।

'ভেতরে যান, প্লীজ। জেনারেল আপনাদেরকে আশা করছেন।'

হ্যারিসন কেলার বলল, 'এই পথে।'

রবার্ট বেলামি কেলারের পেছন পেছন ভেতরে ঢুকল।

বেশ প্রশস্ত অফিস কক্ষ। ছাদ এবং দরজা সাউন্ড প্রুফ। সুন্দর সাজানো-গোছানো, আছে কিছু ছবি এবং ব্যক্তিগত আর্টিফ্যাক্ট। বোঝাই যায় ডেস্কের পেছনের মানুষটিকে এ ঘরে প্রচুর সময় দিতে হয়।

NSA-এর উপ-পরিচালক জেনারেল মার্ক হিলিয়ার্ড-এর বয়স মাঝ পঞ্চাশ। তালগাছের মত লম্বা, পাথর মুখে বরফ-শীতল চোখ, লোহার রডের মত টানটান শরীর। জেনারেল ধূসর সুট, সাদা শার্ট এবং ধূসর টাই পরেছেন। হ্যারিসন কেলার পরিচয় দিল। 'জেনারেল হিলিয়ার্ড, ইনি কমান্ডার বেলামি।'

'আসার জন্য ধন্যবাদ, কমান্ডার।'

এমনভাবে বলা হলো যেন টি-পার্টিতে রবার্টকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল।

দু'জনে হ্যান্ডশেক করলেন।

'বসুন। কফি খাবেন, নিশ্চয়।'

লোকটা মানুষের মনের কথা তো বেশ বুঝতে পারে। 'জ্বী, স্যার।'

'হ্যারিসন?'

'না, ধন্যবাদ।' সে কিনারে একটি চেয়ার দখল করল।

বাযার চাপতেই খুলে গেল দরজা, জ্যাকেট পরা এক লোক ঢুকল ট্রে নিয়ে। ট্রেতে কফি এবং ডেনিশ পেস্ট্রি। রবার্ট লক্ষ করল এ লোক আইডি ব্যাজ পরেনি। সে কাপে কফি ঢেলে দিল। চমৎকার গন্ধ ছড়াচ্ছে। কালো কফি পান করল রবার্ট। স্বাদ বেশ ভালো।

কফি পান শেষে ওরা দু'জন নরম চামড়ার চেয়ারের মুখোমুখি বসলেন।

'ডিরেক্টর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা বললেন।'

ডিরেক্টর। এডোয়ার্ড স্যান্ডারসন। এসপিওনাজ জগতের কিংবদন্তী। প্রতিভাবান, নির্মম-নির্দয় এক পাপেট-মাস্টার, তিনি সারা বিশ্বে কয়েক ডজন দুঃসাহসী ক্যু ঘটিয়েছেন। এ লোককে প্রকাশ্যে প্রায় দেখাই যায় না। তাঁকে নিয়ে

গোপনে ফিসফাস চলে।

'আপনি ১৭তম ডিস্ট্রিক্ট নেভাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের সঙ্গে কতদিন ধরে আছেন, কমান্ডার?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল হিলিয়ার্ড।

'পনের বছর,' জবাব দিল রবার্ট। বাজি ধরে বলতে পারে ONIতে সে কবে যোগ দিয়েছে তাও জানেন জেনারেল।

'এর আগে, আপনি ভিয়েতনামে নেভাল এয়ার স্কোয়াড্রনে ছিলেন?'

'জ্বী, স্যার?'

'আপনি গুলি খেয়েছিলেন। ওরা আপনার বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিল।'

ডাক্তার বলছিলেন ওর কথা ভুলে যান। ও বাঁচবে না। রবার্ট মরতে চাইছিল। যন্ত্রণাটা আর সহ্য করতে পারছিল না ও। ওই সময় সুসান ওর ওপর ঝুঁকে এসে বলছিল, *'চোখ খোলো, সেইলর, তুমি মরতে চাও না।'* জোর করে চোখ মেলে তাকিয়েছিল রবার্ট। তীব্র ব্যথায় ঘোলাটে দৃষ্টির মাঝে দিয়েও সে সুসানের অপূর্ব সুন্দর মুখখানা দেখতে পাচ্ছিল। অমন সুন্দর মুখশ্রী সে জীবনে দেখেনি। নরম, ডিম্বাকৃতি চেহারা, ঘন কালো চুল, ঝিকমিক করছিল বাদামি চোখ, ওর হাসিটা যেন আশীর্বাদ হয়ে ঝরছিল। কথা বলার চেষ্টা করেছিল রবার্ট প্রাণপণে।

জেনারেল হিলিয়ার্ড কী যেন বলছেন।

রবার্ট ফিরে এল বাস্তবে। 'জ্বী, জেনারেল?'

'আমরা একটি ঝামেলায় পড়ে গেছি, কমান্ডার। তোমার সাহায্য দরকার।'

'বলুন, স্যার?'

চেয়ার ছাড়লেন জেনারেল। শুরু করলেন পায়চারি। 'আমি তোমাকে এখন যা বলব তা অত্যন্ত সেনসিটিভ। টপ সিক্রেটের চেয়ে বেশি।'

'জ্বী, স্যার।'

'গতকাল, সুইস আল্পসে, ন্যাটোর একটি ওয়েদার বেলুন আছড়ে পড়ে। বেলুনে অত্যন্ত গোপনীয় কিছু সামরিক এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস ছিল।'

রবার্ট বুঝতে পারছে না ঘটনা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে।

'সুইস সরকার বেলুন থেকে ওই জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কয়েকজন লোক অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটি দেখে ফেলে। ওরা যা দেখেছে সে সম্পর্কে কারও সঙ্গে কথা বলা যাবে না। এটা ভয়ানক জরুরি একটি বিষয়। বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে অন্য দেশগুলোতে মূল্যবান তথ্য পাচার হয়ে যেতে পারে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'জ্বী, স্যার। আপনি চাইছেন আমি ওই উইটনেসদের সঙ্গে কথা বলি এবং ওদেরকে সাবধান করে দিই তারা যেন এ বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা না করে।'

'ঠিক তা নয়, কমান্ডার।'

'তাহলে...?'

'তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম-ঠিকানা খুঁজে বের করবে। ওদেরকে চুপ করে

থাকতে বলার জন্য অন্যরা ওদের সঙ্গে কথা বলবে।'

'আচ্ছা। প্রত্যক্ষদর্শীদের সবাই কি সুইটজারল্যান্ডে আছে?'

'আমরা শুধু জানতে পেরেছি তারা একটি ট্যুর বাসে ছিল। যে গ্রামে ওয়েদার বেলুনটি ক্রাশ করে, ওরা ওই সময় ওখান থেকে বাসে চেপে যাচ্ছিল। গ্রামটির নাম...' তিনি হ্যারিসন কেলারের দিকে ফিরলেন।

'উটেনডর্ফ।'

রবার্টের দিকে ঘুরলেন জেনারেল। 'যাত্রীরা বাস থেকে নেমে পড়ে ক্রাশের দৃশ্যটি দেখে এবং তারপর আবার বাসে চেপে চলতে শুরু করে। ট্যুর শেষে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।'

রবার্ট ধীরে ধীরে বলল, 'জেনারেল হিলিয়ার্ড, ওই লোকগুলো কে ছিল এবং কোথায় গেছে সে ব্যাপারে আপনাদের কোনও ধারণা নেই?'

'না, নেই।'

'এবং আপনি চাইছেন আমি ওখানে গিয়ে লোকগুলোকে খুঁজে বের করি?'

'ঠিক। তোমার নাম বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে তুমি ছ'টি ভাষা জানো এবং তোমার ফিল্ড রেকর্ড খুবই চমৎকার। ডিরেক্টর তোমাকে সাময়িকভাবে NSA তে ট্রান্সফার করেছেন।'

'আমাকে সুইস সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে কাজ করতে হবে?'

'না, একা কাজ করবে।'

'একা? কিন্তু...'

'এ মিশনে অন্য কাউকে জড়ানো চলবে না। আমাদের হাতে সময় খুব কম, কমান্ডার। তুমি প্রতিদিনের প্রোগ্রেস আমাকে জানাবে।'

একটি কার্ডে একটি নাম্বার লিখে রবার্টকে দিলেন জেনারেল। 'এ নাম্বারে দিনে-রাতে যখন খুশি ফোন করলেই আমাকে পাবে। একটি বিমান অপেক্ষা করছে তোমাকে জুরিখে পৌঁছে দিতে। তোমাকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে। কাজেই যা যা দরকার সব গুছিয়ে নিতে পারবে। এরপর তোমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়া হবে।' বিরতি দিলেন জেনারেল। তারপর যোগ করলেন। 'ONI'র সঙ্গে কাজ করার সুবাদে দেশের বাইরের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিশ্চয় তোমার চেনা-পরিচয় হয়েছে?'

'জ্বী, স্যার। আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আছে তারা...'

'কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না। কারও সঙ্গে কোনওরকম কন্টাক্ট তোমার জন্য নিষেধ।' জেনারেল কেলারের দিকে ফিরলেন। 'হ্যারিসন...'

কেলার কিনারের একটি ফাইল কেবিনেটের সামনে হেঁটে গেল। খুলল। বড়সড় একটি ম্যানিলা খাম বের করে রবার্টকে দিল।

'এর মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় মুদ্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার আছে। আরও আছে কুড়ি হাজার মার্কিন ডলার। তোমার জন্য বেশ কিছু ভুয়া পরিচয়পত্র রেডি করা হয়েছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।'

জেনারেল একটি মোটা, চকচকে কালো প্লাস্টিক কার্ড এগিয়ে দিলেন। গায়ে

সাদা স্ট্রাইপ। 'এটা একটা ক্রেডিট কার্ড...'

'এটা আমার লাগবে না, জেনারেল। নগদ টাকা যা দিয়েছেন তা-ই যথেষ্ট। তাছাড়া আমার নিজেরও ONI ক্রেটিড কার্ড আছে।'

'রাখো।'

'বেশ,' কার্ডটি উল্টেপাল্টে দেখল রবার্ট। কার্ডে একটি ব্যাংকের নাম লেখা। এ ব্যাংকের নাম জীবনে শোনেনি ও। 'কার্ডে তো কারও নাম নেই,' বলল রবার্ট।

'এটা আসলে একটা ব্ল্যাংক চেক। এ কার্ডের আইডেন্টিফিকেশনের প্রয়োজন নেই। শুধু কার্ডে লেখা নাম্বারে ফোন করতে বলবে। এটা সবসময় কাছে রাখবে। জরুরি।'

'আচ্ছা।'

'এবং কমান্ডার?'

'স্যার?'

'উইটনেসদের খুঁজে বের করতেই হবে। প্রত্যেককে। আমি ডিরেক্টরকে জানিয়ে দিচ্ছি তুমি অ্যাসাইনমেন্টে নেমে গেছে।'

শেষ হয়ে গেল মীটিং।

রবার্টকে নিয়ে বাইরের অফিসে চলে এল হ্যারিসন কেলার। ইউনিফর্ম পরা এক মেরিন বসে আছে ওখানে। ওদেরকে দেখে আসন ছাড়ল সে।

'ইনি ক্যাপ্টেন ডোহার্টি। আপনাকে ইনি এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবেন। গুড লাক।'

'ধন্যবাদ।'

দু'জন হ্যান্ডশেক করল। ঘুরল কেলার, ফিরে গেল জেনারেল হিলিয়ার্ডের অফিসে।

'আপনি রেডি তো, কমান্ডার?' জিজ্ঞেস করল ডোহার্টি।

'হ্যাঁ,' *কিন্তু রেডি কীসের জন্য?* রবার্ট অতীতে বহু কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট করেছে, কিন্তু এরকম অদ্ভুত কাজ কখনও করেনি। তাকে অজানা এক দেশ থেকে অজানা সংখ্যক অচেনা মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে।

'আমার ওপর হুকুম আছে আপনাকে সোজা আপনার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিতে হবে এবং তারপর অ্যান্ড্রু এয়ার ফোর্স বেস-এ নিয়ে যাব,' বলল ক্যাপ্টেন ডোহার্টি।

'ওখানে একটি বিমান অপেক্ষা করছে...'

মাথা নাড়ল রবার্ট। 'আগে আমি আমার অফিসে যাব।'

ইতস্তত করল ডোহার্টি। 'ঠিক আছে। আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

ওরা কি ওকে একা চলতে দিতে চাইছে না? বিশ্বাস করতে পারছে না? কারণ রবার্ট ক্রাশ হওয়া একটি ওয়েদার বেলুনের কথা জানে। এর কোনও মানে হয় না। রবার্ট রিসেপশন ডেস্কে ওর ব্যাজ রেখে, বেরিয়ে এল ভবনের বাইরে, শীতল ভোরের আলোয়। ওর গাড়ি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির জায়গায় দাঁড়িয়ে

আছে একটি লিমুজিন।

'আপনার গাড়ি যথাযথ জায়গায় আছে, কমান্ডার,' জানাল ক্যাপ্টেন ডোহার্টি। 'আমরা এতে চড়ে যাব।'

এরা একটু বাড়াবাড়ি করছে। বিরক্তি চেপে রবার্ট বলল, 'আচ্ছা।'

নেভাল ইন্টেলিজেন্স অফিস অভিমুখে যাত্রা শুরু করল ওরা। কালো মেঘের আড়ালে অদৃশ্য সূর্য। বৃষ্টি আসবে। *দিনটা বোধহয় ভালো যাবে না আমার,* ভাবল রবার্ট।

তিন

অটোয়া, কানাডা, ২৪০০ ঘণ্টা

তাঁর কোড নেম জানুস। একটি সামরিক নিবাসে, কড়া প্রহরাধীন ঘরে জনা বারো ভিনদেশীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি।

'আপনাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছে, অপারেশন ডুমসডে'র কাজ সেভাবে শুরু হয়ে গেছে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে। এদেরকে দ্রুত খুঁজে পেতে হবে। তবে তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য রেগুলার সিকিউরিটি চ্যানেল ব্যবহার করা যাবে না। এতে আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'তাহলে আমরা কাদের ব্যবহার করব?' জিজ্ঞেস করল প্রকাণ্ডদেহী একজন রাশান। সে খুব বদমেজাজি।

'লোকটির নাম কমান্ডার রবার্ট বেলামি।'

'তাকে কীভাবে বাছাই করা হলো?' জানতে চাইল জার্মান। তার চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে। তবে নির্দয় ও নিষ্ঠুর বলে কুখ্যাতিও রয়েছে।

'সিআইএ, এফবিআইসহ আধ ডজন নিরাপত্তা সংস্থার কম্পিউটার ঘেঁটে কমান্ডারকে নির্বাচিত করা হয়।'

'তার কী কি যোগ্যতা রয়েছে জানতে পারি কী?' বিনীত গলায় প্রশ্ন করল লাজুক স্বভাবের এক জাপানি।

'কমান্ডার বেলামি একজন অভিজ্ঞ ফিল্ড অফিসার। সে ছ'টি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। সে বহুবার নিজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছে। তার মা-বাবা-ভাই-বোন কেউ নেই।'

'সে কি এ বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত?' জিজ্ঞেস করল একজন ইংরেজ। সে অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ।

'অবশ্যই। সে প্রতিটি প্রত্যক্ষদর্শীকে খুঁজে বের করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

'এ মিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি সে জানে?' জানতে চাইল একগুঁয়ে স্বভাবের ফরাসি।

'না।'

'প্রত্যক্ষদর্শীদের খুঁজে পাবার পরে কী ঘটবে?' চতুর এবং ধৈর্যশীল চীনার প্রশ্ন।

'তাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হবে।'

চার

পেন্টাগনের বিস্তৃত অংশের পুরো পঞ্চমতলা জুড়ে নেভাল ইন্টেলিজেন্স অফিসের সদর দপ্তর। এটি বিশ্বের বৃহত্তম অফিস ভবনের মধ্যে একটি আলাদা অঞ্চল। এর রয়েছে সতেরো মাইল দীর্ঘ করিডর, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর সংখ্যা সামরিক ও বেসামরিক মিলিয়ে মোট উনত্রিশ হাজার।

নেভাল ইন্টেলিজেন্স অফিসের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জায় ফুটে আছে এর সমুদ্রযাত্রার নানান বৈশিষ্ট্য। ডেস্ক এবং ফাইল কেবিনেটগুলো হয় দ্বিতীয় যুদ্ধ কালীন জলপাই সবুজ রঙের অথবা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কার ব্যাটলশিপ গ্রে। দেয়াল এবং ছাদগুলো ক্রিম রঙের। শুরুতে এই ডেকোরেশন দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যেত রবার্টের, এখন অবশ্য এর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

রবার্ট রিসেপশন ডেস্কের সামনে চলে এল। পরিচিত গার্ড বলল, 'গুড মর্নিং কমান্ডার, আপনার পাস দেখতে পারি?'

রবার্ট সাত বছর ধরে এখানে কাজ করছে। কিন্তু নিয়মকানুনের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সে পাস দেখাল।

'ধন্যবাদ, কমান্ডার।'

নিজের অফিসে ঢোকার সময় ক্যাপ্টেন ডোহার্টির কথা মনে পড়ল। সে রিভার এন্ট্রান্সের পার্কিংলটে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে প্লেনে তুলে দেবে। প্লেনটি ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সুইটজারল্যান্ডে, এক অসম্ভব শিকারে।

রবার্ট অফিসে ঢুকে দেখল ওর সেক্রেটারি বারবারা আগেই চলে এসেছে।

'গুড মর্নিং, কমান্ডার। অ্যাক্টিং ডিরেক্টর আপনাকে তাঁর অফিসে দেখা করতে বলেছেন।'

'ও ব্যাটা বসে থাকুক। আমাকে অ্যাডমিরাল হুইটেকারের নাম্বারটা ধরে দাও।'

'দিচ্ছি, স্যার।'

এক মিনিট পর অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বলতে লাগল রবার্ট।

'তোমার মিটিং শেষ হয়েছে, রবার্ট?'

'কিছুক্ষণ আগে।'

'কীরকম হলো মিটিং?'

'আ...ভালোই। আমার সঙ্গে নাস্তা খাওয়ার সময় হবে আপনার, অ্যাডমিরাল?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রবার্ট।

কোনওরকম ইতস্তত করলেন না অ্যাডমিরাল। 'অবশ্যই। তোমার ওখানে তো?'

'জ্বী। আপনার জন্য ভিজিটর'স পাসের ব্যবস্থা করছি।'

'বেশ। এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি আমি।'

রিসিভার রেখে দিল রবার্ট। ভাবল *ব্যাপারটা হাস্যকর যে অ্যাডমিরালের জন্য আমাকে ভিজিটরস পাস রাখতে হচ্ছে। বছর কয়েক আগেও তিনি নেভাল ইন্টেলিজেন্সের দায়িত্বে ছিলেন। ওঁর এখন কেমন লাগে?*

রবার্ট ইন্টারকমে ডাকল ওর সেক্রেটারিকে।

'জ্বী, কমান্ডার?'

'অ্যাডমিরাল হুইটেকার আসছেন। ওঁর জন্যে একটা পাসের ব্যবস্থা করো।'

'এখুনি করছি।'

এখন অ্যাক্টিং ডিরেক্টরকে রিপোর্ট করতে হবে। ডাসটিন ফাকিং থর্নটন।

পাঁচ

ডাসটিন (ডাস্টি) থর্নটন, অফিস অব নেভাল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাক্টিং ডিরেক্টর। অ্যানাপোলিসের সেরা অ্যাথলেট হিসেবে একসময় বিখ্যাত ছিল। স্রেফ সে একাই একবার সেনাবাহিনীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলায় জিতিয়ে এনেছিল নৌবাহিনীকে। ওই খেলা দেখতে গিয়েছিলেন কোটিপতি উইলার্ড স্টোন এবং তাঁর একমাত্র কন্যা ইলেনর। প্রথম দেখায় বিশালদেহী ডাসটিনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিল না ইলেনর। নৌবাহিনী খেলায় জিতে যাবার পরে ইলেনর তার বাপকে মৃদু গলায় বলেছিল, 'আমি ওর (ডাসটিন) সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ইলেনর স্টোন দেখতে আহামরি সুন্দরী নয়। তবে তার ফিগার মাথা খারাপ করার মত এবং তার যৌনতৃষ্ণা অসীম। ডাসটিনকে বল নিয়ে ভীম বেগে ছুটতে দেখে সে মনে মনে ভাবছিল এ লোক নিশ্চয় বিছানাতেও দারুণ খেলা দেখাবে। বিয়ের পরে ইলেনরকে হতাশ হতে হয়নি।

ফুটবল মাঠে পরিচয়ের ছয় মাস পরে ইলেনরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় ডাসটিন থর্নটনের। ডাসটিন তার শ্বশুরের জন্য কাজ শুরু করে এবং প্রবেশ করে এমন গোপনীয়তার জগতে যা তার কল্পনাতেও ছিল না।

উইলার্ড স্টোন, থর্নটনের শ্বশুর, রহস্যময় এক পুরুষ। তাঁর রয়েছে শক্তিশালী রাজনৈতিক যোগাযোগ, গোপনীয়তায় ঢাকা অতীত। তিনি বিশ্বের অন্তত ডজনখানেক দেশের রাজধানীর সুতো নিজের হাতে ধরে রেখে আড়াল থেকে তাদেরকে ইচ্ছেমত নাচাচ্ছেন। ষাটোর্ধ্ব উইলার্ড স্টোন প্রতিটি পা ফেলেন হিসেব করে। তাঁর ছায়াঘেরা চোখের দৃষ্টি কিছুই প্রকাশ করে না। তাঁর ভেতরে আবেগ বলে কিছু নেই। তিনি যা চান তা আদায় করে ছাড়েন, প্রয়োজনে নির্দয় হতেও তাঁর আপত্তি নেই।

উইলার্ড স্টোন সম্পর্কে নানান গুজব শোনা যায়। তিনি নাকি মালয়েশিয়ায় তাঁর এক ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেছেন। এক আমিরের প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে ছিল তাঁর অবৈধ সম্পর্ক। বলা হয় নাইজেরিয়ায় একটি সফল বিপ্লব ঘটান উইলার্ড। সরকার তার বিরুদ্ধে আধ ডজন অভিযোগ আনলেও ধোপে টিকেনি একটিও। তিনি ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করেন, কিনে রেখেছেন সিনেটরদের, প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির গোপন কাগজপত্র চুরির অভিযোগও আছে তাঁর বিরুদ্ধে। স্টোন প্রেসিডেন্ট এবং রাজাদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। স্টোনের অসংখ্য

সম্পত্তির মধ্যে অন্যতম হলো কলোরাডো পর্বতমালার একটি বৃহৎ এবং নির্জন এস্টেট। এখানে প্রতি বছর বিজ্ঞানী, শিল্পপতি এবং বিশ্ব নেতারা সেমিনারে যোগ দিতে আসেন। সশস্ত্র রক্ষীরা বহিরাগতদের ঢুকতে দেয় না ভেতরে।

উইলার্ড স্টোন তাঁর মেয়ের বিয়ের শুধু অনুমতিই দেননি, বিয়ে করতে উৎসাহিতও করেছেন। তাঁর নতুন জামাই প্রতিভাবান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সবচেয়ে জরুরি বিষয়, সে যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

বিয়ের এক যুগ পূর্তির পরে স্টোন ডাসটিনকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করেন। তার বেশ কয়েক বছর বাদে প্রেসিডেন্ট ডাসটিনকে জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত পদে অধিষ্ঠিত করেন। ONI'র অ্যাক্টিং ডিরেক্টর পদ থেকে অ্যাডমিরাল র‍্যালফ হুইটেকারকে আকস্মিক অপসারণ করে সেখানে বসিয়ে দেয়া হয় থর্নটনকে।

ওইদিন জামাতাকে ডেকে পাঠান উইলার্ড স্টোন।

'এ মাত্র শুরু,' বলেন তিনি। 'তোমার জন্য আমার আরও বড় পরিকল্পনা রয়েছে, ডাসটিন।' বিশাল প্ল্যান, এবং তিনি পরিকল্পনার খসড়া শুরু কর়ে দেন।

বছর দুই আগে রবার্টের সঙ্গে ONI-র নয়া অ্যাক্টিং-ডিরেক্টরের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

'বসো, কমান্ডার,' ডাসটিন থর্নটনের কণ্ঠে কোনও আন্তরিকতা নেই। 'তোমার রেকর্ড ঘেঁটে দেখলাম তুমি একজন গোবৎস্য।'

মানে কী একথার? ভাবে রবার্ট। তবে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করে সে।

চোখ তুলে তাকায় থর্নটন। 'আমি জানি না দায়িত্বে থাকাকালীন অ্যাডমিরাল হুইটেকার এ অফিস কীভাবে চালাতেন। তবে এখন থেকে বইয়ের আইনকানুন অনুসারে এ অফিস চলবে। আমি যা হুকুম দেব সব বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করতে হবে। বোঝা গেছে?

'জ্বী, আপনি যে আদেশ করবেন তা বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করতে হবে।' রবার্ট ভাবল লোকটা তার কাছ থেকে স্যালুট আশা করছে কিনা।

'ব্যস। এই-ই।'

কিন্তু ওখানেই ঘটনার শেষ হলো না।

মাসখানেক পরে রবার্টকে পূর্ব জার্মানিতে পাঠানো হয় এক বিজ্ঞানীকে নিয়ে আসতে। তিনি দেশ থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিলেন। অ্যাসাইনমেন্টটি ছিল বিপজ্জনক। কারণ পূর্ব জার্মানির সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সিক্রেট পুলিশ স্টাসি আগেই জেনে গিয়েছিল বিজ্ঞানীকে অপহরণ করা হবে। তারা বিজ্ঞানীর ওপর কড়া নজর রাখছিল। তবু রবার্ট পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে লোকটিকে সীমান্তে নিয়ে আসে একটি সেফ হাউসে। সে বিজ্ঞানীকে ওয়াশিংটন নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করছিল। এমন সময় তাকে ফোন করে ডাসটিন থর্নটন। বলে পরিস্থিতি বদলে গেছে। রবার্টকে অ্যাসাইনমেন্ট বাতিল করতে বলা হয়।

'এ লোককে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না।' প্রতিবাদ জানায় রবার্ট।

'ওরা ওকে খুন করে ফেলবে।'

'সেটা ওই লোকের সমস্যা,' বলেছে থর্নটন। 'তোমাকে বাড়ি ফিরে আসার হুকুম দেয়া হয়েছে।'

জাহান্নামে যা তুই, মনে মনে গালি দেয় রবার্ট। *আমি এ লোককে এখানে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারব না।* সে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সে MI6-এ এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে ব্যাখ্যা করে পরিস্থিতি।

'বিজ্ঞানী পূর্ব জার্মানিতে ফিরে গেলে,' বলে রবার্ট, 'ওরা তাঁকে কেটে টুকরো করবে। তুমি লোকটিকে নিয়ে যেতে পারবে?'

'দেখি কী করা যায়, ওল্ড চ্যাপ। ওকে নিয়ে এসো।'

এবং বিজ্ঞানীকে ইংল্যান্ডে আশ্রয় দেয়া হয়।

আদেশ অমান্য করার জন্য ডাসটিন থর্নটন রবার্টকে কোনওদিনই ক্ষমা করতে পারেনি। তারপর থেকে দু'জনের শত্রুতা প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। থর্নটন বিষয়টি নিয়ে তার শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলেছিল।

'বেলামির মত দলছুট মানুষ বিপজ্জনক প্রকৃতির হয়,' সতর্ক করে দিয়েছিলেন উইলার্ড স্টোন। এদের থেকে সাবধান।'

থর্নটন কথাটি মনে রেখেছে।

ডাসটিন থর্নটনের অফিসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রবার্ট ভাবছিল থর্নটন আর হুইটেকারের মধ্যে কত পার্থক্য? সে ডাসটিন থর্নটনকে কানাকড়ি দিয়েও বিশ্বাস করে না।

রবার্ট অফিসে ঢুকে দেখল থর্নটন বসে আছে চেয়ারে।

'আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, বসো, কমান্ডার।' ওদের সম্পর্ক কোনওদিনই 'রবার্ট' বলে সম্বোধন করার পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

'শুনলাম তোমাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে সাময়িকভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। তুমি যখন ফিরে আসবে...'

'আমি আর ফিরছি না। এটাই আমার শেষ অ্যাসাইনমেন্ট।'

'কী?'

'আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।'

থর্নটনের চেহারায় রাগ-ক্রোধ-স্বস্তি কিছুই ফুটল না। সে কিছুই বলল না।

রবার্ট নিজের অফিসে ফিরে সেক্রেটারিকে বলল, 'বারবারা, আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব।'

'কোথায় যাচ্ছেন বলা যাবে?'

জেনারেল হিলিয়ার্ডের হুকুম মনে পড়ে গেল। 'না।'

'কয়েকটি মিটিং ছিল...'

'বাতিল করে দাও।' ঘড়ি দেখল রবার্ট। অ্যাডমিরাল হুইটেকারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হয়েছে।

পেন্টাগনের গ্রাউন্ড জিরো ক্যাফেতে ওরা নাশতা খেল। কিনারের দিকে একটি টেবিল বেছে নিয়েছে রবার্ট গোপনীয়তার জন্য। অ্যাডমিরাল হুইটেকার সময়ানুবর্তী মানুষ। যথাসময়ে চলে এলেন। মানুষটাকে আগের চেয়ে বুড়ো এবং ক্ষুদ্রকায় মনে হলো। যদিও রোমানদের মত খাড়া নাক, দৃঢ় চোয়াল এবং রূপোলি এক মাথা চুলের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। রবার্ট অ্যাডমিরালের অধীনে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছে এবং পরে অফিস অব নেভাল ইন্টেলিজেন্সে যোগ দেয়। অ্যাডমিরালকে সে খুবই শ্রদ্ধা করে। শুধু শ্রদ্ধা বললে ভুল হবে, অ্যাডমিরাল তার কাছে পিতার মতো।

অ্যাডমিরাল একটি চেয়ার দখল করলেন। 'গুড মর্নিং রব। ওরা তাহলে তোমাকে NSA তে ট্রান্সফার করেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রবার্ট। 'সাময়িকভাবে।'

ওয়েট্রেস হাজির হলো। ওরা মেনুতে চোখ বুলাতে লাগল। 'ভুলেই গিয়েছিলাম এখানকার খাবার অতিশয় বাজে,' হাসলেন অ্যাডমিরাল হুইটেকার। চারপাশে চোখ বুলালেন। তাঁর চেহারা দেখে বোঝা যায় নস্টালজিয়ায় ভুগছেন।

আহ্, মানুষটা যদি আবার ফিরে আসতেন এখানে, **ভাবল রবার্ট।**

খাবারের অর্ডার দিল ওরা। চলে গেল ওয়েট্রেস। রবার্ট বলল, 'অ্যাডমিরাল, জেনারেল হিলিয়ার্ড আমাকে তিন হাজার মাইল দূরে এক জরুরি মিশনে পাঠাচ্ছেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীকে খুঁজে বের করতে। এরা একটি ওয়েদার বেলুন ক্রাশ হতে দেখেছে। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো জেনারেল বলেছেন সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাকে পরিষ্কার হুকুম দিয়েছেন প্রয়োজন হলেও আমি দেশের বাইরে কোনও ইন্টেলিজেন্স কন্টাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না।'

অ্যাডমিরাল হুইটেকারকে বিস্মিত দেখাল। 'হয়তো এ কথা বলার পেছনে জেনারেলের বিশেষ কোনও কারণ আছে।'

রবার্ট বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না কী কারণ।'

অ্যাডমিরাল হুইটেকার রবার্টকে দেখছেন। কমান্ডার বেলামি তাঁর অধীনে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছে। স্কোয়াড্রনের সেরা পাইলট ছিল সে। অ্যাডমিরালের ছেলে এডোয়ার্ড রবার্টের বিমান বহরে ছিল। সেই ভয়ঙ্কর দিনে ওদের প্লেন গুলিয়ে খেয়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে। মারা যায় এডোয়ার্ড। রবার্ট অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। যদিও ভয়ানক আহত হয়েছিল সে। অ্যাডমিরাল রবার্টকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

'ও বাঁচবে না,' ডাক্তাররা বলেছিলেন অ্যাডমিরালকে। রবার্ট হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। ফিসফিস করে বলছিল, 'এডোয়ার্ডের জন্য আমি দুঃখিত...আমি দুঃখিত।'

অ্যাডমিরাল হুইটেকার রবার্টের হাত চেপে ধরেছিলেন। 'আমি জানি তুমি ওকে বাঁচাতে কম চেষ্টা করনি। তোমাকে এখন সুস্থ হয়ে উঠতে হবে।' তিনি

মনেপ্রাণে চাইছিলেন সুস্থ হয়ে উঠুক রবার্ট। অ্যাডমিরাল এখন রবার্টকে তাঁর সন্তানের মত দেখেন। এডোয়ার্ডের জায়গা দখল করে নিয়েছে রবার্ট।

'রবার্ট....'

'জ্বী, অ্যাডমিরাল?'

'আশা করি তোমার সুইটজারল্যান্ডের মিশন সফল হবে।'

'আমিও আশা করি। এটা আমার শেষ মিশন।'

'তুমি চাকরিটা ছাড়বেই?'

শুধু অ্যাডমিরালই জানেন রবার্ট চাকরিটা করতে চাইছে না। 'অনেক হয়েছে। আর না।'

'থর্নটনের জন্য চাকরি ছাড়ছ?'

'না। আমার নিজের জন্য। আমি অন্য মানুষের জীবনে উঁকি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত। আমি অনেক কিছু নিয়েই ক্লান্ত।'

'এরপরে কী করবে ভেবেছ কিছু?'

'জীবনটাকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করব।'

'ওরা যদি তোমাকে না ছাড়ে?'

রবার্ট বলল, 'ওদের কোনও উপায় নেই, আছে কি?'

ছয়

রিভার এন্ট্রান্স পার্কিং লটে অপেক্ষা করছিল লিমুজিন। 'আপনি রেডি, কমান্ডার?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন ডোহার্টি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবার্ট।

ক্যাপ্টেন ডোহার্টি রবার্টকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেল, রবার্ট জানে না কদিন ওকে বাড়ির বাইরে থাকতে হবে? অন্তত হপ্তাখানেক চলার মত জামাকাপড় নিল ও। শেষ মুহূর্তে সুসানের একটি ছবি নিল হাতে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ছবির দিকে। সুসান কি ব্রাজিলে উপভোগ করছে সময়? *আশা করি না,* ভাবল রবার্ট। নিজেকে তিরস্কার করল। কেন এরকম ভাবছে সে?

অ্যান্ড্রোজ এয়ারফোর্স বেস-এ চলে এল ওরা। একটি এয়ারফোর্স জেট C20A অপেক্ষা করছিল রবার্টের জন্য।

হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন ডোহার্টি।

'গুড লাক কমান্ডার।'

'ধন্যবাদ।' *ভাগ্যের সহায়তা দরকার হবে আমার।* সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনে। ভেতরে এক ক্রু ফ্লাইট চেক করছে। আছে একজন পাইলট, কো-পাইলট, নেভিগেটর এবং স্টুয়ার্ড। সবার পরনে এয়ারফোর্স ইউনিফর্ম। এ প্লেনে আগেও চড়েছে রবার্ট। ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে বোঝাই। বাইরে, লেজের কাছে, মাছ ধরার মস্ত বড়শির মত হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্টেনা। কেবিনে, দেয়াল জুড়ে ডজনখানেক লাল টেলিফোন এবং একটি সাদা রঙের ফোন। কেবিনের ভেতরটা নীল রঙে রাঙানো, ক্লাব চেয়ারে সুসজ্জিত।

প্লেনে যাত্রী শুধু রবার্ট। পাইলট ওকে স্বাগত জানাল।

'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, কমান্ডার। সিটবেল্ট বেঁধে নিন, প্লিজ। আমরা এখুনি যাত্রা শুরু করব।'

সিটবেল্ট বেঁধে নিয়ে আসনে হেলান দিল রবার্ট। প্লেন ছুটতে শুরু করেছে রানওয়ে ধরে। এক মিনিট পরে উড়াল দিল আকাশে। ও বিমান দুর্ঘটনার পরে আর প্লেন চালায়নি। দুর্ঘটনায় মরতে বসেছিল রবার্ট। বেঁচে গেছে স্রেফ সুসানের প্রাণপণ সেবা শুশ্রূষায়।

ভিয়েতনামে শত্রুপক্ষের বিমান হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছিল রবার্ট। ওকে

কুচি'র টুয়েলভথ অ্যাকুয়েশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তাররা রবার্টের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সুসান সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তোলে রবার্টকে।

সুসান ওয়ার্ড এমার্জেন্সি অপারেটিং রুম নার্স-এর হেড, এবং নিঃসন্দেহে সবার সেরা। আইডাহোর ছোট একটি শহর থেকে এসেছে সে। পাশের বাড়ির ছেলেটির সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। পড়শির ছেলে ফ্রাঙ্ক প্রেসকটের বাবা ছিলেন শহরের মেয়র। শহরের সবাই জানত একদিন ফ্রাঙ্ক বিয়ে করবে সুসানকে।

মাইকেল নামে সুসানের ছোট একটি ভাই ছিল। সুসান তাকে জান দিয়ে ভালোবাসত। আঠারো বছর বয়সে মাইকেলকে ভিয়েতনামের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সুসান প্রতিদিন তাকে চিঠি লিখত। যুদ্ধে যাওয়ার তিন মাস পরে সুসানদের বাড়িতে একটি টেলিগ্রাম আসে। টেলিগ্রাম খোলার আগেই সুসান বুঝতে পেরেছিল ওতে কী লেখা আছে।

মাইকেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে ফ্রাঙ্ক ছুটে আসে সুসানের কাছে। বলে, 'আমি সত্যি খুব দুঃখিত, সুসান। মাইকেলকে আমি খুব পছন্দ করতাম। তারপর সে একটা ভুল করে বসে। চলো, আমরা এখুনি বিয়ে করে ফেলি।'

সুসান প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'না, আমি এখন বিয়ে করব না। আমার অনেক জরুরি কাজ পড়ে আছে।'

'ফর গডস শেক! আমাকে বিয়ে করার চেয়ে জরুরি কাজ কী থাকতে পারে?'

জবাব ছিল ভিয়েতনাম।

সুসান চলে যায় নার্সিং স্কুলে।

সে এগার মাস ছিল ভিয়েতনামে, নিরলস কাজ করেছে।

আহত কমান্ডার রবার্ট বেলামিকে সুসান যে হাসপাতালে কাজ করত সেখানে ভর্তি করা হয়। সুসান জেনেছে রবার্ট একজন অভিজ্ঞ নেভি পাইলট এবং ইন্সট্রাক্টর। সে সাহসিকতার জন্য নেভাল ক্রস পেয়েছে। রবার্টের জন্মস্থান ইলিনয়ের ক্ষুদ্র শিল্পনগরী হার্ভেতে। কলেজে পড়াকালীন সে নৌবাহিনীতে যোগ দেয়। তাকে পেনসাকোলায় ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে। রবার্ট অবিবাহিত।

রবার্টের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিল সে। সুসান তার কানে কানে বলত। 'ওঠো, সেইলর। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

হাসপাতালে ভর্তি করার ছয়দিন পরে, এক রাতে, প্রবল জ্বরে ভুল বকছিল রবার্ট, হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে সে। সুসানের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে। 'এটা স্বপ্ন নয়। তুমি বাস্তব।'

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল সুসানের। বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমি বাস্তব।'

'আমি ভাবছিলাম স্বপ্ন দেখছি। ভাবছিলাম আমি স্বর্গে চলে গিয়েছি এবং ঈশ্বর আমাকে সেবা করার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছেন।'

সুসান রবার্টের চোখে চোখ রেখে সিরিয়াস গলায় বলেছিল, 'আপনি যদি মারা যেতেন, আমি আপনাকে খুন করে ফেলতাম।' রবার্ট চারিদিকে চোখ বুলিয়ে

জানতে চেয়েছে, 'আমি... আমি কোথায়?'

'টুয়েলভথ অ্যাকুয়েশন হসপিটালে। কুচিতে।'

'কতদিন ধরে আছি এখানে?'

'ছয়দিন।'

'এডি...ও...'

'আমি দুঃখিত।'

'জেনারেলকে খবরটা দিতে হবে।'

সুসান রবার্টের হাত চেপে ধরে মৃদু গলায় বলেছে, 'উনি খবরটা জানেন। উনি আপনাকে দেখার জন্য এখানে এসেছিলেন।' অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল রবার্টের চোখ। 'এই বিশ্রী যুদ্ধটাকে আমি ঘৃণা করি। তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না কতটা ঘৃণা করি আমি এ যুদ্ধ।'

এরপর দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে রবার্ট।

'ওকে আমরা শীঘ্র হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেব' ডাক্তারদের কথা শুনে বুকটা দারুণ মোচড় দিয়ে উঠেছিল সুসানের।

রবার্টের ঠিক মনে পড়ে না কখন সে সুসানের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। তবে প্রেমে পড়ার দু'হপ্তার মাথায় ওরা বিয়ে করে ফেলে। রবার্টের সুস্থ হতে পুরো একটা বছর লেগেছে। সুসান সারাক্ষণ ওর পাশে ছিল। দিনে এবং রাতে। ওর মত মেয়ের সান্নিধ্যে কোনওদিন আসেনি রবার্ট। ওর মত আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে বলেও মনে হয়নি। সে ভালোবাসত সুসানের আবেগ, সংবেদনশীলতা এবং প্রাণশক্তি। ভালোবাসত ওর সৌন্দর্য এবং প্রাণশক্তি। ভালোবাসত ওর সৌন্দর্য এবং রসবোধ।

প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রবার্ট সুসানকে বলেছিল, 'তুমি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী এবং দয়াবতী নারী। পৃথিবীতে আর কোনও মেয়ের মধ্যে তোমার মত উষ্ণতা, বুদ্ধি এবং জ্ঞান নেই।'

বন্ধুরা বলত ওদের বিয়েটা ছিল পারফেক্ট একটি বিয়ে। সুসানকে মুখ ফুটে কখনও কিছু বলতে হয়নি তার কী চাই। সুসান বুঝে নিত সব। কী চমৎকার হাসি-আনন্দে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল ওদের...

ইন্টারকমে সচল হয়ে উঠল পাইলটের কণ্ঠ। 'আমরা দশ মিনিটের মধ্যে জুরিখে অবতরণ করছি, কমান্ডার।' রবার্ট বেলামি ফিরে এল বর্তমানে, তার অ্যাসাইনমেন্টে। নেভাল ইন্টেলিজেন্সের পনেরো বছরের চাকরি জীবনে ডজনখানেক চ্যালেঞ্জিং কেসের মোকাবিলা করেছে রবার্ট। কিন্তু এ রকম অদ্ভুত কেস পায়নি কখনও। তাকে সুইটজারল্যান্ড যেতে হচ্ছে অচেনা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীকে খুঁজতে যারা কিনা মিলিয়ে গেছে বাতাসে। এ যেন খড়ের গাদায় সুই খোঁজা। কিন্তু খড়ের গাদাটা কোথায় তা-ই জানে না রবার্ট।

'সিটবেল্ট বেঁধে নিন দয়া করে।'

C20A ঘন জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই দৃশ্যমান হয়ে উঠল জুরিখ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ল্যান্ডিং লাইট। বিমান বন্দরের পুব দিকে নেমে পড়ল জেট, এগোল ক্ষুদ্রকায় জেনারেল এভিয়েশন বিল্ডিং অভিমুখে। এটা মূল টার্মিনাল থেকে দূরে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছে। আলো পড়ে চকচক করছে ভেজা টারমাক। তবে আকাশ পরিষ্কার।

'এখানকার আবহাওয়ার তাল ঠিক নেই,' মন্তব্য করল পাইলট। 'সকালে রোদ, দুপুর জুড়ে বৃষ্টি আবার রাতে আকাশ ফকফকা। এখানে আপনার ঘড়ি নয়, দরকার ব্যারোমিটার। আপনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব, কমান্ডার?'

'না, ধন্যবাদ,' এখন থেকে রবার্টকে 'একলা চলো রে' নীতি গ্রহণ করতে হবে। প্লেন উড়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর মিনিবাসে চড়ে চলে এল এয়ারপোর্ট-হোটেলে। বিছানায় শুয়েই দিল ঘুম।

সাত
দ্বিতীয় দিন
০৮০০ ঘণ্টা

পরদিন সকালে ইউরোপিয়ার ডেস্কের পেছনে বসা এক ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করল রবার্ট।

'গুটেন টাগ।'

রবার্টের মনে পড়ে গেল সুইটজারল্যান্ডের এ অংশে জার্মান ভাষাটাই বেশি চলে। 'গুটেন টাগ। গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে?'

'জ্বী, স্যার। পাওয়া যাবে। কতদিনের জন্য লাগবে?'

ভালো প্রশ্ন। এক ঘণ্টা? এক মাস? নাকি এক বছর? 'এখনই ঠিক বলতে পারব না।'

'আপনি কি এয়ারপোর্টে গাড়ি ফেরত দেবেন?'

'সম্ভবত:।'

ওর দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাল ক্লার্ক। 'বেশ। এই কাগজগুলো একটু ফিলাপ করুন, প্লীজ।'

রবার্ট গাড়ি ভাড়ার টাকা দিল জেনারেল হিলিয়ার্ডের দেয়া বিশেষ কালো ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ক্লার্ক কার্ডের দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'এক্সকিউজ মি।'

সে অফিসে ঢুকল। ফিরে আসার পরে রবার্ট জিজ্ঞেস করল, 'কোনও সমস্যা?'

'না, স্যার। কোনও সমস্যা নেই।'

গাড়িটি ধূসর রঙের ওপেল ওমেগা। রবার্ট জুরিখের কেন্দ্রস্থল অভিমুখে চলল। সুইটজারল্যান্ড ভালো লাগে ওর। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর দেশের একটি। বছর কয়েক আগে এখানে সে স্কি করেছে। অ্যাসাইনমেন্ট করেছে, সুইস ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এসপিওনাজ আবটিগুং-এর সঙ্গে লিয়াজোঁ করেছে। এজেন্সিতে ওর বন্ধু আছে। কিন্তু জেনারেল হিলিয়ার্ড মানা করে দিয়েছেন কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না।

শহরে পৌঁছুতে পঁচিশ মিনিট লাগল। রবার্ট গাড়ি নিয়ে চলে এল ডলডার গ্রান্ড হোটেলে। হোটেলের চারপাশ ঘিরে আছে সবুজ বনানী, সামনেই লেক জুরিখ। সে গাড়ি পার্ক করল। হেঁটে গেল লবিতে। বামে রিসেপশন ডেস্ক।

রবার্ট হোটেলের একটি ঘর ভাড়া করল। হোটেলের নতুন উইং-এ আরামদায়ক একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। ঘর ভাড়া মেটালো জেনারেল হিলিয়ার্ডের দেয়া সাদা-কালো রঙের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। ঘরের সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়ে হ্রদ। রবার্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে শরতের চনমনে, তাজা বাতাস টেনে নিল বুক ভরে। ভাবছে ওর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে।

কীভাবে এগোবে বুঝতে পারছে না রবার্ট। অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে কোনও তথ্যই ওর কাছে নেই। সে ট্যুর বাস কোম্পানির নাম জানে না, কতজন যাত্রী ছিল, তাদের নাম-ঠিকানা কিছুই জানা নেই ওর। প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই সুইটজারল্যান্ডের কিনা জানে না। শুধু একটা তথ্যই হাতে আছে ঘটনার তারিখ– রোববার, ১৪ অক্টোবর এবং ঘটনাস্থল উটেনডর্ফ।

রবার্টের মনে আছে সমস্ত ট্যুর বাস শুধু দুটি প্রধান শহর থেকে ছেড়ে যায়। জুরিখ এবং জেনেভা। রবার্ট ডেস্কের ড্রয়ার খুলে ট্যুর কোম্পানির মোটা একটি ব্রুশিয়ার বের করল। এতে আধডজনেরও বেশি ট্যুর কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। SUNSHINE TOURS, SWISS TOUR, TOUR SERVILE, TOUR ALPINO, TOURISMA RFISFN....প্রতিটি কোম্পানি চেক করে দেখতে হবে ওকে। সবগুলো কোম্পানির নাম লিখে নিল ও। তারপর সবচেয়ে কাছের অফিস ট্যুর সার্ভিস-এ ঢুকল।

কাউন্টারে জনা দুই ক্লার্ক, পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলছে। একজন ফ্রি হবার পরে রবার্ট বলল, 'এক্সকিউজ মী। আমার স্ত্রীত গত রোববার আপনাদের বাসে ট্যুর করছিল। সে বাসে তার পার্স ফেলে রেখে যায়। আমার ধারণা উটেনডর্ফে ওয়েদার বেলুন ক্র্যাশের ঘটনা দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ার কারণে সে ওই ভুলটা করেছে।'

ভুরু কোঁচকাল ক্লার্ক। 'আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আমাদের ট্যুর বাস উটেনডর্ফের ধারেকাছেও যায়নি।'

'ওহ, দুঃখিত।'

এরপরে আরেকটি ট্যুর কোম্পানিতে ঢুঁ দিল রবার্ট। সেখান থেকেও হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো। এরাও উটেনডর্ফে কোনও ট্যুর দিতে যায়নি।

তিন নম্বর অফিস বাহনহোফপ্লাজে। সাইনবোর্ডে লেখা SUNSHINE TOURS। রবার্ট কাউন্টারে গিয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন। আপনাদের একটি ট্যুর বাস সম্পর্কে কথা বলতে চাই। শুনলাম উটেনডর্ফের কাছে একটি ওয়েদার বেলুন ক্রাশ হয়েছিল। আপনাদের ড্রাইভার সেখানে আধাঘণ্টা যাত্রা বিরতি দেয় যাতে যাত্রীরা দৃশ্যটি দেখার সুযোগ পায়।'

'না, না। ড্রাইভার ওখানে মাত্র পনের মিনিটের জন্য দাঁড়িয়েছিল। আমাদের শিডিউল খুব কড়া। আপনি কোত্থেকে এসেছেন বললেন?'

রবার্ট ওকে দেয়া একটি পরিচয়পত্র বের করে দেখাল।

'আমি একজন সাংবাদিক,' বলল ও। 'আমি ট্রাভেল অ্যান্ড লেইজার পত্রিকায়

কাজ করি। সুইটজারল্যান্ডের বাসগুলো অন্যান্য দেশের তুলনায় সেবা দানে কতটুকু দক্ষ তার ওপর একটি লেখা তৈরি করছি আমি। আমি আপনাদের ড্রাইভারের সাক্ষাৎকার নিতে পারি?'

'আমাদের কোম্পানির নাম থাকবে তো আপনার লেখায়?'

'অবশ্যই।'

হাসল ক্লার্ক। 'তাহলে তো কোনও সমস্যাই নেই।'

'ড্রাইভারের সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে?'

'আজ তার ডিউটি অফ।' ক্লার্ক কাগজে একটি নাম লিখে দিল। রবার্ট নামটি পড়ল। হ্যানস বেকারম্যান।

ক্লার্ক বলল, 'ড্রাইভার কাপেলে থাকে। জুরিখ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরের ছোট একটি গ্রাম ওটা। ওকে এখন বাড়িতেই পাবেন।'

রবার্ট বেলামি কাগজটি নিল। 'অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, একটা কথা,' বলল ও। 'স্টোরির ফ্যাক্টসের প্রয়োজনে জানতে চাইছি– ওই দিনের ট্যুরে ক'টা টিকেট আপনারা বিক্রি করেছিলেন? বলা যাবে?'

'অবশ্যই, আমরা আমাদের সবগুলো ট্যুরের রেকর্ড রেখে দিই।' সে কাউন্টারের নিচ থেকে একটি লেজার খাতা বের করল। একটি পৃষ্ঠা ওল্টাল। 'এইতো পেয়েছি। রোববার। হ্যানস বেকারম্যান। ওইদিন মোট সাতজন যাত্রী ছিল। সে রোববার ইভোকো চালাচ্ছিল। ছোট বাস।'

'যাত্রীদের নাম বলা যাবে কি?'

'স্যার, লোকজন নানান জায়গা থেকে আসে। টিকেট কেনে। তারপর বেরিয়ে পড়ে ট্যুরে। আমরা ওদের নাম-ধাম জিজ্ঞেস করি না।'

'আবার ধন্যবাদ,' দরজার দিকে পা বাড়াল রবার্ট।

পেছন থেকে ক্লার্ক বলল, ছাপা হলে একটা কপি কিন্তু পাঠিয়ে দেবেন।'

'অবশ্যই।' বলল রবার্ট।

হোটেল থেকে নিয়ে আসা সুইটজারল্যান্ডের ম্যাপে চোখ বুলিয়ে কাপেল-এ চলে এল রবার্ট। ছোট, সুন্দর, ছিমছাম গ্রাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল পৌঁছাতে। গাঁয়ে একটি রেস্টুরেন্ট, একটি চার্চ, ডাকঘর এবং পাহাড়ের কোলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ডজনখানেক ঘরবাড়ি। রবার্ট গাড়ি পার্ক করে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। দরজার ধারে এক ওয়েট্রেস টেবিল পরিষ্কার করছিল। তার কাছে জিজ্ঞেস করতেই পেয়ে গেল হ্যানস বেকারম্যানের বাড়ির ঠিকানা।

রবার্ট গির্জার ডানে মোড় নিল। চলে এল দোতলা একটি পাথরের বাড়ির সামনে। সিরামিক টাইলের ছাদ। গাড়ি থেকে নামল রবার্ট। দাঁড়াল দরজার সামনে। ডোর বেল নেই। নক করল ও।

দরজা খুলে দিল বিশালদেহী এক মহি ঠোঁটের ওপর গোঁফের সূক্ষ্ম রেখা।

'জা?'

‘বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। মি. বেকারম্যান আছেন?’

সন্দেহের চোখে ওকে দেখল মহিলা। ‘তার সঙ্গে কী দরকার?’

নিষ্পাপ হাসি উপহার দিল রবার্ট। ‘আপনি নিশ্চয় মিসেস বেকারম্যান।’ পকেট থেকে সাংবাদিকের পরিচয়পত্র বের করল ও। ‘আমি একটি ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে সুইস বাস ড্রাইভারদের ওপর আর্টিকেল করছি। আপনার স্বামী সম্পর্কে শুনেছি উনি দেশের সেরা বাস ড্রাইভারদের একজন।’

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহিলার। গর্বের সুর ফুটল কণ্ঠে। ‘আমার হ্যানস খুব ভালো গাড়ি চালায়।’

‘আমাকে সবাই তা-ই বলেছে, মিসেস বেকারম্যান। আমি তার একটি ইন্টারভ্যু করতে চাই।’

‘ম্যাগাজিনের জন্য হ্যানসের ইন্টারভ্যু?’ খুশি হলো মহিলা।

‘বেশ বেশ। ভেতরে আসুন, প্লিজ।’

মহিলা রবার্টকে নিয়ে ছোট এবং পরিচ্ছন্ন একটি লিভিংরুমে ঢুকল। ‘দাঁড়ান। আমি হ্যানসকে খবর দিচ্ছি।’

বাড়ির ছাদ নিচু, কালো কাঠের মেঝে, আসবাবগুলোও কাঠের। ছোট একটি ফায়ারপ্লেস আছে, জানালায় লেস দেয়া পর্দা।

রোগাপাতলা, টাকমাথা এক লোক ঢুকল ঘরে। গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে। ঠোঁটের ওপর ঘন কালো গোঁফ একদম মানায়নি।

‘গুড আফটারনুন, হের...?’

‘স্মিথ। গুড আফটারনুন।’ আন্তরিক গলায় বলল রবার্ট।

‘আপনার ইন্টারভ্যু করার জন্য আমি মুখিয়ে আছি, মি. বেকারম্যান।’

‘আমার স্ত্রী বলল আপনি বাস চালকদের ওপর নাকি একটি লেখা লিখছেন।’

তার কথায় জার্মান টান স্পষ্ট।

হাসল রবার্ট। ‘জ্বী। আপনার সেফটি রেকর্ডের ব্যাপারে আমার ম্যাগাজিন আগ্রহী এবং ...’

‘রোববার বিকেলে মাটিতে আছড়ে পড়া ওই জিনিসটা সম্পর্কে আগ্রহ নেই?’ বাধা দিল হ্যানস।

রবার্ট অপ্রস্তুত হওয়ার ভঙ্গি ফোটাল চেহারায়। ‘তাও আছে বটে।’

‘তাহলে সরাসরি এ কথা বলতে আপত্তি কিসের? বসুন।’

‘ধন্যবাদ।’ কাউচে বসল রবার্ট।

বেকারম্যান বলল, ‘দুঃখিত, আপনাকে ড্রিংক অফার করতে পারছি না। আমরা ঘরে মদ রাখি না,’ পেটে টোকা দিল। ‘আলসার। ডাক্তার ব্যথা কমানোর জন্য কোনও ওষুধও দেয়নি। ওষুধে আমার অ্যালার্জি আছে,’ সে রবার্টের বিপরীতে বসল। ‘তবে আপনি নিশ্চয় আমার শরীরের খবর নিতে আসেন নি। কী জানতে চান, বলুন?’

‘উটেনডর্ফে, যেখানে ওয়েদার বেলুনটি ক্রাশ করেছিল, সেখানে রোববারে আপনার বাসে যেসব যাত্রী ছিল তাদের ব্যাপারে জানতে চাই।’

বিস্মিত দেখাল হ্যানস বেকারম্যানকে, 'ওয়েদার বেলুন? কীসের ওয়েদার বেলুন? আপনি এসব কী বলছেন?'

'যে বেলুনটি...'

'বলুন স্পেসশিপ।'

এবার রবার্টের চোখ গোল হবার পালা। 'স্পেসশিপ?'

'জা, ফ্লাইংসসার।'

কথাটা হজম করতে সময় লাগল। হঠাৎ রবার্টের গা শিরশির করে উঠল। 'আপনি বলছেন একটা ফ্লাইং সসার দেখেছেন?'

'জা, তাতে লাশ ছিল।'

গতকাল, সুইস আল্পসে একটি ন্যাটো ওয়েদার বেলুন ক্রাশ করেছে। বেলুনে অত্যন্ত গোপনীয় কিছু এক্সপেরিমেন্টাল সামরিক জিনিস ছিল।

কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখতে বেগ পেতে হলো রবার্টকে। 'মি. বেকারম্যান, আপনি ঠিক দেখেছেন ওটা ফ্লাইং সসার ছিল?'

'অবশ্যই। লোকে যাকে বলে ইউএফও।'

'ভেতরে মানুষের লাশ ছিল?'

'মানুষের নয়, প্রাণীর। তবে প্রাণীগুলোর বর্ণনা দেয়া মুশকিল।'

মৃদু শিউরে উঠল সে। 'খুব ছোট ছোট আকারের প্রাণী। বড় বড়, অদ্ভুত চোখ। ধাতব রূপালি রঙের সুট পরা। ভয়ঙ্কর দেখতে।'

রবার্ট শুনছে, বুকের ভেতরে ঝড়। 'যাত্রীরাও দেখেছে?'

'ওহ্, জা। আমরা সবাই দেখেছি। আমি ওখানে মিনিট পনেরো ছিলাম। ওরা আরও থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু কোম্পানি শিডিউলের ব্যাপারে খুব কঠোর।'

রবার্ট জানে প্রশ্নটা করে লাভ নেই তবু করল।

'মি. বেকারম্যান, যাত্রীদের নাম মনে আছে আপনার?'

'মিস্টার, আমি বাস চালাই। যাত্রীরা জুরিখে টিকেট কেনে এবং আমরা ওদেরকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইন্টারলেকেনে নিয়ে যাই, তারপর ওখান থেকে উত্তর পশ্চিমে বার্ন থেকে ঘুরিয়ে আনি। তারা কেউ বার্নে নেমে পড়ে, কেউবা ফিরে আসে জুরিখে। কেউ তাদের নাম বলে না।'

মরিয়া হয়ে জানতে চাইল রবার্ট, 'ওদের কাউকে আপনি চিনতে পারবেন না?'

বাস ড্রাইভার একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ওই ট্রিপে শুধু পুরুষ ছিল।'

'শুধুই পুরুষ?'

হ্যানস ভেবে নিয়ে বলল, 'না। একজন মহিলাও ছিল।'

'ওরা জুরিখ থেকে বাসে উঠেছে, তারপর ট্যুর শেষে যে যার গন্তব্যে চলে গেছে?'

'জ্বী, মি. স্মিথ।'

খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজা দূরে থাক, এখানে গাদাই নেই।

'যাত্রীদের কারও কথা মনে নেই আপনার?'

মাথা নাড়ল বেকারম্যান। 'মিস্টার, অকারণে কারও কথা মনে রাখার প্রশ্ন নেই যদি না কোনও ঘটনা ঘটে। যেমন ওই জার্মানটা।'

নিজের আসনে স্থির হয়ে গেল রবার্ট। 'কীসের জার্মান?'

'ইউএফও দেখে যখন অন্যান্য যাত্রীরা বেজায় উত্তেজিত তখন ওই বুড়ো বারবার বলছিলেন তাঁকে তাড়াতাড়ি বার্নে ফিরতে হবে। সকালে ইউনিভার্সিটিতে নাকি তাঁর লেকচার আছে।'

শুরু। 'লোকটার কথা কিছু মনে আছে আপনার?'

'না।'

'একেবারেই কিছু মনে পড়ছে না?'

'তার গায়ে কালো ওভারকোট ছিল।'

'মি. বেকারম্যান। আমার একটা উপকার করুন। আমাকে কি উটেনডর্ফে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'আমার আজ ছুটি। আমি ব্যস্ত আছি...'

'আপনাকে টাকা দেব।'

'জা?'

'দুশো মার্ক।'

'আমি পারব না...'

'চারশো?'

একটু ভেবে রাজি হলো বেকারম্যান। 'কেন নয়? গাড়ি চালানোর জন্য দিনটি চমৎকার, নয় কি?'

ওরা দক্ষিণ অভিমুখে চলল। পাশ কাটাল ইমেনস এবং মেগেনের ছবির মত সুন্দর গ্রাম, ঢুকে পড়ল লুজার্নে। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো শ্বাসরুদ্ধকর। তবে ওদিকে নজর দিতে পারছে না রবার্ট। সে নিজের ভাবনায় মশগুল।

ওরা পার হলো সারনেড এবং ক্রনিগ। গিরিপথ চলে গেছে ইন্টারল্যাকেন অভিমুখে। পার হলো লেইসিজেন এবং ফলিনসির নীল হ্রদ। হ্রদে পাল তুলে চলেছে সাদা সেইলবোট।'

'আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'এই তো এসে পড়েছি,' বলল হ্যানস বেকারম্যান।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে ওরা। চলে এল স্পীজ-এ। বেকারম্যান বলল, 'প্রায় চলে এসেছি। পরের শহর থুনের পরেই।'

রবার্টের কলজে ধুকপুক করছে। সে কল্পনাতীত একটা জিনিস দেখতে যাচ্ছে। ভিনগ্রহ থেকে আসা ভিনগ্রহবাসী।

থুন্ এর রাস্তা ধরে এগোল ওরা। কয়েক মিনিট পরে, হাইওয়ের ধারে কতগুলো গাছপালার দিকে হাত উঁচিয়ে বেকারম্যান বলল, 'ওই যে ওখানে!'

রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল রবার্ট।

'হাইওয়ের ওপাশে। গাছের পেছনে।'

উত্তেজনা বোধ করল রবার্ট। 'চলুন। দেখে আসি।'

রাস্তা পার হলো ওরা। রবার্ট ড্রাইভারের পেছন পেছন কতগুলো গাছের সামনে চলে এল।

এখান থেকে হাইওয়ে একদমই দেখা যায় না। ফাঁকা একটা জায়গায় চলে এল ওরা। বেকারম্যান ঘোষণা করল, 'ওই যে ওটা।'

ওদের সামনে, মাটিতে পড়ে আছে একটি ওয়েদার বেলুনের ধ্বংসাবশেষ।

আট

হ্যানস বেকারম্যান মাটিতে পড়ে থাবা ধাতব জিনিসটির দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। 'এটা সেটা নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রবার্ট। 'এটা সেটা নয়?'

মাথা নাড়ল বেকারম্যান। 'এটা গতকাল এখানে ছিল।'

'আপনার ছোট্ট সবুজ মানুষরা হয়তো ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

বেকারম্যান দৃঢ় গলায় বলল, 'না, না। ওরা সবাই মারা গেছে।'

রবার্ট বেলুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওটাকে আরও ভালোভাবে দেখার জন্য। এটা বড় আকারের একটি অ্যালুমিনিয়ামের এনভেলপ। ব্যাসার্ধে চোদ্দ ফুট হবে, কিনারা বা ধারগুলো খাঁজকাটা। পড়ার সময় ভেঙে বা থেঁতলে গেছে। সমস্ত ইন্সট্রুমেন্ট সরিয়ে ফেলা হয়েছে, জেনারেল হিলিয়ার্ড ওকে তা-ই বলেছিলেন।

রবার্ট বেলুনের চারপাশে একটা চক্কর দিল। ভেজা ঘাসে ডুবে গেল জুতো। ও এমন কিছু একটা খুঁজে পেতে চাইছে যা সামান্যতম ক্লু'র সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু কিছুই পেল না। ওর দেখা আরও দশটা সাধারণ ওয়েদার বেলুনের মতই এটাও।

বুড়ো জার্মান এখনও বকবক করেই চলেছে। নিজের মতামতে অটল। 'ওই ভিনগ্রহের জিনিসগুলো...ওরা এ কাণ্ড করেছে। ওরা যা খুশি করতে পারে, জানেনই তো।'

এখানে ওর করার কিছুই নেই, ভাবল রবার্ট। লম্বা ঘাসে হাঁটতে গিয়ে ভিজে গেছে মোজা। ঘুরতে যাচ্ছে, শেষ মুহূর্তে কী মনে করে ফিরে গেল বেলুনের কাছে। 'এদিকটা একটু টেনে তুলবেন, ভাই?'

বেকারম্যান বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'ওটা তুলতে বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেকারম্যান। হালকা ধাতব ধরে একটা পাশ টেনে তুলল। রবার্ট তুলল আরেকটা পাশ। মাথার ওপর অ্যালুমিনিয়ামের খণ্ডটি ধরে রেখেই বেলুনের নিচে ঢুকে পড়ল ও। চলে এল মাঝখানে। ঘাসে ডুবে গেল পা। 'এদিকটা বেশ ভেজা,' বলল রবার্ট।

'তাতো হবেই,' বলল জার্মান। 'গতকাল সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। পুরো মাটি ভেজা।'

রবার্ট বেলুনের নিচে থেকে বেরিয়ে এল। 'ও জায়গাটা শুকনো থাকা উচিত

ছিল।' এখানকার আবহাওয়ার তাল ঠিক নেই বলেছিল পাইলট। এই রোদ এই বৃষ্টি।

'আপনারা ইউএফও দেখার সময় আবহাওয়ার অবস্থা কীরকম ছিল?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

এক মুহূর্ত ভেবে জবাব দিল বেকারম্যান, 'আবহাওয়া ভালোই ছিল।'

'রোদেলা?'

'জা, রোদ ছিল।'

'কিন্তু গতকাল তো সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে?'

অবাক দেখাল বেকারম্যানকে, 'তো?'

'বেলুনটা যদি সারারাত এখানে থাকত, তাহলে এখানকার জমিন শুকনো থাকার কথা ছিল। অথবা স্যাঁতসেতে। কিন্তু পুরো জমিন ভেজা।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেকারম্যান। 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মানে কী এ কথার?'

'মানে হলো,' সতর্কতার সাথে বলল রবার্ট। 'কেউ এই বেলুনটি গতকাল এখানে রেখে গেছে। এবং বৃষ্টি হবার পরে।'

'এরকম পাগলামি কে করবে?'

হয়তো সুইস সরকার, মনে মনে বলল রবার্ট। ভিজিটরদের ধোঁকা দিতে।

হ্যানস বেকারম্যান সন্দেহের চোখে লক্ষ করছে রবার্টকে। 'আপনি কোন পত্রিকায় আছেন বললেন?'

'ট্রাভেল এন্ড লেইজার।'

উজ্জ্বল দেখাল বেকারম্যানের চেহারা। 'ওহ, তাহলে নিশ্চয় আপনি ওই লোকটার মত আমার ছবি নেবেন।'

'কোন লোকটা?'

'ওই ফটোগ্রাফারটা যে আমাদের ছবি তুলেছিল।'

জমে গেল রবার্ট। 'কার কথা বলছেন আপনি?'

'ফটোগ্রাফারটির কথা। সে ধ্বংসস্তূপের সামনে আমাদের ছবি তুলেছিল। বলেছিল আমাদের সবাইকে এক কপি করে ছবি পাঠাবে। কয়েকজন যাত্রীর কাছেও ক্যামেরা ছিল।'

ধীরে ধীরে বলল রবার্ট, 'এক মিনিট। আপনি বলছেন ইউএফ-ও'র সামনে আপনাদেরকে দাঁড়া করিয়ে কেউ একজন ছবি তুলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদেরকে একটি করে প্রিন্ট পাঠাবে বলেছে?'

'হুঁ।'

'সে নিশ্চয় আপনাদের সবার নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে গেছে।'

'তাতো লিখেছেই। নইলে ছবি পাঠাবে কোথায়?'

রবার্ট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। উল্লাসের স্রোত রক্তে।

রবার্ট, ইউ *লাকি সন অব আ বীচ!* একটি অসম্ভব মিশন হঠাৎ করে

ধরাছোঁয়ার মধ্যে চলে এসেছে। ওকে এখন আর সাতজন অচেনা যাত্রীর খোঁজ করতে হবে না। শুধু ওই ফটোগ্রাফারকে খুঁজে পেতে হবে।

'কথাটা আগে বললেন না কেন, মি. বেক্যারম্যান?'

'আপনি তো শুধু যাত্রীদের কথা জানতে চেয়েছিলেন।'

'সে কি যাত্রী ছিল না?'

মাথা নাড়ল হ্যানস বেকারম্যান, 'নাইননা। হাইওয়েতে তার গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। একটি টো ট্রাক গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় বিপুল সংঘর্ষের শব্দ। ফটোগ্রাফার ছুটে আসে দেখতে কী হয়েছে। দৃশ্যটি দেখে সে ফিরে যায় নিজের গাড়িতে। ফিরে আসে ক্যামেরা নিয়ে। এরপর সে আমাদেরকে ফ্লাইং সসারের সামনে পোজ নিয়ে দাঁড়াতে বলে।'

'ফটোগ্রাফারের নাম জানেন?'

'না।'

'তার কোনও কিছু মনে আছে আপনার?'

মনঃসংযোগ করল বেকারম্যান। 'সে বিদেশী ছিল। আমেরিকান অথবা ইংরেজ।'

'একটি টো ট্রাক তার গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রাকটি কোনদিকে গেছে মনে আছে?'

'উত্তরে। সম্ভবত: বার্নে। থুন অবশ্য কাছের শহর ছিল। কিন্তু রোববার বলে থুনের সমস্ত গ্যারেজ ছিল বন্ধ।'

হাসল রবার্ট। 'ধন্যবাদ। আপনি অনেক উপকার করলেন।'

'লেখা ছাপা হলে একটা কপি পাব তো?'

'অবশ্যই পাবেন। আপনার টাকাটা রাখুন। সঙ্গে আরও অতিরিক্ত একশ মার্ক আমাকে সাহায্যে করার জন্য। আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।' গাড়ির সামনে হেঁটে এল ওরা। দরজা খুলল বেকারম্যান। তারপর ঘুরল রবার্টের দিকে। 'ধন্যবাদ।' সে পকেট থেকে ত্রিভুজাকৃতির একটি ধাতব বের করল, আকারে লাইটারের মত। জিনিসটা সাদা ক্রিস্টালের।

'কী এটা?'

'রোববার বাসে ফেরার সময় এটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি আমি।'

অদ্ভুত জিনিসটি উল্টেপাল্টে দেখল রবার্ট। কাগজের মত হালকা। বালু রঙ। একদিকের কিনার ভাঙা। বোঝা যায় এটির সঙ্গে আরেকটি অংশ সংযুক্ত ছিল। এটা কি ওয়েদার বেলুনের অংশ নাকি ইউএফও?

'এটা হয়তো আপনার কাজে লাগবে,' বেকারম্যান বলল।

'অবশ্যই কাজে লাগবে,' হাসি ফুটল রবার্টের মুখে। চড়ে বসল গাড়িতে।

এবারে নিজেকে প্রশ্নটা করতে হয় *আমি কি UFO তে বিশ্বাস করি?* রবার্ট নানান কাগজে ইউএফও সম্পর্কে বহু লেখা পড়েছে। বহুজন দাবি করেছে তারা

ইউএফও দেখেছে, বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের। এদের কথা পড়ে হাসি পেয়েছে রবার্টের। ভেবেছে লোকগুলো হয় পাগল নতুবা পাবলিসিটি পেতে এসব বানোয়াট কথা ছড়াচ্ছে। কিন্তু সত্যি যদি অন্য কোনও ছায়াপথ থেকে ভিনগ্রহবাসী ইউএফও'তে চড়ে চলে আসে আমাদের পৃথিবীতে? ভাবছে রবার্ট। তাহলে আমাদের পৃথিবীর কী হবে? ওরা কি শান্তির উদ্দেশ্যে আসবে নাকি লড়াই'র মন-মানসিকতা নিয়ে?

হ্যানস বেকারম্যানকে ওর পাগল ভাবতে ইচ্ছে করল। তবে হ্যান্স সত্যি ইউএফও দেখেছে কিনা প্রমাণ পেতে আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দরকার ওর। এমনিতে মনে হচ্ছে গোটা ঘটনাই অবিশ্বাস্য। কিন্তু মন খচখচ করছে রবার্টের। যদি সত্যি ওটা স্রেফ ওয়েদার বেলুন হয়ে থাকে তাহলে সাত সকালে ওকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির অফিসে ডেকে নিয়ে যাবার কারণ কী? এবং কেনই বা ওকে নির্দেশ দেয়া হলো সকল প্রত্যক্ষদর্শীকে দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে কারণ বিষয়টি নাকি অত্যন্ত জরুরি। কিছু কি গোপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে? যদি করা হয়ে থাকে... কেন?

নয়

ওইদিন জেনেভায় ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ঘরে পঞ্চাশ জনেরও বেশি সাংবাদিক, বাইরের করিডরে আরও বেশি। টিভি, রেডিওসহ ডজনখানেক দেশের সংবাদ প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছেন আজকের প্রেস কনফারেন্সে। অনেকের হাতেই মাইক্রোফোন এবং টিভি ক্যামেরা। সবাই একসঙ্গে কথা বলছেন। ফলে মহা হাউকাউ অবস্থা।

'শুনেছি ওটা নাকি ওয়েদার বেলুন নয়...'

'একথা কি সত্য ওটা ফ্লাইং সসার ছিল?'

'গুজব আছে, শিপে ভিনগ্রহবাসী পাওয়া গেছে...'

'একজন এলিয়েন কি বেঁচে আছে?'

'সরকার কি জনতার কাছে সত্য গোপনের চেষ্টা করছেন...?'

হট্টগোল থামাতে হাত তুললেন প্রেস অফিসার। 'লেডিস এন্ড জেন্টলমেন, সাধারণ একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমরা সবসময়ই ফোন পাই। লোকে স্যাটেলাইট দেখে, ছুটন্ত তারা দেখে... যে লোক বলেছে সে ইউএফও দেখেছে সে হয়তো ওতে বিশ্বাসও করত। কিন্তু আসল সত্য হলো একটি ওয়েদার বেলুন মাটিতে আছড়ে পড়ে। আমরা আপনাদেরকে অকুস্থলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি। আসুন আমার সঙ্গে...'

পনের মিনিট পরে দুই বাস বোঝাই রিপোর্টার এবং টিভি ক্যামেরাসহ ক্রুরা ছুটল উটেনডর্ফে ওয়েদার বেলুনের ধ্বংসাবশেষ দেখতে। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিধ্বস্ত, ধাতব একটি কাঠামো দেখতে পেল। প্রেস অফিসার বলল, 'এই হলো আপনাদের রহস্যময় ফ্লাইং সসার। এটা ভেভে থেকে পাঠানো হয়েছিল। লেডিস এন্ড জেন্টলমেন, আমাদের জানা মতে ইউএফও বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং কোনও ভিনগ্রহবাসীও আমাদের গ্রহে এসে অবতরণ করেনি। আর যদি এরকম কোনও প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই, আমাদের সরকার সঙ্গে সঙ্গে তা জনগণকে জানিয়ে দেবে। আর কারও কোনও প্রশ্ন...'

দশ

ভার্জিনিয়ার ল্যাংলি এয়ারফোর্স বেস-এর হ্যাঙ্গার ১৭ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। এখানে রয়েছে কঠোর সিকিউরিটি। বাইরে ভবনের চারদিকে পাহারা দিচ্ছে চার সশস্ত্র মেরিন। ভেতরে তিন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা আট-ঘণ্টা অন্তর পালা করে ডিউটি দিচ্ছে। হ্যাঙ্গারের ভেতরে একটি বন্ধ কক্ষ পাহারা দিচ্ছে তারা। ভেতরে কর্মরত বিজ্ঞানী এবং ডাক্তার ছাড়া মাত্র তিনজন ভিজিটর আছে কক্ষটিতে।

চতুর্থ ভিজিটরকে স্বাগত জানালেন নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাক্সটন। ইনি জানুস।

বন্ধ কক্ষের দরজার বাইরে একটি র‍্যাব। তাতে চারটে সাদা জীবাণুমুক্ত সুট ঝুলছে।

'একটা সুট গায়ে দিন,' বললেন জেনারেল।

'অবশ্যই।' সুট গায়ে চড়ালেন জানুস। কাচের মাস্কে শুধু তাঁর মুখখানা দেখা যাচ্ছে। জুতোসহ পা গলিয়ে দিলেন বড়, সাদা স্লিপারে। জেনারেল তাঁকে নিয়ে এগোলেন বন্ধ কক্ষের দিকে। মেরিন গার্ড একপাশে সরে দাঁড়াল। দরজা মেলে ধরলেন জেনারেল। 'এখানেই আছে।'

চেম্বারে প্রবেশ করলেন জানুস। তাকালেন চারপাশে। ঘরের মাঝখানে রয়েছে স্পেসশিপটি। সাদা অটোপসি টেবিলে শুয়ে আছে দুই এলিয়েন। একজন প্যাথলজিস্ট ওদের অটোপসি করছে।

স্পেসশিপের দিকে হাত তুলে দর্শনার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করলেন জেনারেল প্যাক্সটন।

'আমরা এখানে স্কাউট শিপটি নিয়ে কাজ করছি,' ব্যাখ্যা করলেন জেনারেল প্যাক্সটন। 'এটি কোনও না কোনওভাবে মাদার শিপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।'

স্পেসক্র্যাফটটি ভালোভাবে দেখার জন্য সামনে বাড়লেন দু'জনে। ওটা ব্যাসার্ধে পঁয়ত্রিশ ফুট হবে। ভেতরটা মুক্তোর মত ঝলমল করছে। চওড়া ছাদ। ভেতরে চেয়ারের মত তিনটে কাউচ। দেয়ালের প্যানেলে ভাইব্রেটিং মেটাল ডিস্ক।

'এখানে অনেক কিছুই আছে যার মাজেজা আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি,' বললেন জেনারেল প্যাক্সটন। 'তবে যেটুকু জানতে পেরেছি তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।' তিনি ছোট প্যানেলে সারা বাঁধা ইন্স্ট্রুমেন্টের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ওখানে ওয়াইড-ফিল্ড-অব ভিউ অপটিকাল সিস্টেম রয়েছে। ওটা

আসলে লাইফ-স্ক্যান সিস্টেম, রয়েছে ভয়েস-সিনথেসিস ক্যাপাবিলিটিসহ কম্যুনিকেশন সিস্টেম এবং একটি নেভিগেশনাল সিস্টেম। এটা আমাদেরকে স্তম্ভিত করে তুলেছে। আমাদের ধারণা এটা এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনোটিক পালসে কাজ করে।'

'স্পেসশিপে কোনও অস্ত্র দেখতে পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন জানুস।

'ঠিক জানি না। অনেক হার্ডওয়্যার রয়েছে যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এর শক্তির উৎস কি?'

'আমাদের ধারণা এটা মনোঅ্যাটমিক হাইড্রোজেন ব্যবহার করে। এর বর্জ্য প্রডাক্ট হলো পানি যা হাইড্রোজেনকে ক্রমান্বয়ে শক্তিতে রূপান্তর ঘটাচ্ছে। আমরা অসীম শক্তির অধিকারী বলে এটি সহজে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াতে পারছে। একটা ব্যাপার আমাদেরকে অবাক করে তুলেছে। কাউচে দু'জন এলিয়েনকে পেয়েছি আমরা। কিন্তু তিন নম্বর কাউচে কাউকে পাইনি।'

'তার মানে একজন মিসিং?' ধীর গলায় প্রশ্ন করলেন জানুস।

'সেরকমই মনে হচ্ছে।'

ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন জানুস। তারপর বললেন, 'আমাদের অনুপ্রবেশকারীদের এক নজর দেখা যাক।'

দুই ভিনগ্রহবাসীকে শুইয়ে রাখা টেবিলে এগিয়ে গেলেন ওরা। জানুস স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অদ্ভুত আকার দুটির দিকে। এলিয়েন দুটোর কপাল বেশ বড়। ওদের মাথায় চুল নেই। চোখের পাতা বা ভুরুও নেই। চোখ জোড়া পিংপং বলের মত।

ওদেরকে দেখে অটোপসিতে ব্যস্ত ডাক্তার চোখ তুলে চাইলেন। 'ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। একজন এলিয়েনের একটা হাত নেই। রক্তেরও কোনও চিহ্ন নেই। তবে শিরায় সবুজ লিকুইড দেখা যাচ্ছে। তবে লিকুইডের বেশিরভাগ শুকিয়ে গেছে।'

'সবুজ লিকুইড?' প্রশ্ন করলেন জানুস।

'হ্যাঁ,' ইতস্তত: করলেন ডাক্তার, 'আমাদের ধারণা প্রাণীগুলো সব্জির মত।'

'চিন্তাশীল সব্জি? আপনি সিরিয়াস?'

'এটা দেখুন,' ডাক্তার একটা পানির ক্যান তুলে নিলেন। ভিনগ্রহবাসীর কাটা হাতে পানি ঢাললেন। এক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না। তারপর কাটা হাতের গোড়া থেকে সবুজ একটা জিনিস বেরিয়ে এল, ধীরে ধীরে হাতের আকার পেতে থাকল।

হাঁ করে ওদিকে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা দু'জন। 'যেশাস! এরা জীবিত নাকি মৃত?'

'ভালো প্রশ্ন করেছেন। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা জীবিত নয় আবার আমাদের মৃত্যুর সংজ্ঞার সঙ্গেও এদের মেলে না। আমি বলব এরা অবচেতন হয়ে আছে।'

জানুস এখনও নতুন গজিয়ে ওঠা হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'অনেক গাছ আছে যাদের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে।'

'বুদ্ধিমত্তা?'

'জ্বী। এসব গাছ ছদ্মবেশ ধারণ করে রক্ষা করে নিজেদেরকে। আমরা বর্তমানে উদ্ভিদ জীবন নিয়ে কিছু দারুণ গবেষণা করছি।'

জানুস বললেন, 'আমি গবেষণাগুলো দেখতে চাই।'

'নিশ্চয়।'

ওয়াশিংটন শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে, সরকারি ভবনে গড়ে তোলা হয়েছে প্রকাণ্ড গ্রীনহাউস গবেষণাগার। কমপ্লেক্সের চার্জে থাকা প্রফেসর র‍্যাচম্যান নিজের পেশা নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট। সর্বক্ষণ উৎসাহে টগবগ করছেন। 'চার্লস ডারউইন প্রথম বলেন যে গাছেরাও চিন্তা করতে পারে।'

'এটা কি সত্যি সম্ভব?'

'প্রমাণ হয়েছে এটা সম্ভব।'

জানুস বিশাল গ্রীন হাউসের চারদিকে চোখ বুলালেন। শত শত গাছ আর ফুল ঘরে রংধনুর সৃষ্টি করেছে। ফুলের গন্ধে ম ম করছে ঘর।

'এ ঘরের প্রতিটি উদ্ভিদ জ্যান্ত,' বললেন প্রফেসর র‍্যাচম্যান। 'এই গাছগুলো ভালোবাসা, ঘৃণা, যন্ত্রণা, উত্তেজনা অনুভব করতে পারে... জানোয়ারদের মতই। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমাণ করেছেন মানুষের কণ্ঠ শুনলে সাড়া দেয় বৃক্ষ।'

'প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করলেন জানুস।

'অবশ্যই।' প্রফেসর গাছ আচ্ছাদিত একটি টেবিলে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের পাশে একটি পলিগ্রাফ মেশিন। প্রফেসর একটি ইলেকট্রোড তুলে একটা গাছের গায়ে আটকে দিলেন। পলিগ্রাফের নিডলটি চুপচাপ শুয়ে আছে। 'দেখুন,' বললেন র‍্যাচম্যান।

তিনি গাছটির ওপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'আমার ধারণা তুমি খুব সুন্দরী। তুমি সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী...'

জানুস দেখলেন নিডলটি সামান্য কেঁপে উঠল।

হঠাৎ গাছটিকে লক্ষ করে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর। 'তুমি কুৎসিত! তুমি মরবে! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি মরবে!'

নিডলটি নড়ে উঠল, তারপর দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

'মাই গড,' বললেন জানুস। 'এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'কিন্তু এটাই সত্য। গাছ গান শুনলেও সাড়া দেয়।'

'গাছ গানও শোনে?'

'শোনে। ডেনভারে টেম্পল বুয়েল কলেজে গাছের গান শোনা নিয়ে একটি গবেষণা হয়। আলাদা আলাদা কাচের কেসে স্বাস্থ্যবান ফুলদের রাখা হয়। একটি কেসে বাজানো হয় তীব্র নিনাদের রক মিউজিক, দ্বিতীয় কেসে মৃদু লয়ের ভারতীয় সেতার বাজানো হয় এবং তৃতীয় কেসে কোনও মিউজিকের ব্যবস্থা করা হয়নি। দুই হপ্তা পরে দেখা যায় রক মিউজিক শোনা সবগুলো ফুল মরে গেছে, যে কেসে

কোনও মিউজিকের ব্যবস্থা ছিল না সেটিতে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছে গাছ আর সেতার শুনে সবগুলো কলি মেলে ফুটেছে ফুল। আপনি ইচ্ছে করলে এটার ভিডিও দেখতে পারেন।'

'আপনি বলছিলেন ওদের বুদ্ধিমত্তা আছে?'

'ওরা নিশ্বাস নেয়, খাদ্য গ্রহণ করে, উৎপাদন করে। ওরা ব্যথা পায় এবং শক্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও গড়ে তোলে। যেমন কিছু উদ্ভিদ তারপিন ব্যবহার করে বিষাক্ত করে তোলে মাটি যাতে কেউ তাদের কাছ না ঘেঁষে। আবার কিছু গাছ আলকালয়েড নিঃসরণ করে দূর করে পোকামাকড়। কিছু গাছ আবার মাংসাশী। যেমন ভেনাস ফ্লাইট্রাপ। কিছু অর্কিডের চেহারা এবং গায়ের গন্ধ মেয়ে মৌমাছির মত। তারা পুরুষ মৌমাছিকে আকর্ষণ করে। আরেক ধরনের অর্কিড গা থেকে পচা মাংসের গন্ধ বের করে মাছিদের আকৃষ্ট করে।'

জানুস প্রতিটি কথা শুনছেন মনোযোগ দিয়ে।

'পিঙ্ক লেডিস স্লিপারের ওপরের ঠোঁটে মৌমাছি বসলেই সে কপ করে গিলে ফেলে। উত্তরপুবে পাঁচ হাজার রকম ফুলের গাছ আছে, প্রতিটি প্রজাতি আলাদা। এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে গাছের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।'

এগারো
তৃতীয় দিন
বার্ন, বুধবার, ১৭ অক্টোবর

রবার্টের প্রিয় শহরগুলোর একটি বার্ন। অভিজাত একটি শহর। এখানে আছে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত অসংখ্য মনুমেন্ট এবং চমৎকার চমৎকার পাথরের ভবন। বার্ন সুইটজারল্যান্ডের রাজধানী এবং বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী। এ নগরীর রাস্তার প্রায় সব গাড়ির রঙই সবুজ। রবার্ট লক্ষ করেছে সুইটজারল্যান্ডের অন্যান্য শহরের চেয়ে বার্নের অধিবাসীরা অধিক মিশুক প্রকৃতির। ওরা স্বভাবে শান্ত, কথা বলে নম্রসুরে ধীরে। রবার্ট অতীতে সুইস সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে কাজ করেছে। ওয়েইসেনহাউসপ্লাজে, সিক্রেট সার্ভিসের সদর দপ্তরে ওর বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই। কিন্তু তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। অদ্ভুত!

পনেরটি ফোন করার পরে রবার্ট সেই গ্যারেজের সন্ধান পেল যেটি ফটোগ্রাফারের গাড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ফ্রিবুরগসট্রাসে ছোট একটি গ্যারেজ। মালিকের নাম ফ্রিৎজ ম্যান্ডেল। সে আবার মেকানিকও। ম্যান্ডেলের বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায়, মুখ ভর্তি ব্রণ, হালকা-পাতলা শরীর, তবে ভুঁড়িটা প্রকাণ্ড। রবার্ট দেখল সে গ্রিজ র‍্যাকের পিটে কাজ করছে।

'গুড আফটারনুন,' হাঁক ছাড়ল রবার্ট।

মুখ তুলে চাইল ম্যান্ডেল। 'গুটেন টাগ। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আপনি রোববার যে গাড়িটি টো করেছিলেন সে ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'এক মিনিট। হাতের কাজটা শেষ করে নিই।'

দশ মিনিট পরে পিট থেকে বেরিয়ে এল ম্যান্ডেল। নোংরা তেনায় মুছল তৈলাক্ত হাত।

'আপনি আজ সকালে ফোন করেছিলেন, না? কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, কোনও সমস্যা নেই।' তাকে আশ্বস্ত করল রবার্ট।

'আমি একটা সার্ভে করছি। গাড়ির ড্রাইভারের ব্যাপারে জানতে চাইছি।'

'আমার অফিসে আসুন।'

রবার্টকে নিয়ে নিজের ছোট অফিসে ঢুকল ম্যান্ডেল। খুলল একটা ফাইল

কেবিনেট। 'গত রোববারের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

ম্যান্ডেল একটা কার্ড বের করল। 'জা। এ লোকটাই ইউএফও'র ছবি তুলেছিল।'

রবার্টের হাতের তালু হঠাৎ ভিজে গেল ঘামে। 'আপনি ইউএফও'টা দেখেছেন?'

'জা। প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'একটু বলেন তো শুনি।'

শিউরে উঠল ম্যান্ডেল, 'মনে হচ্ছিল...মনে হচ্ছিল ওটা জ্যান্ত।'

'কী?'

'এক ধরনের আলো ঘিরে রেখেছিল ওটাকে... রঙ বদলাচ্ছিল। কখনও নীল...তারপর সবুজ...বর্ণনা করা মুশকিল। কতগুলো প্রাণী ছিল ভেতরে। তবে মানুষ না...' থেমে গেল সে।

'ক'টা প্রাণী?'

'দুটো?'

'ওরা কি বেঁচে ছিল?'

'দেখে মনে হচ্ছিল মরে গেছে,' ভুরুর ঘাম মুছল সে। 'আপনি তবু আমার কথা বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু আমার বন্ধুরা বিশ্বাসই করতে চায়নি। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি আমার বউ'রও ধারণা আমি তখন মদ খেয়ে উল্টোপাল্টা দেখেছি। কিন্তু আমি জানি আমি কী দেখেছি।'

'আপনি যে গাড়িটি টো করেছিলেন...' বলল রবার্ট।

'জা। ওটা ছিল একটা রেনস্ট। তেল চুইয়ে পড়ছিল। জ্বলে গিয়েছিল বিয়ারিং। একশ পঁচিশ ফ্রাঁর কাজ। তবে রোববার ছুটির দিন বলে ডাবল চার্জ চাই আমি।'

'ড্রাইভার আপনাকে টাকাটা চেকে দিয়েছে নাকি ক্রেডিট কার্ডে?'

'আমি চেক কিংবা ক্রেডিট কার্ড নিই না। সে আমাকে নগদ দিয়েছিল।'

'সুইস ফ্রাঁ?'

'পাউন্ড।'

'মি. ম্যান্ডেল, আপনি গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার কি লিখে রেখেছিলেন?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল ম্যান্ডেল। তাকাল কার্ডে। 'ভাড়া করা গাড়ি। এভিস। জেনেভা থেকে সে গাড়ি ভাড়া করেছিল।'

'লাইসেন্স নাম্বারটা কি দেয়া যাবে?'

'অবশ্যই। কেন নয়?' সে এক টুকরো কাগজে নাম্বার লিখে রবার্টকে দিল। 'আপনি কি ইউএফও'র ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছেন?'

'না,' বলল রবার্ট। ওয়ালেট থেকে একটি আইডি কার্ড বের করল। 'আমি ইন্টারন্যাশনাল অটো ক্লাব-এর সঙ্গে আছি। আমার কোম্পানি টো ট্রাকের ব্যাপারে সার্ভে করছে।'

'অ: ।'

রবার্ট বেরিয়ে এল গ্যারেজ থেকে। ভাবছে তাহলে ব্যাপার এই! কিন্তু জেনারেল হিলিয়ার্ড ওকে বললেন না কেন একটা ফ্লাইং সসার বিধ্বস্ত হয়েছে? ওকে কেন মিথ্যা বললেন তিনি?

এর একটাই জবাব হতে পারে। হঠাৎ গায়ে শীত কাঁটা দিল রবার্টের।

বারো

দৈত্যাকার মাদার-শিপটি অন্ধকার আকাশে নিঃশব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখলে মনে হবে স্থির। আসলে ঘণ্টায় ২২০০০ মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে। শিপের ভেতরে ছ'জন এলিয়েন। শিপের একদিকের দেয়াল জুড়ে থাকা ত্রিমাত্রিক ফিল্ড-অব-ভিউ অপটিকাল পর্দায় তাদের চোখ। পর্দায় পৃথিবীর হলোগ্রাফিক ছবি ফুটছে। একটি ইলেকট্রনিক স্পেকটোগ্রাফ ছবির রাসায়নিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে চলেছে। ভূখণ্ডকে ঘিরে থাকা আবহমণ্ডল খুবই দূষিত। বড় বড় কারখানা ঘন, কালো, বিষাক্ত গ্যাসে বাতাস ভরে রেখেছে। সেই সঙ্গে লাখ লাখ টন বর্জ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে মাটিতে এবং সাগরে।

মহাসাগর দেখছে এলিয়েনরা। এক সময়ের নীল, প্রাচীন সাগর এখন আবর্জনা ও তেলে কালো-বাদামি রঙ ধারণ করেছে। গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ-এর প্রবাল ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেছে, কোটি কোটি মাছ মারা যাচ্ছে। আমাজন জঙ্গল পরিণত হয়েছে প্রকাণ্ড নগ্ন জ্বালামুখে। ওখানে প্রায় সমস্ত গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। স্পেসশিপের যন্ত্রপাতি ইঙ্গিত করছে পৃথিবীর তাপমাত্রা গত তিন বছরে অনেক বেড়ে গেছে। তারা তিন বছর আগে আবার এসেছিল পৃথিবীতে। তারা দেখতে পাচ্ছে নিচের পৃথিবীতে যুদ্ধ হচ্ছে, বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দিচ্ছে নতুন বিষ।

এলিয়েনরা মেন্টাল টেলিপ্যাথির সাহায্যে নিজেদের মধ্যে কথা বলল।

আর্থলিংদের (পৃথিবীর মানুষ) কোনওই পরিবর্তন হয়নি।

ব্যাপারটা দুঃখজনক। ওরা কিছুই শেখেনি।

ওদেরকে আমরা শেখাব।

অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছ?

হ্যাঁ। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। চেষ্টা চালিয়ে যাও। শিপটিকে খুঁজে পেতেই হবে।

স্পেসশিপের কক্ষপথ থেকে কয়েক হাজার ফুট নিচে, পৃথিবীতে রবার্ট জেনারেল হিলিয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলছিল রবার্ট বেলামি, 'গুড আফটারনুন, কমান্ডার। রিপোর্ট করার মত কিছু পেলে?'

হ্যাঁ। বলতে চাই তুমি একটা হারামজাদা মিথ্যুক।

'ওয়েদার বেলুন, জেনারেল... মনে হচ্ছে ওটা আসলে একটা UFO।'

'হ্যাঁ, জানি আমি। জরুরি নিরাপত্তাজনিত কারণে তোমাকে ওই সময় সব

কথা বলতে পারিনি একটু বিরতি দিয়ে জেনারেল যোগ করলেন। 'তোমাকে খুব গোপন একটি কথা বলছি, কমান্ডার। তিন বছর আগে আমাদের সরকারের সঙ্গে ভিনগ্রহবাসীর সাক্ষাৎ হয়। ওরা ন্যাটোর একটি এয়ার বেস-এ অবতরণ করেছিল। আমরা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হই।'

হার্টবিট বেড়ে গেল রবার্টের। 'কী...তারা কী বলেছিল?'

'ওরা আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চায়।'

রবার্টের শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ জল নামল। 'ধ্বংস করে দিতে চায়?'

'হ্যাঁ। ওরা বলেছিল ওরা আবার ফিরে এসে এ গ্রহ দখল করে নিয়ে আমাদেরকে ক্রীতদাস বানাবে। ওদেরকে নাকি আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তবে ওদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। জনমনে যাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য এরকম গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। আশা করি বুঝতে পারছ উইটনেসদের খুঁজে পাওয়াটা কেন এত জরুরি। তারা যাতে ইউএফও দেখার কথা পাঁচ কান করতে না পারে সে জন্য ওদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় নেমে আসবে।'

'মানুষজনকে সাবধান করে দেয়াটাই কি ভালো না...?'

'কমান্ডার, ১৯৩৮ সালে অরসন ওয়েলস নামে এক তরুণ অভিনেতা রেডিওতে 'ওয়র অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' নামে একটি নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটির উপজীব্য ছিল ভিনগ্রহবাসীর পৃথিবী আক্রমণ। ওই নাটক শোনার পরে গোটা আমেরিকা জুড়ে নেমে আসে আতঙ্ক। কাল্পনিক হামলাকারীর ভয়ে অসংখ্য মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে থাকে। টেলিফোন লাইনে জ্যাম ধরে যায়। হাইওয়েতে সৃষ্টি হয় ট্রাফিক জ্যামের। সে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খল অবস্থা। না, জনসাধারণকে এলিয়েনদের বিষয়টি জানাবার আগে আমাদের প্রস্তুতির দরকার রয়েছে। ওই লোকগুলোর নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরেই তোমার ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে পুরো ব্যাপারটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।'

রবার্ট টের পেল ও ঘামছে। 'হ্যাঁ। আ...আমি বুঝতে পেরেছি।'

'ভালো। তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের কারও সঙ্গে কথা বলতে পেরেছ?'

'দু'জনের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'কী নাম?'

'হ্যানস বেকারম্যান– সে ট্যুর বাসের ড্রাইভার ছিল। লোকটা কাপেলে থাকে।'

'আর দ্বিতীয়জন?'

'ফ্রিৎজ ম্যান্ডেল। বার্নে নিজের গ্যারেজ আছে। সে তিন নম্বর প্রত্যক্ষদর্শীর গাড়ি টো করে নিয়ে গিয়েছিল।'

'ওই প্রত্যক্ষদর্শীর নাম কী?'

'নামটা এখনও জানতে পারিনি। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি কি ওদেরকে বলব যে ইউএফও বিষয়ে যেন কারও সঙ্গে আলোচনা না করেন?'

'দরকার নেই। তোমার কাজ হলো স্রেফ উইটনেসদের খুঁজে বের করা।

তারপর আমরা বিষয়টি ছেড়ে দেব ওদের সরকারের ওপর। সরকার পক্ষের লোক তখন ওদের সঙ্গে কথা বলবে। আচ্ছা, কতজন ঘটনাটা দেখেছে?'

'যাত্রী ছিল সাতজন, সেই সঙ্গে ড্রাইভার, মেকানিক এবং একজন মোটর চালক।'

'সবাইকে তোমার খুঁজে বের করতে হবে। ক্রাশের ঘটনা যে দশ প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছে, তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করবে। বোঝা গেছে?'

'জ্বী, জেনারেল?'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রবার্ট। জেনারেল হিলিয়ার্ড ওকে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছেন। অথচ সব কথা ওকে বলেন নি। ওরা কী লুকাচ্ছে?

এভিস রেন্টাল কার কোম্পানি ৪৪ রু ডি লাউসানে, জেনেভার কেন্দ্রস্থলে। রবার্ট ঝড় তুলে ঢুকে পড়ল অফিসে, এগিয়ে গেল ডেস্কের পেছনে বসা এক মহিলার দিকে।

'মে আই হেল্প ইউ?'

রবার্ট এক টুকরো কাগজ রাখল ডেস্কে। ওতে রেনল্টের লাইসেন্স নাম্বার লেখা। 'আপনারা গত হপ্তায় এ গাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন। এ গাড়ি যে ভাড়া নিয়েছে তার নামটা জানতে চাই।' ক্রুদ্ধ শোনাল কণ্ঠ।

খেঁকিয়ে উঠল ক্লার্ক। 'দুঃখিত। নাম বলা যাবে না। অনুমতি নেই।'

'তাহলে তো খুবই খারাপ হয়ে গেল।' রাগ রাগ স্বরটা ধরে রাখল রবার্ট। 'নাম না বললে আপনার কোম্পানির বিরুদ্ধে আমি মামলা ঠুকে দেব।'

'বুঝলাম না। সমস্যাটা কী?'

'গত রোববার এই গাড়ি রাস্তায় আমার গাড়িটাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে আমার গাড়ির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আমি লাইসেন্স নাম্বারটা শুধু টুকে রাখতে পেরেছি। লোকটাকে ধরতে পারিনি। সে পালিয়ে যায়।'

'আচ্ছা,' মহিলা রবার্টকে এক নজর দেখল। তারপর 'এক্সকিউজ মি' বলে পেছনের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরল। হাতে ফাইল। 'আমাদের রেকর্ড বলছে গাড়ির ইঞ্জিনের সমস্যা হয়েছিল, কোনও অ্যাক্সিডেন্টের কথা উল্লেখ নেই এখানে।'

'আমি এখন উল্লেখ করছি। এ ঘটনার জন্য আপনাদের কোম্পানিকে আমি দায়ী করব। আমার গাড়ির মেরামত খরচ আপনাদের দিয়ে দিতে হবে। গাড়িটা ব্রান্ড নিউ পোর্শে। প্রচুর টাকা খরচা যাবে আপনাদের...।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের কথা উল্লেখ করা নেই বলে আমরা এর কোনও দায়দায়িত্ব নিতে পারছি না।'

'শুনুন,' গলার স্বর নরম করল রবার্ট। 'আমি ঝামেলা চাই না। আপনার কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই না। আমি চাই যে লোক আমার গাড়ির ক্ষতি করেছে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। আমি এর মধ্যে পুলিশও ডেকে আনতে পারি। তবে আপনি যদি লোকটার নাম-ঠিকানা আমাকে দেন, আমি সরাসরি তার সঙ্গে

কথা বলব এবং ব্যাপারটা আমাদের দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আপনাদের কোম্পানিকে এর মধ্যে জড়াব না। বোঝাতে পেরেছি?'

ক্লার্ক কী করবে ভাবছে। শেষে বলল, 'হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।' হাতের খোলা ফাইলে তাকাল সে। 'যে লোক গাড়ি ভাড়া করেছিল তার নাম লেসলি মাদারশেড।'

'ঠিকানা?'

'২১৩ এ গ্রোভ রোড, হোয়াইট চ্যাপেল, লন্ডন ইস্ট থ্রী।' মুখ তুলে চাইল সে। 'আপনি ঠিক বলছেন তো এর মধ্যে আমাদের কোম্পানিকে জড়াবেন না?'

'কসম খাচ্ছি,' বলল রবার্ট। 'লেসলি মাদারশেডের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব। আপনাদেরকে এর মধ্যে জড়াবার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই।'

কমান্ডার রবার্ট বেলামি পরবর্তী সুইস এয়ার ফ্লাইটে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করল।

অন্ধকারে একা বসে আছেন তিনি। পরিকল্পনার প্রতিটি দিক গভীর মনোযোগের সঙ্গে উল্টেপাল্টে দেখছেন। নিশ্চিত হলেন কোথাও কোনও ফাঁক-ফোকর নেই। তার চিন্তার সুতো ছিঁড়ে দিল ফোনের ঝনঝন।

'জানুস বলছি।'

'জানুস, জেনারেল হিলিয়ার্ড।'

'বলুন।'

'কমান্ডার বেলামি প্রথম দুই উইটনেসকে খুঁজে পেয়েছে।'

'ভেরি গুড। কমান্ডার এখন কোথায়?'

'লন্ডন। তিন নাম্বার উইটনেসকে খুঁজতে গেছে।'

'আমি কমিটিকে ওর প্রগ্রেস সম্পর্কে জানিয়ে দেব। আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।'

'জ্বী, স্যার, 'আমি বলছিলাম...'

কেটে গেল লাইন।

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
NSA TO DEPUTY DIRECTOR BUNDESAN WALTSCHAHT
EYES ONLY
COPY ONE OF (ONE) COPIES
SUBJECT OPERATION DOOMSDAY
1. HANS BECKERMAN-KAPPEL
2. FRITZ MANDEL-BERN
END OF MESSAGE

তেরো

উটেনডর্ফ থেকে পনের মাইল দূরে, একটি খামার বাড়িতে ল্যাগেনফেল্ড পরিবারের মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল অদ্ভুত কিছু ঘটনার কারণে। বড় ছেলেটির বেডরুমের জানালা দিয়ে অত্যুজ্বল হলুদ আলো ঢুকে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। কিন্তু সে বিছানা থেকে উঠে দেখে আলোটা আর নেই।

উঠোনে ওদের জার্মান শেফার্ড টোজ্জি হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। তার চিৎকারে জেগে গেল বুড়ো লাগেনফেল্ড। বুড়ো চাষা বিরক্ত হয়ে বিছানা ছাড়ল কুকুরটাকে শান্ত করার জন্য। বাইরে আসামাত্র শুনতে পেল তার খোঁয়াড়ের ভেড়াগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে খোঁয়াড় ভেঙে পালাতে চাইছে। খাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে লক্ষ করল সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে কানায় কানায় পূর্ণ গর্ত শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে।

টোজ্জি ছুটে এল বুড়োর কাছে, ঘেউ ঘেউ করছে। লাগেনফেল্ড অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জানোয়ারটির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, ‘সব ঠিক আছে, ব্যাটা! ঠিক আছে।’

ঠিক ওই মুহূর্তে বাড়ির সবগুলো বাতি গেল নিভে। চাষা ঘরে ঢুকল পাওয়ার কোম্পানিকে ফোন করার জন্য। দেখল ফোন ডেড হয়ে আছে।

যদি আলোগুলো আরেকটু বেশিক্ষণ জ্বলত, চাষা দেখতে পেত এক অপূর্ব সুন্দরী নারী তার গোলাঘর থেকে বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে মাঠে।

চোদ্দ

বুন্দেশানভালতশ্যাফট– জেনেভা, ১৩০০ ঘণ্টা

সুইস ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সদর দপ্তরে বসে সরকারি মন্ত্রী লক্ষ করলেন উপ-পরিচালক মেসেজটি পড়া শেষ করেছেন। তিনি টপসিক্রেট লেখা ফোল্ডারে মেসেজটি ঢুকিয়ে রাখলেন। ডেস্কের ড্রয়ারে ফোল্ডারটি রেখে তালা মেরে দিলেন ড্রয়ারে।

'হ্যানস বেকারম্যান এবং ফ্রিৎজ ম্যান্ডেল।'

'জা।'

'নো প্রবলেম, হের মিনিস্টার। ওদের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

পরদিন সকালে কাজে বেরুচ্ছে, হ্যানস বেকারম্যানের আলসারের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠল। *ওই রিপোর্টারের কাছে তথ্য বিক্রির জন্য টাকা চাইলেই হতো। পত্রিকাগুলোর টাকার অভাব নেই। চাইলেই কয়েকশো মার্ক ফাও জুটে যেত। টাকাটা দিয়ে ডাক্তার দেখাতাম। আলসারের চিকিৎসা করা যেত।*

টুরলার লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে হ্যানস, ওর সামনে, হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে একটি মেয়ে। লিফট চাইছে। বেকারম্যান মেয়েটিকে ভালোভাবে দেখার জন্য গাড়ির গতি কমাল। অল্পবয়েসি একটি মেয়ে। বেশ সুন্দরী। রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল হ্যানস। মেয়েটি এগিয়ে এল গাড়ির দিকে।

'গুটেন টাগ,' বলল হ্যানস। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

সামনাসামনি মেয়েটিকে আরও সুন্দর লাগছে দেখতে।

'ডাঙ্কে (ধন্যবাদ),' সুইস উচ্চারণে বলল মেয়েটি। 'বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। সে রাস্তার মাঝখানে আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছে।'

'এহ্ হে,' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল হ্যানস।

'আমাকে জুরিখ পর্যন্ত একটা লিফট দেবেন?'

'অবশ্যই। উঠে আসুন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল হিচহাইকার, বসল হ্যানসের পাশে।

'আপনার খুব দয়া,' বলল সে। 'আমি ক্যারেন।'

'হ্যানস,' গাড়ি ছেড়ে দিল হ্যানস।

'আপনি না এলে কী যে দশা হতো আমার ভাবতেও পারছি না।'

'আরে, আমি না এলেও আপনার মত সুন্দরী মেয়েকে যে কেউ আগ বাড়িয়ে

লিফট দিত।'

হ্যানসের দিকে ঘেঁষে এল মেয়েটি। 'কিন্তু ওরা নিশ্চয় তোমার মত সুদর্শন হতো না।'

মেয়েটির দিকে আড়চোখে তাকাল হ্যানস। 'জা?'

'বলছিলাম তুমি খুব হ্যান্ডসাম।'

হাসল হ্যানস, 'কথাটা আমার স্ত্রীকে তোমার বলা উচিত ছিল।'

'ওহ্, তুমি বিবাহিত,' হতাশ মনে হলো মেয়েটিকে। 'পৃথিবীর ভালো ভালো মানুষগুলো সব বিবাহিত হয় কেন? তোমার মাথায় যে অনেক বুদ্ধি, দেখেই বোঝা যায়।'

শিরদাঁড়া টানটান করে বসল হ্যানস।

'সত্যি কথাই বলছি তোমাকে, আমার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে মস্ত ভুল করেছি।' নড়েচড়ে বসল মেয়েটি, স্কার্টের কাপড় তুলে ফেলল উরুর ওপর। ওদিকে নজর না দেয়ার চেষ্টা করল হ্যানস। 'আমি বয়সি, পরিণত পুরুষদেরকে পছন্দ করি হ্যানস। ওরা তরুণদের চেয়ে অনেক বেশি সেক্সি।' সে হ্যানসের আরও কাছ ঘেঁষল। 'তুমি সেক্স পছন্দ কর, হ্যানস?'

গলা খাঁকারি দিল হ্যানস, 'আমি...? ওয়েল, তুমি জানো ...আমি একজন পুরুষ মানুষ... ।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' হ্যানসের উরুতে হাত বুলাল মেয়েটি।

'একটা কথা বলি? বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝগড়া করার পর থেকে আমি তেতে আছি। তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবে?'

নিজের ভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছে না হ্যানসের। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, ফিগারটাও খাসা। ঢোক গিলল ও। 'আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন কাজে যাচ্ছি, তাছাড়া...'

'মাত্র তো ক'মিনিটের ব্যাপার,' হাসল মেয়েটি। 'সামনের রাস্তার মোড়ের পাশে একটা জঙ্গল আছে। ওখানে কিছুক্ষণের জন্য থামলেই তো হয়ে যায়।'

উত্তেজিত বোধ করছে হ্যানস। *আমার সহকর্মীদের ঘটনাটা বলব। ওরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না!*

'নিশ্চয়। কেন নয়?' হাইওয়ে থেকে বামে, ছোট রাস্তায় মোড় নিল হ্যানস। ওটা সোজা ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে। হাইওয়ে থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদেরকে।

মেয়েটি ধীরে হাত বুলাচ্ছে হ্যানসের উরুতে। 'মাই গড, তোমার পা তো বেশ মজবুত।'

'যৌবনে দৌড়বিদ হিসেবে খ্যাতি ছিল আমার,' গর্বের সুরে বলল বেকারম্যান।

'প্যান্ট খোলো,' মেয়েটি হ্যানসের ট্রাউজার্সের বেল্ট খুলল, কোমর থেকে নামিয়ে আনল আন্ডারওয়্যার। হ্যানসের পুরুষাঙ্গ ইতিমধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

'বাপরে! কত বড়!' মেয়েটি পুরুষাঙ্গে হাত বুলাতে লাগল। সুখের আতিশয্যে গুঙিয়ে উঠল হ্যানস।

'চুষে দিই?'

'জা।' হ্যানসের স্ত্রী কোনওদিন এ কাজ করেনি।

'বেশ। এবার আরাম করে বসো।'

চোখ বুজল হ্যানস। মেয়েটির নরম হাতের স্পর্শ পাচ্ছে অণ্ডকোষে। হঠাৎ উরুতে সুইয়ের দংশন অনুভব করল হ্যানস। মেলে গেল চোখ। 'কী...?'

শরীর শক্ত হয়ে গেল হ্যানসের, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখ। দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর, শ্বাস নিতে পারছে না। মেয়েটি দেখল হ্যানস ঢলে পড়ল স্টিয়ারিং হুইলে। সে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে, হ্যানসের অজ্ঞান শরীরটা বয়ে নিয়ে শুইয়ে দিল প্যাসেঞ্জার সিটে। তারপর এসে বসল হুইলের পেছনে। গাড়ি নিয়ে উঠে এল হাইওয়েতে। সোজা চলে এল খাড়া পাহাড়ি রাস্তার কিনারে। খুলল দরজা, চাপ দিল গ্যাস পেডালে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে, মেয়েটি লাফ মেরে বেরিয়ে এল। দাঁড়িয়ে দেখল খাড়া পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে নেমে যাচ্ছে গাড়ি। পাঁচ মিনিট পরে একটি কালো লিমুজিন এসে থামল তার পাশে।

'Irgcnd welche problem?'

'Reins?'

ফ্রিৎজ ম্যান্ডেল তার অফিসের গ্যারেজ বন্ধ করছে এমন সময় দুই লোক এসে হাজির।

'দুঃখিত,' বলল ম্যান্ডেল। 'অফিস বন্ধ করে ফেলেছি। এখন...'

বাধা দিল একজন। 'আমাদের গাড়ি হাইওয়েতে পড়ে আছে। আমাদের একটা টো দরকার।'

'আমার বউ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বাড়িতে মেহমান এসেছে। আপনাদেরকে আরেকটি গ্যারেজের নাম্বার দিচ্ছি...'

'আপনাকে দুশো ডলার দেব। আমাদের খুব তাড়া।'

'দুশো ডলার?'

'জ্বী। আমাদের গাড়ির অবস্থাও ভালো না। কিছু মেরামত দরকার। ওটার জন্য আরও তিনশ ডলার পাবেন।'

আগ্রহ বোধ করছে ম্যান্ডেল, 'জা?'

'ওটা একটা রোলস রয়েস,' বলল অপরজন। 'আপনার এখানে কী ইকুইপমেন্ট আছে দেখান তো।' সার্ভিস এরিয়ায় হেঁটে গেল তারা, দাঁড়াল পিটের পাশে। 'ইকুইপমেন্ট তো ভালোই আছে।'

'জ্বী, স্যার,' গর্বের সুরে বলল ম্যান্ডেল। 'আমারগুলো সবার সেরা।'

আগন্তুক একটি ওয়ালেট বের করল। 'নিন। কিছু অ্যাডভান্স দিলাম সে একতাড়া নোট গুঁজে দিল ম্যান্ডেলের হাতে। হঠাৎ ওয়ালেট হাত ফস্কে পড়ে গেল

পিটের মধ্যে। 'যাশ্‌শালা!'

'আমি তুলে দিচ্ছি,' বলল ম্যান্ডেল।

পিটে নেমে পড়ল ম্যান্ডেল। একজন হেঁটে গেল কন্ট্রোল বাটনের সামনে, এটা দিয়ে হাইড্রলিক লিফট তোলা হয়। বোতাম টিপে দিল। নিচে নামতে শুরু করল লিফট।

মুখ তুলে চাইল ম্যান্ডেল। 'সাবধান! করছেন কী আপনারা?'

পিটের গা বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল সে। কিনারা ছুঁয়েছে আঙুল, দ্বিতীয়জন জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল ম্যান্ডেলের হাত। ভেঙে দিল আঙুল। তীব্র আর্তনাদ করে পিটের মধ্যে ছিটকে পড়ল ম্যান্ডেল। ভারী হাইড্রলিক লিফট সোজা ওকে লক্ষ করে নামছে।

'আমাকে তুলুন!' চিৎকার করল ম্যান্ডেল। 'Hilfe!'

ম্যান্ডেলের কাঁধের ওপর নামল লিফট, তারপর ওকে পিষে ফেলতে লাগল সিমেন্টের মেঝেতে। কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল ম্যান্ডেলের মরণ আর্তনাদ। এক আগন্তুক বোতাম টিপে তুলে ফেলল লিফট। তার সঙ্গী ওয়ালেট তুলে নিল সাবধানে যাতে গায়ে রক্ত লেগে না যায়। তারপর ফিরে গেল নিজেদের গাড়িতে। ছেড়ে দিল গাড়ি।

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
ESPIONAGE ABTEILUNG TO DEPUTY DIRETOR
NSA
EYES ONLY
COPY ONE OF (ONE) COPIES
SUBJECT: OPERATION DOOMSDAY
1. HANS BECKERMAN- TERMINATED
2. FRITZ MANDEL- TERMINATED
END OF MESSAGE

অটোয়া, কানাডা, ২৪০০ ঘণ্টা

জানুস বারোজনের দলের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

'আমাদের অগ্রগতি সন্তোষজনক, দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীকে ইতিমধ্যে চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে। কমান্ডার বেলামি তৃতীয় জনের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে।'

'SPI-এর ব্যাপারে কোনও সাফল্য এসেছে?' জিজ্ঞেস করল ইতালীয়। এ লোক উগ্র স্বভাবের।

'এখনও আসেনি। তবে স্টার ওয়র্স টেকনোলজি খুব শীঘ্র কাজ শুরু করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

'আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবই করতে হবে এবং দ্রুত। যদি টাকার দরকার হয়...' বলল সৌদি। রহস্যময় একজন মানুষ।

'না। শুধু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাকি রয়ে গেছে।'

'পরবর্তী পরীক্ষা কবে করা হচ্ছে?' অস্ট্রেলিয়ান। হৃদয়বান। চতুর।

'হপ্তাখানেকের মধ্যে, আবার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে মিলিত হব আমরা।'

পনেরো
চতুর্থ দিন

লন্ডন, বৃহস্পতিবার, ১৮ অক্টোবর

লেসলি মাদারশেডের রোল মডেল রবিন লিচ। সে 'লাইফস্টাইলস অব দ্য রিচ অ্যান্ড ফেমাস'-এর নিয়মিত দর্শক। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে রবিন লিচের অতিথিরা কীভাবে হাঁটে, কথা বলে, পোশাক পরে। কারণ লেসলি জানে একদিন তাকেও দেখা যাবে ওই প্রোগ্রাম। ছেলেবেলা থেকেই ধনী হবার স্বপ্ন দেখে আসছে সে। বড়লোক এবং বিখ্যাত।

'তুমি সবার থেকে আলাদা,' মা বলত তাকে। 'আমার বাচ্চাকে একদিন সবাই এক নামে চিনবে।'

ছোট ছেলেটা মা'র কথাটা কানে গেঁথে নিয়ে ঘুমাতে যেত। তবে বড় হবার পরে লেসলি একটা সমস্যার মুখোমুখি হয়, সে বুঝতে পারছিল না কীভাবে ধনী এবং বিখ্যাত হবে। কখনও কল্পনা করত মুভি তারকা হবে। কিন্তু লেসলি অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের বলে জানত সিনেমায় অভিনয় তার দ্বারা সম্ভব নয়। সকার তারকা হবার স্বপ্নও সে দেখত। কিন্তু সে অ্যাথলেট নয় বলে জানত এ স্বপ্নও পূরণ হবার নয়। সে বিখ্যাত বিজ্ঞানী কিংবা নামজাদা আইনজীবী হবার চিন্তাও করত। কিন্তু পড়াশোনার রেজাল্ট ছিল খুবই সাধারণ। এবং বিখ্যাত হবার আগেই স্কুল ত্যাগ করতে হয় তাকে। জীবন মোটেই সহজ ছিল না লেসলির জন্য। শারীরিক দিক থেকেও সে ছিল নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য। সে রোগা-পটকা, ফ্যাকাসে চেহারা, টেনেটুনে পাঁচফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। অবশ্য নিজেকে সান্ত্বনা দিত এ ভেবে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষই উচ্চতায় খাটো,' ডাডলি মূর, ডাসটিন হফম্যান, পিটার ফক...

একটি পেশাই লেসলি মাদারশেডকে দারুণভাবে টানত আর তা হলো ফটোগ্রাফি। ছবি তোলা খুবই সহজ কাজ মনে হয় তার কাছে। যে কেউ এটা করতে পারে। শুধু ক্যামেরার বোতাম টিপে দিলেই হলো। লেসলির ছয় বছরের জন্মদিনে মা তাকে একটি ক্যামেরা কিনে দিয়েছিল। তার তোলা ছবির অনেক প্রশংসাও শুনেছে লেসলি। কৈশোরে উত্তীর্ণ হবার পরে লেসলির মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে সে একজন প্রতিভাবান ফটোগ্রাফার। নিজেকে সে শোনাত সে বিখ্যাত ফটোগ্রাফার অ্যানসেল অ্যাডামস, রিচার্ড অ্যাভেডন কিংবা মার্গারেট বুর্ক হোয়াইটের মতই ভালো ছবি তোলে। মা'র কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে হোয়াইট

চ্যাপেলে নিজের ফ্ল্যাটে ছবি তোলার একটি স্টুডিও খুলে বসে লেসলি।

'ছোট দিয়ে শুরু করো,' মা বলত তাকে, 'তবে চিন্তাটা যেন থাকে বড়।' আর লেসলি মাদারশেড মা'র উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। সে খুব ছোট একটি স্টুডিও দিয়েছে তবে স্বপ্ন দেখছে বড় বড়। তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো ছবি তুলতেই জানত না লেসলি। সে প্যারেড, প্রাণী এবং ফুলের ছবি তুলে খবরের কাগজ এবং সাময়িকীতে পাঠায়। কিন্তু সবগুলো ছবিই ফেরত আসে। লেসলি নিজেকে সান্ত্বনা দেয় এ ভেবে প্রতিটি প্রতিভাবান মানুষকেই শুরুতে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছে। পরে তাঁরা কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তারপর আকস্মিকভাবেই বিরাট একটি সুযোগ এসে গেল তার। তার মা'র এক কাজিন ব্রিটিশ প্রকাশনা সংস্থা হারপার কলিন্সে কাজ করে। সে লেসলিকে জানাল প্রকাশনা সংস্থাটি সুইটজারল্যান্ডের ওপর একটি কফি টেবিল বুক বের করবে।

'তারা এখনও ফটোগ্রাফার নির্বাচন করেনি,' বলেছিল কাজিন, 'কাজেই লেসলি, এখনই সুইটজারল্যান্ড চলে যাও, চমৎকার কিছু ছবি তুলে নিয়ে এসো। বইয়ের কাজটি তুমিই পেয়ে যাবে।'

লেসলি মাদারশেড ঝটপট ক্যামেরা গুছিয়ে রওনা হয়ে গেল সুইটজারল্যান্ডের উদ্দেশে। সে জানত এরকম একটি সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল এতদিন। অবশেষে গর্দভগুলো তার প্রতিভার মূল্যায়ন করেছে। জেনেভায় একটি গাড়ি ভাড়া করে সারা দেশ ঘুরে বেড়াল সে। সুইস শ্যালে, জলপ্রপাত, বরফ ঢাকা পাহাড় চূড়োর ছবি তুলল লেসলি। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, কৃষি খেতে ব্যস্ত চাষী ইত্যাদি কোনও কিছুই বাদ গেল না তার ছবি থেকে। এমন সময় নিয়তি উঁকি দিল তার দুয়ারে বদলে দিল জীবন। সে বার্নে যাচ্ছে, মাঝপথে গাড়ি গেল নষ্ট হয়ে। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড়া করিয়ে রাখল লেসলি। ফুঁসছে রাগে। *কেন আমি?* গুঙিয়ে ওঠে লেসলি। *কেন সবসময় আমার জীবনেই এসব ঘটে?* সে ওখানে বসে বসে ব্যর্থ আক্রোশে গর্জাতে লাগল মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে। তাছাড়া গাড়ি টেনে নিয়ে যেতেও তো পয়সা খরচ হবে। পনের কিলোমিটার পেছনে থুন শহর ফেলে এসেছে সে। ওখান থেকে টো'র ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিল সে। তাহলে পয়সা কম লাগবে।

গ্যাসোলিনের একটি ট্রাক যাচ্ছিল, হাত তুলে ওটাকে থামাল লেসলি। 'আমার একটি টো ট্রাক দরকার,' ব্যাখ্যা করল সে। 'থুন থেকে একটা টো ট্রাক পাঠাতে পারবেন?'

মাথা নাড়ল ড্রাইভার। 'আজ রোববার, মিস্টার। সব বন্ধ। শুধু বার্নের গ্যারেজ খোলা পাবেন।'

'বার্ন? সে তো এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। আমার তো অনেক টাকা লাগবে।'

দাঁত বের করে হাসল ড্রাইভার। 'তাতো লাগবেই।' সে চলে যেতে উদ্যত হল।

'দাঁড়ান। দাঁড়ান।' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। 'আমি...আমি যা টাকা লাগে দেব।'

'আচ্ছা। তাহলে আমি কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অকেজো গাড়িতে বসে থাকল লেসলি মাদারশেড। সে ইতিমধ্যে অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছে ছবি তুলতে গিয়ে। এখন আবার গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য টো ট্রাকঅলাকে একগাদা টাকা দিতে হবে। টো ট্রাক এসে পৌঁছাল দুই ঘণ্টা পরে। মেকানিক গাড়ি তার ট্রাকের সঙ্গে বেঁধে নিচ্ছে, হঠাৎ হাইওয়েতে জ্বলে উঠল অত্যুজ্জ্বল আলো। তারপরপরই শোনা গেল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ। লেসলি মুখ তুলে দেখল আকাশ থেকে কী একটা ঝকমকে জিনিস ছিটকে পড়ছে। রাস্তায় একটি ট্যুর বাস ছাড়া অন্য কোনও যানবাহন নেই। বাসটি ছুটল দুর্ঘটনাস্থলে। যাবে কী যাবে না ভেবে কিছুক্ষণ দোটানায় ভুগল লেসলি। শেষে কৌতূহলের জয় হলো। সে চলে এলো অকুস্থলে। এবং হাঁ হয়ে গেল দৃশ্যটি দেখে। মাটিতে পড়ে আছে একটি ফ্লাইং সসার। ফ্লাইং সসারের গল্প শুনেছে লেসলি মাদারশেড, বইতেও পড়েছে। কিন্তু এরকম কিছুর অস্তিত্বে তার কখনোই বিশ্বাস ছিল না। সে ভৌতিক দৃশ্যটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল। ফেটে চৌচির হয়ে গেছে ফ্লাইং সসার। ভেতরে দুটি ক্ষুদ্র শরীর। তাদের কপাল বড়, ঢুলুঢুলু চোখ, কান-টান কিচ্ছু নেই, থুতনিরও বালাই নেই, গায়ে রূপোলি ধাতব সুট।

ট্যুর বাসের যাত্রীরাও রসগোল্লার মত চোখ করে ভীতিকর দৃশ্যটা দেখছে। লেসলির পাশে দাঁড়ানো মানুষটি অজ্ঞান হয়ে গেল। আরেকজন ঘুরে দাঁড়িয়ে বমি করে দিল। এক বুড়ো প্রীস্টও আছেন। তিনি জপের মালা শক্ত করে চেপে ধরে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগলেন।

'মাই গড,' বলে উঠল একজন। 'এ তো ফ্লাইং সসার!'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে লেসলি বুঝতে পারল তার ভাগ্যের দুয়ার খুলে গেছে। মিরাক্‌ল্ লাফিয়ে উঠেছে কোলে। সে–লেসলি মাদারশেড–ইতিহাসের সেরা ছবি তুলতে যাচ্ছে। তার এ ছবি পৃথিবীর কোনও কাগজ কিংবা পত্রিকার প্রত্যাখ্যান করার সাহস হবে না। জাহান্নামে যাক সুইটজারল্যান্ডের ওপর কফি টেবিল বুথ। সে গোটা বিশ্বকে চমকে দেবে। সবগুলো টিভি টক শো তার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য হাতে-পায়ে ধরতে থাকবে। সে তার ছবি বিক্রি করবে লন্ডন টাইমস, সান, মেইল এবং মিরর-এ। বিদেশী যেসব পত্রিকায় সে ছবি বিক্রি করবে তার মধ্যে থাকবে লো ফিগারো, প্যারিস ম্যাচ, ওগ্গি এবং ডার ট্যাগ। টাইম এবং ইউএসএ টুডেতেও তার ছবি ছাপা হবে। পৃথিবীর সবগুলো পত্রিকা একটি ছবির জন্য তার কাছে ধরনা দেবে। জাপান, দক্ষিণ আমেরিকা, রাশিয়া, চীন– এমন কোনও দেশ নেই যারা তার ছবি পেয়ে ধন্য হবে না। উত্তেজনায় হার্টবিট বেড়ে গেল লেসলির। আমি কাউকে এক্সক্লুসিভ দেব না। প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদাভাবে টাকা নেব। প্রতি ছবির দাম শুরুতেই হাঁকব এক লাখ ডলার, দু'লাখ ডলারও চাইতে পারি। ছবিগুলো বারবার বিক্রি করব আমি। এতটাকা দিয়ে কী করবে তার ছকও

তৈরি করে ফেলল সে মনে মনে।

নিজের ভাবনায় এমন বুঁদ হয়েছিল লেসলি যে ছবি তুলতেই ভুলে গিয়েছিল। সে গাড়ি থেকে ক্যামেরা নিয়ে আসতে ছুটল।

মেকানিক টো ট্রাকের সঙ্গে অকেজো গাড়িটি বেঁধে ফেলেছে, এবারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

'ওখানে কী হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

লেসলি ক্যামেরা গোছাতে ব্যস্ত। বলল, 'নিজেই গিয়ে দেখে আসুন।'

রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকল ওরা। লেসলি ট্যুরিস্টদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সামনে।

সে ক্যামেরার ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে তুলতে লাগল ছবি। তুলল ইউএফও এবং তার বিকট দর্শন যাত্রীদের ছবি। সাদা-কালো এবং রঙিন দু'রকম ছবিই তুলল সে। একেকটা ছবি তুলছে আর ভাবছে *এক মিলিয়ন পাউন্ড...আরও এক মিলিয়ন...আরও এক মিলিয়ন...*

প্রীস্ট বুকের ওপর ক্রস এঁকে বললেন, 'ওটা শয়তানের মুখ।'

শয়তান, ধুত্তুরি, উল্লসিত হয়ে ভাবল লেসলি, ওটা টাকার মুখ। এ ছবি দিয়েই প্রমাণ হবে ফ্লাইং সসার সত্যি আছে।

হঠাৎ একটা দুশ্চিন্তা ভর করল মাথায়। পত্রিকাঅলারা যদি ভাবে এগুলো নকল ছবি? ইউএফও'র বহু ভুয়া ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। তার আশার বেলুনটা হঠাৎ চুপসে গেল। ওরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে? এমন সময় একটা বুদ্ধি এল মাথায়।

এখানে যাত্রী আছে মোট ন'জন। এরা ওর ছবির সাক্ষী হবে।

দলটির দিকে• ফিরল লেসলি। 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন,' বলল সে। 'আপনারা যদি এইএফও'র সঙ্গে ছবি তুলতে চান তাহলে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে যান। আমি আপনাদের ছবি তুলে দিচ্ছি। সবাইকে একটি করে প্রিন্ট পাঠিয়ে দেব। ফ্রি।'

সবাই খুশি হলো এ প্রস্তাবে। ট্যুর বাসের যাত্রীরা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল এউএফও'র ধ্বংসাবশেষের পাশে, কেবল প্রীস্ট বাদে।

তিনি বললেন, 'আমি ছবি তুলব না। ওটা শয়তান।' তবে লেসলির অনুরোধে শেষতক রাজি হলেন। কারণ সাক্ষী হিসেবে প্রীস্টকে ওর দরকার ছিল।

লেসলি যাত্রীদের ছবি তুলে ফেলল ঝটপট। তারপর পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে বলল, 'আপনাদের নাম-ঠিকানা লিখে দিন। আমি আপনাদের ঠিকানায় ছবি পাঠিয়ে দেব।'

তবে ছবি পাঠানোর কোনও ইচ্ছেই লেসলির নেই। তার শুধু সাক্ষী দরকার।

হঠাৎ লেসলি লক্ষ করল কয়েকজন যাত্রী ক্যামেরা বের করেছে ছবি তোলার জন্য। এরা ছবি তুললে তো তার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সে দলটিকে বলল, 'আপনারা যারা ছবি তুলতে চান, আমার কাছে ক্যামেরা দিন। আগে আপনাদের ছবি তুলে দিই। তারপর আপনারাই তুলতে পারবেন।'

লেসলির হাতে ক্যামেরা তুলে দেয়া হলো। সে যখন প্রথম ছবিটি তুলল, কেউ লক্ষ করল না লেসলি বুড়ো আঙুল দিয়ে ফিল্ম কমপার্টমেন্ট সামান্য খুলে রেখেছে। সূর্যের আলো পড়ে সবগুলো ফিল্ম নষ্ট হলো। কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি টের পেল না।

দশ মিনিট পরে সবার নাম-ঠিকানা লেখা তালিকাটি পকেটে পুরল লেসলি। ফ্লাইং সসারের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে মনে মনে বলল আমি ধনী এবং বিখ্যাত হতে চলেছি।'

ইংল্যান্ড ফিরে মহামূল্যবান ছবিগুলো প্রিন্ট করার আর তর সইছিল না তার।

সেদিন সারা রাত উটেনডর্ফ পুলিশ স্টেশনে অসংখ্য ফোন এল। নানান জন নানান অভিযোগ করল।

'কেউ আমার বাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করছে...'

'বাইরে অদ্ভুত একটা আলো দেখতে পেয়েছি আমি...'

'আমার গরুর পাল হঠাৎই খেপে উঠেছে...'

'কেউ আমার কুয়োর সমস্ত পানি টেনে নিয়েছে...'

'রাস্তায় হঠাৎ করে সমস্ত গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে...'

ওই রাতের কথা ভুলবে না কেউ।

ষোলো

অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হতে কদ্দিন লাগবে? সুইস এয়ার ফ্লাইটের প্রথম শ্রেণীর আসনে সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ভাবল রবার্ট। রানওয়ে ধরে ছুটল প্লেন, ওর প্রকাণ্ড রোলস-রয়েস ইঞ্জিন ক্ষুধার্তের মত গিলছে রাতের বাতাস। আসলে হেলান দিয়ে পেশীতে ঢিল দিল রবার্ট। বুজল চোখ। এই একই ফ্লাইটে বছর কয়েক আগে সুসানকে নিয়ে সে লন্ডনে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বহু বছর।

প্লেন হিথ্রো বিমানবন্দরে ল্যান্ড করল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। রবার্ট গোলক-ধাঁধা থেকে বেরিয়ে একটি ট্যাক্সি নিল। এ ব্যস্ত শহরের অনেক কিছুই তার চেনা। কানে যেন এখনও ভেসে আসছে সুসানের উত্তেজিত কণ্ঠ। সেই স্বর্ণালী দিনগুলোতে ওরা কোথায় কোথায় গেছে মুখ্য ব্যাপার ছিল না, ওরা যে একত্রে আছে সেটাই ছিল প্রধান বিষয়। কিন্তু ওদের সুখের দিনগুলো স্থায়ী হবার সুযোগ পায়নি।

সমস্যার শুরু থাইল্যান্ডে। ওরা ওই দেশে মনের সুখে বেড়াচ্ছে, এমন সময় সাত সমুদ্র তের নদীর পাড় থেকে ফোন করলেন অ্যাডমিরাল হুইটেকার। মাস ছয়েক আগে মাত্র নেভি থেকে চলে এসেছে রবার্ট। কাজেই ব্যাংককের ওরিয়েন্টাল হোটেলে অ্যাডমিরালের ফোন পেয়ে সে অবাকই হয়েছিল। তিনি সরাসরি জানতে চাইলেন রবার্ট কবে ওয়াশিংটনে ফিরতে পারবে। অ্যাডমিরালকে ১৭তম ডিস্ট্রিক্ট নেভাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক করেই নতুন অ্যাসাইনমেন্ট চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্য রবার্টকে প্রয়োজন।

অবাক হলো রবার্ট। 'নেভাল ইন্টেলিজেন্স? অ্যাডমিরাল, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না...'

'জানবে। তুমি তোমার দেশের হয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করবে, রবার্ট। আমার সঙ্গে দেখা করো। বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।'

'বেশ...'

'তুমি সোমবার সকাল ন'টার মধ্যে আমার অফিসে চলে এসো। সুসানকে আমার পক্ষ থেকে হ্যালো বোলো।'

রবার্ট সুসানকে জানাল ব্যাপারটা।

'নেভাল ইন্টেলিজেন্স? বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।'

'হয়তো বা,' সন্দেহের সুরে বলল রবার্ট। 'তবে বুঝতে পারছি না কীসের

সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি।'

'দেখতেই পাবে।'

সুসানকে দেখল রবার্ট। 'তুমি চাইছ কাজটা আমি নিই, তাই না?'

সুসান ওকে জড়িয়ে ধরল। 'তোমার মন যা চায় তা-ই করবে। তুমি বোধহয় কাজে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছ। গত ক'দিন ধরে কেমন অস্থির লাগছে তোমাকে।'

'তুমি আসলে আমাকে এখন চাইছ না,' ঠাট্টা করল রবার্ট। 'হানিমুন শেষ।'

সুসান নরম অধর চেপে ধরল রবার্টের শক্ত ঠোঁটে।

'কক্ষনো না। তোমাকে কি কখনও বলেছি তোমার জন্য আমি কেমন পাগল হয়ে আছি, সেইলর?'

রবার্ট পরদিনই ফিরে গিয়েছিল ওয়াশিংটনে।

'এ কাজে চাই মস্তিষ্ক, সাহস এবং ইনিশিয়েটিভ, রবার্ট। আর এ তিনটে জিনিসের কোনওটিরই তোমার অভাব নেই। আমাদের দেশ বর্তমানে প্রতিটি স্বৈরাচারী সরকারের টার্গেটে পরিণত হয়েছে। ওইসব সরকার টেরোরিস্ট দল গঠন কিংবা রাসায়নিক অস্ত্র কারখানা তৈরি করতে পারে। এ মুহূর্তে আধ ডজন দেশ আণবিক বোমা তৈরির চেষ্টা করছে। তারা আমাদেরকে জিম্মি করতে পারে। আমার কাজ হলো একটি ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক তৈরি করে দেখা ওরা আসলে ঠিক কী করতে চাইছে এবং ওদেরকে বাধা দেয়া। এ কাজে তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

অবশেষে নেভাল ইন্টেলিজেন্সের কাজটি করতে রাজি হয়ে যায় রবার্ট। বিস্মিত হয়ে একসময় লক্ষ করে কাজটি সে বেশ উপভোগ করছে। সুসান ভার্জিনিয়ার রোসলিনে একটি আকর্ষণীয় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে। ওর বাড়ি থেকে রবার্টের কর্মস্থল বেশি দূরে নয়। সুসান ঘর সাজাতে ব্যস্ত, রবার্টকে পাঠানো হলো ফার্ম-এ, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের সিআইএ ট্রেনিং গ্রাউন্ড।

ভার্জিনিয়ার গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি জায়গা ফার্ম। গড়ে উঠেছে কুড়ি বর্গমাইল এলাকা নিয়ে। বেশিরভাগ লম্বা, সুনিবিড় পাইন অরণ্যে ঢাকা। মূল ভবনটি ফ্রন্ট গেট থেকে দুই মাইল দূরে, দশ একর জায়গা নিয়ে। ভেতরে অসংখ্য গলি ঘুঁপচি, রাস্তার সামনে ব্যারিকেড, সাইনবোর্ডে ঝুলছে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা সাইনবোর্ড। এখানে ছোট একটি এয়ার ফিল্ডও আছে। ওখানে প্রতিদিন বহুবার ওঠানামা করে প্লেন। ফার্মকে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে খুবই নিরীহ মনে হয়। ছায়াঘেরা একটি জায়গা, মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছে হরিণ, ছোট ছোট ভবন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারপাশে। কিন্তু কমপাউন্ডের ভেতরে ভিন্ন একটি জগত।

রবার্ট ভেবেছিল নৌবাহিনীর লোকজনই শুধু দেখবে। কিন্তু ওখানে ট্রেনিং নিতে সিআইএ, নেভী, আর্মি, এয়ার ফোর্সের এজেন্টরাও এসেছে। প্রতিটি ছাত্রের একটি নির্দিষ্ট নাম্বার আছে, দোতলা ইঁটের কতগুলো ভবনে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবার্ট থাকছে ব্যাচেলর অফিসার্স কোয়ার্টাসে। এখানে সবার

ঘর আলাদা, তবে বেডরুম শেয়ার করতে হয়।

রবার্ট যেদিন এখানে পৌঁছাল, তাকে নিয়ে যাওয়া হলো অডিটোরিয়ামে। ওখানে আরও ত্রিশজন নবাগত রয়েছে। এয়ার ফোর্সের ইউনিফর্ম পরা লম্বা, শক্তপোক্ত চেহারার এক কৃষ্ণাঙ্গ কর্নেল ওদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিল। তার বয়স মধ্য-পঞ্চাশ, শীতল চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। সে কোনও রকম ভণিতার ধার না ধেরে পরিষ্কার গলায় শুরু করল।

'আমি কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন। আপনাদেরকে এখানে স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে শুধু আপনাদের নাম ধরে ডাকা হবে। আজ থেকে এ জায়গায় বন্ধ বইয়ের মত জীবনযাত্রা শুরু হবে আপনাদের। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সবাইকে শপথ করতে হবে। আপনি কী করছেন তা নিয়ে কখনও কারও সঙ্গে কথা বলা যাবে না– আপনাদের স্ত্রী, পরিবার, বন্ধু কাউকে না। আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কারণ আপনাদের প্রত্যেকের রয়েছে বিশেষ যোগ্যতা। এ যোগ্যতার সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্য আপনাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তবে সবাই হয়তো এ কাজ পেরে উঠবেন না। এমন সব কাজ আপনাদের করতে হবে যার কথা হয়তো কোনদিন শোনেনওনি। আপনাদেরকে হতে হবে নিবেদিত প্রাণ। নইলে এ দেশকে বিপদের কবল থেকে মুক্ত করা যাবে না। আপনাদের কাজ হবে দেশকে বিপদমুক্ত করা। যারা কঠিন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন তিনি হবেন কেস অফিসার। কেস অফিসার আসলে একজন গুপ্তচর। সে সবসময় গোপনে কাজ করবে।

'এখানে বিশ্বের সেরা ট্রেনিং দেয়া হবে আপনাদেরকে। আপনারা সার্ভিলেন্স এবং কাউন্টার-সার্ভিলেন্স দু'ধরনের ট্রেনিং-ই পাবেন। আপনাদের রেডি কমিনিকেশন, এনকোডিং, উইপনারি এবং ম্যাপ রিডিং-এর কোর্স করতে হবে।

'আপনাদের শেখানো হবে কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, কীভাবে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব, কীভাবে টার্গেটের মনে কোনওরকম সন্দেহ সৃষ্টি না করে হাসিল করা যায় কাজ।'

ক্লাসের প্রত্যেকে কর্নেলের প্রতিটি কথা গিলছে।

'আপনারা শিখবেন কীভাবে একজন এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাকে রিক্রুট করা যায়। মিটিং-এর জায়গাগুলোর নিরাপত্তা বিধান কীভাবে সম্ভব তাও আপনারা শিখবেন।'

বাতাসে ঝুলে থাকা উত্তেজনা টের পেল রবার্ট।

'আপনাদের কেউ কেউ অফিশিয়াল কাভারের আন্ডারে কাজ করবেন। সেটা কূটনৈতিক বা সামরিক যে কোনও কিছু হতে পারে। বাকিরা কাজ করবেন নন-অফিশিয়াল কাভার এ, যেমন– ব্যবসায়ী, নৃবিজ্ঞানী, লেখক– যখন যেখানে যেমনটি দরকার সেরকম পেশার ছদ্মবেশ নিতে হবে। এবারে আমি আপনাদেরকে ইন্সট্রাক্টরের হাতে ছেড়ে দেব।'

বহু টেকনিক্যাল বিষয় শেখানো হলো ট্রেনিংয়ে। এসব জিনিস জীবনেও ভুলবে না

রবার্ট। জানল দু'ধরনের এজেন্ট আছে–'agent of influence' এবং 'agent Provocateur' প্রথম দলের কাজ সে যে দেশে কাজ করে সেখানকার মতাদর্শ বদলে ফেলা। দ্বিতীয় এজেন্ট দল গণ্ডগোল সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। 'Biographic leverage' হলো ব্ল্যাক মেইলের সিআইএ কোড। 'Black bag jobs' হলো ঘুষ দেয়া থেকে শুরু করে চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত। ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ছিল একটি ব্ল্যাক ব্যাগ জব। 'Cobbler' হলো যে 'পাসপোর্ট জাল' করে 'Terminate'-এর মানে হত্যা করা। 'Ladies' মানে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য কোনও নারীকে প্রেরণ। 'Legend' কোনও গুপ্তচরের ভুয়া বায়োগ্রাফি, তাকে কাভার দেয়া হবে। 'going Private' মানে চাকরি ছেড়ে দেয়া।

'Lion Tamer'-এর মানে হলো কোনও এজেন্টকে চাকরিচ্যুত করার পরে সে যদি প্রতিষ্ঠানের প্রতি হুমকি হয়ে ওঠার আশঙ্কা সৃষ্টি করে, তখন মাসলম্যান পাঠিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দেয়া। 'Music box' হলো ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার। আর ট্রান্সমিটার অপারেটরকে বলা হয় 'Musician'। 'Naked' মানে জামা কাপড় খুলে ন্যাংটো হওয়া নয়– এর মানে হলো একজন এজেন্টকে বাইরের সাহায্য ছাড়া একাই কাজ করতে হবে।

ট্রেনিংটা দারুণ লাগল রবার্ট বেলামির। ইন্সট্রাক্টররা মাঠে কাজ করেছেন এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও পেশাদার।

রবার্ট টেকনিক্যাল তথ্যগুলো সহজেই হজম করে ফেলল। কর্নেল জনসনের উল্লিখিত কোর্সের মধ্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষা এবং দুর্বোধ্য কোডের অর্থ উদ্ধারও ছিল।

কর্নেল জনসন রবার্টের কাছে যেন প্রহেলিকা। শোনা যায়, হোয়াইট হাউসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সে মাঝে মাঝেই হুট করে ফার্ম থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় আবার হাজির হয় অকস্মাৎ।

ট্রেনিং চলল টানা ষোল হপ্তা। এই দীর্ঘ সময়ে বাইরের জগতের সঙ্গে কারও যোগাযোগের অনুমতি মিলল না। সুসানকে সাংঘাতিক মিস করছিল রবার্ট। চার মাস পরে কর্নেল জনসন রবার্টকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠাল।

'তোমাকে বিদায় জানাবার জন্য ডেকেছি, কমান্ডার, তুমি দারুণ কাজ দেখিয়েছ। এ ট্রেনিং ভবিষ্যতে তোমার কাজে লাগবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমিও তা আশা করি।'

'গুড লাক।'

রবার্টকে চলে যেতে দেখল কর্নেল। চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল পাঁচ মিনিট। তারপর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। চেয়ার ছাড়ল সে। দরজা বন্ধ করলেন। তারপর রিসিভার তুলে একটা ফোন করল।

সুসান অপেক্ষা করছিল রবার্টের জন্য। সে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিল।

পরনে পাতলা নেগলিজি। নেগলিজির নিচে কিছু নেই। সে ছুটে এসে আছড়ে পড়ল রবার্টের বুকে। রবার্ট ওকে জড়িয়ে ধরল। 'হাই, সেইলর। সময়টা উপভোগ করতে চাও?'

'করছি তো,' খুশি খুশি গলায় বলল রবার্ট। 'তোমাকে জড়িয়ে ধরে রেখে।'

'গড, তোমাকে যে আমি কী মিস করেছি!' নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুসান। 'তোমার যদি কিছু হতো ঠিক মরে যেতাম।'

'আমার কিছু হবে না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

স্বামীকে লক্ষ করছে সুসান, কণ্ঠে ফুটল উদ্বেগ। 'তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'ট্রেনিংগুলো খুব কঠিন ছিল,' স্বীকার করল রবার্ট। কাজের চাপে কেউই সারাদিনে তিন/চার ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারেনি। তবে কেউ কোনও আপত্তি করেনি। কারণ জানত এই ট্রেনিং একদিন জীবন বাঁচাবে ওদের।

'আমি জানি এখন তোমার কী দরকার,' বলল সুসান।

হাসল রবার্ট। 'ঠিক ধরেছ।' ও হাত বাড়াল।

'দাঁড়াও। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও। কাপড় খোলো।' চলে গেল সুসান। ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যে। ততক্ষণে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট। সুসান বলল, 'হুম্‌ম। তোমার নগ্ন শরীরটা আমার ভাল লাগে।'

রবার্টকে নিয়ে সে বাথরুমে ঢুকল। বাথটাবে উষ্ণ, সুগন্ধি পানি। বেসিনে চারটে মোমবাতি জ্বলছে। এ ছাড়া সারা ঘর অন্ধকার।

'ওয়েলকাম হোম, ডার্লিং,' শরীর থেকে নেগলিজি পিছলে যেতে দিল সুসান। পা রাখল বাথটাবে। ওকে অনুসরণ করল রবার্ট।

'সুসান...'

'কথা বোলো না, আমার গায়ে হেলান দাও।'

সুসানের হাত রবার্টের পিঠ এবং কাঁধে খেলা করতে লাগল। ওর শরীরের নরম বাঁকগুলোর স্পর্শ পাচ্ছে রবার্ট। শারীরিক ক্লান্তির কথা ভুলে গেল সে। উষ্ণ পানিতে প্রেম করল ওরা। তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে, সুসান প্রস্তাব দিল, 'এসো, আবার আরেক রাউন্ড হয়ে যাক।'

আবার মিলিত হলো ওরা। পরে, সুসানের মাথা বুকের ওপর নিয়ে ঘুমের জগতে তলিয়ে যেতে যেতে রবার্ট ভাবল *আহ্, কত সুখী আমি!*

সতেরো

পরদিন সোমবার সকালে রবার্ট তার প্রথম দিনের ডিউটির রিপোর্ট করল পেন্টাগনে, নেভাল ইন্টেলিজেন্সের ১৭তম ডিস্ট্রিক্ট অফিসে।

অ্যাডমিরাল হুইটেকার আন্তরিক গলায় বললেন, 'ওয়েলকাম হোম্‌, রবার্ট। তুমি কর্নেল জনসনের মত লোকেরও মন জয় করে নিয়েছ।'

হাসল রবার্ট। 'উনি নিজেই অন্যের মন জয় করার মত মানুষ।'

কফি খেতে খেতে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল, 'তুমি কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত?'

'যথেষ্ট।'

'গুড। রোডেশিয়ায় একটা ঝামেলা হয়েছে...'

যেমনটি ভেবেছিল নেভাল ইন্টেলিজেন্সের কাজটা তার চেয়েও চমকপ্রদ মনে হলো রবার্টের কাছে। প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টের ধরন আলাদা। আর রবার্টকে 'সবচেয়ে সংবেদনশীল' ছাপ মারা অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেয়া হলো। পানামায় নরিয়েগার ড্রাগ স্মাগলিং অপারেশনের কথা সে ফাঁস করে দিল; ম্যানিলায় আমেরিকান কনসুলেটে মার্কোসের পক্ষে এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গোপনে কাজ করত। তাকে ধরিয়ে দিল রবার্ট। ওকে পাঠানো হলো দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইস্ট ইন্ডিজে। 'ফার্ম'-এর ট্রেনিংয়ের অভিজ্ঞতা পুরোটাই কাজে লাগল ওর। তবে একটা জিনিসই খারাপ লাগত– সুসানের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ওকে দূরে সরে থাকতে হচ্ছিল। সুসানকে প্রচণ্ড মিস করছিল ও। ও না হয় কাজের মধ্যে ডুবে আছে। কিন্তু সুসানের তো করার মত কিছুই নেই। রবার্টের কাজের চাপ দিনদিন বেড়েই চলছিল। বাড়িতে খুব কমই সময় দিতে পারছিল ও। তারপর থেকে সুসানের সঙ্গে ওর সমস্যাটি প্রকট হয়ে ওঠে।

রবার্ট বাড়ি ফিরলে ওরা ক্ষুধার্তের মত প্রেম করে। কিন্তু সুসান রবার্টকে খুব কমই কাছে পাচ্ছিল। বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই আবার নতুন অ্যাসাইনমেন্টে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছিল রবার্টকে।

মুশকিল হলো, নিজের কাজ নিয়ে সুসানের সঙ্গে কথা বলার কোনও অবকাশ ছিল না রবার্টের। রবার্ট কী ধরনের কাজ করে সে ব্যাপারে কোনও ধারণাই ছিল না ওর। শুধু জানত বিপজ্জনক কোনও কাজের সঙ্গে জড়িত রবার্ট। সুসানকে সবসময় ভয়ে থাকতে হয়– রবার্ট বুঝি আর ফিরে আসবে না। কিন্তু রবার্টকে

কোনও প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না তার। রবার্টকে তার মনে হতে থাকে অচেনা আগন্তুক।

রবার্ট চার হপ্তা বাদে মধ্য আমেরিকা থেকে একটি অ্যাসাইনমেন্ট সেরে ফিরলে সুসান বলল, 'রবার্ট, আমাদের একটু কথা বলা উচিত।'

'সমস্যা কী?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট। সে ভালো করেই জানে সমস্যাটা কী।

'আমার ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে পরস্পরের কাছ থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। আমি চাই না আমাদের বিচ্ছেদ হোক। আমি সইতে পারব না।'

'সুসান...'

'দাঁড়াও। আমাকে কথা শেষ করতে দাও। তুমি জান গত চার মাসে আমরা ১টা দিন একত্রে কাটানোর সুযোগ পেয়েছি? দুই হপ্তাও হবে না। তুমি যখন বাড়ি ফের, মনে হয় আমার স্বামী নয়, একজন অতিথি এসেছে।'

সুসানকে বাহু ডোরে বাঁধল রবার্ট। 'তুমি জান আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।'

স্বামীর কাঁধে মাথা রাখল সুসান। 'প্লিজ, অপ্রীতিকর কোনও কিছু ঘটতে দিও না।'

'দেব না,' প্রতিশ্রুতি দিল রবার্ট। 'আমি অ্যাডমিরাল হুইটেকারের সঙ্গে কথা বলব।'

'কবে?'

'শীঘ্র।'

'অ্যাডমিরাল এখন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, কমান্ডার।'

'ধন্যবাদ।'

অ্যাডমিরাল হুইটেকার চেয়ারে বসে কতগুলো কাগজে সই করছিলেন, রবার্ট ভেতরে ঢুকলে মুখ তুলে চাইলেন। হাসি ফুটল মুখে। 'ওয়েলকাম হোম, রবার্ট এবং অভিনন্দন। এল সালভাদরে দারুণ কাজ দেখিয়েছ।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'বসো। কফি খাবে তো?'

'না, ধন্যবাদ। অ্যাডমিরাল।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছ শুনলাম। আমার সেক্রেটারি বলল খুব নাকি জরুরি। কী বলবে?'

শুরু করাটা কঠিন। 'আ, ইয়ে, স্যার, বিষয়টি ব্যক্তিগত। আমি বিয়ে করেছি দুই বছরও হয়নি, এবং...'

'তোমার পছন্দ আছে, রবার্ট। সুসান চমৎকার মেয়ে।'

'আপনার সঙ্গে আমি একমত, স্যার। তবে সমস্যা হলো বেশিরভাগ সময় আমাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। ও ব্যাপারটা সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারছে না।'

চেয়ারে হেলান দিলেন অ্যাডমিরাল, অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'মেনে না

নিতে পারারই কথা। তবে কিছু না কিছু স্যাক্রিফাইস করতেই হবে।'

'জানি আমি,' গম্ভীর গলায় বলল রবার্ট। 'কিন্তু আমার সংসার বলি দিতে পারব না।'

অ্যাডমিরাল জিজ্ঞেস করলেন, 'তা তুমি কী করতে চাইছ?'

'আপনি আমাকে এমন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট দিন যাতে বেশিদিন বাড়ির বাইরে থাকতে না হয়।'

'আচ্ছা আমি দেখছি কী করা যায়। আশা করি সে রকম ব্যবস্থা করা যাবে।'

স্বস্তি বোধ করল রবার্ট। 'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

'সুসানকে বোলো সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

চেয়ার ছাড়ল রবার্ট। হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। 'আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!'

অ্যাডমিরাল হুইটেকার হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন।

'তোমার মূল্য আমার কাছে অনেক। কাজেই তোমাকে আমি হারাতে পারি না। এখন তোমার বউ'র কাছে যাও।'

বাড়ি ফিরে সুসানকে সুখবরটা দিল রবার্ট। খুবই খুশি হলো সুসান। রবার্টকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওহ্ ডার্লিং দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল!'

'আমি অ্যাডমিরালের কাছে ক'টা দিন ছুটি চাইব। তোমাকে নিয়ে কোথাও থেকে বেরিয়ে আসব। ওটা হবে আমাদের দ্বিতীয় হানিমুন।'

'হানিমুন কী জিনিস ভুলে গেছি আমি,' বিড়বিড় করল সুসান। 'আমাকে দেখিয়ে দাও।'

ওকে দেখিয়ে দিল রবার্ট।

অ্যাডমিরাল হুইটেকার পরদিনই সকালে ডেকে পাঠালেন রবার্টকে।

'গতকালের বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' *এখন ছুটির কথা বলার সময়।* 'স্যার...'

অ্যাডমিরাল হুইটেকার বললেন, 'একটা সমস্যা হয়ে গেছে, রবার্ট।'

তিনি পায়চারি শুরু করলেন। কথা বলার সময় গম্ভীর শোনাল কণ্ঠ। 'কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছি সিআইএ'র ভেতরে কারও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। টপ সিক্রেট তথ্যগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে। একজন স্পাই কাজটা করছে। তার কোড নেমটাই শুধু জানা গেছে 'দ্য ফক্স।' আর কিছু জানা যায় নি। লোকটা এখন আর্জেন্টিনায়। সিআইএ এজেন্সির বাইরের কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে চায়। সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর তোমার কথা বলেছেন। তুমি লোকটাকে খুঁজে পেয়ে ধরে নিয়ে আসবে। আমি ওদেরকে বলেছি সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তোমার। আমি চাপ দিতে পারব না। তুমি কি কাজটা করতে পারবে?'

ইতস্তত করল রবার্ট। 'মনে হয় পারব না, স্যার।'

'তোমার সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি, রবার্ট। তুমি এ পর্যন্ত বহু

অ্যাসাইনমেন্ট করেছ এবং কখনোই 'না' বলোনি। জানি বিয়ের পরে অবিরাম একের পর এক অ্যাসাইনমেন্ট তোমার দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করেছে।'

'আমি এ কাজটা করতে চাই, স্যার। তবে...'

'তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, রবার্ট। কাজের প্রতি তোমার আন্তরিকতার ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করো।'

'কী সেটা, অ্যাডমিরাল?'

'সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। অন্তত তার সঙ্গে একটা সৌজন্য সাক্ষাৎ করো। তুমি কি মাইন্ড করলে?'

'অবশ্যই না, স্যার।'

পরদিন সকালে রবার্ট ল্যাংলিতে গেল সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে।

'বসো, কমান্ডার,' বড় অফিসটিতে ঢোকার পরে রবার্টকে বললেন ডেপুটি ডিরেক্টর। 'তোমার কথা অনেক শুনেছি। তবে ভালো ভালো কথা অবশ্যই।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

ডেপুটি ডিরেক্টরের বয়স ষাটের কোঠায়। লোহার মত পাকানো শরীর, মাথা ভর্তি ধবধবে সাদা চুল, ঠোঁটের ওপর ঝোপের মত ছোট গোঁফ, পাইপ টানার সময় নড়াচড়া করে মোচ। ইয়েল থেকে গ্রাজুয়েশন করার পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে OSS-এ যোগ দিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধের পরে সিআইএ গঠিত হলে তিনি এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। নিজের যোগ্যতায় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থার এত উঁচু পদে আসীন হতে পেরেছেন।

'তোমাকে আগেই একটা কথা বলে নিই, কমান্ডার। তোমার সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি।'

'ধন্যবাদ।'

'তবে একটা কথা।'

'কী, স্যার।'

'প্রেসিডেন্ট ফক্সের মুখোশ খুলে দেয়ার অপারেশনে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে জড়িয়েছেন।'

'কথাটা আমি জানতাম না, স্যার।'

'এজেন্সির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে তিনি এটিকে দেখছেন। তোমার বাড়ির খবর আমি শুনেছি। প্রেসিডেন্টও তোমার ব্যাপারে সমব্যথী। কারণ তাঁকেও সংসার করতে হয়। তবে তুমি যদি এ অ্যাসাইনমেন্টে যেতে রাজি না হও তিনি ক্ষুব্ধ হতে পারেন। তাহলে কী বলব ONI এবং অ্যাডমিরাল হুইটেকারের ওপরে একটা কালো ছায়া নেমে আসতে পারে।'

'আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে অ্যাডমিরালের কোনও সম্পর্ক নেই, স্যার,' বলল রবার্ট।

'তা আমি জানি, কমান্ডার। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কি তা বুঝতে চাইবেন?'

গেল হানিমুন করার স্বপ্ন, ভাবল রবার্ট।

সুসানকে মৃদু গলায় খবরটা দিল রবার্ট, 'বাড়ির বাইরে এটাই আমার শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। এরপরে আমাকে তোমার পাশে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যাবে।'

রবার্টের জীবনের সবচেয়ে ক্লান্তিকর এবং হতাশাজনক অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ফক্সকে খুঁজে পাওয়া। ও আর্জেন্টিনা গেল। কিন্তু ফক্সকে একদিন হারিয়ে ফেলল। তার পিছু নিয়ে ছুটল টোকিও, চীন এবং মালয়েশিয়া।

দিন গড়িয়ে হপ্তা হলো, হপ্তা থেকে মাস। রবার্ট ছায়ার মত লেগে থাকল ফক্সের পেছনে। সুসানকে শুরুতে প্রায় প্রতিদিনই ফোন করত রবার্ট। প্রথমদিকে বলত, 'আমি ক'দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরছি, ডার্লিং।' তারপর 'আগামী হপ্তায় বাড়ি ফিরতে পারি।' অবশেষে, 'ঠিক জানি না কবে ফিরব।' শেষতক হাল ছেড়ে দিল রবার্ট। আড়াই মাস ধাওয়া করেও ফক্সের টিকিটও ছুঁতে পারল না।

বাড়ি ফিরে সুসানকে আগের মত আর উচ্ছ্বসিত লাগল না।

'আমি দুঃখিত, ডার্লিং,' ক্ষমা চাইল রবার্ট। 'বুঝতে পারিনি এতদিন লেগে যাবে...'

'ওরা তোমাকে কোনওদিনই ছুটি দেবে না, তাই না, রবার্ট?'

'কী? অবশ্যই দেবে।'

মাথা নাড়ল সুসান। 'আমার তা মনে হয় না। আমি ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল হসপিটালে চাকরি নিয়েছি।'

হতভম্ব দেখাল রবার্টকে। 'কী করেছ?'

'আবার নার্সের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। তুমি কবে বাড়ি ফিরবে, সে প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আমি ক্লান্ত। তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ, কী করছ, বেঁচে আছ নাকি মরে গেছ ভেবে ভেবে আমি বিধ্বস্ত।'

'সুসান, আমি...'

'ঠিক আছে, সুইট হার্ট। তুমি যখন বাড়ি থাকবে না তখন অন্তত একটা কাজে ব্যস্ত থাকতে পারব। তোমার জন্য অপেক্ষার প্রহর গোনাটা এখন সহজ হয়ে যাবে।'

রবার্ট আর কিছু বলতে পারল না।

সে নিজের ব্যর্থতার রিপোর্ট দিল অ্যাডমিরাল হুইটেকারের কাছে। সহানুভূতি দেখালেন অ্যাডমিরাল।

'তোমাকে আসলে এ কাজে যেতে দেয়া উচিত হয়নি আমার। এখন থেকে সিআইএ'র সমস্যা নিয়ে ওরা মাথা ঘামাবে, আমরা ওর মধ্যে জড়াতে যাব না। আমি দুঃখিত, রবার্ট।'

রবার্ট বলল সুসান নার্সের চাকরি নিয়েছে।

'ভালোই হয়েছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তোমাদের সাংসারিক চাপটা এতে কমবে। এখন মাঝে মাঝে দেশের বাইরে অ্যাসাইনমেন্টে গেলেও আর তেমন সমস্যা হবে না।'

'মাঝে মাঝে' আসলে হয়ে উঠল 'যখন তখন।' তারপর থেকে ওদের সংসারে দেখা দিল ভাঙন।

সুসান ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল হসপিটালে অপারেটিং রুম নার্স হিসেবে কাজ করছে। রবার্ট বাড়ি ফিরলে ওকে সময় দেয়ার চেষ্টা করে তবে দিন দিন নিজের কাজের ব্যস্ততা বেড়ে যেতে লাগল সুসানের।

'কাজটা আমি খুব উপভোগ করছি, ডার্লিং। মনে হচ্ছে কাজের কাজ কিছু একটা করছি।'

রবার্টের সঙ্গে সে নিজের রোগীদের নিয়ে গল্প করে। রবার্টের মনে পড়ে ও যখন অসুস্থ ছিল, ওর কত সেবা করেছে সুসান। সুসান পছন্দের কাজ পেয়েছে বলে খুশিই হয়েছিল রবার্ট কিন্তু ওদের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে চলছিল। বিশেষ করে মানসিক দূরত্ব। ওরা যখন কথা বলে মনে হয় দু'জন অচেনা মানুষ কথা বলছে।

তুরস্কে দেড় মাসের একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষে রবার্ট বাড়ি ফিরল। সুসানকে নিয়ে সানস সুচিতে গেল ডিনারে। সুসান বলল, 'আমাদের হাসপাতালে নতুন একজন রোগী ভর্তি হয়েছে। প্লেন ক্রাশে মারাত্মক আহত হয়েছে সে। ডাক্তাররা বলেছেন, লোকটা বাঁচবে না। কিন্তু আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলবই।' ওর চোখ ঝকমক করছে। 'লোকটা এত চমৎকার। সমস্ত নার্স তার জন্য পাগল।'

সমস্ত নার্স? ভাবল রবার্ট। ঈর্ষার কাঁটা খচ করে বিঁধল বুকে। তবে জোর করে কাঁটাটা সরিয়ে দিল।

ওরা ডিনারের অর্ডার দিল।

পরদিন শনিবার, রবার্ট অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে গেল পর্তুগালে। তিন হপ্তা পরে ফিরল বাড়ি। ওকে উত্তেজনা নিয়ে স্বাগত জানাল সুসান।

'মন্টি আজ প্রথম হাঁটল।' রবার্টকে দায়সারা চুমু খেল সে।

'মন্টি?'

'মন্টি ব্যাঙ্কস। ওর নাম। ও সুস্থ হয়ে উঠছে। ডাক্তারদের বিশ্বাস হতে চাইছিল না। কিন্তু আমরা আশা ছাড়ি নি।'

আমরা। 'শুনি তো ওর কথা।'

'ও চমৎকার একজন মানুষ। সবসময় আমাদেরকে উপহার দিয়েই চলেছে। বিরাট বড়লোক। নিজেই নিজের প্লেন চালায়। প্লেন চালাতে গিয়েই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। আর...'

'কী ধরনের উপহার?'

'ছোট ছোট নানান উপহার...ক্যান্ডি, ফুল, বই, গানের রেকর্ড। আমাদেরকে দামি ঘড়ি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু নিইনি। ওর ইয়ট আছে, পোলো পোনি...'

তারপর থেকে রবার্ট মন্টির নাম দেয় 'মানিব্যাগ।'

সুসান হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেই মন্টির গল্প শুরু করে দেয়।

'জানো, আজ মন্টি কি করেছে? সমস্ত নার্সের জন্য জকি ক্লাব থেকে লাঞ্চ আনিয়ে খাইয়েছে।'

মন্টির গল্প শুনতে ভালো লাগছিল না রবার্টের। রাগ হচ্ছিল।

'তোমার এই মন্টি কি বিবাহিত?'

'না, ডার্লিং। কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

হেসে উঠল সুসান। 'ফর হেভেনস শেক, বলো, তুমি জেলাস নও?

'মাত্র হাঁটতে শেখা এক বুড়োর জন্য জেলাস হব? কভি নেহী।'

রবার্ট বাড়ি ফিরলে সুসান মন্টির কথা না বলার চেষ্টা করে। কিন্তু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লোকটার কথা জানতে চায় রবার্ট।

'তোমার মানিব্যাগের কী খবর?'

'ওর নাম মানিব্যাগ নয়,' ভৎসর্না করে সুসান। 'ওর নাম মন্টিব্যাঙ্কস।'

'ওই হলো আরকি,' *হারামিটা প্লেন ক্রাশে মরলেই ভালো হতো।*

পরদিন সুসানের জন্মদিন।

'তোমার জন্মদিনটি আজ সেলিব্রেট করব,' উৎসাহ নিয়ে বলল রবার্ট। 'বাইরে ঘুরব তারপর চমৎকার কোনও রেস্টুরেন্টে ঢুকে ডিনার করব এবং...'

'আমার আজ রাত আটটা পর্যন্ত হাসপাতালে কাজ আছে।'

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে ওখান থেকে তুলে নেব।'

'বেশ। মন্টি তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। আমি তোমার কথা বলেছি ওকে।'

রবার্ট হাসপাতালে পৌঁছুলে রিসেপশনিস্ট বলল, 'গুড ইভনিং, কমান্ডার। সুসান তিনতলায় অর্থোপেডিক ওয়ার্ডে আছে। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' সে ফোন তুলল।

রবার্ট এলিভেটর থেকে নেমে দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছে সুসান। পরনে সাদা ইউনিফর্ম। দারুণ সুন্দর লাগছে ওকে।

'হ্যালো, গর্জাস।'

হাসল সুসান। 'হ্যালো, রবার্ট। একটু পরেই আমার ডিউটি শেষ। এসো, মন্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

রবার্টকে নিয়ে বড়, প্রাইভেট একটি রুমে ঢুকল সুসান। ঘর জুড়ে বই, ফুল আর ঝুড়ি ভর্তি ফল। সুসান বলল, 'মন্টি, এ আমার স্বামী রবার্ট।'

রবার্ট স্থির দৃষ্টিতে দেখছে বিছানায় শোয়া মানুষটিকে। তার চেয়ে তিন/চার বছরের বড় হবে মন্টি। চেহারাটা পল নিউম্যানের মত।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, কমান্ডার। সুসান অনেক বলেছে আপনার কথা।'

মাঝরাতে বিছানায় বসে বলেছে?

'আপনাকে নিয়ে ওর অনেক গর্ব।'

সুসান তাকাল রবার্টের দিকে। ভয়ে আছে তার গোঁয়ার স্বামী উল্টোপাল্টা কিছু বলে না বসে।

'আশা করি শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন।' বলল রবার্ট।

'আশা করি। আপনার স্ত্রী অনেক সেবা করেছে আমার। শী ইজ আ মিরাকল ওয়ার্কার।'

'হ্যাঁ, ওর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ওটা,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও তেতো শোনাল রবার্টের কণ্ঠ।

জন্মদিনের ডিনার জমল না তেমন। সুসান তার রোগীকে নিয়েই সারাক্ষণ বকবক করে গেল।

'ওর চেহারার সঙ্গে কার মিল আছে বলো তো, ডার্লিং?'

'বরিস কার্লোফের।'

'ওকে নিয়ে কেন ঠাট্টা করছ?'

শীতল গলায় জবাব দিল রবার্ট। 'কারণ লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি।'

স্থির চোখে ওর দিকে তাকাল সুসান। 'ওকে তুমি চেন না, জান না। তা হলে অপছন্দ হলো কেন?'

অপছন্দ হয়েছে কারণ লোকটা তোমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল আমার তা ভালো লাগেনি। তুমি তার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিলে তাও আমার পছন্দ হয়নি। আমাদের সংসারের বারোটা বাজতে চলেছে, আমার ভালো লাগছে না। গড, আমি তোমাকে হারাতে চাই না।

'সরি, আমার খুব ক্লান্ত লাগছে।'

নীরবে ডিনার করল ওরা।

পরদিন সকালে অফিস যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে রবার্ট, সুসান বলল, 'রবার্ট, তোমাকে একটা কথা বলব...'

বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল রবার্টের। সুসান কী বলবে অনুমান করতে পারছে।

'সুসান...।'

'তুমি জান আমি তোমাকে ভালোবাসি। সব সময় ভালোবেসে যাব। তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় একজন মানুষ।'

'প্লিজ...।'

'না, শেষ করতে দাও আমাকে। কথাগুলো বলতেই হবে। গত বছরটা খুব কম সময়ই একত্রে কাটাতে পেরেছি আমরা। আমাদের সংসার বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। দু'জনে দু'দিকে ভেসে যাচ্ছি।'

প্রতিটি শব্দ ছুরির আঘাত হানছে রবার্টের বুকে।

'তুমি ঠিকই বলেছ,' মরিয়া হয়ে বলল রবার্ট। 'আমি নিজেকে বদলে ফেলব। এজেন্সির চাকরিটা ছেড়ে দেব। চলো এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। কোথাও থেকে

ক'দিনের জন্য বেরিয়ে আসি...'

মাথা নাড়ল সুসান। 'না, রবার্ট। আমরা দু'জনেই জানি এতে কোনও কাজ হবে না। তুমি যা করছ ওটা তোমার পছন্দের কাজ। আমার জন্য যদি কাজটা ছেড়ে দাও, জানি সে জন্য সারাজীবন আমাকে খোঁটা দিয়ে যাবে। এতে আসলে কারও দোষ নেই। এটা...ঘটে গেছে। আমি ডিভোর্স চাই।'

আকাশটা ভেঙে পড়ল রবার্টের মাথায়। বমি বমি লাগল।

'অমনভাবে বোলো না, সুসান। আমরা কোনও না কোনও রাস্তা...'

'সে সময় আর নেই। বহুদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে ভাবছি আমি। তুমি যখন দেশের বাইরে, একা বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি, ওই সময় এসব কথা ভেবেছি আমি। আমরা আলাদা দুটো জীবনযাপন করছি। আমার এমন কিছু দরকার যা তুমি আমাকে দিতে ব্যর্থ হয়েছ।'

দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট, আবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'তুমি কি...তুমি কি মানিব্যাগকে নিয়ে কিছু চিন্তা করেছ?'

ইতস্তত করল সুসান। 'মন্টি আমাকে বিয়ে করতে চায়।'

বুক থেকে সমস্ত দম বেরিয়ে গেল রবার্টের। 'আর তুমি?'

'আমি ওকে হ্যাঁ বলে দিয়েছি।'

এ যেন দুঃস্বপ্ন। এটা ঘটছে না ভাবার চেষ্টা করল রবার্ট। এ হতে পারে না। ওর চোখ ভরে গেল জলে।

সুসান ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল। 'তোমার মত করে কাউকে আমি আপন ভাবতে পারব না। তোমাকে আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতাম। চিরদিন বাসব। তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।' ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল সুসান, চোখে চোখ রাখল। 'কিন্তু ওটাই যথেষ্ট নয়। আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি?'

রবার্ট শুধু বুঝতে পারছে সুসান ওকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলছে। 'আমরা আবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। নতুন করে শুরু করব...'

'দুঃখিত, রবার্ট,' গলা ধরে এল সুসানের। 'আমি খুবই দুঃখিত। বাট ইট ইজ ফিনিশড।'

সুসান রেনো চলে গেল ডিভোর্সের জন্য। আর কমান্ডার রবার্ট বেলামি টানা দুই হপ্তা মদে আকণ্ঠ ডুবে রইল।

রবার্ট এফবিআই-তে ওর বিশ্বস্ত বন্ধু আল ট্রেনরকে ফোন করল।

'ট্রে, আমার একটা কাজ করে দেবে, ভাই?'

'কাজ? তোমার এখুনি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার। তুমি সুসানকে ছেড়ে দিলে কীভাবে?'

খবরটা বোধহয় শহরের সবাই জানে।

'সে লম্বা, করুণ এক গল্প।'

'আমার সত্যি খুব খারাপ লাগছে রবার্ট। সুসান সত্যি চমৎকার একটি মেয়ে

ছিল। তোমার জন্য কী করতে হবে?'

'একজনের ব্যাপারে কিছু তথ্য চাই। কম্পিউটার ঘাঁটলেই আশা করি পেয়ে যাবে।'

'লোকটার নাম বলো।'

'মন্টি ব্যাঙ্কস। এটা একটা রুটিন এনকোয়ারি।'

'আচ্ছা। তুমি কী কী জানতে চাইছ?'

'এ লোকের নাম বোধহয় তোমাদের ফাইলে নেই, ট্রে। তবে আমি তার ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাই। সে এত টাকা কীভাবে কামাল শুনতে চাই। তবে একটা কথা– বিষয়টা আমাদের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। এটা ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। ঠিক আছে?'

'নো প্রবলেম। তোমাকে আমি কাল সকালেই ফোন দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ। আমার কাছে তোমার একটা লাঞ্চ পাওনা হলো।'

'ডিনার।'

'ঠিক আছে।'

রিসিভার রেখে রবার্ট ভাবল আমি কী আশা করছি? যে সে জ্যাক দ্য রিপার আর এ কথা জানার পরে সুসান আমার কাছে চলে আসবে।

পরদিন সকালে ডাসটিন থর্নটনের অফিসে ডাক পড়ল রবার্টের। 'তুমি কী নিয়ে ব্যস্ত আছ, কমান্ডার?'

ব্যাটা জানিসই তো আমি কী নিয়ে ব্যস্ত আছি, মনে মনে বলল রবার্ট। মুখে বলল, 'সিঙ্গাপুরের ডিপ্লোম্যাটের ওপর ফাইল তৈরি করছি। তাছাড়া '

'এতে বোধহয় খুব বেশি সময় তোমার লাগছে না।'

'জ্বী।'

'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, কমান্ডার। আমেরিকান নাগরিকদের ওপর নজরদারি করা নেভাল ইন্টেলিজেন্স অফিসের কাজ নয়।'

রবার্টকে হতবুদ্ধি দেখাল। 'ঠিক বুঝতে পারলাম না...'

'এফবিআই আমাকে জানিয়েছে তুমি এক লোকের ব্যাপারে তথ্য খোঁজার চেষ্টা করেছ যা কিনা আমাদের এজেন্সির নিয়মনীতির সম্পূর্ণ বাইরে।'

প্রচণ্ড রাগ গ্রাস করল রবার্টকে। হারামজাদা ট্রেনরটা ওর সঙ্গে বেঈমানি করেছে। 'বিষয়টি ছিল ব্যক্তিগত,' বলল ও।

'আমি...'

'এফবিআইএ'র কম্পিউটার তোমার সুবিধের জন্য রাখা হয়নি, প্রাইভেট সিটিজেনদের বিব্রত করার জন্য তো নয়ই। আমি কি কথাটা বোঝাতে পেরেছি?'

'যথেষ্ট।'

'ব্যস।'

রবার্ট ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে এল নিজের অফিসে। ২০২-৩২৪-৩০০০ নাম্বারে ডায়াল করল। রাগের চোটে আঙুল কাঁপছিল ওর। একটি কণ্ঠ সাড়া দিল,

'এফবিআই।'

'আল ট্রেনর।'

'এক মিনিট, প্লিজ।'

এক মিনিট পরে ভেসে এল একটি পুরুষ কণ্ঠ। 'হ্যালো। মে আই হেল্প ইউ?'

'জ্বী। আমি আল ট্রেনরকে চাইছিলাম।'

'দুঃখিত। এজেন্ট ট্রেনর এ অফিসে আর নেই।'

একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল রবার্টের শরীরে। 'কী?'

'এজেন্ট ট্রেনরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

'পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে?'

'জ্বী।'

'কোথায়?'

'বয়েসে। তবে উনি এখনও টিকে আছেন কিনা জানি না।'

'মানে?'

'গত রাতে রক ক্রীক পার্কে জগিং করার সময় এক মাতাল ড্রাইভার তাঁকে গাড়ি চাপা দেয়। ধাক্কা খেয়ে চল্লিশ ফুট দূরে ছিটকে পড়েন ট্রেনর। বেঁচে আছেন কিনা জানি না।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রবার্ট। বনবন করে মাথা ঘুরছে। কী ঘটছে এসব? নীল চোখের আমেরিকান মন্টি ব্যাঙ্কসকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দেয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু কীসের জন্য? কারা এসব করছে? জেসাস, রবার্ট ভাবল, সুসান কার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

ওইদিন বিকেলেই সুসানের সঙ্গে দেখা করতে গেল রবার্ট।

নতুন একটি অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছে সুসান। এম স্ট্রীটে একটি চমৎকার ডুপ্লেক্স। মানিব্যাগ হয়তো এটা সুসানকে কিনে দিয়েছে। অনেক দিন পরে সুসানের সঙ্গে দেখা। ওকে দেখে বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেল রবার্টের।

'অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, সুসান।'

'কী যেন সিরিয়াস একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবে বলেছিলে।'

'হ্যাঁ,' রবার্ট শুরু করবে কীভাবে বুঝতে পারছে না। বলবে *সুসান, আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি?* শুনলে হেসে গড়াগড়ি খাবে মেয়েটি।

'কী হয়েছে?'

'বিষয়টি মন্টিকে নিয়ে।'

ভুরু কুঁচকে গেল সুসানের। 'ও আবার কী করল?'

সবচেয়ে কঠিন অংশটি উপস্থিত। ও নিজে যে সম্পর্কে জানে না তা নিয়ে কথা বলবে কীভাবে? ও শুধু জানে কোথাও মস্ত একটা ভজঘট আছে। এফবিআইতে মন্টিব্যাঙ্কস সম্পর্কে তথ্য আছে বটে কিন্তু সে তথ্য যে কেউ চাইলেই পেতে পারে না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। মন্টি সম্পর্কে তথ্য চাইবার বিষয়টি ONI-কেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। *কেন?*

'আমার ধারণা সে...ওকে তুমি যা ভাবছ সে সেরকম নয়।'

'বুঝলাম না।'

'সুসান– লোকটা এত টাকা পায় কোত্থেকে?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হলো সুসান। 'মন্টির আমদানি-রপ্তানির অত্যন্ত সফল ব্যবসা আছে।'

বিশ্বের প্রাচীনতম কভার।

'কিন্তু জানতে চাইছ কেন?' প্রশ্ন করল সুসান।

'আমি... আমি আসলে জানতে চাইছিলাম ঠিক মানুষটিকে তুমি বেছে নিয়েছ কিনা,' দুর্বল গলায় বলল রবার্ট।

'ওহ, রবার্ট,' সুসানের কণ্ঠে বেদনা।

'আমার আসলে আসা উচিত হয়নি,' বলল রবার্ট। 'আমি দুঃখিত।'

সুসান এগিয়ে এল সামনে, আলিঙ্গন করল ওকে। 'আমি বুঝতে পেরেছি।' নরম গলায় বলল সে।

কিন্তু সুসান জানে না মন্টি ব্যাঙ্কস বিপজ্জনক একজন মানুষ যাকে প্রটেকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। যার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে একজন মানুষ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

তথ্য যোগাড় করার আরও রাস্তা আছে। রবার্ট এক এক করে সে রাস্তাগুলোয় হাঁটল। সে ফোর্বস ম্যাগাজিনে কর্মরত তার এক বন্ধুকে ফোন করল।

'রবার্ট! লং টাইম নো সী। তোমার জন্য কী করতে পারি?'

রবার্ট বলল তাকে।

'মন্টি ব্যাঙ্কস? তার নাম তো আমাদের পত্রিকার চারশো সেরা ধনী মানুষের তালিকায় থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি নি। তুমি জানো?'

রবার্ট এরপর গেল পাবলিক লাইব্রেরিতে। 'হু ইজ হু' বইতে মন্টি ব্যাঙ্কসের নাম খুঁজল। তালিকায় তার নাম নেই। ওয়াশিংটন পোস্টে খুঁজল মন্টি ব্যাঙ্কসের প্লেন দুর্ঘটনার খবর। সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হয়েছে খবরটি। মন্টিকে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পত্রিকায়।

মন্টি ব্যাঙ্কস সম্পর্কে রহস্যময় কোনও খবর পেল না রবার্ট। *হয়তো আমিই ভুল করেছি, ভাবল ও। মন্টি হয়তো ভালোমানুষ। সে যদি স্পাই বা ক্রিমিনাল হতো আমাদের সরকার নিশ্চয় তাকে প্রটেকশন দিত না...আসলে সুসানকে এখনও আমি হারাতে চাইছি না বলে হাবিজাবি নানান কথা ভাবছি।*

ব্যাচেলর রবার্টকে প্রবল একাকিত্ব এবং নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে ফেলল। তার দিনগুলো কাটছে কাজের ব্যস্ততায়, রাতগুলো নিদ্রাহীনতায়। ও সুসানের কথা ভাবে আর তীব্র হতাশায় কাঁদে। গোটা ফ্লাট জুড়ে সুসানের উপস্থিতি এখনও অম্লান। বন্ধুরা রবার্টের দশা দেখে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। তারা রবার্টের জন্য বান্ধবী

যোগাড় করে দেয়। মেয়েগুলো লম্বা, সুন্দরী এবং সেক্সি। কেউ মডেল, কেউ সেক্রেটারি, কেউবা বিজ্ঞাপন সংস্থার নির্বাহী, ডিভোর্সী অথবা আইনজীবী। কিন্তু কেউই সুসানের মত নয়। কারও সঙ্গে সুসানের বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পায় না রবার্ট। এদের কারও সঙ্গে বিছানায় যাবার আগ্রহ বোধ করে না রবার্ট। সে একা থাকতে চায়। সে একা বাজার করে, রান্না করে, হপ্তায় একদিন জামাকাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে।

একা, নিরানন্দ জীবন কাটছিল রবার্টের। এক সুন্দরী ডিজাইনার রবার্টকে বহুবার ফোন করেছিল তার সঙ্গে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়ে। ওয়াশিংটনে পরিচয় মেয়েটির সঙ্গে। রবার্ট প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছে আমন্ত্রণ। শেষে রাজি হয়ে গেল। সুন্দরী ওদের দু'জনের জন্য ক্যান্ডললাইট ডিনারের আয়োজন করল। নিজে রান্না করল সে।

'তুমি খুব ভালো রাঁধতে জান,' বলল রবার্ট।

'আমি সবকিছুই খুব ভালো পারি।' সুন্দরীর কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না রবার্টের। মেয়েটির এগিয়ে এল ওর কাছে। 'তোমাকে প্রমাণ দিচ্ছি।' সে রবার্টের ঊরুতে হাত রাখল, জিভ বের করে চেটে দিল ঠোঁট।

ওরা বিছানায় গেল। বহুদিন নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকলেও জীবনে এই প্রথমবার মিলনে ব্যর্থ হলো রবার্ট। ওর পৌরুষই জাগ্রত হলো না।

'ডোন্ট ওরি, ডার্লিং,' বলল মেয়েটি। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু ভুল ধারণা করেছিল সে।

বিব্রত এবং লজ্জিত হয়ে বাসায় ফিরল রবার্ট। সে জানে ওর শরীর কেন সাড়া দেয় নি। কারণ ওর মন বাধা দিচ্ছিল। বলছিল সুসানের সঙ্গে বেঈমানি করা হচ্ছে।

বেশ কিছুদিন পরে আবার মিলিত হওয়ার চেষ্টা করল রবার্ট। এবারের মেয়েটি ONI'র এক ঝলমলে সেক্রেটারি। বিছানায় বুনো হয়ে উঠল মেয়েটি, রবার্টের পুরুষাঙ্গ মুখে পুরে চুষতে লাগল। কিন্তু কোনও লাভ হলা না। নির্জীব হয়ে রইল রবার্ট। সে শুধু সুসানকে কামনা করছিল। এরপর থেকে সে মেয়েদের এড়িয়ে চলতে লাগল। ডাক্তারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথা মনে হয়েছিল একবার। কিন্তু ডাক্তারের কাছে যেতে লজ্জা পাচ্ছিল রবার্ট। সে তার সমস্যার সমাধানের কথা জানে। কিন্তু জানে সমাধান হবে না। সে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

সুসান হপ্তায় অন্তত একদিন ওকে ফোন করে। 'লন্ড্রি থেকে শার্ট আনতে ভুলো না,' কিংবা 'আমি কাজের বুয়া পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঘর ঝাঁট দেবে। তুমি নিশ্চয় বাসাটাকে ভাগাড় বানিয়ে রেখেছ।'

সুসানের প্রতিটি ফোন রবার্টের একাকিত্বের যন্ত্রণা বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ।

বিয়ের আগের রাতে ফোন করেছিল সুসান।

'রবার্ট, কাল আমি বিয়ে করছি।'

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল রবার্টের। 'সুসান...'

'আমি মন্টিকে ভালোবাসি,' বলল সুসান। 'তবে তোমাকেও ভালোবাসি। আমরণ ভালোবেসে যাব। আমি চাই না তুমি আমার কথা ভুলে যাও।'

এ কথার কী জবাব দেবে রবার্ট?

'রবার্ট, তুমি ঠিক আছ তো?'

অবশ্যই। চমৎকার আছি। শুধু সমস্যা হলো আমি খোজা হয়ে গেছি।

'রবার্ট?'

রবার্ট বলল, 'আমি ভালোই আছি। একটা কথা বলব। রাখবে, বেবী?'

'বলো।'

'তোমাকে নিয়ে যেসব জায়গায় হানিমুন করতে গেছি সেসব জায়গায় ওকে নিয়ে যেয়ো না, প্লিজ।'

ফোন রেখে দিল রবার্ট। বেরিয়ে গেল বাসা থেকে। এবং আবার মাতাল হলো।

এসবই এক বছর আগের ঘটনা। ওটা এখন অতীত। রবার্টকে এ বাস্তবতা মেনে নিতে হয়েছে যে সুসান এখন অন্য কারও। তাকে বর্তমান নিয়ে বাস করতে হবে। এখন তাকে কাজ করতে হবে। লেসলি মাদারশেডের সঙ্গে কথা বলবে রবার্ট। ফটোগ্রাফারের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম-ঠিকানা আছে। ওটা রবার্টকে পেতে হবে।

আঠারো

খুশিতে ধিনাক ধিন নৃত্য করতে ইচ্ছে করছে লেসলি মাদারশেডের। সে লন্ডনে ফিরেই মহামূল্যবান ফিল্ম নিয়ে ঢুকে পড়েছে নিজের ডার্করুমে। ছবিগুলো ডেভেলপ করতে বেশি সময় লাগল না। নেগেটিভ শুকানোর পরে দম বন্ধ করে ওগুলো তুলে ধরল আলোতে। পারফেক্ট! দারুণ ছবি উঠেছে।

প্রতিটি ছবি একেকটি রত্ন। এ ছবি যে-ই তুলতে পারত গর্বে ভরে যেত বুক। অদ্ভুত স্পেসক্রাফটের কাঠামোর প্রতিটি আউটলাইন ফুটে উঠেছে নিখুঁতভাবে। দুই ভিনগ্রহবাসীকেও দেখা যাচ্ছে সঙ্গে।

তবে ছবিতে একটা জিনিস নেই। ইউএফও ক্রাশ করার পরে সে যানটার ভেতরে উঁকি দিয়েছিল। শিপের ভেতরে সরু তিনটে কাউচ দেখেছিল ও। তবে দুই ভিনগ্রহবাসীর একজনের একটা হাত ছিল কাটা। সেই কাটা হাতটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে না।

হয়তো আজব প্রাণীটির হাত একখানাই ছিল, ভাবল মাদারশেড। মাই গড, এতো ছবি নয়, মাস্টারপিস! মা ঠিকই বলত আমি একটা জিনিয়াস। নিজের ছোট রুমে চোখ বুলাল ও। পরেরবার ছবি ডেভেলপ করব ইটল স্কোয়ারে আমার বাড়ির বড় এবং সুন্দর ডার্করুমে।

কিপ্টের সোনা পাবার মত ছবিগুলো হাতে ধরে রাখল মাদারশেড। পৃথিবীর এমন কোনও খবরের কাগজ বা পত্রিকা নেই যারা এ ছবি পাবার জন্য কাড়াকাড়ি করবে না। এতদিন হারাফমগুলো ওর সমস্ত ছবি শুধু প্রত্যাখ্যান করে এসেছে চিঠি পাঠিয়ে। কেউ লিখেছে, 'আপনার ছবিগুলো এ মুহূর্তে কাজে লাগছে না বলে ফেরত পাঠানো হলো,' কেউ লিখত, 'ছবি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। তবে এরকম ছবি আমরা ইতিমধ্যে ছেপেছি।' কেউবা কোনওরকম দুঃখপ্রকাশ না করেই ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে।

বছরের পর বছর লেসলি এসব পত্রিকাঅলাদের অনুনয় করেছে তার একটি ছবি ছাপার জন্য। কেউ পাত্তা দেয়নি। এবার ওরা তাকে পাত্তা দিতে বাধ্য থাকবে।

আর তর সইছে না লেসলির। বিল দিতে পারেনি বলে ব্রিটিশ টেলিকম ওর ফোন লাইন কেটে দিয়েছে। বাইরে গিয়ে ফোন করতে হবে লেসলিকে। ওর খুব ইচ্ছে করল ল্যানগানে লাঞ্চ করবে। এখানে শুধু বিনোদন জগতের তারকারাই খেতে আসেন। ল্যানগান-এ লাঞ্চ করার মত হিম্মত অন্য সময় দেখাত না

লেসলি। কিন্তু এখন স্ফূর্তি করার সময়। সে তো শীঘ্র ধনী এবং বিখ্যাত হতে চলেছে, নয় কি? কাজেই আজ ল্যানগান-এ লাঞ্চ করার সাহস সে দেখাতেই পারে।

রেস্টুরেন্টের এক কিনারে একটা টেবিলে বসেছে লেসলি। ওর কাছ থেকে হাত দশেক দূরে একটি বুথে দু'জন মানুষ ওর নজর কাড়ল। চেনা চেনা লাগছে। হঠাৎ বুঝতে পারল ওরা কারা। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর। মাইকেল কেইন এবং রজার মূর! *ইস, মা যদি বেঁচে থাকত তাহলে বলতে পারতাম বিশ্বখ্যাত দুই তারকাকে মুখোমুখি দেখেছি আমি।* মা তারকাদের নিয়ে লেখা পড়তে খুব পছন্দ করত। দুই অভিনেতা খুব হাসাহাসি করছেন। বোঝাই যায় স্ফূর্তিতে আছেন। ওরা একঝলক দেখলেন লেসলিকে। তারপর সরিয়ে নিলেন দৃষ্টি। হঠাৎ খুব রাগ হলো লেসলির। *হারামজাদারা ভাবছে আমি ওদের কাছে গিয়ে অটোগ্রাফ ভিক্ষা চাইব। কিন্তু আর ক'দিন বাদে ওরাই বরং আমার কাছে অটোগ্রাফ চাইবে। ওরা ওদের বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে। লেসলি, এরা প্রিন্স চার্লস এবং প্রিন্সেস ডি। আর এ হলো লেসলি, যে ইউএফও'র বিখ্যাত ছবিগুলো তুলেছে।*

লেসলি লাঞ্চ শেষ করল। দুই তারকার সামনে দিয়ে হেঁটে দোতলায় উঠে এল। ঢুকল ফোন বুথে। ফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে সান-পত্রিকার নাম্বার বের করল।

'আপনাদের পিকচার এডিটরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ভেসে এল একটি পুরুষ কণ্ঠ। 'চ্যাপম্যান বলছি।'

'একটি ইউএফওতে দু'জন ভিনগ্রহবাসীর ছবির জন্য আপনারা কত টাকা দিতে পারবেন?'

পুরুষ কণ্ঠটি বলল, 'ছবিগুলোর মান ভালো হলে নিখুঁত জাল ছবি হিসেবে আমরা ছাপবার চেষ্টা করতে পারি।'

খিটখিটে গলায় বলে উঠল লেসলি, 'এগুলো জাল ছবি নয়, আমার নয়জন সাক্ষী আছে যারা বলবে ছবিগুলো সত্যি। এদের মধ্যে একজন প্রীস্টও আছেন।'

লোকটার গলার স্বর বদলে গেল। 'আচ্ছা! ছবিগুলো কোথায় বসে তোলা?'

'তা এখন বলা যাবে না,' বলল লেসলি। 'আপনারা আগ্রহী কিনা বলেন?'

ও প্রান্তের কণ্ঠ সতর্ক। 'ছবিগুলো যদি অথেনটিক হয়ে থাকে, আমরা অবশ্যই আগ্রহী।

আগ্রহী তোমাকে হতেই হবে, খুশি মনে ভাবল লেসলি। 'আমি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

আরও দু'টি বিখ্যাত পত্রিকায় ফোন করল লেসলি। আশানুরূপ সাড়া পেল। প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম-ঠিকানা রেখে ও যে কী বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াতে ইচ্ছে করল লেসলির। ওর ছবি বিশ্বের সেরা সেরা পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হবে।

রেস্টুরেন্ট ছাড়ার আগে বুথে যাবার লোভ সামলাতে পারল না ও। দুই

তারকার সামনে এসে বলল, 'মাফ করবেন। বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমাকে কি একটা অটোগ্রাফ দেয়া যাবে?'

রজার মূর এবং মাইকেল কেইন ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কাগজে হিজিবিজি অক্ষরে নিজেদের নাম সই করে তুলে দিলেন ফটোগ্রাফারের হাতে।

'ধন্যবাদ।'

লেসলি মাদারশেড বাইরে এসে অটোগ্রাফের কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিল বাতাসে।

জাহান্নামে যাক ওরা, ভাবল ও। আমার গুরুত্ব এখন ওদের চেয়েও বেশি।

উনিশ

রবার্ট ট্যাক্সি নিয়ে ২১৩ এ গ্রোভ রোডে চলে এল। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। লেসলি মাদারশেডের বাসভবনের ওপর চোখ বুলাল। দোতলা, কুৎসিত চেহারার একটা বিল্ডিং। বিল্ডিংটাকে ছোট ছোট ফ্ল্যাটে ভাগ করা হয়েছে। এখানে সেই লোকটা থাকে যার কাছে প্রত্যক্ষদর্শীদের পুরো তালিকাটি আছে। এবং ওই তালিকাটি রবার্টের দরকার।

লেসলি মাদারশেড লিভিং রুমে ছিল। ডোরবেল বেজে ওঠার শব্দে চমকে উঠল। অকস্মাৎ অজানা একটা ভয় গ্রাস করল তাকে। আবার বাজল বেল। লেসলি তার মূল্যবান ছবিগুলো নিয়ে চট করে ডার্করুমে ঢুকে পড়ল। একগাদা পুরানো ছবির মধ্যে লুকিয়ে রাখল নতুন ছবিগুলো। তারপর ফিরে এল লিভিং রুমে। খুলল দরজা। তাকাল আগন্তুকের দিকে।

'কাকে চাই?'

'লেসলি মাদারশেড?'

'জ্বী। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'কেন? কী ব্যাপার?'

রবার্ট ডিফেন্স মিনিস্ট্রি আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বের করে লেসলির নাকের সামনে নাচাল। 'অফিসিয়াল কাজে এসেছি, মি. মাদারশেড। আমরা এখানে বসে কথা বলতে পারি অথবা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে।' কার্ডটা ভুয়া। তবে ভয় ফুটল লেসলির চেহারায়।

ঢোক গিলল ফটোগ্রাফার। 'আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না, তবে...ভেতরে আসুন।'

অপরিচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ঘরটিতে ঢুকল রবার্ট।

'আপনি আসলে কেন এসেছেন জানতে পারি কি?' চেহারায় নিষ্পাপ ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইল লেসলি।

'আপনার তোলা কয়েকটি ছবির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

এ লোক তাহলে ঘটনা জানে! ডোরবেল শোনামাত্র এমন একটা আশংকাই উদয় হয়েছিল লেসলির মনে। *হারামজাদারা আমার ছবিগুলো কেড়ে নেয়ার মতলব করেছে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না।* 'কীসের ছবির কথা বলছেন

আপনি?'

ধৈর্য হারাল না রবার্ট। 'ইউএফওর ছবি।'

চোখে বিস্ময় ফোটাল লেসলি, তারপর হাসল জোর করে। 'অঃ ওইগুলো! আমি ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলাম অবশ্য।'

'চেষ্টা করেছিলাম মানে কী?'

'ছবি নষ্ট হয়ে গেছে,' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল লেসলি। 'আমার ক্যামেরার নেগেটিভ কাজ করেনি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার হলো এরকম।' তোতলাচ্ছে সে এখন। একটা ছবিও ওঠেনি। ফিল্মের পয়সাটাই জলে গেছে। আপনি তো জানেন আজকাল ফিল্মের কত দাম।'

ব্যাটা গুছিয়ে মিথ্যা কথাও বলতে জানে না। আতঙ্কের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। রবার্ট সহানুভূতির গলায় বলল, 'শুনে খারাপ লাগছে। ছবিগুলো কাজে লাগত আমাদের।' সে যাত্রীদের তালিকা সম্পর্কে কিছু বলল না। তাকাল চারপাশে। ফটোগ্রাফার ছবি এবং তালিকা এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না। ফ্ল্যাটটি ছোট। খুদে একটি লিভিং রুম, বেডরুম এবং বাথরুম। রবার্ট লোকটাকে চাপ দিয়ে পেট থেকে কথা আদায় করতে পারবে না। সে ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়নি। তবে SIS আসার আগেই ওই ছবি আর তালিকাটি তার চাই।

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লেসলি। 'ছবিগুলো অনেক দামে বিকোত।'

'স্পেশিপ সম্পর্কে বলুন, শুনি,' বলল রবার্ট।

শিউরে উঠল লেসলি। ভৌতিক দৃশ্যটা ওর মনে চিরদিনের জন্য গেঁথে গেছে। 'আমি কোনওদিন ওটার কথা ভুলব না,' বলল সে। 'শিপটাকে মনে হচ্ছিল...নড়াচড়া করছে, জ্যান্ত। ভেতরে দুটো মরা ভিনগ্রহবাসী ছিল।'

'বাসে যাত্রী কারা ছিল বলতে পারবেন?'

অবশ্যই পারব, মনে মনে বলল লেসলি। *কারণ সবার নাম-ঠিকানা আমার কাছে আছে।* 'দুঃখিত, তা পারব না,' নার্ভাসনেস কাটাতে কথা বলছে লেসলি। 'পারব না কারণ আমি ওই বাসে ছিলাম না। যাত্রীরা সবাই ছিল আমার অচেনা।'

'আচ্ছা। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ, মি. মাদারশেড।'

বেরিয়ে এল রবার্ট। দরজার তালা পরীক্ষা করে দেখল। পুরানো মডেলের তালা। কয়েক সেকেন্ডেই খুলে ফেলা যাবে। আজ মাঝরাতে ও রেকি করে যাবে। কাল সকালতক অপেক্ষা করবে। ফটোগ্রাফার বাইরে গেলেই তালা ভেঙে ঘরে ঢুকবে। *একবার যাত্রীর তালিকাটি হাতে পাই, অ্যাসাইনমেন্ট আমার জন্য সহজ হয়ে উঠবে।*

রবার্ট মাদারশেডের ফ্ল্যাটের অদূরে ছোট একটি হোটেলে উঠল। ফোন করল জেনারেল হিলিয়ার্ডকে।

'একজন ইংরেজ উইটনেসের সন্ধান পেয়েছি, জেনারেল।'

'এক মিনিট। ঠিক আছে। বলো, কমান্ডার।'

'নাম লেসলি মাদারশেড। সে হোয়াইট চ্যাপেলে ২১৩ এ গ্রোভ রোডে থাকে।'

'চমৎকার। আমি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বলব তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য।'

রবার্ট যাত্রী তালিকা কিংবা ছবির কথা উল্লেখ করল না।

রেগির 'ফিশ অ্যান্ড চপ' দোকানটি ব্রম্পটন রোডে। দোকানের কাউন্টারে রাখা ফোন বেজে উঠল। উলের সুয়েটার পরা বিশালদেহী এক লোক ফোন ধরল। তার বাম চোখে চশমা। অপর চোখে চশমা নেই। কারণ তার ডান চোখটা কাচের।

'রেগি বলছি।'

'বিশপ।'

'জ্বী, স্যার,' চট করে গলা নেমে এল রেগির।

'আমাদের ক্লায়েন্টের নাম লেসলি মাদারশেড। বাস করে ২১৩ এ গ্রোভ রোডে, ফ্ল্যাট নাম্বার ই থ্রী। দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। আন্ডারস্টুড?'

'ধরে নিন কাজ হয়ে গেছে, স্যার।'

কুড়ি

দিবা স্বপ্ন দেখছে লেসলি মাদারশেড। দেখছে বিশ্বের নানান দেশের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকরা তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। তারা স্কটল্যান্ডে তার সদ্য কেনা প্রকাণ্ড প্রাসাদের কথা জানতে চাইছে, প্রশ্ন করছে ফ্রান্সের দক্ষিণের শ্যাতু এবং বিশালাকারের ইয়টটি সম্পর্কে। *'এবং এ কথা কি সত্যি যে রানি অফিসিয়াল রয়াল ফটোগ্রাফার হবার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন? 'জ্বী। আমি বলেছি আমি তাকে পরে জানাব। লেডিস এন্ড জেন্টলমেন, আমাকে এখন একটু ক্ষমা করতে হবে। বিবিসিতে আমার একটো শো আছে... পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে।*

স্বপ্নের বর্ণিল সুতো ছিঁড়ে দিল ডোরবেলের আওয়াজ। ঘড়ি দেখল লেসলি। এগারটা বাজে। ওই লোকটা আবার ফিরে এল নাকি? সে নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, সাবধানে খুলল কপাট। দোরগোড়ায় মোটা চশমা পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। উচ্চতায় লেসলির চেয়ে খাটো। সরু মুখ।

'মাফ করবেন,' মুখ কাঁচুমাচু করে বলল লোকটা। 'অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি সামনেই থাকি। আপনার দরজার সাইন বোর্ডে 'ফটোগ্রাফার' লেখা দেখে বেল টিপেছি।'

'তো?'

'আপনি কি পাসপোর্টের ছবি তোলেন?'

লেসলি মাদারশেড পাসপোর্টের ছবি তোলে? যে লোক কিনা বিশ্ব জয় করতে চলেছে তাকে এরকম প্রশ্ন? এ যেন মাইকেল এঞ্জেলোকে বাথরুমে ছবি আঁকতে বলার মত।

'না।' জবাব দিল লেসলি কঠিন গলায়। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য খুবই দুঃখিত। তবে বড্ড বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার প্লেন কাল সকাল আটটায় টোকিওর উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। মুশকিল হলো কিছুক্ষণ আগে আমি আমার পাসপোর্ট বের করে দেখি ছবিটা নেই। কোথাও খুলে পড়ে গেছে। অনেক খুঁজেছি পাইনি। ওরা পাসপোর্ট ছবি ছাড়া আমাকে প্লেনেই উঠতে দেবে না। ক্ষুদ্রকায় মানুষটার চোখে প্রায় পানি এসে গেছে।'

'দুঃখিত,' বলল মাদারশেড। 'আমি এ ব্যাপারে আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারব না।'

'আমি আপনাকে ছবির জন্য একশো পাউন্ড দেব।'

একশো পাউন্ড? যে লোক প্রাসাদ, শ্যাতু এবং ইয়টের মালিক হবার স্বপ্ন দেখছে তাকে এরকম প্রস্তাব? এতো রীতিমত অপমান।

বেঁটে মানুষটি বলে চলেছে, 'আমি পারিশ্রমিক আরও বাড়িয়ে দিতে রাজি। দুশো অথবা তিনশো পাউন্ড। দেখুন, আমি প্লেনে উঠতে না পারলে চাকরিটা হারাব।'

একটা সামান্য পাসপোর্ট ছবির জন্য তিনশো পাউন্ড?

মাত্র দশ সেকেন্ডের মামলা। কাজটা করলে ক্ষতি কী? লোভের জয় হলো শেষে। টাকাটা দিয়ে পকেট খরচা চলে যাবে।

'আসুন,' বলল লেসলি, 'ভেতরে আসুন। ওই দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।'

'ধন্যবাদ। আপনার অসীম দয়া।'

ইস, যদি একটা পোলারয়েড ক্যামেরা থাকত! তাহলে কাজটা ওর জন্য আরও সহজ হয়ে যেত। সে ভিভিটার ক্যামেরা তুলে নিল হাতে। 'খাড়া হয়ে থাকুন।'

ছবি তুলতে দশ সেকেন্ডই লাগল।

'ডেভেলপ করতে একটু সময় লাগবে,' বলল লেসলি। 'আপনি না হয় কিছুক্ষণ পরে আসুন...'

'আপনি কিছু মনে না করলে এখানেই বসে থাকতে চাই।'

'আচ্ছা। বসেন।'

মাদারশেড ক্যামেরা নিয়ে ডার্করুমে ঢুকল। কালো ব্যাগে ওটা ঢোকাল, জ্বেলে দিল মাথার ওপরের বাতি, লাল আলোর সুইচ অন করল। তারপর ক্যামেরা থেকে বের করল ফিল্ম। দ্রুত কাজটা শেষ করতে চাইছে ও। পাসপোর্টের ছবি খুব একটা সুন্দর না হলেও চলে। পনের মিনিট পরে, মাদারশেড ফিল্ম ডেভেলপার ট্যাংকে চুবিয়ে সময় গুনছে, এমন সময় নাকে ধোঁয়ার গন্ধ পেল সে। থমকে গেল, কল্পনা? না, ধোঁয়ার গন্ধটা প্রকট হয়ে উঠছে। দরজা খোলার চেষ্টা করল নব ঘুরিয়ে। খুলছে না দরজা। আটকে গেছে। মাদারশেড জোরে ধাক্কা দিল। কাজ হলো না।

'হ্যালো,' হাঁক ছাড়ল ও। 'ওখানে কী হচ্ছে?'

কারও কোনও সাড়া নেই।

'হ্যালো?' কাঁধ দিয়ে কপাটে ধাক্কা দিল মাদারশেড। দরজার ওপাশে ভারী কিছু জিনিস ঠেস দিয়ে রাখা। খোলা যাচ্ছে না। 'মিস্টার?'

জবাব নেই। শুধু চড়চড় আওয়াজ। পুড়ছে কিছু। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাদারশেড বুঝতে পারল ফ্ল্যাটে আগুন ধরে গেছে। *এ জন্যই বোধহয় লোকটা বাইরে গেছে। সাহায্য আনার জন্য।* মাদারশেড কাঁধ দিয়ে আবারও ধাক্কা মারল দরজায়। বিন্দুমাত্র হেলল না দরজা। 'বাঁচাও!' চেঁচাল সে। 'আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও।'

দরজার নিচে দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ঢুকছে। ছোবল হানছে অগ্নিশিখা। ও

শ্বাস নিতে পারছে না। পরনের জামাটা ছিঁড়ে ফেলল একটানে। এক ফোঁটা বাতাসের জন্য হাঁপাচ্ছে। ফুসফুস জ্বলে যাচ্ছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে মাদারশেড। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ও। 'ওহ্, গড, আমাকে এভাবে মরতে দিয়ো না। আমি ধনী এবং বিখ্যাত না হয়ে মরতে চাই না...'

'রেগি বলছি।'

'কাজ হয়েছে?'

'জ্বী, স্যার। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'চমৎকার।'

সেদিন রাত দুটোয় গ্রোভ রোডে চলে এল রবার্ট রেকি করার জন্য। রাস্তায় ভয়াবহ জ্যাম। সরকারি গাড়ি, দমকল, অ্যাম্বুলেন্স এবং তিনটে পুলিশ কার। রবার্ট পথচারীদের ভিড় ঠেলে সামনে এগোল। গোটা ভবন দাউ দাউ জ্বলছে। ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

'কীভাবে ঘটল?' এক দমকল কর্মীকে জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'এখনও জানি না। পেছনে যান, প্লিজ।'

'আমার এক কাজিন ওই ফ্ল্যাটে থাকে। সে ঠিক আছে তো?'

'মনে হয় না,' সহানুভূতির গলায় বলল লোকটি। 'ওরা, এইমাত্র ফ্ল্যাটের বাসিন্দার লাশ বিল্ডিং থেকে বের করে এনেছে।'

রবার্ট দেখল দুই অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেনডেন্ট স্ট্রেচারে করে একটি লাশ ঢোকাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স।

'আমি আমার কাজিনের সঙ্গে থাকতাম,' বলল রবার্ট।

'আমার সমস্ত জামাকাপড় ওখানে রয়ে গেছে। একটু ভেতরে যাব...'

মাথা নাড়ল দমকলকর্মী। 'কোনও লাভ হবে না, স্যার। ওই ফ্ল্যাটে ছাই ছাড়া কিছু নেই।'

ওয়াশিংটনে ডাসটিন থর্নটন তার শ্বশুরের অফিসে লাঞ্চ করছে। উইলার্ড স্টোনের প্রাইভেট ডাইনিং রুমটি দারুণ। নার্ভাস ডাসটিন। পরাক্রমশালী শ্বশুরের সামনে এলে সে কেন জানি সবসময় নার্ভাস হয়ে যায়।

উইলার্ড স্টোন বেশ মুডে আছেন। 'গতকাল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডিনার করছিলাম। উনি তোমার কাজে বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, ডাসটিন।'

'শুনে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'তুমি ভালো কাজ দেখাচ্ছ। দঙ্গল থেকে আমাদেরকে প্রটেক্ট করছ।'

'দঙ্গল?'

'যারা আমাদের এই বিশাল দেশটির ক্ষতি করতে চাইছে। যারা চাইছে আমাদের হাঁটু ভেঙে যাক। তবে বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রুর ব্যাপারে আমাদের বেশি সচেতন থাকতে হবে। এদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা ভান

করে দেশ সেবা করছে অথচ তা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা আদেশ পালন করে না।'

'ম্যাভেরিক।'

'ঠিক, ডাসটিন। ম্যাভেরিক। এদেরকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। যদি...'

এক লোক ঘরে ঢুকল। 'ক্ষমা করবেন, মি. স্টোন। ভদ্রলোকরা এসে পড়েছেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'আচ্ছা,' স্টোন তাকালেন জামাতার দিকে। 'লাঞ্চটা শেষ করো, ডাসটিন। আমার কিছু জরুরি কাজ আছে। একদিন এ কাজের কথা জানাব তোমাকে।'

একুশ

জুরিখের রাস্তা অদ্ভুত দর্শন সব প্রাণীতে পূর্ণ। এদের শারীরিক গঠন কিম্ভূতকিমাকার, ছোট ছোট চোখ, সেদ্ধ করা মাছের মত ত্বক। ওরা মাংস খায়, ওদের গায়ের ঘামের গন্ধে তার শরীর ঘিনঘিন করছে। মেয়েদের কেউ কেউ পশু চামড়ার পোশাক গায়ে দিয়েছে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি তাকে এখনও হতবুদ্ধি করে রেখেছে।

সে পৃথিবীতে আসার পর থেকে কিছু খায়নি। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে শুধু বৃষ্টির পানি পান করতে পারে। কৃষকের বাড়ির ডোবায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি পান করেছিল সে। তারপর থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। পৃথিবীর আর কোনও পানি তার পক্ষে পান করা সম্ভব না। সে কাঁচা সব্জি খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কোনও স্বাদ পায়নি।

তার কোনও নাম নেই। তবে তাকে আমরা রূপসী বলে ডাকব। কারণ সে খুবই সুন্দরী। লম্বা, একহারা গড়ন, ডাগর ডাগর সবুজ চোখ। তাদের স্পেসশিপ পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার পরে সে মানুষের চেহারা ধারণ করে। ফলে মানুষের ভিড়ে সহজেই মিশে যেতে পেরেছে।

একটি রেস্টুরেন্টে শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে আছে রূপসী। মানুষের জন্য বানানো আসবাবখানা তাকে মোটেই স্বস্তি দিচ্ছে না। বসতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। সে আশপাশের লোকজনের সবার মনের কথা পড়তে পারছে সহজেই। সে অবাক হচ্ছে দেখে মানুষ মুখে বলছে এক কথা, কিন্তু মনে অন্য কথা। তবে মানুষ নিয়ে তার কোনও ভাবনা নেই। সে ভাবছে নিজের কথা। মাদার শিপে কীভাবে ফিরে যাবে বুঝতে পারছে না রূপসী। সে পকেট থেকে রূপোলি রঙের একটি ট্রান্সমিটার বের করল। এটি নিউরো-নেট সিস্টেমে বিভক্ত। এর অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে জ্যান্ত অর্গানিক উপাদান, বাকি অর্ধেক আরেক গ্যালাক্সির ধাতব কমপাউন্ড। অর্গানিক অংশটিতে রয়েছে অসংখ্য এককোষী সেল। ওগুলো মরে গেলে অন্য অংশটি তা পূরণ করে দিতে সমর্থ, ফলে সারাক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত, ট্রান্সমিটার চালু রাখে যে জিনিস অর্থাৎ ডিলিথিয়াম ক্রিস্টাল, ওটা ভেঙে গেছে এবং হারিয়ে গেছে। রূপসী তার জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ওটা ছাড়া ট্রান্সমিটার কাজ করবে না।

রূপসী লেটুস পাতা চিবানোর চেষ্টা করল। কিন্তু গন্ধটা আর সহ্য হচ্ছে না। সে চেয়ার ছাড়ল। পা বাড়াল দরজায়। পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল ক্যাশিয়ার, 'এক

মিনিট, মিস। আপনি খাবারের বিল না দিয়েই চলে যাচ্ছেন যে!'

'দুঃখিত। আমার কাছে পয়সা নেই।'

'ওটা পুলিশকে গিয়ে বলবেন।'

রূপসীর সবুজ চোখ জোড়া জ্বলে উঠল ভীষণভাবে। ভয়ে কুঁকড়ে গেল ক্যাশিয়ার। ঘুরল রূপসী। বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে।

ক্রিস্টালটি খুঁজে পেতেই হবে। ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপরে মনঃসংযোগের চেষ্টা করল। কিন্তু সব কেমন ঝাপসা এবং অস্পষ্ট ঠেকল। পানি ছাড়া, সে জানে সে বেশিদিন বাঁচতে পারবে না।

বাইশ
পঞ্চম দিন
বার্ন, সুইটজারল্যান্ড

একটা কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে রবার্ট। মাদারশেডের নামের তালিকাটি যে ওর কী প্রয়োজন ছিল এখন বুঝতে পারছে। মাদারশেডের ফ্ল্যাটে ঢোকার সময়ই ওটা হাতিয়ে নেয়া উচিত ছিল। ওর আসলে একটা শিক্ষা হয়ে গেছে... শিক্ষা! *শব্দটা মনে আসতেই হ্যানস বেকারম্যানের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। যাত্রীদের সবাই ইউএফও নিয়ে উত্তেজিত ছিল। শুধু এক বৃদ্ধ বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন তাঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে। বলছিলেন তাঁকে তাড়াতাড়ি বার্নে ফিরতে হবে কারণ ইউনিভার্সিটিতে তাঁর লেকচার আছে।*

বার্ন এয়ারপোর্টে একটি গাড়ি ভাড়া করল রবার্ট। চলল বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে। সে বার্নের মূল রাজপথ রাথাউগাসে মোড় নিয়ে ছুটল লাঙ্গাস-স্ত্রাসে অভিমুখে। ওখানে বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকগুলো ভবন নিয়ে গড়ে উঠেছে ভার্সিটি। মূল ভবনটি পাথরের তৈরি চারতলা বড় একটি বিল্ডিং তার দুটো বাহু। ছাদে পাথরের গরগয়েল মুখ হাঁ করে আছে। ভবনের সামনে, মাঠের পেছনে, ক্লাসরুমে কাচের স্কাইলাইট। বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে বড়সড় একটি পার্ক, সামনে আরেক নদী।

রবার্ট প্রশাসনিক ভবনের সামনের সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে পড়ল রিসেপশন হল-এ। বেকারম্যান শুধু তথ্য দিয়েছিল যাত্রীটি জাতে জার্মান। এবং সোমবার তাঁর লেকচার আছে।

এক ছাত্র রবার্টকে প্রশাসনিক অফিস দেখিয়ে দিল।

ডেস্কের পেছনে বসা মহিলার ফিগারটা দুর্দান্ত। সে সুট পরেছে, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, চুল খোঁপা-বাঁধা। রবার্টকে অফিসে ঢুকতে দেখে সে মুখ তুলে চাইল।

'বলুন?'

রবার্ট একটি পরিচয়পত্র দেখাল। 'ইন্টারপোল। আমি একটি বিষয় তদন্ত করছি। আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন, মিস...'

'ফ্রাউ। ফ্রাউ শ্রিবার। কী ধরনের তদন্ত?'

'একজন অধ্যাপককে খুঁজছি।'

ভুরু কুঁচকে গেল মহিলার। 'তার নাম?'

'জানি না।'

'আপনি যাকে খুঁজছেন তার নাম জানেন না?'

'না। শুধু জানি উনি একজন ভিজিটিং প্রফেসর। তিনি এখানে কয়েকদিন আগে লেকচার দিয়েছেন।'

'এখানে প্রতিদিন প্রচুর ভিজিটিং প্রফেসর আসে লেকচার দিতে। তাঁর ডিসিপ্লিন কী?'

'মানে?'

'তিনি কী পড়ান?' মেয়েটির কণ্ঠ অধৈর্য শোনাল। 'কী বিষয়ে তিনি লেকচার দিয়েছেন?'

'বলতে পারব না।'

এবারে বিরক্তি লুকানোর চেষ্টা করল না সে। 'দুঃখিত, আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারব না। আর এসব আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত সময় আমার নেই...'

সে ঘুরে দাঁড়াতে গেল।

'আজেবাজে প্রশ্ন নয়,' বলল রবার্ট, গলা নামাল। 'প্রফেসর একটি প্রস্টিটিউশন রিং-এর সঙ্গে জড়িত।'

ফ্রাউ শ্রিবারের মুখ বিস্ময়ে ইংরেজি 'O' অক্ষরের মত হয়ে গেল।

'ইন্টারপোল অনেকদিন ধরে তাঁকে খুঁজছে। আমরা সাম্প্রতিক তথ্য পেয়েছি তিনি জাতিতে জার্মান এবং এখানে এ মাসের পনের তারিখে লেকচার দিয়েছেন।' শিরদাঁড়া টানটান করল রবার্ট। 'আপনি যদি সাহায্য করতে রাজি না হন আমরা ইউনিভার্সিটি নিয়ে অফিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনে নেমে পড়ব। তখন লোকমুখে যে জানাজানি...'

'নাইন! নাইন!' বলল মেয়েটি। 'ইউনিভার্সিটির এরকম কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িত হবার কোনও খায়েশ নেই।' তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। 'আপনি বললেন উনি লেকচার দিয়েছেন– কবে?'

'পনের তারিখ সোমবার।'

ফ্রাউ শ্রিবার একটি ফাইল কেবিনেটে এগিয়ে গেল। খুলল। কয়েকটি কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করছে। একটি ফোল্ডার থেকে অনেকগুলো কাগজ বের করল। 'এই তো পেয়েছি। পনের তারিখ তিনজন গেস্ট প্রফেসর লেকচার দিয়েছেন।'

'আমি যাকে চাই তিনি জার্মান।'

'এঁরা সবাই জার্মান,' আড়ষ্ট গলায় বলল ফ্রাউ শ্রিবার। হাতের কাগজে চোখ বুলাল। 'একজন অর্থনীতির ওপরে লেকচার দিয়েছেন, একজন রসায়ন, অপরজন মনোবিজ্ঞান।'

'আমি একটু দেখতে পারি?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রবার্টকে কাগজের তাড়াটা দিল মেয়েটি।

কাগজে চোখ বুলাল রবার্ট। সবার নামের পাশে বাড়ির ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার লেখা আছে।

‘আপনার দরকার হলে কপি করে দিতে পারি।’

‘না, ধন্যবাদ।’ নাম এবং নাম্বারগুলো ইতিমধ্যে মস্তিষ্কে গেঁথে নিয়েছে রবার্ট। ‘আমরা যাকে খুঁজছি এঁরা তাঁরা নন।’

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ফ্রাউ শ্রিবার। ‘যাক বাবা বাঁচলাম। প্রস্টিটিউশন! এরকম ন্যক্কারজনক কাজের সঙ্গে আমাদের কেউ জড়িত হতেই পারে না।’

‘খামোকা বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,’ চলে গেল রবার্ট। ঢুকল একটি টেলিফোন বুথে।

প্রথম ফোনটি করল বার্লিনে। ‘প্রফেসর স্ট্রু বেল?’

‘জা।’

‘সানশাইন ট্যুরস বাস কোম্পানি থেকে বলছি। গত রোববার আমাদের বাসে সুইটজারল্যান্ড ভ্রমণ করার সময় একজোড়া সানগ্লাস ফেলে রেখে গেছেন এবং...’

‘আপনি এসব কী বলছেন?’ স্পষ্ট বিরক্তি প্রফেসরের কণ্ঠে।

‘আপনি গত চোদ্দ তারিখ সুইটজারল্যান্ডে যান নি, প্রফেসর?’

‘না। পনের তারিখ বার্ন ইউনিভার্সিটিতে আমার লেকচার ছিল।’

‘আপনি আমাদের ট্যুর বাসে চড়েন নি?’

‘এসব অর্থহীন কথাবার্তা ভালো লাগছে না। আমি ব্যস্ত আছি।’

ফোন রেখে দিলেন প্রফেসর।

দ্বিতীয় ফোন করল হামবুর্গে। ‘প্রফেসর হেনরিখ?’

‘প্রফেসর হেনরিখ বলছি।’

‘সানশাইন ট্যুরস বাস কোম্পানি থেকে বলছি। এ মাসের চোদ্দ তারিখ আপনি সুইটজারল্যান্ড গিয়েছিলেন?’

‘কেন?’

‘কারণ আমাদের বাসে আপনার একটি ব্রিফকেস পেয়েছি, প্রফেসর, এবং...’

‘আপনারা ভুল লোককে ফোন করেছেন। আমি কোনও ট্যুর বাসে যাইনি।’

‘জুংগফ্রাউতে আমাদের বাসে আপনি ট্যুর করেননি?’

‘বললাম তো না।’

‘বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।’

রবার্ট তৃতীয় ফোনটি করল মিউনিখে। ‘প্রফেসর অটো স্মিট?’

‘বলছি।’

‘প্রফেসর স্মিট, সানশাইন ট্যুরস বাস কোম্পানি থেকে বলছি। ক’দিন আগে আপনি আমাদের বাসে একটি সানগ্লাস ফেলে গেছেন, এবং...’

‘আপনারা ভুল করছেন।’

হতাশায় ছেয়ে গেল রবার্টের মন। আর আশা নেই।

বলে চলল কণ্ঠটি। ‘আমার সানগ্লাস আমার কাছেই আছে। হারায়নি।’

‘আপনি ঠিক বলছেন, প্রফেসর? চোদ্দ তারিখ জুংফ্রাউ ট্রিপে আপনি ছিলেন না?’

‘ছিলাম। কিন্তু আমি কিছু ফেলে আসিনি।’

'অনেক ধন্যবাদ, প্রফেসর।' রিসিভার রেখে দিল রবার্ট। আশার আলো জ্বলে উঠেছে মনে।

রবার্ট আরেকটি নাম্বারে ডায়াল করল। দুই মিনিট পরে কথা বলতে লাগল জেনারেল হিলিয়ার্ডের সঙ্গে।

'দুটো রিপোর্ট দেব আমি,' বলল রবার্ট। 'লন্ডনের প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বলেছিলাম, মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে গত রাতে আগুনে পুড়ে মারা গেছে।'

'তাই নাকি? খুব খারাপ।'

'জ্বী, স্যার। তবে আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শীর খোঁজ পেয়ে গেছি। লোকটার সঙ্গে কথা বলার পরপরই জানিয়ে দিচ্ছি।

'তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকলাম, কমান্ডার।'

জানুসকে রিপোর্ট করছেন জেনারেল হিলিয়ার্ড।

'কমান্ডার বেলামি আরেকজন উইটনেসকে পেয়ে গেছে।'

'গুড। ওরা ক্রমে অস্থির হয়ে উঠছে। দুশ্চিন্তায় আছে SDI-র অপারেশন শুরু হবার আগেই সব জানাজানি হয়ে যাবে।

'আরও তথ্য পাওয়া মাত্র আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

'আমার তথ্যের দরকার নেই। আমি চাই রেজাল্ট।'

'জ্বী, জানুস।'

মিউনিখে প্লাতেনস্ত্রাস একটি নির্জন আবাসিক এলাকা। বেলে-পাথরের ভবনগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচ নম্বর বাড়িটি খুঁজতে বেগ পেতে হলো না। ভেস্টিকিউলের ভেতরে সারসার চিঠির বাক্স। একটির নিচে ছোট একটি কার্ডে লেখা 'প্রফেসর অটো স্মিট।' রবার্ট বেল বাজাল।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিলেন লম্বা, রোগা, পক্বকেশ এক বৃদ্ধ। পরনে কোঁচকানো সুয়েটার, মুখে পাইপ।

'প্রফেসর স্মিট?'

'ইয়েস?'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি? আমি...'

'আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে,' বললেন প্রফেসর স্মিট।

'আপনিই তো আমাকে সকালে ফোন করেছিলেন, না? আমি মানুষের গলা চিনে রাখার ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট। ভেতরে আসুন।'

'ধন্যবাদ,' রবার্ট লিভিং রুমে ঢুকল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বুককেসে শুধু বই আর বই। বই কোথায় নেই? টেবিলে, মেঝেতে, চেয়ারে সবখানে।

'আপনি নিশ্চয় সুইস ট্যুর বাস কোম্পানিতে কাজ করেন না, তাই না?'

'ওয়েল, আমি...'

'আপনি আমেরিকান।'

'জ্বী।'

'আমার না হারানো গ্লাস নিয়েও নিশ্চয় কথা বলতে আসেননি?

'আ...ইয়ে না, স্যার।'

'আপনি আসলে আমার দেখা ইফএফও সম্পর্কে জানতে এসেছেন। ওটা ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা ছিল। ইউএফও'র অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কোনওদিন চাক্ষুস করব ভাবিনি।'

'ওটার সম্পর্কে কিছু বলুন না?'

'ওটা...ওটাকে জ্যান্ত মনে হচ্ছিল। ঝলমলে আলো জ্বলছিল ভেতরে। নীল। না, বোধহয় ধূসর। আ...আমি ঠিক নিশ্চিত নই।'

ম্যান্ডেলের বর্ণনা মনে পড়ে গেল রবার্টের *ওটা রং বদলাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল নীল... তারপর সবুজ হয়ে গেল।*

'ভেঙে গিয়েছিল ওটা। দুটো শরীর দেখেছি ভেতরে। আকারে ছোট...বড় বড় চোখ। সিলভার কালারের সুট ছিল পরনে।'

'আপনার যাত্রীদের সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

'আমার বাস যাত্রীদের সম্পর্কে?'

'জ্বী।'

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'ওদের কাউকে আমি চিনি না। পরদিন সকালে একটা লেকচার ছিল আমার। তা নিয়েই ভাবছিলাম। যাত্রীরা কে কী করছে খেয়াল করিনি।'

'একদমই না?'

একটু চিন্তা করে প্রফেসর বললেন, 'একজন ইটালিয়ান প্রীস্ট ছিলেন, একজন হাঙ্গেরিয়ান ছিল, টেক্সাস উচ্চারণে কথা বলছিল এক আমেরিকান, একজন ছিল ইংরেজ, আর একটি রাশান মেয়ে...'

'রাশান?'

'হ্যাঁ। তবে মস্কো বাড়ি নয়। উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছিল কিয়েভ বা কাছাকাছি কোথাও হবে।'

অপেক্ষা করছে রবার্ট। কিন্তু ও পক্ষ নীরব। 'তারা কি তাদের নাম বা পেশা নিয়ে কোনও কথা বলেনি?'

'বললামই তো আমি আমার লেকচারের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, অন্যদিকে নজর দেয়া কঠিন ছিল। টেক্সান এবং প্রীস্ট বসেছিল একসঙ্গে। টেক্সান লোকটা বকবক করেই যাচ্ছিল। তার কথা প্রীস্ট কতটুকু বুঝেছে খোদা মালুম।'

'প্রীস্ট...'

'তাঁর উচ্চারণে রোমান টান ছিল।'

'আর কিছু মনে পড়ছে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'নাহ্,' তিনি পাইপে টান দিলেন।

'আমার মনে হয় না আপনাকে আর কোন সাহায্য করতে পারব।'

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল রবার্টের মাথায়। 'আপনি একজন কেমিস্ট না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এটাতে একবার চোখ বুলান, প্রফেসর।' রবার্ট পকেট থেকে বেকারম্যানের দেয়া ধাতবখণ্ডটি বের করল। 'কী এটা?'

জিনিসটা হাতে নিয়ে পরখ করলেন। তাঁর চেহারার রঙ বদলে গেল। 'কোথায়... এ জিনিস কোথায় পেলেন আপনি?'

'দুঃখিত বলা যাবে না। এটা কী বোঝা যাচ্ছে কিছু?'

'ট্রান্সমিটিং ডিভাইসের খণ্ডাংশ বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনি নিশ্চিত?'

হাতের তালুতে ওটা ওল্টালেন তিনি। 'ক্রিস্টালটি হলো ডিলিথিয়াম। খুবই দুষ্প্রাপ্য। এই দাগ বা ভাঁজগুলো দেখছেন? দেখে মনে হচ্ছে বড় একটি ইউনিটের ভেঙে যাওয়া যন্ত্রাংশ এটি। ধাতুখণ্ডটি...মাই গড, এরকম জিনিস জীবনেও দেখিনি আমি।' তাঁর কণ্ঠস্বর উত্তেজিত শোনাল। 'আমি এটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'তা সম্ভব নয়,' বলল রবার্ট।

'কিন্তু...'

'দুঃখিত।' রবার্ট ধাতবখণ্ডটি ফেরত নিল।

হতাশা চেপে রাখার চেষ্টা করলেন প্রফেসর। 'ওটা যদি আরেকবার নিয়ে আসতেন। আপনার কার্ড দিন আমাকে। যদি আরও কিছু মনে পড়ে যায়, ফোন করব।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াল রবার্ট। 'এ মুহূর্তে কোনও কার্ড নেই।'

ধীর গলায় বললেন প্রফেসর স্মিট। 'আমিও ভেবেছিলাম থাকবে না।'

'কমান্ডার বেলামি লাইনে আছেন।'

ফোন তুললেন জেনারেল হিলিয়ার্ড। 'ইয়েস, কমান্ডার।'

'সাম্প্রতিক উইটনেসের নাম প্রফেসর স্মিট। তিনি মিউনিখে ৫, প্লাতেনস্ত্রাসে থাকেন।'

'ধন্যবাদ, কমান্ডার, আমি এখুনি জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'

সেন্ট্রাল বার্লিনের নিউমার্কস্টারস্ট্রাসে অফিস ফর দা প্রটেকশন অব দা কন্সটিটিউশন-এর হেড কোয়ার্টার্স বুন্দেসভারফাসানগ-সুট জামট। এটি বৃহদায়তনের ধূসর রঙের সাদামাটা একটি ভবন। ভেতরে, দোতলায়, কনফারেন্স রুমে ডিপার্টমেন্ট প্রধান ইন্সপেক্টর অটো জেয়াকিম একটি মেসেজ পড়ছিলেন। বার দুই পড়লেন। তার পরপর হাত বাড়ালেন ডেস্কের লাল ফোনের দিকে।

ষষ্ঠ দিন

মিউনিখ, জার্মানি

পরদিন সকালে কেমিস্ট্রি ল্যাবের দিকে এগোচ্ছেন অটো স্মিট, ভাবছেন গত সন্ধ্যায় দেখা হওয়া আমেরিকানটির কথা। ওই ধাতবখণ্ডটি সে পেল কোথায়? আমেরিকানটি তাকে বিস্মিত করে তুলেছে। সে বাসযাত্রীদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছিল। *কেন? এ জন্য যে তারা সবাই ফ্লাইং সসারের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল বলে? ওদের কি এ ব্যাপারে কথা বলতে নিষেধ করে দেয়া হবে? যদি তাই হয়, আমেরিকানটি তাঁকে নিষেধ করল না কেন? অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে।* ভাবলেন প্রফেসর। তিনি গবেষণাগারে ঢুকে খুলে ফেললেন জ্যাকেট। ঝুলিয়ে রাখলেন। গায়ের কাপড়ের ওপর একটি অ্যাপ্রন চড়ালেন যাতে ময়লা না লাগে। হেঁটে গেলেন টেবিলের ধারে। তিনি বেশ্ কিছুদিন ধরে একটি কেমিকেল এক্সপেরিমেন্ট করছেন। গবেষণা সফল হলে, তাঁর নোবেল প্রাইজ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তিনি স্টেরাইল ওয়াটারের বিকার তুলে ওটা হলদে তরল বোঝাই একটি কন্টেইনারে ঢালতে লাগলেন। আজ হলুদ তরলটি বড্ড বেশি হলুদ কেন দেখাচ্ছে বুঝাতে পারলেন না তিনি।

ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ ঘটল। বিস্ফোরণের চোটে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলেন প্রফেসর স্মিট। ঘরটি চোখের পলকে পরিণত হলো ধ্বংসস্তূপে।

FLASH MESSAGE

TOP SECRET ULTRA

BFV TO DEPUTY DIRECTOR NSA

EYES ONLY

COPY ONE OF (ONE) COPY

SUBJECT OPERATION DOOMSDAY

4. OTTO SCHMIDT-TERMINATED

END OF MESSAGE

প্রফেসরের মৃত্যুর খবর জানতে পারল না রবার্ট। সে আলিটালিয়ার বিমানে রোমের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

তেইশ

অস্থির লাগছে ডাসটিন থর্নটনের। সে এখন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। আর ক্ষমতা যেন মাদকের মতো। শুধু টানে। সে আরও ক্ষমতা চায়। তার শ্বশুর উইলার্ড স্টোন তাকে রহস্যময় কী একটা সার্কেলে ঢোকানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তার কথা রাখেননি।

থর্নটন লক্ষ করেছে তার শ্বশুর প্রতি শুক্রবার বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। তিনি কোথায় যান কেউ জানে না। থর্নটন শ্বশুরকে ফোন করেছিল তার সঙ্গে লাঞ্চ করতে বলার জন্য।

'আমি দুঃখিত,' বলেছে উইলার্ড স্টোনের পার্সোনাল সেক্রেটারি। 'মি. স্টোন বেরিয়ে গেছেন।'

'আগামী শুক্রবার?'

'দুঃখিত, মি. থর্নটন। মি. স্টোন আগামী শুক্রবারও বাড়ি থাকবেন না।'

আশ্চর্য! থর্নটন দুই হপ্তা পরে ফোন করেছে। একই জবাব পেয়েছে। *প্রতি শুক্রবার বুড়ো কই যায়?* উনি গলফ খেলেন না, অন্য কোনও নেশাও তাঁর নেই।

এর জবাব হতে পারে একটাই– নারী। উইলার্ড স্টোনের স্ত্রী খুবই সোশাল এবং অত্যন্ত ধনী। স্বামীর মতই কর্তৃত্বপরায়ণ। স্বামীর জীবনে পরনারীর উপস্থিতি মেনে নেবেন না কিছুতেই। শ্বশুরকে হাতেনাতে ধরবে ঠিক করল থর্নটন। তবে এ জন্য সে নিজের লোকবল কাজে লাগাবে না। সে জানে একটা ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে কী তার দফারফা। ব্যক্তি জীবনে উঁকি মারা নিশ্চয় পছন্দ করবেন না স্টোন। কাজেই থর্নটনকে একাই এ রহস্যের সমাধানে নেমে পড়তে হবে।

পরের শুক্রবার। সকাল পাঁচটা। ডাসটিন থর্নটন একটি ফোর্ড টারাস গাড়ির হুইলের পেছনে বসে আছে, উইলার্ড স্টোনের প্রাসাদ থেকে আধা ব্লক দূরে। বিশ্রী ঠাণ্ডা একটা ভোর। *আমি আসলে এখানে আমার সময় নষ্ট করছি।* ভাবল থর্নটন। তবু বসে রইল সে।

সাতটার সময় খুলে গেল ড্রাইভওয়ের গেট। বেরিয়ে এল একটি গাড়ি। হুইলে উইলার্ড স্টোন। লিমুজিনের বদলে সাধারণ ছোট একটি কালো ভ্যান চালাচ্ছেন তিনি। এ গাড়ি তাঁর বাড়ির ভৃত্য শ্রেণীর লোকজন ব্যবহার করে। রোমাঞ্চ বোধ করছে থর্নটন। সাত সকালে কোথায় যাচ্ছেন স্টোন? নিশ্চয় তাঁর রক্ষিতার কাছে।

ভ্যান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়িটির পিছু নিল থর্নটন। আর্লিংটনের দিকে চলেছেন উইলার্ড স্টোন।

খুব সাবধানে পুরো ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে, ভাবছে থর্নটন। শ্বশুরের রক্ষিতার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যোগাড় করবে সে। তারপর মুখোমুখি হবে স্টোনের। বলবে তার স্বার্থ শুধু শ্বশুরকে প্রটেক্ট করা। তিনি থর্নটনের উদ্দেশ্য নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। পাবলিক স্ক্যান্ডালে মোটেই জড়াতে চাইবেন না স্টোন।

একটি অভিজাত আবাসিক এলাকায় ঢুকলেন স্টোন। গাছের ছায়া ঘেরা ড্রাইভওয়েতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গাড়ি থামাল থর্নটন। সে কি এখনই শ্বশুরের মুখোমুখি হবে নাকি রক্ষিতার সঙ্গে তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেবে? অথবা প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড় শেষে শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলবে? সে আগে বাড়ার সিদ্ধান্ত নিল।

একটি সাইড স্ট্রীটে গাড়ি দাঁড় করাল থর্নটন। দোতলা একটি বাড়ির পেছনের দিকে হেঁটে চলে এল। উঠোনে কাঠের বেড়া। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল থর্নটন। সামনে চমৎকার একটি লন। বাড়ির পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল থর্নটন। কী করবে ভাবছে। কী ঘটছে তার প্রমাণ হাতে রাখতে হবে ওকে। নইলে বৃদ্ধ ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবেন।

খিড়কির দুয়ারে মৃদু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কপাট। ভেতরে ঢুকল থর্নটন। বড়সড়, প্রাচীন ফ্যাশনের আদলে তৈরি একটি রান্নাঘর এটা। আশপাশে কেউ নেই। সার্ভিস ডোরে পা বাড়াল সে। খুলল। এটি একটা রিসেপশন হল। দূর প্রান্তে বন্ধ একটি দরজা চোখে পড়ল। বোধহয় ওটা লাইব্রেরি। থর্নটন নিঃশব্দে ওদিকে এগোল। দাঁড়াল। কান পাতল। কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। *বুড়ো বোধহয় দোতলার বেডরুমে।*

বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেল থর্নটন। খুলল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। বিস্ফারিত চোখ। বড় একটি টেবিল ঘিরে বসে আছে জনা বার লোক।

'এসো, ডাসটিন,' বললেন উইলার্ড স্টোন। 'তোমাকেই প্রত্যাশা করছিলাম।'

চব্বিশ

রোমে এসে মন খারাপ হয়ে গেল রবার্টের। এ শহরে সে সুসানকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমা উপভোগ করেছে। সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে।

আমি এখানে কী করছি? ভাবল রবার্ট। প্রীস্টকে চিনি না আমি, এ লোক আদৌ রোমে থাকে কিনা সে ব্যাপারেও কোনও ধারণা নেই আমার। আসলে আমার উচিত সব ছেঁড়েছুঁড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া।

কিন্তু ভেতরের একটা জেদ ওকে বাধা দিল। সিদ্ধান্ত নিল আরেকটা দিন দেখবে সে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে কী করবে।

জনাকীর্ণ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। রবার্টের মনে হলো এখানকার প্রতি দু'জনে একজন ধর্মযাজক। ট্যাক্সি নিয়ে হাসলার হোটেলে রওনা হলো রবার্ট। রাস্তায় গিজগিজ করছে প্রীস্ট। এত প্রীস্টের ভিড়ে সে কী করে ওই প্রীস্টকে খুঁজে পাবে। এ তো অসম্ভব একটা ব্যাপার।

হাসলার হোটেলের সহকারী ম্যানেজার স্বাগত জানাল রবার্টকে। রবার্ট রোম ভ্রমণের সময় এ হোটেলে উঠেছিল। তাকে চিনে রেখেছে ম্যানেজার।

'কমান্ডার বেলামি। আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ, পেত্রো। আজ রাতটা থাকার জন্য ঘর পাওয়া যাবে?'

'আপনার জন্য অবশ্যই পাওয়া যাবে।'

রবার্টকে তার আগের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

'আপনার যদি কিছু দরকার হয়, কমান্ডার, শুধু মুখ ফুটে বলবেন...'

আমার একটা মিরাকল দরকার। রবার্ট বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল।

একজন প্রীস্ট রোম থেকে সুইটজারল্যান্ডে কেন ভ্রমণ করতে যাবেন? এর নানান কারণ থাকতে পারে। তিনি ছুটিতে যেতে পারেন অথবা প্রীস্টদের সমাবর্তনে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ট্যুর বাসে তিনিই একমাত্র প্রীস্ট ছিলেন। এর অর্থ কী? কোনও অর্থ নেই। শুধু একটা কথাই বোঝা যায় তিনি দলবল নিয়ে ভ্রমণ করেননি। হয়তো বন্ধু কিংবা পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কিংবা দলের সঙ্গেই গিয়েছিলেন তিনি, দলের অন্য সদস্যরা সেদিন অন্য কোথাও গিয়েছিল। নিষ্ফল একটি বৃত্তে ঘুরপাক খেতে লাগল রবার্টের ভাবনা-চিন্তাগুলো।

প্রথম থেকে শুরু করা যাক: প্রীস্ট সুইটজারল্যান্ডে কীভাবে গিয়েছিলেন? তাঁর নিজের গাড়ি না থাকারই সম্ভাবনা বেশি। হয়তো কেউ তাঁকে লিফট দিয়েছিল।

তবে প্লেন, ট্রেন কিংবা বাসে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ছুটিতে গেলে তাঁর হাতে বেশি সময় ছিল না। কাজেই ধরে নেয়া যাক তিনি প্লেনে গিয়েছিলেন। মুশকিল হলো এয়ারলাইনগুলো তাদের যাত্রীদের পেশার কথা লিখে রাখে না। যাত্রী তালিকায় আর দশটা সাধারণ যাত্রীর মতই প্রীস্টও একজন যাত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি দলবল নিয়ে যান...

পোপের অফিশিয়াল বাসস্থান ভ্যাটিকানে। রোমের উত্তর-পশ্চিমে, তিবের নদীর পশ্চিম তীরে, ভ্যাটিকান হিলের ওপর রাজকীয়ভাবে গড়ে উঠেছে এটা। সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার অপূর্ব সুন্দর গম্বুজের ডিজাইন করেছেন মাইকেল এঞ্জেলো। প্রকাণ্ড চত্বর দিনে রাতে গমগম করে ধর্মপরায়ণ মানুষের পদচারণায়।

চত্বর ঘিরে রয়েছে দুটি সমবৃত্তাকার কলোনেড। ১৬৬৭ সালে বার্নিনি এগুলো তৈরি করেন। চার সারিতে ২৮৪টি কলাম, চারপাশে ঘিরে রয়েছে একটি ঝুল বারান্দা, তাতে ১৪০টি মূর্তি। রবার্ট এখানে দশ বারো বার এসেছে। প্রতিবারই মনোহর দৃশ্যটি মুগ্ধ করেছে ওকে।

ভ্যাটিকানের ভেতরটা আরও সুন্দর দেখতে। সিস্টাইন চ্যাপেল, জাদুঘর এবং সালা রোটোন্ডার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।

তবে আজ এ সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মনমানসিকতা রবার্টের নেই।

সে ভ্যাটিকানের পাবলিক রিলেশন অফিসে ঢুকে পড়ল। ডেস্কে বসা তরুণটি সবিনয়ে জানতে চাইল, 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

একটি পরিচয়পত্র দেখাল রবার্ট। 'আমি টাইম ম্যাগাজিন থেকে এসেছি। গত হপ্তায় সুইটজারল্যান্ডে যে প্রীস্টদল সমাবর্তনে গিয়েছিলেন আমি তাঁদের ওপর একটি রিপোর্ট করছি। আমি কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন চাই।'

ভুরু কোঁচকাল তরুণ। 'গত মাসে আমাদের কয়েকজন প্রীস্ট ভেনিসের একটি কনভোকেশনে গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি কেউ সুইটজারল্যান্ডে যান নি। দুঃখিত, আপনাকে এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারছি না।'

'বিষয়টি খুব জরুরি,' গলায় জরুরি ভাব ফোটাল রবার্ট। 'আমি তথ্যটা কীভাবে পেতে পারি?'

'যে দলটির কথা আপনি বলছেন তারা...চার্চের কোন শাখার?'

'মানে?'

'নানান রোমান ক্যাথলিক গোষ্ঠী আছেন ফ্রানসিস্কান, কেউ মেরিস্ট, বেনেডিক্টিন, ট্রাপিস্ট, জেসুইট, ডোমিনিকানসহ আরও অনেক। আগে জেনে নিন তিনি কোন্ গোষ্ঠীর।'

ভ্যাটিকান থেকে চলে এল রবার্ট। ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায়। চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছে। শেষে ক্লান্ত হয়ে একটি আউটডোর ক্যাফেতে বসে সিনজানোর অর্ডার দিল। চলে এল পানীয়। কিন্তু ওটা স্পর্শ করতে ভুলে গেল রবার্ট। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। শেষে সিদ্ধান্ত নিল শেষ বিকেলের প্লেনে ওয়াশিংটন ফিরে যাবে। প্লেনের কথা মনে করতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। যদি এ

বুদ্ধিতে কাজ হয়...

সুইস এয়ার অফিসে চলে এল রবার্ট। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ডেস্কের পেছনে বসা লোকটিকে বলল ও।

'আমিই ম্যানেজার। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

রবার্ট একটি আইডেন্টিফিকেশন কার্ড দেখাল। 'মাইকেল হাডসন। ইন্টারপোল।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. হাডসন?'

'কয়েকটি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ইউরোপে অবৈধ প্রাইস ডিসকাউন্টের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে– বিশেষ করে রোমের ব্যাপারে। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অনুযায়ী...'

'মাফ করবেন, মি. হাডসন। সুইস এয়ার কাউকে ডিসকাউন্ট দেয় না। সবাইকে বিমানের যা ভাড়া তা-ই দিতে হয়।'

'সবাইকে?'

'এয়ারলাইনে চাকরিরতরা ছাড়া, অবশ্যই।'

'প্রীস্টদেরকে ডিসকাউন্ট দেন না?'

'না, এ এয়ারলাইনে তাঁদেরকে পুরো ভাড়া শোধ করতে হয়।'

'ধন্যবাদ,' চলে গেল রবার্ট।

ওর পরবর্তী এবং শেষ আশা– আলিটালিয়া এয়ারলাইন।

'অবৈধ ডিসকাউন্ট?' চোখ বড়বড় করে রবার্টের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যানেজার। 'আমরা শুধু আমাদের কর্মচারীদের ডিসকাউন্ট দিই।'

'প্রীস্টদেরকে ডিসকাউন্ট দেন না?'

হাসল ম্যানেজার। 'ও হ্যাঁ, তা দিই বটে। তবে ওটা অবৈধ কিছু নয়। ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।'

'সেক্ষেত্রে, ধরুন কোনও প্রীস্ট রোম থেকে সুইটজারল্যান্ড যেতে চাইলেন, উনি কি এ এয়ারলাইন ব্যবহার করবেন?'

'এ এয়ারলাইনে তিনি কম পয়সায় যেতে পারবেন।'

'গত দু'হপ্তায় কতজন প্রীস্ট আপনাদের বিমানে সুইটজারল্যান্ড গেছে বলতে পারবেন? নিশ্চয় রেকর্ড আছে?'

'ট্যাক্সের জন্য রেকর্ড রাখতেই হয়।'

'তথ্যটা পেলে উপকৃত হই।'

'আপনি জানতে চাইছেন গত দু'হপ্তায় কতজন প্রীস্ট সুইটজারল্যান্ড গেছেন?'

'জ্বী। জুরিখ অথবা জেনেভা।'

'এক মিনিট। কম্পিউটার ঘেঁটে আপনাকে জানাচ্ছি।'

পাঁচ মিনিট পরে ম্যানেজার এল হাতে একটি কম্পিউটার প্রিন্ট আউট নিয়ে। 'গত দু'হপ্তায় আলিটালিয়া এয়ারলাইনে চেপে মাত্র একজন প্রীস্ট সুইটজারল্যান্ডে গেছেন।' প্রিন্ট আউটে চোখ বুলাল সে। 'উনি সাত তারিখে রোম থেকে জুরিখ রওনা হন। দু'দিন আগে ওখান থেকে তিনি ফিরেছেন।'

গভীর দম নিল রবার্ট। তাঁর নাম?'

'ফাদার রোমারো পাত্রিনি।'

'ঠিকানা?'

আবার কাগজে ফিরে গেল দৃষ্টি। 'উনি ওরভিয়েটিতে থাকেন। আপনার যদি আর কোনও তথ্যের দরকার হয়...' চোখ তুলে চাইল সে।

চলে গেছে রবার্ট।

পঁচিশ
সপ্তম দিন
অরভিয়েটো, ইটালি

রবার্ট গাড়ি থামাল রুট S-71-এর একটি অত্যন্ত সরু মোড়ে। উপত্যকার ওপাশে, একটি ভলকানিক পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দর শহরটি। এখানে বিশ্বখ্যাত একটি ক্যাথেড্রাল, আধডজন চার্চ এবং একজন প্রীস্ট যিনি ইউএফও দেখেছেন।

সময় স্পর্শ করতে পারেনি শহরটি, নুড়ি বিছানো রাস্তা, সুন্দর সুন্দর প্রাচীন ভবন। আছে একটি ওপেন-এয়ার মার্কেট। এখানে কৃষকরা তাদের মাঠ থেকে তুলে আনা তাজা সব্জি এবং মুরগি বিক্রি করতে আসে।

পিয়াজ্জা ডেল ডুয়োমাতে একটি পার্কিং প্লেস খুঁজে পেল রবার্ট, ক্যাথেড্রালের পাশেই। গাড়ি পার্ক করে ঢুকল ভেতরে। বিশাল হলঘরে একজন বৃদ্ধ ধর্মযাজক ছাড়া কিছু নেই।

'মাফ করবেন, ফাদার,' বলল রবার্ট। 'আমি একজন প্রীস্টকে খুঁজছি। উনি গত হপ্তায় সুইটজারল্যান্ড গিয়েছিলেন। হয়তো আপনি...' বেদী থেকে নেমে চলে যাচ্ছিলেন প্রীস্ট, ঘুরে তাকালেন। খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠলেন। 'আমি এসব নিয়ে কথা বলতে পারব না।' বিস্মিত হলো রবার্ট। 'ঠিক বুঝলাম না। আমি শুধু ওনার...'

'সে এ চার্চে থাকে না। সান গিয়োভেনাল চার্চে থাকে।' দ্রুত রবার্টকে পাশ কাটালেন তিনি। রবার্ট বুঝতে পারল না প্রীস্ট কেন ওর সঙ্গে এমন আচরণ করলেন।

সান গিয়োভেনাল চার্চ কোয়ারটিয়ের ভেচ্চিওতে। বর্নিল এ এলাকায় রয়েছে মধ্যযুগীয় টাওয়ার এবং গির্জা। এক তরুণ প্রীস্ট গির্জার পাশের বাগানের যত্ন নিচ্ছিল। রবার্টকে দেখে সে মুখ তুলে তাকাল।

'Buon giorno, signore'

'গুড মর্নিং। আমি একজন প্রীস্টকে খুঁজছি। উনি গত হপ্তায় সুইটজারল্যান্ড গিয়েছিলেন।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। বেচারা ফাদার পাট্রিনি। তাঁর অবস্থা তো খুবই খারাপ।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'তিনি শয়তানের বাহন দেখেছেন। দৃশ্যটা হজম করতে পারেননি। বুড়ো মানুষটা নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হয়েছেন।

'শুনে খুব খারাপ লাগল,' বলল রবার্ট। 'কিন্তু উনি এখন কোথায়? ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।'

'পিয়াজ্জা ডি সান পাট্রিজিনের কাছে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। ডাক্তাররা বহিরাগত কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছেন না।'

রবার্ট ভাবছে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার একজন মানুষ ওকে কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারবেন। 'আচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ।'

হাসপাতালটি সাদামাটা একতলা একটি ভবন। শহরের উপকণ্ঠে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছোট লবিতে ঢুকল রবার্ট। রিসেপশন ডেস্কে বসে আছে একজন নার্স।

'গুড মর্নিং,' বলল রবার্ট। 'ফাদার পাট্রিনির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'দুঃখিত... দেখা করা সম্ভব নয়। তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেন না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না,' নরম গলায় বলল রবার্ট। 'ফাদার পাট্রিনি তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেছেন। তাঁর অনুরোধেই অরভিয়েটোতে এসেছি আমি।'

'উনি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন?'

'জ্বী। উনি আমেরিকায়, আমার কাছে চিঠি লিখেছেন। শুধু তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি এতটা পথ পাড়ি দিয়েছি।'

ইতস্তত করল নার্স। 'জানি না কী বলব। উনি খুবই অসুস্থ।'

'আমাকে দেখলে উনি সুস্থ হয়ে যাবেন।'

'ডাক্তার এ মুহূর্তে এখানে নেই...' সিদ্ধান্ত নিল নার্স। 'ঠিক আছে, আপনি উনার ঘরে যেতে পারেন, সিনর। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না।'

'শুধু দেখা করেই চলে আসব,' বলল রবার্ট।

'আসুন তাহলে।'

ছোট করিডর ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। দু'পাশে পরিচ্ছন্ন ঘর। একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নার্স।

'বেশিক্ষণ কিন্তু থাকা যাবে না, সিনর।'

'গ্রাজি (আচ্ছা)।'

ছোট ঘরটিতে ঢুকল রবার্ট। সাদা চাদরে মোড়া, বিছানায় শোয়া মানুষটাকে ম্লান ছায়ার মত লাগল। রবার্ট তাঁর সামনে গিয়ে মৃদু গলায় ডাকল, 'ফাদার...'

ঘুরলেন প্রীস্ট, তাকালেন রবার্টের দিকে। মানুষটির দু'চোখ ভরা যন্ত্রণা।

'ফাদার, আমার নাম...'

তিনি খপ করে চেপে ধরলেন রবার্টের হাত। 'আমাকে বাঁচান।' বিড়বিড় করছেন প্রীস্ট। 'আমাকে সাহায্য করুন। আমার সমস্ত বিশ্বাস চলে গেছে। আমি সারা জীবন ঈশ্বরের বন্দনা করেছি, বিশ্বাস করেছি পবিত্র গ্রন্থে। কিন্তু এখন আমি জানি ঈশ্বর বলে কিছু নেই। শুধু আছে শয়তান। এবং সে আমাদের সর্বনাশ

করতে এসেছে...'

'ফাদার, আপনি যদি...'

'আমি নিজের চোখে ওটাকে দেখেছি। শয়তানের বাহনে ভরা দু'জন ছিল। না, না, আরও আছে। অন্যরাও আসবে। অপেক্ষা করুন। আমাদের সময় শেষ।'

'ফাদার– আমার কথা শুনুন। আপনি যা দেখেছেন ওটা শয়তান নয়। ওটা একটা স্পেস শিপ...'

রবার্টের হাত ছেড়ে দিলেন প্রীস্ট। হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি। 'কে আপনি? কী চান?'

রবার্ট জবাব দিল, 'আমি আপনার বন্ধু। আপনি সুইটজারল্যান্ডে যে বাস ভ্রমণ করছিলেন সে ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'বাস? ওটার ধারেকাছে যাওয়াই উচিত হয়নি আমার।' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রীস্ট।

লোকটাকে চাপ দিয়ে কথা আদায় করতে খারাপ লাগছে রবার্টের। কিন্তু উপায়ও তো নেই।

'আপনি বাসে এক লোকের পাশে বসেছিলেন। একজন টেক্সান।'

'কথা বলেছি! টেক্সাস। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'সে টেক্সাসের কোথায় থাকে বলেছে কিছু?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমেরিকা থেকে এসেছিল সে।'

'জ্বী। টেক্সাস থেকে। তার বাড়ি কোথায় বলেনি?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। বলেছে।'

'কোথায়, ফাদার? তার বাড়ি কোথায়?'

'টেক্সাস। সে টেক্সাসের কথা বলেছে। '

উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবার্ট। 'জ্বী, জ্বী, বলুন।'

'আমি নিজের চোখে ওদেরকে দেখেছি। ঈশ্বর যে কেন আমাকে ওই সময় অন্ধ করে দিলেন না। আমি–'

'ফাদার– টেক্সাসের লোকটা। সে টেক্সাসের কোথায় থাকে বলেনি?'

'টেক্সাস। হ্যাঁ। পন্ডেরোসা।'

আবার চেষ্টা করল রবার্ট। 'ওটা একটা টিভি সিরিজের নাম। বাস্তবের লোকটার কথা বলুন। সে আপনার পাশে বসে ছিল...'

আবার প্রলাপ বকা শুরু করেছেন প্রীস্ট। 'ওরা আসছে। কেয়ামতের দিন চলে এসেছে। বাইবেল মিথ্যা বলেছে! শয়তানই আমাদের পৃথিবী আক্রমণ করবে।' এবার রীতিমত চিৎকার করছেন। 'সাবধান! সাবধান! আমি ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি।'

দ্রুত ঘরে ঢুকল নার্স। অসন্তোষ নিয়ে তাকাল রবার্টের দিকে।

'আপনি এখন চলে যান, সিনর।'

'আর এক মিনিট...'

'না, সিনর। Adesso?'

রবার্ট শেষবার তাকাল প্রীস্টের দিকে। তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন। ঘুরল রবার্ট। ওর এখানে আর কিছু করার নেই। প্রীস্টকে নিয়ে একটা জুয়ো খেলেছিল ও। ভেবেছিল টেক্সাসের নাম-ঠিকানা পাবে। খেলায় হেরে গেছে।

রবার্ট ফিরে এল গাড়িতে। ছুটল রোম অভিমুখে। ওর কাছে আর কোনও ক্লু নেই। এতদূর এসে হাল ছেড়ে ফিরে যেতে হবে ওকে ভাবতেই হতাশায় ভরে উঠল বুক। বুড়ো প্রীস্ট যেন কী বলেছিল? *পণ্ডেরোসা।* বুড়ো খুব টিভি দেখে বোঝা যায়। টেক্সাসের একটি জনপ্রিয় টিভি শো'র নাম পণ্ডেরোসা। পণ্ডেরোসায় পৌরাণিক কাটরাইট পরিবার বাস করত। *পণ্ডেরোসা।* গাড়ির গতি কমাল রবার্ট। দাঁড়া করাল রাস্তার পাশে। মস্তিষ্কে ঝড়ের গতি বইছে চিন্তা-প্রবাহ। ইউটার্ন নিয়ে অরভিয়েটোয় ফিরে চলল।

আধঘণ্টা পরে রবার্ট ফোনে কথা বলল অ্যাডমিরাল হুইটেকারের সঙ্গে।

'রবার্ট তোমার সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুব ভাল্লাগছে,' ক্লান্ত শোনাল বৃদ্ধের কণ্ঠ। 'কোথায় তুমি?'

'তা বলা যাবে না, স্যার।'

বিরতি। 'বুঝতে পারছি। তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি, স্যার। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিষেধ করা হয়েছে আমাকে। কিন্তু আমার একটা তথ্য জানা খুবই দরকার।'

'বলো কী জানতে চাও?'

'টেক্সাসে পণ্ডেরোসা নামে কোনও র‍্যাঞ্চ আছে কি?'

'বোনানজা টিভি শো'র মত?'

'জ্বী, স্যার।'

'আমি দেখছি। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে?'

'আমিই বরং আপনাকে ফোন করব, অ্যাডমিরাল।'

'ঠিক আছে। আমাকে ঘণ্টা দুই সময় দাও। আমি কম্পিউটার ঘেঁটে জানাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।'

ঘণ্টা দুই পরে অ্যাডমিরাল হুইটেকারকে ফোন করল রবার্ট।

'তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম,' বললেন অ্যাডমিরাল। তাঁর কণ্ঠে সন্তুষ্টি। 'তোমার তথ্য যোগাড় করে ফেলেছি।'

'বলুন?' দম বন্ধ করে জানতে চাইল রবার্ট।

'টেক্সাস পণ্ডেরোসা নামে একটি র‍্যাঞ্চ আছে। এটা ওয়াকোর ঠিক বাইরে। র‍্যাঞ্চের মালিক ড্যান ওয়েন নামে এক লোক।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রবার্ট। 'অনেক ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল। আমি ফিরে এসেই আপনাকে ডিনার খাওয়াব।'

'আমি অপেক্ষায় রইলাম, রবার্ট।'

এরপর জেনারেল হিলিয়ার্ডকে ফোন করল রবার্ট। 'আমি ইটালিতে আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেয়েছি। ফাদার পাট্রিনি।'

'প্রীস্ট?'

'জ্বী। উনি অরভিয়েটোর একটি হাসপাতালে আছেন। খুবই অসুস্থ। ইটালিয়ান কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'আমি ওদেরকে খবরটা জানিয়ে দেব। ধন্যবাদ, কমান্ডার।'

দুই মিনিট পরে জেনারেল হিলিয়ার্ড জানুসের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন।

'কমান্ডার বেলামি ফোন করেছিল। লেটেস্ট উইটনেস একজন প্রীস্ট। অরভিয়েটোর জনৈক ফাদার পাট্রিনি।'

'ওর ব্যবস্থা নিন।'

FLASH MESSAGE

TOP SECRET ULTRA

NASA TO DEPUTY DIRECTORY SIFAR

EYES ONLY

COPY ONE OF (ONE) COPIES

SUBJECT : OPERATION DOOMSDAY

5. FATHER PATRINI-ORVIETO

END OF MESSAGE

SIFAR-এর সদরদপ্তর রোমের সর্বদক্ষিণে ভিয়া ডেল্লা পিনেটায়। এ এলাকায় ফার্ম হাউসের ছড়াছড়ি। পথচারীরা হাঁটার সময় শুধু দ্বিতীয়বার দুই ব্লক জুড়ে থাকা নিরীহ চেহারার পাথরের ভবনগুলোর দিকে তাকায়। কমপ্লেক্সের চারদিক উঁচু দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। প্রতি কর্নারে সিকিউরিটি পোস্ট। মিলিটারি কমপাউণ্ডে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম একটি সিকিউরিটি এজেন্সি। এ সংস্থা সম্পর্কে বাইরের মানুষ বলতে গেলে কিছুই জানে না। কমপাউন্ডের বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলছে Vietare Passare oltre i limiti।

মূল ভবনের দোতলার অফিসে বসে এইমাত্র আসা একটা মেসেজে চোখ বুলাচ্ছেন কর্নেল ফ্রান্সেসকো সিজার। কর্নেলের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, পেশীবহুল শরীর। মুখটা বুলডগের মত। মেসেজটি এ নিয়ে তিনবার পড়লেন তিনি।

অপারেশন ডুমসডে তাহলে অবশেষে ঘটেছে। ভালো যে আমরা এজন্য প্রস্তুত আছি। ভাবলেন সিজার। কেবল এ আবার তাকালেন তিনি। একজন প্রীস্ট।

মাঝরাতের পরে এক নান ঢুকল অরভিয়েটোর ক্ষুদে হাসপাতালটিতে। সে সোজা চলে এল বৃদ্ধ প্রীস্টের ঘরে। বুকের ওপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে রাখা হাত। ঘুমাচ্ছেন প্রীস্ট। জানালার খড়খড়ি দিয়ে ঢুকে পড়া এক টুকরো চাঁদের আলো ধর্মযাজকের মুখে সোনালি একটি বৃত্ত সৃষ্টি করেছে।

নান আলখেল্লার নিচ দিয়ে ছোট একটি বাক্স বের করল। সাবধানে কাটগ্লাসের অপূর্ব সুন্দর একটি জপমালা বের করে ঘুমন্ত প্রীস্টের হাতে গুঁজে দিল। মালার একটি গুটি সে প্রীস্টের আঙুলে চেপে ধরল। সরু রক্তের রেখা করল নান। তারপর একটি আই ড্রপার দিয়ে আঙুলের কাটা অংশে তিনটি ড্রপ ফেলল।

ভয়ঙ্কর বিষ প্রীস্টের শরীরে মিশে যেতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল। নান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মৃত মানুষটির শরীরে ক্রস আঁকল। তারপর যেরকম নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নীরবে প্রস্থান ঘটল তার।

FLASH MESSAGE

TOP SECRET ULTRA

SIFAR TO DEPUTY DIRECTOR NSA

EYES ONLY

COPY ONE OF (ONE) COPIES

SUBJECT : OPERATION DOOMSDAY

5\. FATHER PATRINI-ORVIETO-TERMINATED

END OF MESSAGE

ছাব্বিশ

ফ্রাঙ্ক জনসনকে নির্বাচিত করা হয় কারণ সে ভিয়েতনাম যুদ্ধে গ্রীন বেরেট উপাধি পেয়েছিল। সহকর্মীদের কাছে সে 'কিলিং মেশিন' নামে পরিচিত। সে মানুষ হত্যা করতে ভালোবাসে। সে একজন নিবেদিত প্রাণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন মানুষ।

'ও..আমাদের জন্য পারফেক্ট,' বলেছিলেন জানুস। 'ওর কাছে যেতে হবে সাবধানে। আমরা ওকে হারাতে চাই না।'

প্রথম মিটিং হয়েছে আর্মি ব্যারাকে। এক ক্যাপ্টেন কথা বলে ফ্রাঙ্ক জনসনের সঙ্গে। ফ্রাঙ্ককে নিজেদের দলে ভেড়াতে বিশেষ কসরত করতে হয়নি তাকে। দ্বিতীয় বৈঠকেই দলের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হয়ে যায় ফ্রাঙ্ক। তাকে বলা হয় 'আমরা ক'জন দেশপ্রেমিক মিলে একটি দল গঠন করেছি, ফ্রাঙ্ক। সরকার আমাদের দেশ রক্ষার জন্য কিছুই করছে না। আমরা শুধু দেশ নয়, সারা পৃথিবী রক্ষায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আমাদের দলে অত্যন্ত ক্ষমতাবান মানুষজন আছেন। তাঁরা একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটিকে তাদের কাজ হাসিলের জন্য মাঝে মাঝে হয়তো আইনের পাশ কাটাতে হবে তবে এর সুফল মিলবে পরে। তুমি কি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী?'

মুচকি হেসে জবাব দিয়েছে ফ্রাঙ্ক জনসন, 'খুবই আগ্রহী।'

ওটা ছিল শুরু। পরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কানাডার অটোয়ায়। কমিটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ফ্রাঙ্ক জনসনের। তারা ডজনখানেক দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ।

'আমরা অত্যন্ত সুসংগঠিত,' এক সদস্য ব্যাখ্যা করেছেন ফ্রাঙ্ককে।

'আমাদের রয়েছে শক্ত চেইন অব কমান্ড। প্রপাগাণ্ডা ডিভিশন, রিক্রুটিং ট্যাকটিক্স, লিয়াজোঁ... এবং ডেথ স্কোয়াড,' বলে চলছিল সে। 'বিশ্বের প্রায় সব গোয়েন্দা সংস্থাই আমাদের সঙ্গে জড়িত।'

'সংস্থার প্রধানরাও...?'

'না, প্রধানরা নয়। উপ-প্রধানরা। যারা জানে কী ঘটছে, যারা দেশের সংকট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।'

বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর নানান দেশে– সুইটজ্যারল্যান্ড, মরক্কো, চীন– এবং জনসন সবগুলোতেই হাজির ছিল।

মাস ছয় আগে জানুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কর্নেল জনসনের। জানুস ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

'তোমার সম্পর্কে খুব ভালো রিপোর্ট পাচ্ছি, কর্নেল।'

দাঁত বের করে হেসেছে ফ্রাঙ্ক জনসন। 'আমি আমার কাজটা উপভোগ করছি।'

'শুনেছি আমি। আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য সুবিধেজনক অবস্থায় আছ তুমি।'

পিঠ খাড়া করে বসেছে জনসন। 'আমার পক্ষে যতদূর করা সম্ভব করব।'

'গুড। ফার্ম-এ তোমাকে নানান দেশের সিক্রেট এজেন্টদের ট্রেনিং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

'জ্বী।'

'এবং তাদেরকে চেনো, জানো কার কতটুকু ক্ষমতা এবং সামর্থ্য।'

'খুব ভালোভাবে জানি।'

'তোমাকে যা করতে হবে তা হলো ,' বললেন জানুস। 'আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগবে এরকম কয়েকজনকে নিয়োগ দেবে। আমরা শুধু সেরাদের ব্যাপারেই আগ্রহী।'

'এটা কোনও ব্যাপারই না,' বলল কর্নেল জনসন। তারপর ইতস্তত করে যোগ করল, 'ভাবছিলাম...'

'কী?'

'এটাতো আমার বাঁ হাতের কাজ। আমি আরও বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ করতে চাই।' সামনে ঝুঁকে এল সে।

'অপারেশন ডুমসডের কথা জানি আমি। ডুমসডে আমার পছন্দের জায়গা। আমি এর অংশ হতে চাই, স্যার।'

জানুস কর্নেলের আগাপাছতলা দেখে নিলেন একবার। তারপর মাথা দোলালেন, 'ঠিক আছে, হবে।'

হাসল জনসন, 'ধন্যবাদ, আপনার মান আমি রক্ষা করব।'

মিটিং থেকে খুশি মনে বেরিয়ে যায় ফ্রাঙ্ক জনসন। এখন সময় এসেছে দেখাবার ও কী করতে পারে।

সাতাশ
অষ্টম দিন
ওয়াকো, টেক্সাস

দিনটি ভালো যাচ্ছে না ড্যান ওয়েনের। বরং বলা উচিত কঠিন একটি দিন যাচ্ছে তার। সে ওয়াকো কান্ট্রি কোর্ট হাউজ থেকে মাত্র ফিরেছে। দেউলিয়া ঘোষিত হতে চলেছে ড্যান। তার স্ত্রী তরুণ এক ডাক্তারের সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত, ড্যানকে ডিভোর্স দিচ্ছে। ড্যানের সম্পত্তির অর্ধেক পাবে স্ত্রী। সেই অর্ধেক সম্পত্তি বলে আসলে কিছুই নেই ড্যানের। নিয়তি যেন চপেটাঘাত করেছে ড্যানকে। অথচ ড্যান এমন কিছু করেনি যে ভাগ্য তার প্রতি হঠাৎ এমন বিরূপ হয়ে উঠল। সে স্বামী এবং র‍্যাঞ্চার হিসেবে ভালোই ছিল। ড্যান স্টাডিতে বসে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ আঁধার করে ভাবছে।

ড্যান ওয়েনের জন্ম ওয়াকোতে, ব্রাজোস রিভার ভ্যালির কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চলে। ওয়াকো আধুনিক শহর তবে অতীতের একটা গন্ধ এখনও এর শরীর জুড়ে রয়ে গেছে। ড্যান সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসে ওয়াকোকে। সে সুইটজারল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে সঙ্গী প্রীস্টকে ওয়াকোর নানান গল্প শুনিয়েছে।

'ওয়াকোয় সব আছে,' বলেছিল সে প্রীস্টকে। 'আমাদের আবহাওয়া চমৎকার। খুব বেশি গরম নেই আবার তেমন ঠাণ্ডাও পড়ে না। স্কুল ডিস্ট্রিক্টে স্কুলের সংখ্যা তেইশ, আছে বেলর বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের শহর থেকে ছাপা হয় চারটে সংবাদপত্র, আছে দশটি রেডিও স্টেশন এবং পাঁচটি টিভি চ্যানেল আমাদের টেক্সাস রেঞ্জার হল অব ফেম দেখলে টাসকি খেয়ে যাবেন। মাছ ধরতে চান? চলে আসুন ব্রাজোস রিভারে। মাছ ধরে অমন মজা আর কোথাও পাবেন না, ফাদার। আমাদের ওখানে সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে, আছে বড়সড় একটি শিল্প কেন্দ্র। আমি গর্ব করে বলতে পারি, বিশ্বের সেরা শহরগুলোর মধ্যে একটি আমাদের ওয়াকো। আসুন একদিন। দেখে যান।'

ছোটখাট, বৃদ্ধ ধর্মযাজক ড্যানের কথা শুনে মৃদু হেসেছেন। তিনি ইংরেজি কতটুকু বুঝেছেন কে জানে।

ড্যান ওয়েন পৈতৃক সূত্রে হাজার একর জমির খামার বাড়ির মালিক হয়েছিল। সে নিজের চেষ্টায় গরুর সংখ্যা দুই হাজার থেকে দশ হাজারে উন্নীত করে। তার একটি স্ট্যালিয়ন ঘোড়া আছে। ওটার দামই কয়েক লাখ টাকা। এখন হারামজাদারা সবকিছু তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার ফন্দি করেছে। ক্যাটল

মার্কেটের ভগ্নদশার জন্য তো আর ড্যান দায়ী নয় কিংবা মর্টগেজ পেমেন্টের জন্যও তাকে দায়ী করা যাবে না। ব্যাংক তাকে টাকাও দিতে চাইছে না। নিজেকে বাঁচাতে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করা ছাড়া উপায় নেই। র‍্যাঞ্চটা সামান্য কিছু লাভ পেলেই বিক্রি করে দিয়ে পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেবে ড্যান।

ড্যান এক ধনী সুইসের কথা শুনেছিল। লোকটা নাকি টেক্সাসে র‍্যাঞ্চ কিনতে আগ্রহী। ওই লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় জুরিখে উড়ে গিয়েছিল ড্যান। কিন্তু বুনো হাঁসের পেছনে ছোটাছুটিই সার হয়েছে। মেলেনি কিছু। ওই ব্যাটা এক/দুই একরের একটা র‍্যাঞ্চ কিনতে চায় সব্জি বাগান করার জন্য। শিট!

ড্যান ওয়েন সুইটজারল্যান্ড গিয়ে ওই অভূতপূর্ব দৃশ্যটি দেখতে পায়। সে ফ্লাইং সসারের কথা শুনেছে বটে তবে এ সবের অস্তিত্বে কস্মিনকালেও বিশ্বাস ছিল না তার। অথচ সে জিনিসই সে দেখেছে! বাড়ি ফিরেই স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদককে ফোন করেছিল ড্যান।

'জনি, আমি একটি ফ্লাইং সসার দেখেছি। ভেতরে দুটো মৃত লাশও ছিল।'

'আচ্ছা? ছবি এনেছ, ড্যান?'

'না। তুলেছিলাম। কিন্তু ক্যামেরায় ওঠেনি ছবি।'

'নেভার মাইন্ড। আমরা একজন ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে দেব খন। ঘটনাটা কি তোমার র‍্যাঞ্চে ঘটেছে?'

'আরে না। সুইটজারল্যান্ডে।'

বিরতি।

'অ. আচ্ছা। তোমার র‍্যাঞ্চে এরকম কিছু ঘটলে ফোন করে জানিয়ো, ড্যান।'

'দাঁড়াও! এক লোক ওটার ছবি আমাকে পাঠাবে বলেছে।' কিন্তু জনি কথা শোনার আগেই রেখে দিয়েছে ফোন।

ড্যান ওয়েন ভাবছে সত্যি সত্যি এলিয়েনদের হামলা হলে মন্দ হতো না। হয়তো ওরা তার পাওনাদারদের ধ্বংস করে দিত। একটি গাড়ির শব্দ শুনতে পেল ও। জানালার সামনে হেঁটে গেল। তাকাল।

সম্ভবত আরেকজন পাওনাদার। ইদানিং এরা মাছির মত ভনভন করছে।

সদর দরজা খুলে দিল ড্যান ওয়েন।

'হাওডি।'

'ডেনিয়েল ওয়েন?'

'বন্ধুরা আমাকে ড্যান বলে ডাকে। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ড্যান ওয়েনের চেহারার সঙ্গে রবার্টের কল্পনা মিলল না। সে রুক্ষ, কঠিন চেহারার একজন র‍্যাঞ্চারকে দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু এ লোক হালকা-পাতলা, অভিজাত চেহারার। লাজুক ধরনের। শুধু উচ্চারণটা খাঁটি টেক্সান।

'আমাকে একটু সময় দেয়া যাবে কথা বলার জন্য?'

'দেয়ার মত ওটুকুই শুধু আছে আমার,' বলল ড্যান। 'ভালো কথা আপনি নিশ্চয় পাওনাদার নন?'

'পাওনাদার?'

'বেশ। আসুন। ভেতরে আসুন।'

ওরা লিভিং রুমে ঢুকল। ওয়েস্টার্ন স্টাইলের ফার্নিচার দিয়ে সাজানো বড় এবং আরামদায়ক ঘর।

'আপনার বাড়িটি বেশ সুন্দর,' বলল রবার্ট।

'ইয়াহ্, আমার জন্ম এ বাড়িতেই। কিছু খাবেন? ঠাণ্ডা বা অন্য কিছু?'

'না, ধন্যবাদ। কিছু লাগবে না।'

'বসুন।'

রবার্ট চামড়ার নরম কাউচে বসল।

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবার কারণ কী?'

'আপনি কি গত হপ্তায় সুইটজারল্যান্ড গিয়েছিলেন?'

'হুঁ। আমার সাবেক স্ত্রী কি আমার পিছু নিয়েছে? আশা করি আপনি তার হয়ে কাজ করছেন না।'

'না, স্যার।'

'ওহ্,' হঠাৎ আসল ব্যাপারটি বুঝে ফেলল ড্যান। 'আপনি নিশ্চয় ইউএফও নিয়ে কথা বলতে এসেছেন, তাই না। অমন অদ্ভুত জিনিস জীবনে দেখিনি। ওটা রং বদলাচ্ছিল। ভেতরে মরে পড়ে ছিল দুটো এলিয়েন।' শিউরে উঠল সে। 'এখনও ওগুলোকে দুঃস্বপ্নে দেখি।'

'মি. ওয়েন, আপনাদের বাসের অন্যান্য যাত্রীদের সম্পর্কে কি কিছু বলা যাবে?'

'আমি আসলে নিজের চিন্তায় এমন বুঁদ হয়ে ছিলাম, কারও সঙ্গে তেমন কথা হয়নি।'

'কারও কথাই কি মনে নেই?'

একটুক্ষণ চুপ হয়ে রইল ড্যান। 'এক ইটালিয়ান প্রীস্টের কথা মনে আছে। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছি। লোকটাকে ভালো মানুষ মনে হচ্ছিল। তবে ফ্লাইং সসার দেখে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে যান। বারবার শয়তানের কথা বলছিলেন।'

'আর কেউ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ড্যান। 'আর তেমন কারও কথা...দাঁড়ান, দাঁড়ান। আরেক লোকের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। কানাডায় তার একটি ব্যাংক আছে।' জিভ বের করে ঠোঁটে ছোঁয়াল সে।

'আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমি র‍্যাঞ্চ নিয়ে একটু আর্থিক ঝামেলায় আছি। র‍্যাঞ্চটা বোধহয় আর ধরে রাখতে পারব না। ব্যাংকারগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। সবগুলো রক্ত-চোষা। কানাডার ওই ব্যাংকারকে একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলি। ভেবেছিলাম যদি তার ব্যাংক থেকে লোন-টোন পাওয়া যায়। কিন্তু সে অন্য সবার মতই। আমার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি।'

'ওই লোক কানাডায় থাকে?'

'হ্যাঁ। ফোর্ট স্মিথ। নর্থ ওয়েস্ট টেরিটোরিজ। এর বেশি কিছু জানি না।'

রবার্ট উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করল। 'ধন্যবাদ, মি. ওয়েন। আপনি অনেক উপকার করলেন আমার।' আসন ছাড়ল ও।

'ব্যস, এইই?'

'জ্বী।'

'আমার সঙ্গে সাপার খেয়ে যান?'

'না, ধন্যবাদ। আমার একটু কাজ আছে। গুড লাক উইথ দ্য র‍্যাঞ্চ।

ফোর্ট স্মিথ, *কানাডা, নর্থ ওয়েস্ট টেরিটোরিজ*।

জেনারেল হিলিয়ার্ডের কণ্ঠ শোনা গেল লাইনে।

'বলো, কমান্ডার?

'আরেকজন উইটনেস পেয়েছি আমি। ড্যান ওয়েন। সে পন্ডেরোসা র‍্যাঞ্চের মালিক। র‍্যাঞ্চটি টেক্সাসের ওয়াকোতে।'

'ভেরি গুড। আমি ওই লোকের ব্যাপারে ডালাসের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
NSA TO DEPUTY DIRECTOR DCI
EYES ONLY
COPY ONE OF (ONE) COPIES
SUBJECT : OPERATION DOOMSDAY
6. DANIEL WAYNE- WACO
END OF MESSAGE

ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর ট্রান্সমিশনটি পড়লেন। এ নিয়ে ছ'জন উইটনেসের সন্ধান মিলল। সবকিছু ঠিকঠাক মত চলছে। কমান্ডার বেলামি খুব ভালো কাজ দেখাচ্ছে। ওকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। জানুস ঠিকই বলেছিলেন। মানুষটা সবসময় ঠিক কথা বলেন। এবং নিজের সমস্ত ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতাও রাখেন। তাঁর হাতে প্রভূত ক্ষমতা... ডিরেক্টর আবার চোখ বুলালেন মেসেজে। *ঘটনা দুর্ঘটনার মত ঘটাতে হবে, ভাবলেন তিনি। কাজটা কঠিন কিছু নয়।* তিনি বাযার টিপলেন।

গাঢ় নীল রঙের ভ্যানে চড়ে হাজির হলো লোক দুটো, উঠোনে দাঁড়া করাল গাড়ি, নেমে এল দরজা খুলে। সতর্ক চোখে তাকাল চারপাশে। ওদেরকে দেখে ড্যান ওয়েনের মনে প্রথমেই যে দুশ্চিন্তাটা এল তা হলো– ওরা নিশ্চয় র‍্যাঞ্চ দখল করতে এসেছে। সে দরজা খুলল।

'ড্যান ওয়েন?'

'জ্বী। আপনাদের জন্য কী করতে...?'

কথা শেষ করতে পারল না ড্যান, পেছন থেকে দ্বিতীয় লোকটি ওর খুলি বরাবর নামিয়ে আনল হাতুড়ি। বন্ধ করে দিল জবান।

দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার লোকটা অচেতন ড্যানকে তুলে নিল কাঁধে। চলে এল গোলাঘরে। গোলাঘরে আটটি ঘোড়া। ঘোড়াগুলোর দিকে ফিরেও চাইল না লোকগুলো। হেঁটে সোজা শেষ স্টলে এসে থামল। ভেতরে অপূর্ব সুন্দর একটি স্ট্যালিয়ন দাঁড়িয়ে আছে।

বৃহদায়তনের লোকটা বলল, 'এটাই।' সে কাঁধ থেকে ওয়েনকে নামাল।

দ্বিতীয় লোকটা মাটি থেকে তুলে নিল একটি ক্যাটল প্রড। ইলেকট্রিক প্রডটি দিয়ে খোঁচা মারল স্ট্যালিয়নের গায়ে। আর্তনাদ ছাড়ল ঘোড়া। লোকটা এবার স্ট্যালিয়নের নাকে গুঁতো মেরে বসল সজোরে। উন্মাদের মত নাচানাচি শুরু হয়ে গেল বিশালকায় জানোয়ারটির। সে ছোট স্টলে পাগলের মত ছুটতে লাগল। যন্ত্রণায় বেরিয়ে গেছে দাঁত, রাগে জ্বলছে চোখ।

'এখন,' বলল অপেক্ষাকৃত বেঁটে জন। তার সঙ্গী তুলে নিল ড্যানের দেহ। স্টলের ছোট দরজার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ক্রুদ্ধ স্ট্যালিয়ন পা দিয়ে মাড়িয়ে ছিন্নভিন্ন এবং রক্তাক্ত করে তুলল ড্যানের শরীর। গা গোলানো দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করল ওরা। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে ত্যাগ করল স্টল।

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
DCI TO DEPUTY DIRECTOR NSA
EYES ONLY
COPY ONE OF (ONE) COPIES
SUBJECT OPERATION DOOMSDAY
6. DANIEL WAYNE- WACO- TERMINATED
END OF MESSAGE

আটাশ

নবম দিন

ফোর্ট স্মিথ, কানাডা

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, ফোর্ট স্মিথ একটি সমৃদ্ধ শহর। এখানে হাজার দুয়েক লোকের বাস। তাদের বেশিরভাগ কৃষক এবং গবাদি পালক। সেই সাথে কিছু ব্যবসায়ীও আছে। এ অঞ্চলের শীতকাল দীর্ঘ এবং কঠোর, ডারউইনের মতবাদ মেনে নিয়ে সংগ্রামী মানুষ প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে।

সংগ্রামী মানুষদের একজন উইলিয়াম ম্যান। তার জন্ম মিশিগানে। সে ত্রিশ বছর বয়সে চলে আসে ফোর্ট স্মিথে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে উপলব্ধি করে এখানকার মানুষজনের যে জিনিসটি অত্যন্ত দরকার তা হলো একটি ব্যাংক। সে সুযোগটি গ্রহণ করে। তবে ব্যাংকার হিসেবে সে অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির। ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোনও কিছু কিছুর প্রতি সে আবেগশূন্য, সহানুভূতিহীন। তার একটি প্রিয় গল্প আছে। গল্পটি এরকম–

এক লোক একবার এক ব্যাংকারের কাছে লোন চাইতে গিয়েছিল। লোন পেলে সে তার সন্তানের অপারেশন করতে পারবে। বেঁচে যাবে ছেলেটা। কিন্তু লোকটি যখন বলল তার কোনও সিকিউরিটি বা জামানত নেই, ব্যাংকার পরিষ্কার জানিয়ে দিল লোন দেয়া যাবে না। সে লোকটিকে চলে যেতে বলল।

'যাচ্ছি আমি,' বলল লোকটি। 'তবে একটা কথা বলি– জীবনেও আপনার মত পাষাণ হৃদয় মানুষ দেখিনি।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও,' বলল ব্যাংকার। 'তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। আমার একটা চোখ পাথরের। যদি বলতে পার কোন চোখটা পাথরের, তাহলে তোমাকে লোন দেব।'

লোকটি বলল, 'আপনার বাম চোখটি পাথরের।'

বিস্মিত হলো ব্যাংকার। 'কেউ জানে না আমার বাম চোখ পাথরের। তুমি কী করে বুঝলে?'

লোকটি জবাব দিল, 'সহজেই বুঝতেই পেরেছি। আপনার বাম চোখে আপনি সহানুভূতি ফুটে উঠতে দেখেছি। তাই বুঝতে পেরেছি ওই চোখটি পাথরের।'

উইলিয়াম ম্যানও ওই ব্যাংকারের মতই। পাষাণ-হৃদয়। সে কিছু দর্শন মেনে চলে ব্যবসা শুরু করার জন্য কাউকে লোন দেয়া যাবে না; ব্যাংক বন্ডে বিনিয়োগ করা চলবে না, প্রতিবেশীর বাচ্চার অপারেশন জরুরি হলেও তাকে লোন দেয়ার

ব্যাপারে অপরাগতা প্রকাশ করতে হবে।

সুইস ব্যাংকিং সিস্টেমের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল ম্যানের। তার চোখে জুরিখের ব্যাংকাররা হলো ব্যাংকারদের ব্যাংকার। তাই ম্যান সিদ্ধান্ত নেয় সে সুইটজারল্যান্ড যাবে। দেখে আসবে ওখানকার ব্যাংকাররা কীভাবে ব্যাংক চালায়। তাদের কাছ থেকে কিছু শেখা যায় কিনা। কিন্তু সুইশ ব্যাংকারদের কাছ থেকে নতুন কিছু শিখতে পারল না ম্যান। বরং তার নিজের ব্যাংকিং নীতি এর চেয়ে ভালো।

বাড়ি ফেরার দিন উইলিয়াম ম্যান সিদ্ধান্ত নিল সে আল্পস ঘুরে আসবে। যদিও ট্যুরটা তার কাছে খুব একটা চিত্তাকর্ষক মনে হয়নি। সিন-সিনারি মন্দ নয়, তবে ফোর্ট স্মিথের চেয়ে সুন্দর নয়। যাত্রীদের মধ্যে একজন, এক টেক্সান তার ব্যাংকের জন্য লোন চাইছিল। টাকা জোগাড় করতে না পারলে লোকটার খামার নিলামে উঠবে। তাতে ম্যানের কী এসে যায়? সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। টেক্সানকে। তবে যাত্রার একটি ব্যাপার শুধু আকর্ষণ করেছিল উইলিয়াম ম্যানকে– তথাকথিত ফ্লাইং সসার ক্রাশ। তবে ফ্লাইং সসার দেখেও ওটাকে সত্যি বলে মনে হয়নি ম্যানের কাছে। মনে হয়েছে ট্যুরিস্টদেরকে অবাক করে দিতে ওটা ছিল সুইশ সরকারের কারসাজি। উইলিয়াম ম্যান ডিজনি ওয়ার্ল্ডে গিয়েও একই দৃশ্য দেখেছে। ঘটনা এমন ভাবে সাজানো হয়েছিল যেন বাস্তব। আসলে ছিল ভুয়া।

উইলিয়াম ম্যানের প্রতিটি দিনের শিডিউল নিখুঁতভাবে সাজানো। সে শিডিউলের বাইরে এক পা-ও ফেলে না। তাই তার সেক্রেটারি যখন ঘরে ঢুকে বলল এক লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, লোকটাকে চলে যেতে বলবে ভাবছিল ম্যান। 'কী চায় সে?'

'আপনার ইন্টারভ্যু করতে চাইছেন। ব্যাংকারদের ওপর একটি আর্টিকেল লিখছেন ভদ্রলোক।'

এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। ব্যবসার জন্য সঠিক পাবলিসিটি বেশ কাজ দেয়। টেনেটুনে জ্যাকেট ঠিক করল ম্যান, আঁচড়ে নিল চুল, তারপর বলল, 'ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

ম্যানের দর্শনার্থী একজন আমেরিকান। ধোপদুরস্ত পোশাক গায়ে। নামকরা কোনও পত্রিকা বা খবরের কাগজে কাজ করে নিশ্চয়।

'মি. ম্যান!'

'জ্বী।'

'রবার্ট বেলামি।'

'আমার সেক্রেটারি বলল আপনি নাকি আমাকে নিয়ে একটি আর্টিকেল করবেন।'

'না, শুধু আপনাকে নিয়ে নয়,' বলল রবার্ট। 'তবে লেখার মধ্যে উজ্জ্বলভাবেই আপনি থাকবেন। আমার কাগজ...'

'কী কাগজ?'

'দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল।'

বাহ্, বেশ।

'জার্নালের ধারণা বিশ্বে কী ঘটছে সে ব্যাপারে বেশিরভাগ ব্যাংকাররা উদাসীন। তাঁরা খুব কমই ভ্রমণ করেন, দেশের বাইরে যান খুব কম। তবে আপনার সম্পর্কে শোনা যায় আপনি বেশ ঘোরাঘুরি করেন।'

'জ্বী,' বিনীত গলায় জানাল ম্যান। 'আমি মাত্র গত হপ্তায় সুইটজারল্যান্ড থেকে ঘুরে এলাম।'

'তাই নাকি? কেমন লাগল?'

'ভালোই। বেশ কয়েকজন ব্যাংকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমরা বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করলাম।'

রবার্ট নোটবুক বের করে তাতে লিখতে শুরু করল। 'আনন্দ-ভ্রমণে যাননি?'

'ঠিক সেভাবে যাইনি। তবে একটা ট্যুর বাসে চড়েছিলাম। আগে কখনও আল্পস দেখা হয়নি তো তাই।

'বাসে নিশ্চয় মজার মজার মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?'

'মজার মানুষ?' টাকা ধার চাওয়া টেক্সানের কথা মনে পড়ে গেল উইলিয়াম ম্যানের। 'নাহ্, তেমন কাউকে চোখে পড়েনি।'

'আচ্ছা?'

ম্যান রবার্টের দিকে তাকাল। সাংবাদিকের চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে চাইছে ম্যান এ সম্পর্কে আরও কিছু বলুক।

'এক রাশান মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।'

খসখস করে লিখে চলল রবার্ট, 'তার সম্পর্কে শুনি?'

'রাশিয়া নিয়ে গল্প করছিলাম আমরা। বলছিলাম রাশিয়া কত পিছিয়ে পড়েছে। পরিবর্তনের কারণে ওরা কত সমস্যায় পড়ে গেছে ইত্যাদি।'

'আপনার কথা নিশ্চয় সমর্থন করেছে মেয়েটি।'

'তা করেছে। মেয়েটিকে বেশ বুদ্ধিমতী মনে হচ্ছিল আমার। রাশানদের তুলনায় আরকি। বেশিরভাগ রাশানই নিজেদেরকে অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়, জানেনই তো।'

'মেয়েটি তার নাম বলেনি?'

'না। দাঁড়ান। বলেছিল। ওলগা না কী যেন।'

'মেয়েটি রাশিয়ার কোথায় থাকে?'

'কিয়েভে। একটি লাইব্রেরির মূল শাখায় লাইব্রেরিয়ানের কাজ করে। দেশের বাইরে ওটাই ছিল তার প্রথম ভ্রমণ। এটা সম্ভব হয়েছে গ্লাসনস্তের কারণে। আপনি যদি আমার মতামত চান...' থেমে দেখল সে রবার্ট লিখছে কিনা। 'গর্বাচেভ রাশিয়াকে একটা ঝুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব জার্মানটাকে বনের কাছে তুলে দেয়া হয়েছে একটি প্লেটে করে। রাজনৈতিক অঙ্গনে যতটা দ্রুত এগিয়েছেন গর্বাচেভ, অর্থনৈতিক অঙ্গনে তাঁর পদচারণা ছিল ততটাই মন্থর।'

'বেশ বলেছেন,' বিড়বিড় করল রবার্ট। সে ব্যাংকারের সঙ্গে আরও আধঘণ্টা

কাটাল, কমন মার্কেট থেকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত নানা বিষয়ে লোকটার মতামতমূলক মন্তব্য শুনল। তবে বাসের আর কোনও যাত্রী সম্পর্কে কিছু জানতে পারল না।

রবার্ট হোটেলে ফিরে জেনারেল হিলিয়ার্ডের অফিসে ফোন করল।

'এক মিনিট, কমান্ডার বেলামি।'

কিছুক্ষণ খুটখাট শব্দের শেষে ভেসে এল জেনারেলের কণ্ঠ।

'ইয়েস, কমান্ডার?'

'আরেকজন উইটনেসের খোঁজ পেয়েছি, জেনারেল।'

'নাম?'

'উইলিয়াম ম্যান। কানাডার ফোর্ট স্মিথে তার একটি ব্যাংক আছে।'

'ধন্যবাদ। আমি কানাডীয় কর্তৃপক্ষকে বলছি এখুনি ওই লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য।'

'লোকটা আরেকটা লিড দিয়েছে আমাকে। আমি আজ সন্ধ্যায় রাশিয়ায় উড়াল দেব। ইনট্যুরিস্টের ভিসা লাগবে।'

'তুমি কোত্থেকে ফোন করেছ?'

'ফোর্ট স্মিথ।'

'স্টকহোমে ভিসিগথ হোটেলে যেয়ো। ওখানে ডেস্কে তোমার জন্য একটি খাম থাকবে।'

'ধন্যবাদ।'

FLASH MESSAGE

TOP SECRET ULTRA

NSA TO DEPUTY DIRECTOR CGHQ

EYES ONLY

COPY ONE OF (ONE) COPIES

SUBJECT OPERATION DOOMSDAY

7. WILLIAM MANN- FORT SMITH

END OF MESSAGE

সেদিন রাত এগারটায় উইলিয়াম ম্যানের বাড়ির ডোরবেল বেজে উঠল। এমন অসময়ে কে এল? অপরিচিত লোকজনের আগমন মোটেই পছন্দ করে না ম্যান। তার হাউসকীপার চলে গেছে। ম্যানের বউ দোতলায়, ঘুমাচ্ছে। বিরক্তি নিয়ে সামনের দরজা খুলে দিল ম্যান। দোরগোড়ায় কালো সুট পরা দুই লোক।

'উইলিয়াম ম্যান?'

'হুঁ।'

এক লোক একটি আইডি কার্ড দেখাল। 'আমরা ব্যাংক অভ কানাডা থেকে

এসেছি। ভেতরে আসতে পারি?'

ভুরু কুঁচকে গেল ম্যানের। 'ব্যাপার কী?'

'কথাগুলো ভেতরে বসে বলতে পারলে ভালো হতো।'

'বেশ।' লোক দুটিকে নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল ম্যান।

'আপনি সম্প্রতি সুইটজ্যারল্যান্ড গিয়েছিলেন, না?'

প্রশ্নটি শুনে চমকে গেল ম্যান। 'কী? হ্যাঁ, কিন্তু...'

'আপনি দেশের বাইরে থাকাকালীন আমরা আপনার নথিপত্র অডিট করেছি, মি. ম্যান। আপনি কি জানেন মি. ম্যান যে আপনার ব্যাংক থেকে এক মিলিয়ন ডলার হাওয়া হয়ে গেছে?'

লোক দুটির দিকে তাকাল ম্যান। স্তম্ভিত। 'কী বলছেন এসব? আমি প্রতি হপ্তায় নিজে ফাইলপত্র চেক করি। একটি ফুটো পয়সারও গড়বড় নেই কোথাও।'

'এক মিলিয়ন ডলার, মি. ম্যান। আমাদের ধারণা টাকাটা আপনি সরিয়েছেন।'

রাগে লাল হয়ে গেল ম্যান। কথা বলার সময় তোতলাল।

'হাউ...হাউ ডেয়ার ইউ! পুলিশ ডাকার আগেই এখান থেকে চলে যান।'

'তাতে কোনও লাভ হবে না। আমরা চাই আপনি কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করবেন।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল ম্যান। 'অনুতাপ করব? কেন অনুতাপ করব? ইউ আর ক্রেজি!'

'নো, স্যার।'

এক লোক পকেট থেকে পিস্তল বের করল। 'বসুন, মি. ম্যান।'

ওহ, মাই গড! ওরা ডাকাতি করতে এসেছে। 'শুনুন,' বলল ম্যান্ 'আপনাদের যা ইচ্ছে নিয়ে যান। মারামারি কাটাকাটির কোনও দরকার নেই...'

'বসুন, প্লিজ।'

দ্বিতীয় জন হেঁটে গেল লিকার কেবিনেটের দিকে। ওটা বন্ধ। ঘুসি মেরে কাচ ভেঙে ফেলল সে। খুলল কেবিনেট। বড় একটা পানির বোতল বের করে নিল। তাতে স্কচ ভরল। নিয়ে এল ম্যানের কাছে।

'এটা খেয়ে নিন। রিল্যাক্স বোধ করবেন।'

'আ...আমি ডিনারের পরে কখনও মদ খাই না। আমার ডাক্তার...'

উইলিয়াম ম্যানের কপালে পিস্তল ঠেসে ধরল অপরজন।

'খান নয়তো আপনার মগজ দিয়ে ভরে দেব গ্লাস।'

ম্যান বুঝতে পারছে সে দুটো ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছে। সে কাঁপা হাতে গ্লাস নিয়ে চুমুক দিল।

'পুরোটা খান।'

বড় একটা ঢোক গিলল ম্যান। 'আ...আপনারা কী চান?'

উঁচু গলায় বলল সে এ আশায় তার স্ত্রী শুনলে নেমে আসবে সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু সে আশায় যে গুড়েবালি তাও জানে ম্যান। কারণ তার বউ'র কুম্ভকর্ণ ঘুম।

কামান দাগলেও উঠবে না। লোক দুটো নিশ্চয় ডাকাতি করার মতলবে এসেছে। *ডাকাতি করে চলে গেলেই তো পারে!*

'আপনাদের যা খুশি নিয়ে যান,' বলল ম্যান। 'বাধা দেব না।'

'গ্লাসে যা আছে শেষ করুন।'

'আমি খাব না। আমি...'

কানের ওপরে পিস্তল দিয়ে জোরে বাড়ি মারল লোকটা। ব্যথায় আর্তনাদ করল ম্যান। 'শেষ করুন।'

এক ঢোকে গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু গলাধঃকরণ করল ম্যান। গলা আর বুক জ্বালিয়ে পেটে নেমে গেল তরল আগুন। ঝিমঝিম করছে মাথা। 'ওপরে, বেডরুমে আমার সিন্দুক আছে,' বলল সে। জড়িয়ে যাচ্ছে কথা। 'আমি সিন্দুক খুলে দিচ্ছি,' হয়তো সিন্দুক খোলার শব্দে ঘুম ভাঙবে তার স্ত্রীর। পুলিশে খবর দেবে সে।

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' বলল পিস্তলধারী। 'আরেকটা ড্রিংক খাওয়ার মত প্রচুর সময় আপনার হাতে আছে।'

দ্বিতীয় লোকটি ফিরে গেল লিকার কেবিনেটে। গ্লাস কানায় কানায় ভরে নিয়ে ফিরে এল। 'নিন।'

'পারব না,' আপত্তি জানাল ম্যান। 'আমার গলা দিয়ে আর নামবে না।'

গ্লাস গুঁজে দেয়া হলো তার হাতে। 'খেয়ে ফেলুন।'

'আমি সত্যি পারব না...'

কানের ওপরে, ঠিক আগের জায়গায় আছড়ে পড়ল ঘুসি। ব্যথায় জ্ঞান হারাবার দশা হলো ম্যানের।

'খান বলছি।'

ওরা যদি এটাই চায় তবে তাই হোক। যত দ্রুত এ দুঃস্বপ্নের সমাপ্তি ঘটবে ততই ভালো। বড় এক ঢোক মদ পান করল ম্যান। দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

'আরেকটু খেলেই বমি করে দেব।'

লোকটা শান্ত গলায় বলল, 'বমি করলে আমরা আপনাকে খুন করব।'

ম্যান লোকটা এবং তার পার্টনারকে দেখল। ওদের একেকজনকে দুটো করে দেখছে সে।

'আপনারা কী চান?' বিড়বিড় করল ম্যান।

'বললামই তো। অনুতাপ।'

মাতাল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ম্যান। 'আচ্ছা, অনুতাপ করছি।'

হাসল লোকটা। 'শুধু মুখে বললে হবে না,' সে ম্যানের হাতে গুঁজে দিল একখণ্ড কাগজ। 'লিখে দিতে হবে। লিখবেন আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো।'

ঝাপসা চোখে তাকাল ম্যান। 'তাহলেই হবে?'

'হবে। আমরা তারপর চলে যাব।'

হঠাৎ উল্লাস বোধ করল ম্যান। ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। এ লোক দুটো আসলে ধর্মান্ধ ম্যানিয়াক। ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পুলিশে ফোন

করবে। পুলিশ ওদের গ্রেফতার করবে। *হারামজাদা দুটোকে আমি ফাঁসিতে ঝুলতে দেখতে চাই।*

'লিখুন, মি. ম্যান।'

লেখায় মনোযোগ দিতে পারছে না ম্যান। 'কী যেন লিখতে বললেন?'

'লিখুন। "আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো"।'

'আচ্ছা।' হাতে কলম ধরে রাখতেও কষ্ট হচ্ছে ম্যানের। সে বহুকষ্টে মনোযোগী হলো লেখায়। লিখল **আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো।**

লোকটা ম্যানের হাত থেকে নিয়ে নিল চিরকুট। শুধু কাগজের কিনারা ধরল সে। 'এই তো সুবোধ বালকের কাজ, মি. ম্যান। দেখলেন তো কত সহজ ছিল কাজটা?'

ঘরটি চারপাশে বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে। 'ইয়াহ্। ধন্যবাদ। আমি অনুতাপ করেছি। এখন কি আপনারা যাবেন?'

'আপনি দেখছি বাঁ হাতি।'

'কী?'

'আপনি বাঁ-হাতি।'

'জ্বী।'

'এদিকে অনেক লুটতরাজ হচ্ছে, মি. ম্যান। আমরা পিস্তলটি আপনাকে দিয়ে যেতে চাই।'

ম্যানের বাঁ হাতে পিস্তলটি গুঁজে দিল ওরা।

'কীভাবে পিস্তল চালাতে হয় জানেন?'

'না।'

'খুব সহজ কাজ। এভাবে...' লোকটা পিস্তল ঠেকাল ম্যানের কপালে, ট্রিগারে ধরা ম্যানের আঙুলে চাপ দিল। ভোঁতা একটা শব্দ হলো কেবল। রক্ত মাখা চিরকুটটি পড়ে গেল মেঝেয়।

'গুড নাইট, মি. ম্যান,' বলল একজন। তারপর চলে গেল ওরা।

FLASH MESSAGE

TOP SECRET ULTRA

GCHQ TO DEPUTY DIRECTOR NSA

EYES ONLY

COPY ONE OF (ONE) COPIES

SUBJECT OPERATION DOOMSDAY

7. WILLIAM MANN- FORT SMITH

TERMINATED

END OF MESSAGE

দশম দিন

ফোর্ট স্মিথ, কানাডা

পরদিন সকালে ব্যাংক এক্সামিনাররা রিপোর্ট করল ম্যানের ব্যাংক থেকে এক মিলিয়ন ডলার উধাও। পুলিশ ম্যানের মৃত্যু আত্মহত্যা বলে নথিবদ্ধ করল।

গায়েব হয়ে যাওয়া টাকার আর সন্ধান মিলল না।

উনত্রিশ
একাদশ দিন
ব্রাসেলস ০৩০০ ঘণ্টা

ন্যাটো হেডকোয়ার্টার্সের কমান্ডান্ট জেনারেল শিপলিকে ঘুম থেকে তুলল তাঁর অ্যাডজুটেন্ট।

'আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত, জেনারেল। আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে।

বিছানায় উঠে বসলেন জেনারেল শিপলি, চোখ ঘষে ঘুম তাড়াতে চাইলেন। কয়েকজন ভিজিটিং সিনেটর এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মিটিং ছিল জেনারেলের। ঘুমাতে গিয়েছিলেন দেরিতে।

'কী সমস্যা, বিলি?'

'রেডার টাওয়ার থেকে এইমাত্র ফোন করেছে, স্যার। হয় আমাদের সবগুলো ইকুইপমেন্ট হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে নতুবা ধরে নিতে হবে কিছু অদ্ভুত ভিজিটর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে।'

জেনারেল শিপলি ধস্তাধস্তি করে নামলেন বিছানা থেকে।

'আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

অন্ধকার রেডার রুমের মাঝখানে আলোকিত রেডার পর্দা ঘিরে আছেন কর্মকর্তারা। জেনারেল ঘরে ঢুকতেই সবাই অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেলেন।

জেনারেল হেঁটে গেলেন অফিসার ইনচার্জ ক্যাপ্টেন মুলারের সামনে। 'কী হয়েছে, লুইস?'

মুলার মাথা চুলকাল। 'ঘণ্টায় বাইশ হাজার মাইল বেগে ছুটতে থাকা ছোটা কোনও প্লেনের কথা শুনেছেন আপনি? ওটা হুট করে থেমে গিয়ে পরক্ষণে আবার উল্টোপথে ছুটতে পারে।'

কটমট করে তার দিকে তাকালেন জেনারেল। 'মানে?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা কোনও ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কেউ পরীক্ষা করছে। কিন্তু রুশ, ব্রিটিশ এবং ফরাসিদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম ওদের রেডারেও একই জিনিস ধরা পড়ছে।'

'কতগুলো দেখেছ এরকম যন্ত্র?' জানতে চাইলেন শিপলি।

'ডজনেরও বেশি। আর এত দ্রুত ওদের গতি, চিহ্নিত করা মুশকিল। ওরা হুট করে পর্দায় হাজির হচ্ছে, পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। প্লেন পাঠাবার চিন্তা করেও বাতিল করে দিয়েছি সিদ্ধান্ত। ওরা যা-ই হোক– এত উঁচু দিয়ে উড়ছে। ওখানে আমাদের প্লেন যাবে না।'

জেনারেল শিপলি রেডার স্ক্রীনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'এ মুহূর্তে ওদেরকে দেখা যাচ্ছে?'

'না, স্যার। ওরা চলে গেছে।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ক্যাপ্টেন।

'তবে, জেনারেল, আমার আশঙ্কা ওরা আবার ফিরে আসবে।'

ত্রিশ

অটোয়া, ০৫০০ ঘণ্টা

জানুস জেনারেল শিপলির রিপোর্ট জোরে জোরে পড়া শেষ করলেন।

ইটালিয়ান লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওরা আমাদেরকে হামলা করতে আসছে।'

'ওরা ইতিমধ্যে আমাদের ওপর হামলা করে বসেছে।' মন্তব্য করল ফরাসি।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে। কেয়ামত নেমে আসছে,' বলল রুশ।

'কোনও রাস্তা নেই...'

বাধা দিলেন জানুস, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এ কেয়ামত আমরা রুখে দিতে পারব।'

'কীভাবে? ওদের শর্তের কথা তো জানেনই,' বলল ইংরেজ।

'ওদের শর্ত পূরণ করার প্রশ্নই ওঠে না,' বলল ব্রাজিলীয়।

'আমরা আমাদের বৃক্ষ সম্পদ নিয়ে যা খুশি করব। তা নিয়ে ওদের এত মাথাব্যথা কেন? তথাকথিত গ্রীন হাউস ইফেক্ট আসলে বৈজ্ঞানিক আবর্জনা। এ দিয়ে কিছুই প্রমাণিত হয়নি।'

'আমাদের কী হবে?' প্রশ্ন করল জার্মান। 'ওরা যদি আমাদের শহরের বাতাস পরিষ্কার করতে বাধ্য করে তাহলে তো কল-কারখানা সব বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কোনও অস্তিত্বই থাকবে না।'

'গাড়ি উৎপাদনও বন্ধ করতে হবে,' বলল জাপানি।

'সভ্য দুনিয়ার কী দশা হবে?'

'আমাদের সবার দশা একই রকম,' বলল রাশান।

'ওদের কথা মত পল্যুশন বন্ধ করতে হলে পৃথিবীর অর্থনীতিই যাবে ধ্বংস হয়ে। স্টার ওয়র্স শুরু হবার আগে আমাদের আরও সময় দরকার।'

জানুস বললেন, 'আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। আমাদের বর্তমান সমস্যা হলো মানুষজনকে শান্ত রাখা এবং আতঙ্ক যাতে ছড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ।'

'কমান্ডার বেলামির কী খবর?' জানতে চাইল ক্যানাডিয়ান।

'সে খুব ভালো কাজ করছে। দু'একদিনের মধ্যেই তার কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

একত্রিশ

কিয়েভ, সোভিয়েত ইউনিয়ন

দেশের বেশিরভাগ নারীর মত ওলগা রোমানচাঙ্কোও পেরোস্ত্রোইকার মোহ থেকে মুক্ত। শুরুতে মাদার রাশিয়ায় যেসব পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। রাস্তায় বইছিল স্বাধীনতার বাতাস, ভেসে বেড়াচ্ছিল আশা। বলা হয়েছিল দোকানে পাওয়া যাবে তাজা মাংস এবং সব্জি, সুন্দর সুন্দর পোশাক এবং চামড়ার আসল জুতোসহ আরও নানান জিনিস। কিন্তু ছ'বছর পরে পুরোটাই পরিণত হয় তিক্ত ভ্রমে। জিনিসপত্র আগের চেয়েও দুস্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। ব্ল্যাক মার্কেট ছাড়া বেঁচে থাকাই হয়ে ওঠে দুঃসহ। সব ধরনের জিনিসের দাম চলে যায় নাগালের বাইরে এবং পণ্যও পাওয়া যাচ্ছিল না। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন, বেড়ে চলে অপরাধ। আরও কঠোরভাবে আরোপিত হয় নানান বিধিনিষেধ। রাজনীতিবিদদের ফাঁকা প্রতিশ্রুতির বুলির মতই শূন্য বলে প্রমাণিত হয় পেরোস্ত্রোইকা এবং গ্লাসনস্ত।

কিয়েভের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লেঙ্কোমসোমল স্কোয়ারে, লাইব্রেরিতে গত সাত বছর ধরে কাজ করছে ওলগা। তার বয়স বত্রিশ, জীবনেও কোনওদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে পা দেয়নি। সে দেখতে মন্দ নয়, গড়ন একটু মোটার দিকে, তবে রাশিয়ায় ওভারওয়েট নারীদের জন্য বিশেষ কোনও সমস্যা নয়। ওলগা দুজন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করত। দু'জনেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। একজন দিমিত্রি, চলে গেছে লেনিনগ্রাদ এবং ইভান গেছে মস্কো। ওলগা মস্কো যাবার চেষ্টা করেছিল। তবে *প্রোপিস্কা* বা মস্কো রেসিডেন্স পারমিট ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

তেত্রিশে পা দেবে ওলগা, সে সিদ্ধান্ত নেয় আবার তাকে লৌহ যবনিকা গ্রাস করার আগে পৃথিবী একটু ঘুরে দেখবে। সে হেড লাইব্রেরিয়ানের কাছে গেল। ঘটনাক্রমে মহিলা তার খালা।

'আমার ক'দিনের ছুটি লাগবে,' বলল ওলগা।

'কবে থেকে দরকার?'

'আগামী হপ্তায়।'

'বেশ। ছুটি পাবে।'

পেরোস্ত্রোইকার আগে ছুটি কাটানো মানে কৃষ্ণ সাগর, সমরখন্দ অথবা তিবিলিসিতে গমন অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও শহর ঘুরে আসা। এখন

ঘুরে বেড়ানোর জন্য গোটা দুনিয়া তার কাছে উন্মুক্ত। ওলগা লাইব্রেরির তাক থেকে অ্যাটলাসের মানচিত্র নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। কী বিশাল পৃথিবী! আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা...অতদূর যাবার সাহস অবশ্য নেই ওলগার। সে ইউরোপের মানচিত্র উল্টেপাল্টে দেখল। *সুইটজারল্যান্ড।* ভাবল সে। *এখানেই যাব আমি।*

সুইটজারল্যান্ড যেতে চাওয়ার প্রধান কারণটি ওলগা কাউকে বলেনি। সে একবার সুইশ চকোলেট খেয়েছিল। এমন মজার স্বাদ! সে জীবনেও ওই চকোলেটের কথা ভুলবে না। মিষ্টি খেতে ভালো লাগে ওলগার। রাশিয়ায় ক্যান্ডি তেমন পাওয়া যায় না। কিন্তু ওতে মিষ্টির 'ম'ও নেই আর স্বাদ অতিশয় জঘন্য।

কিন্তু চকোলেট কেড়ে নিল ওলগার জীবন।

অ্যারোফ্লোটে জুরিখ যাত্রার শুরুটাই ছিল উত্তেজনাকর। ওলগা এর আগে কখনও প্লেনে চড়েনি। বুক ভরা আনন্দ নিয়ে সে জুরিখের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করল। এখানকার আবহাওয়াটাই যেন ভিন্নরকম। *সত্যিকারের স্বাধীনতার গন্ধই বোধহয় এরকম,* ভাবল ওলগা। খুব বেশি টাকাকড়ি সঙ্গে আনতে পারেনি সে। তাই লিমমাটকুয়াই ১৩৬-এ সস্তা এবং ছোট হোটেল লিন্ডন হারেতে উঠল সে।

রিসেপশন ডেস্কে ভাঙা ইংরেজিতে ক্লার্ককে বলল ওলগা, 'এই প্রথম সুইটজারল্যান্ড এসেছি আমি। কোথায় কোথায় ঘুরতে যেতে পারি বলবেন কি?'

'অবশ্যই। এখানে ঘোরাঘুরি করার অনেক জায়গা আছে। আপনি শহর দিয়ে ট্যুর শুরু করতে পারেন। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।'

জুরিখ শহর ওলগার কাছে অসাধারণ লাগল। শহরের দৃশ্য এবং শব্দ তাকে মুগ্ধ করে তুলল। রাস্তায় দামি দামি পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষজন, দামি গাড়িতে চড়ছে। ওলগার মনে হলো জুরিখের সবাই কোটিপতি। আর দোকানপাটগুলো যা সুন্দর। জুরিখের মূল শপিং সড়ক বাহ্নহফস্ট্রাসে ঘুরে বেড়াল ওলগা। মুগ্ধ নয়নে দোকানের জানালা দিয়ে দেখল ড্রেস, কোট, জুতো, গহনা, ডিশ, ফার্নিচার, অটোমোবাইল, বই, টিভি, রেডিও, খেলনা এবং পিয়ানো। পণ্যের যেন শেষ নেই। তারপর ওলগা গেল স্প্রাংগিলিতে। এটা কনফেকশনারি এবং চকোলেটের জন্য বিখ্যাত। আর কত রকমের যে চকোলেট! বড় বড় বাক্সভর্তি মিক্সড চকোলেট, চকোলেট বানি, চকোলেট লোফ, চকোলেট দেয়া বাদাম, চকোলেট-কলা, চকোলেট-বীন আরও কত কী! ইচ্ছে করছিল সব কিনবে। কিন্তু দাম শুনে ভিড়মি খেল। শেষে শুধু একটি ছোট বাক্সের চকোলেট এবং বড় একটি ক্যান্ডি বার কিনল।

ওলগা ঘুরে দেখল জুরিখ হর্ন পার্ক, রিয়েটবার্গ মিউজিয়াম, গ্রস মানস্টার। এটি একাদশ শতকের একটি গির্জা। এ ছাড়া আরও ডজনখানেক অন্যান্য

চমৎকার ট্যুরিস্ট স্পট ঘুরে দেখল ওলগা। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এল ছুটি। লিন্ডনহার-এর হোটেল ক্লার্ক ওলগাকে বলল, 'সানশাইন ট্যুরস বাস কোম্পানি আল্পস ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। আপনি ইচ্ছে করলে দেখে আসতে পারেন। ভালোই লাগবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল ওলগা। 'আমি দেখার চেষ্টা করব।'

ওলগা হোটেল থেকে আবার স্প্রেংগিলি গেল। তারপর গেল সানশাইন ট্যুরস বাস কোম্পানিতে। তারা আল্পস ঘুরিয়ে দেখাল। দৃশ্যপট অত্যন্ত মনোহর। ট্যুরের মাঝখানে ঘটল একটি ঘটনা। একটা বিস্ফোরণ দেখতে পেল ওরা। ওলগার মনে হলো ওটা ফ্লাইং সসার। তবে তার পাশে বসা কানাডীয় ব্যাংকার বলল সুইশ সরকারই ট্যুরিস্টদের চমকে দেয়ার জন্য ওরকম একটি নাটক সাজিয়েছে। ফ্লাইং সসার বলে কিছু নেই। তবে ব্যাংকারের কথা বিশ্বাস হলো না ওলগার। সে কিয়েভে ফিরে ঘটনাটি বলল খালাকে।

'অবশ্যই ওটা ফ্লাইং সসার,' বলল তার খালা। 'ওগুলো সারাক্ষণ রাশিয়ার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। তুমি গল্পটা কোনও খবরের কাগজে বিক্রি করে দাও।'

ওলগা একবার ভেবেছিল কোনও খবরের কাগজকে গল্পটা বলবে। কিন্তু পরক্ষণে ভেবেছে এ নিয়ে সবাই তাকে হাসাহাসি করতে পারে। পার্টি তার সদস্যদের নিয়ে কোনওরকম পাবলিসিটি চায় না, বিশেষ করে সে ধরনের বিষয়ে যা তাদেরকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে পারে।

ইনট্যুরিস্ট বাসে এয়ারপোর্ট থেকে কিয়েভে পৌঁছুতে একঘণ্টা লেগে গেল। রবার্ট এবারই প্রথম কিয়েভে এসেছে। নতুন, ঝকঝকে হাইওয়ে দেখে ও মুগ্ধ হয়ে গেল। বড় বড় সুউচ্চ ভবন গড়ে উঠেছে চারপাশে। বাস থামল দিনিপার হোটেলের সামনে, পেট থেকে উগরে দিল জনা বারো যাত্রী। ঘড়ি দেখল রবার্ট। রাত আটটা। এখন লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবার কথা। কাল সকালের আগে আর শুরু করা যাচ্ছে না কাজ। সে প্রকাণ্ড হোটেলটিতে ঢুকে পড়ল। রুম ভাড়া করে রাখা হয়েছে আগেই। বার-এ বসে মদ পান করল রবার্ট। তারপর সাদামাটা চেহারার সাদা রঙের ডাইনিং রুমে গেল ডিনার খেতে। ক্যাভিয়ার, শস, টমেটো দিয়ে ডিনার করল। সেই সঙ্গে থাকল মাংসের ছোট টুকরো মেশানো পটেটো ক্যাসেরোল। সবশেষে পান করল ভদকা এবং মিনারেল ওয়াটার।

স্টক হোমের হোটেলে রবার্টের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন জেনারেল হিলিয়ার্ড।

ডিনার শেষে শহর ঘুরতে বেরুল রবার্ট। রাশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন শহরগুলোর একটি কিয়েভ। আকর্ষণীয়, ইউরোপীয় চেহারার শহরটি দানিপার নদীর তীরে। আছে সবুজ পার্ক এবং দু'পাশে গাছের সারিসহ রাস্তা। শহর জুড়ে চার্চ। *সুসানের এ শহর ভালোই লাগত,* ভাবল রবার্ট। সুসান কোনওদিন রাশিয়ায় আসেনি। সুসান ব্রাজিল থেকে ফিরেছে কিনা জানে না ও। হোটেলে ফিরেই সুসানকে ফোন করল রবার্ট। পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'হ্যালো?' *সেই সেক্সি কণ্ঠ!*

'হাই, ব্রাজিল কেমন লাগল?'

'রবার্ট! আমি কতবার তোমাকে ফোন করেছি। কোনও সাড়া পাইনি।'

'আমি বাড়ি নেই।'

'ওহ্,' একটু বিরতি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভালো আছ তো?'

'হুঁ। মানি...মন্টি কেমন আছে?'

'ও ভালো আছে, রবার্ট। কাল আমরা জিব্রাল্টার যাচ্ছি।'

মানিব্যাগের ফাকিং ইয়টে চড়ে অবশ্যই। কী যেন নাম ওটার? ও, হ্যাঁ। হ্যালসিয়ন।

'ইয়ট?'

'হ্যাঁ। তুমি এখানেও ফোন করতে পার। কল লেটার মনে আছে?'

রবার্টের মনে পড়ল WS 337। WS দিয়ে কী বোঝায়? **Wonderful susan...why seprate...wife stealer?**

'রবার্ট?'

'হ্যাঁ। মনে পড়েছে। whiskey Sugar 337।'

'আমাকে ফোন করবে তো? তুমি কেমন আছ শুধু এটুকু জানালেই চলবে।'

'শিওর। আই মিস ইউ, বেবী।'

'আই মিস ইউ টু, রবার্ট। টেক কেয়ার।' ফোন রেখে দিল সুসান।

দ্বাদশ দিন

পরদিন সকালে, লাইব্রেরি খোলার দশ মিনিট পরে, রবার্ট বিশাল, অন্ধকার ভবনটিতে ঢুকে পড়ল। পা বাড়াল রিসেপশন ডেস্কে।

'গুড মর্নিং,' বলল রবার্ট।

ডেস্কের পেছনে বসা মহিলা তাকাল চোখ তুলে। 'গুড মর্নিং। ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'জ্বী। আমি এক ভদ্রমহিলাকে খুঁজছি। এখানেই কাজ করে। ওলগা...'

'ওলগা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ।' সে পাশের ঘরে ইংগিত করল। 'ওকে ওখানে পাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

রবার্ট পাশের ঘরে ঢুকল। লম্বা টেবিলে কতগুলো ছেলে মুখ গোমড়া করে বই পড়ছে। *কোন্ ধরনের ভবিষ্যতের জন্য ওরা প্রস্তুত হচ্ছে?* ভাবল রবার্ট। সে ছোট একটি রিডিংরুম দেখতে পেল। ঢুকল ভেতরে। এক মহিলা তাকে বই রাখছে।

'এক্সকিউজ মি,' বলল রবার্ট।

ঘুরল মহিলা। 'জ্বী?'

'ওলগা?'

'আমি ওলগা। কী চাই?'

রবার্ট হাসি ফোটাল মুখে। 'রাশানদের ওপর পেরোস্ত্রোইকা কী ধরনের প্রভাব রাখছে তা নিয়ে খবরের কাগজে আমি একটি আর্টিকেল লিখছি। পেরোস্ত্রোইকা আপনার জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে?'

শ্রাগ করল মহিলা, 'গর্বাচেভের আগে আমরা মুখ খুলতে ভয় পেতাম। এখন আমরা মন খুলে কথা বলতে পারি।'

রবার্ট বলল, 'কিছু পরিবর্তন নিশ্চয় এসেছে। যেমন এখন নিশ্চয় দেশের বাইরে ঘুরতে যেতে পারছেন।'

'আপনি তামাশা করছেন। স্বামী এবং ছয় সন্তান নিয়ে দেশের বাইরে ঘুরতে যাবার সামর্থ্য কোথায় আমার?'

রবার্ট বলল, 'কিন্তু আপনি তো সুইটজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন এবং...'

'সুইটজাল্যান্ড? আমি জীবনেও সুইটজারল্যান্ডে যাইনি।'

ধীরে ধীরে বলল রবার্ট, 'আপনি কোনওদিন সুইটজারল্যান্ড যাননি?'

'বললামই তো,' সে কালো চুলের এক নারীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

‘ও গিয়েছে।’ মেয়েটি টেবিল থেকে বই তুলে নিচ্ছে।

রবার্ট চট করে মেয়েটির দিকে একবার তাকাল। ‘নাম কী ওর?’

‘ওলগা। আমার নামে নাম।’

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলঠ রবার্ট। ‘ধন্যবাদ।’

এক মিনিট পরে দ্বিতীয় ওলগার সঙ্গে কথা বলতে লাগল রবার্ট।

‘এক্সকিউজ মি,’ বলল ও। ‘রাশানদের ওপর পেরোস্ত্রোইকা কীরকম প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে খবরের কাগজে আমি একটি আর্টিকেল লিখছি।’

ভুরু কুঁচকে রবার্টের দিকে তাকাল মেয়েটি। ‘হ্যাঁ, বলুন।’

‘আপনার নাম কী?’

‘ওলগা। ওলগা রোমানচাঙ্কো।’

‘ওলগা, পেরোস্ত্রোইকা আপনার জীবনে কোনওরকম পরিবর্তন নিয়ে এসেছে কি?’

ছয় বছর আগে বিদেশী কারও সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেত ওলগা, এখন কথা বলার ওপর কোনও বিধিনিষেধ নেই।

‘তেমন একটা না,’ সতর্কতার সঙ্গে জবাব দিল সে। ‘সব কিছু আগের মতই রয়ে গেছে।’

রবার্ট গোঁয়ারের মত প্রশ্ন করল, ‘আপনার জীবনে কোনও পরিবর্তনই কী আসেনি?’

মাথা নাড়ল ওলগা। ‘না।’ তারপর উৎসাহ নিয়ে যোগ করল। ‘ও হ্যাঁ, এখন আমরা দেশের বাইরে ঘুরতে যেতে পারি।’

আগ্রহ দেখাল রবার্ট। ‘দেশের বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলেন কি?’

‘হ্যাঁ,’ গর্বিত স্বরে বলল ওলগা। ‘আমি মাত্র ক’দিন আগে সুইটজারল্যান্ড থেকে ঘুরে এলাম। খুব সুন্দর দেশ।’

‘তা বটে,’ সায় দিল রবার্ট। ‘ভ্রমণ পথে কারও সঙ্গে পরিচয় হয়নি?’

‘অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে। আমি বাসে চড়ে আল্পস পর্বতমালা ঘুরে দেখেছি।’

‘আচ্ছা?’ বলল রবার্ট। ‘বাসের অন্যান্য যাত্রীদের সম্পর্কে একটু বলুন শুনি।’

‘তারা বেশ বন্ধুবৎসল ছিল,’ জানাল ওলগা। ‘বেশিরভাগই বেশ ধনী। আপনাদের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকেও একজন এসেছিল। বেশ মজার মানুষ।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। সে আমাকে একটি কার্ডও দিয়েছিল।’

রবার্টের কলজে লাফিয়ে উঠল। ‘কার্ডটি আছে আপনার কাছে।’

‘না। ফেলে দিয়েছি।’ চারপাশে তাকাল ওলগা। ‘এ সব জিনিস না রাখাই ভালো।’

ধ্যাত!

যোগ করল সে। ‘তবে লোকটার নাম মনে আছে আমার। পার্কার।

আপনাদের কলমের নামে নাম। কেভিন পার্কার। রাজনীতির খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। সে সিনেটরদেরকে বলে দেয় কাকে ভোট দিতে হবে।'

বিস্মিত হলো রবার্ট। 'এরকমই বলেছে নাকি সে?'

'হ্যাঁ। সে সিনেটরদেরকে নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরতে যায়, তাদেরকে উপহার দেয়। তাঁরা তার কথামত ভোট দেন। আমেরিকায় ডেমোক্রেসি নাকি কাজ করে এভাবেই।'

লোকটা লবিয়িস্ট। রবার্ট আরও মিনিট পনের কথা বলল ওলগার সঙ্গে। তবে বাসের অন্যান্য যাত্রী সম্পর্কে আর কোনও তথ্য পেল না।

রবার্ট নিজের হোটেল রুম থেকে ফোন করল জেনারেল হিলিয়ার্ডকে।

'রাশান উইটনেসকে খুঁজে পেয়েছি। নাম ওলগা রোমানচাঙ্কো। কিয়েভের মেইন লাইব্রেরিতে চাকরি করে।'

'আমি রাশান একজন কর্মকর্তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার জন্য।'

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
NSA TO DEPUTY DIRFCTOR GRU
EYES ONLY
COPY ONE OF (ONE) COPIES
SUBJECT : OPERATION DOOMSDAY
8.OLGA ROMANCHANKO- KIEV
END OF MESSAGE

ওই দিন বিকেলে অ্যারোফ্লাট তুপোলেভ টিএ-১৫৪ জেটে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রবার্ট। তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট পরে সে এয়ার ফ্রান্সের বিমানে উড়াল দিল ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে।

রাত দুটো। ভ্রেটরিক স্ট্রিটে ওলগা রোমানচাঙ্কোর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে একটি গাড়ি এসে ব্রেক কষল। অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালগুলো এত পাতলা যে রাস্তা থেকে ভেসে আসা লোকের কথা শুনতে পাচ্ছে ওলগা। সে বিছানা থেকে নামল। জানালার সামনে এসে তাকাল নিচে। একটি কালো চাইকা গাড়ি থেকে নামছে সিভিল ড্রেস পরা দুই লোক। এ ধরনের গাড়ি শুধু সরকারি কর্মকর্তারাই ব্যবহার করে। লোক দুটোকে দেখে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা জল নামল ওলগার। গত কয়েক বছরে ওলগার কয়েকজন প্রতিবেশী অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাদের আর খোঁজ মেলেনি। কাউকে সাইবেরিয়ার গুলাগে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ওলগা ভাবছে সিক্রেট পুলিশ এবারে কাকে গ্রেফতার করতে এল। হঠাৎ তার দরজায় নক্

হলো। বিস্মিত হলো ওলগা। *আমার কাছে ওরা কী চায়? নিশ্চয় কোনও ভুল হয়েছে কোথাও।*

দরজা খুলে দিল ওলগা। লোক দুটো দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

'কমরেড ওলগা রোমানচাঙ্কো?'

'জ্বী।'

'Glavnoye RazvedyVatelnoye upravleniye,'

ভয়ঙ্কর GRU.

ওলগাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'ক্বী–কী চান আপনারা?'

'আমরা প্রশ্ন করব। আমি সার্জেন্ট ইউরি গ্রোমকভ। আর এ সার্জেন্ট ভ্লাদিমির জেমস্কি।'

হঠাৎ আতঙ্কবোধ করল ওলগা। 'কী– কী হয়েছে? আমি আবার কী করলাম?'

জেমস্কি বলল, 'অঃ, তাহলে আপনি জানেন আপনি কিছু করেছেন।'

'না, অবশ্যই না।' হতবুদ্ধি ওলগা। 'আমি জানি না আপনারা কেন এখানে এসেছেন।'

'বসুন,' খ্যাঁক করে উঠল গ্রোমেকভ। বসল ওলগা।

'আপনি সুইটজারল্যান্ড থেকে মাত্র বেরিয়ে ফিরলেন, তাই না?'

'জ–জ্বী' তোতলাচ্ছে ওলগা। 'কিন্তু...কিন্তু...আমি তো বৈধ পারমিশন পেয়েছিলাম...'

'গুপ্তচরবৃত্তি বৈধ নয়, ওলগা রোমানচাঙ্কো।'

'গুপ্তচরবৃত্তি?' ভয় পেয়ে গেল ওলগা। 'আমি বুঝতে পারছি না আপনারা কী বলছেন।'

বৃহদায়তনের লোকটা ওলগার শরীর দেখছে লোলুপ দৃষ্টিতে। ওলগার হঠাৎ মনে পড়ল সে শুধু পাতলা একটি নাইট গাউন পরে আছে।

'আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে,' বলল সে।

'কিন্তু আপনারা মারাত্মক কোনও ভুল করছেন। আমি একজন সাধারণ লাইব্রেরিয়ান। যে কাউকে জিজ্ঞেস করুন...'

টান মেরে ওলগাকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল সার্জেন্ট।

'আসুন।'

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'হেড কোয়ার্টার্সে। ওরা আপনাকে জেরা করবে।'

ওলগাকে নাইট গাউনের ওপর কোট পরার সুযোগ দিল ওরা। প্রায় ধাক্কা খেয়ে সিঁড়ি থেকে নামল ওলগা, ঢুকল চইকায়। তার মনে পড়ল এ ধরনের গাড়িতে একবার যারা উঠেছে তারা আর কোনওদিন ফিরে আসেনি। ভয়ে অসাড় হয়ে গেল ওলগা।

বিশালদেহী গ্রোমকভ গাড়ি চালাতে লাগল। ওলগা জেমিস্কির পাশে বসেছে। লোকটাকে তার সঙ্গীর চেয়ে কম ভীতিকর মনে হচ্ছে ওলগার কাছে। কিন্তু এদের

পরিচয় জানার পর থেকে ওর মস্তিষ্ক কোনও কাজ করছে না। জানে না ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে।

'আমার কথা বিশ্বাস করুন,' অনুনয় করল ওলগা। 'আমি কোনওদিন আমার দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা...'

'চুপ,' খেঁকিয়ে উঠল গ্রোমকভ।

ভ্লাদিমির জেমস্কি বলল, 'মেয়েটার সঙ্গে খামোকা খারাপ ব্যবহার কোরো না। সত্যি বলতে কী ওর কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে।'

আশা লাফিয়ে উঠল ওলগার বুকে।

'সময় বদলেছে,' বলে চলল কমরেড জেমস্কি। 'নিরাপরাধ মানুষদের হয়রানি করা পছন্দ করেন না গর্বাচেভ। ওই দিন এখন চলে গেছে।'

'কে বলল এ মেয়ে নিরপরাধ?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল গ্রোমকভ। 'ও নিরাপরাধ হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। এটা নির্ধারণ করার মালিক হেডকোয়ার্টার্স।'

ওলগা ওদের কথা শুনছে। ওরা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে আলোচনায় মগ্ন যেন ওলগার কোনও অস্তিত্বই নেই।

জেমস্কি বলল, 'ইউরি, তুমি জানো মেয়েটা অপরাধী হোক বা না হোক নির্যাতনের মুখে সে স্বীকারোক্তি দেবেই। আমার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না।'

'কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।'

'আছে।'

'কী?'

ওলগার পাশে লোকটি এক মুহূর্ত নীরব থাকল। 'শোনো,' বলল সে। 'মেয়েটিকে আমরা ছেড়ে দিই না কেন? ওদেরকে বলব মেয়েটিকে আমরা বাড়িতে পাইনি। ওরা কয়েকদিন পরে ব্যাপারটা ভুলে যাবে।'

ওলগা কিছু বলার চেষ্টা করল কিন্তু মুখ শুকিয়ে কাঠ। সে মনেপ্রাণে কামনা করছে পাশে বসা লোকটি যেন তার সঙ্গীর সঙ্গে তর্কে জিতে যায়।

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল গ্রোমকভ। 'আমরা ওর জন্য ঝুঁকি নিতে যাব কেন? আমাদের লাভ কী? সে আমাদের বিনিময়ে কী দেবে?'

জেমস্কি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ওলগার দিকে। রা ফিরে পেল ওলগা। 'আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।'

'আপনার কাছে টাকা কে চেয়েছে? আমাদের টাকার অভাব নেই।'

গ্রোমকভ বলল, 'ওর কাছে দেয়ার আরও জিনিস আছে।'

ওলগা কিছু বলার আগেই জেমস্কি বলে উঠল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, ইউরি ইভানোভিচ। তুমি ওর কাছ থেকে ওরকম কিছু পাবার আশা কোরো না।'

'দেয়া না দেয়া ওর ইচ্ছে। তার ইচ্ছে হলে দেবে না হলে আমাদের সঙ্গে হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে হপ্তা দুয়েক ধোলাই খাবে। ওরা সম্ভবত ওকে শিজুতে রেখে দেবে।'

শিজু'র কথা শুনেছে ওলগা। এটা চার ফুট বাই আট ফুট দৈর্ঘের একটি কারা

প্রকোষ্ঠ। কাঠের বিছানা, কম্বল নেই। *দেয়া না দেয়া ওর ইচ্ছে।* ওরা কী চায় ওর কাছে?

জেমস্কি ফিরল ওলগার দিকে। 'আপনি এখন কী করবেন?'

'আ...আমি ঠিক জানি না।'

'পার্টনার বলছে আপনি যদি ওর প্রত্যাশা পূরণ করেন তাহলে সে আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছে।'

'কি...কিন্তু আমাকে কী করতে হবে?'

রিয়ারভিউ মিররে ওলগার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল গ্রোমকভ। 'তোমার সময় থেকে কয়েক মিনিট ধার দাও।'

ওলগা হঠাৎ বুঝতে পারল ওরা কী চাইছে। সে মাথা নাড়ল। 'না, আমি ওসব করতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল গ্রোমাকভ। 'হেডকোয়ার্টার্সে তোমাকে নিয়ে ওদের ভালোই সময় কাটবে।'

'দাঁড়ান!' আঁতকে উঠল ওলগা। ও শুনেছে যাদেরকে গ্রেফতার করে GRU'র সদরদপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। তারা গ্রেফতারকৃতকে আইনী সহায়তা দেয় না, কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই। GRU বহু মেয়েকে স্রেফ ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে। ফাঁদে পড়ে গেছে ওলগা। জেলে নিয়ে গিয়ে ওরা ওকে পেটাবে, বলাৎকার করবে। তারচেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু এ লোক দুটোকে কয়েক মিনিটের জন্য শরীর ভোগ করতে দিলে এরা তাকে ছেড়ে দেবে বলছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওলগা।

'ঠিক আছে,' করুণ গলায় বলল ও। 'আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবেন?'

গ্রোমকভ বলল, 'ভালো একটা জায়গা চেনা আছে আমার।' সে গাড়ি ঘোরাল।

ফিসফিস করল জেমস্কি। 'দুঃখিত। ও এখন চার্জে আছে। আমি বাধা দেয়ার অধিকার রাখি না।'

ওরা উজ্জ্বল লাল রঙে রাঙানো শেভচেঙ্কো অপেরা হাউস পার হলো, চলল গাছ দিয়ে ঘেরা একটি পার্ক অভিমুখে। এ সময়ে পার্কে জনমনিষ্যির চিহ্ন মাত্র নেই। গ্রোমকোভ গাছের নিচে দাঁড় করাল গাড়ি। বন্ধ করে দিল বাতি এবং ইঞ্জিন।

'নামো,' বলল সে।

তিনজনে নেমে এল গাড়ি থেকে।

গ্রোমকভ তাকাল ওলগার দিকে। 'তুমি ভাগ্যবতী। খুব সহজে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদেরকে তোমার এ জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

ওলগা শুধু মাথা ঝাঁকাল, কথা বলতে সাহস পেল না। গ্রোমকভ ছোট, ফাঁকা একটি জায়গায় নিয়ে এল ওদেরকে।

'কাপড় খোলো।'

'খুব ঠাণ্ডা,' বলল ওলগা। 'আমরা কী...?'

গ্রোমকভ ওলগার মুখে সপাটে চড় কষাল। 'যা বললাম তা করো। নইলে কিন্তু কপালে খারাবি আছে।'

ইতস্তত করছে ওলগা, সার্জেন্ট গায়ে আবার হাত দিতে যাচ্ছে দেখে দ্রুত কোটের বোতাম খুলতে লাগল। কোট খুলে মাটিতে ফেলে দিল ও।

'এবার নাইট গাউন,' আদেশ এল।

ধীরে ধীরে নাইট গাউন খুলে ফেলল ওলগা। কনকনে শীতল বাতাসে কাঁটা দিল গায়ে। চাঁদের আলো পিছলে পড়ছে ওর নগ্ন দেহে।

'চমৎকার শরীর,' বলল গ্রোমকভ। মুচড়ে দিল ওলগার স্তন।

'প্লিজ...'

'আরেকটা শব্দ করেছ কী তোমাকে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাব।' ওকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল গ্রোমকভ।

আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে একদম ভাবব না। আমি ভাবব এ মুহূর্তে সুইটজারল্যান্ডে বাসে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখছি।

গ্রোমকভ প্যান্ট খুলে ফেলল, ফাঁক করল ওলগার দুই পা।

আমি বরফে ঢাকা আল্পস দেখতে পাচ্ছি। একটি স্লেজ নিয়ে চলেছে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে।

ওলগার নিতম্ব হাত দিয়ে উঁচু করে ধরল গ্রোমকভ, তারপর সজোরে প্রবেশ করল ওর শরীরে। ব্যথা পেল ওলগা।

হাইওয়েতে কী সুন্দর সুন্দর গাড়ি। আমি জীবনেও এত গাড়ি দেখিনি। সুইটজারল্যান্ডে প্রতিটি মানুষের গাড়ি আছে।

গ্রোমকভ ওলগার শরীরে কোমর দিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে, ওকে দলিতমথিত করছে, গলা দিয়ে জান্তব ঘরঘর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

আমি পাহাড়ে ছোট্ট একটি বাড়ি করব। সুইশরা যেন কী বলে ওগুলোকে? শ্যালে। প্রতিদিন অনেক অনেক চকোলেট খাব।

গ্রোমকভ ওলগার শরীরের ওপর থেকে উঠে পড়ল। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। ফিরল জেমস্কির দিকে। 'এবার তোমার পালা।'

জেমস্কি টেনে নামাল প্যান্টের জিপার, শুয়ে পড়ল ওলগার গায়ে।

চমৎকার সুন্দর একটা জীবন যাপন করব ওখানে। আর কোনওদিন রাশিয়ায় ফিরব না। কক্ষনো না। নেভার।

জেমস্কি ওলগার শরীরে প্রবেশ করেছে। গ্রোমকভের চেয়েও বেশি ব্যথা দিচ্ছে ওলগাকে, জোরে জোরে খামচাচ্ছে নিতম্ব, হিমশীতল জমিনে ওকে যেন গেঁথে ফেলতে চাইছে। ওহ্, কী অসহ্য ব্যথা!

আমরা একটি খামারবাড়িতে থাকব। নির্জন বাড়িটিতে সবসময় বিরাজ করবে শান্তি। চমৎকার একটি বাগান করব। খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটাব বাগানে।

জেমস্কির কাজ শেষ। সে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'বাজি ধরে বলতে পারি ও ব্যাপারটা উপভোগ করেছে।' মুচকি হাসল সে

ওলগার ঘাড়ে হাত রাখল জেমস্কি। পরক্ষণে হ্যাঁচকা টানে ভেঙে ফেলল ঘাড়।

পরদিন স্থানীয় পত্রিকায় এক লাইব্রেরিয়ানের খবর ছাপা হলো। বলা হলো মহিলাকে ধর্ষণ করার পরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে সতর্ক করে দেয়া হলো রাতের বেলা তরুণীরা যেন পার্কের ধারেকাছেও না যায়।

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
DEPUTY DIRFCTOR GRU TO DEPUTY
DIRECTOR NSA
EYES ONLY
COPY ONE OF (ONE) COPIES
SUBJECT : OPERATION DOOMSDAY
8. OLGA ROMANCHANRO- KIKV-
TERMINATED
END OF MESSAGE

বত্রিশ

উইলার্ড স্টোন এবং মন্টি ব্যাংকস প্রকৃতিগতভাবেই পরস্পরের শত্রু। দু'জনেই নির্দয় শিকারি এবং দু'জনেই ওয়াল স্ট্রিটের পাথুরে জঙ্গলে শিকার করে।

দু'জনের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে একটি বিশাল ইউটিলিটি কোম্পানির মালিকানা নিয়ে। উইলার্ড স্টোন নিলামে প্রথম ডাকটি দিয়েছিলেন। এবং ভেবেছিলেন কেউ তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস পাবে না। কারণ তিনি এতটাই শক্তিশালী এবং তাঁর সম্পর্কে এমন সব ভীতিকর খবর বাজারে চাউর হয়ে আছে যে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখাতে পারে খুব কম মানুষই। তিনি যখন জানতে পারলেন মন্টি ব্যাংকস নামে এক তরুণ তাঁর বিরুদ্ধে নিলামে দ্বিতীয় ডাকটি ডেকেছে, তিনি বাধ্য হলেন নিজের দর চড়াতে। এবং নিলামে দর বাড়তেই লাগল। উইলার্ড স্টোন শেষ পর্যন্ত কোম্পানির মালিকানা লাভ করতে পারলেন বটে তবে এজন্য তাঁকে প্রচুর আর্থিক খেসারত দিতে হলো।

ছয় মাস পরে একটি বৃহৎ ইলেকট্রনিক ফার্ম নিলামে উঠল। ওই ফার্ম কিনতে গিয়ে আবার মন্টির মুখোমুখি হতে হলো উইলার্ড স্টোনকে। তবে এবারে জিতে গেল মন্টি। সে কিনে নিল ইলেকট্রনিক ফার্ম।

উইলার্ড স্টোন যখন শুনলেন একটি কম্পিউটার কোম্পানি কেনার ব্যাপারেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে যাচ্ছে মন্টি, সিদ্ধান্ত নিলেন এবারে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। দু'জনে বাহামার প্যারাডাইস আইল্যান্ডে মিলিত হলেন। উইলার্ড স্টোন ইতিমধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন মন্টি অত্যন্ত ধনবান একটি পরিবার থেকে এসেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে।

লাঞ্চে বসেছিলেন ওরা দু'জন। উইলার্ড স্টোন, বৃদ্ধ এবং জ্ঞানী। মন্টি ব্যাংকস তরুণ এবং উৎসুক। আলোচনার শুরুটা করলেন উইলার্ড স্টোন। 'তুমি আমার জন্য দিন দিন বিষফোঁড়া হয়ে উঠছ।'

হাসল মন্টি ব্যাংকস। 'আপনার মত মানুষ যখন একথা বলছেন, এটাকে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে মেনে নিচ্ছি আমি।'

'তুমি চাও কী?' জিজ্ঞেস করলেন স্টোন।

'আপনি যা চান। পৃথিবী জয় করতে।'

অন্যমনস্ক সুরে উইলার্ড স্টোন বললেন, 'বেশ। পৃথিবী বিশাল একটি জায়গা।'

'মানে?'

'আমাদের দু'জনের জন্যই এখানে প্রচুর জায়গা আছে।'

ওই দিন থেকে তাঁরা পার্টনার হয়ে গেলেন। যে যার ব্যবসা আলাদাভাবে চালিয়ে গেলেন ওঁরা। তবে নতুন কোনও প্রজেক্ট যখনই এল– হোক তা কাঠ, তেল কিংবা রিয়াল এস্টেট– ভাগাভাগি করে কাজটা নিলেন ওরা। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অ্যান্টি-ট্রাস্ট ডিভিশন বহুবার ওদের একত্রে 'ডিল' বন্ধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কারণ উইলার্ড স্টোনের যোগাযোগের হাত অনেক লম্বা। মন্টি ব্যাংকসের রাসায়নিক কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তার কোম্পানি হ্রদ এবং নদীর পানি দূষিত করে তুলেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র রহস্যময়ভাবে তুলে নেয়া হয়।

উইলার্ড স্টোন এবং মন্টি ব্যাংকস– উভয়ের জন্য "অপারেশন ডুমসডে" একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা দু'জনেই এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারা আমাজনে দশ মিলিয়ন একরের জমি কিনতে যাচ্ছেন। এমন লাভজনক 'ডিল' জীবনে করেননি ওরা।

আর এ কাজটি হাতে পাবার জন্য তারা যে কোনও বাধা দূর করতে বদ্ধ পরিকর।

তেত্রিশ
ত্রয়োদশ দিন
ওয়াশিংটন ডিসি

কেভিন পার্কার ভিজিটর্স গ্যালারিতে বসে উটাহ্র জুনিয়র সিনেটরের একঘেয়ে বক্তৃতা শুনছিল। গত পাঁচ মিনিটে এ নিয়ে তৃতীয়বার ঘড়ি দেখল সে। ভাবছে এ বক্তৃতার শেষ হবে কখন। বক্তৃতা শুনছে কারণ সিনেটরের সঙ্গে তার লাঞ্চ করার কথা। সে সিনেটরের কাছ থেকে একটা সুবিধা বাগিয়ে নিতে চায়। তার সঙ্গে মার্কিন সিনেটের বেশিরভাগ সিনেটরের সুসম্পর্ক। এদের কাছ থেকে নানান সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নেয় কেভিন। বিনিময়ে এদেরকেও অবশ্য দিতে হয় অনেক কিছু।

কেভিন পার্কারের জন্ম অরিগনের ইউজেনিতে, এক গরিব পরিবারে। তার মদ্যপ বাবার কাঠের ছোটখাট ব্যবসা ছিল। তবে ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলে দিয়েছিল বাপ। চোদ্দ বছর বয়সে রোজগারে নেমে পড়তে হয় কেভিনকে। কারণ তার মা আরেকজন পুরুষের সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল। পারিবারিক জীবন বলে কিছু ছিল না কেভিনের। বাপের মত উচ্ছন্নে যাবার প্রচুর রাস্তা খোলা থাকলেও ওদিকে ভুলেও পা বাড়ায়নি কেভিন। তার সম্পদ বলতে ছিল দুর্দান্ত সুন্দর চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব। ঢেউ খেলানো সোনালি চুল এবং অ্যাথলেটদের মত সুগঠিত শরীর সে পেয়েছিল বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। শহরের কিছু প্রভাবশালী মানুষের নেক নজরে ছিল কেভিন। তারা তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, তাকে নানানভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। শহরের সবচেয়ে ধনী মানুষ জেব গুডস্পেল কেভিনকে সাহায্য করতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁর কোম্পানিতে কেভিনকে খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। চিরকুমার গুডস্পেল একদিন তরুণ ছেলেটিকে নিজের বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত দিলেন।

'একদিন জীবনে অনেক বড় কিছু হবে তুমি,' গুডস্পেন বললেন ওকে। 'তবে বন্ধুদের সাহায্য ছাড়া কিছু করতে পারবে না।'

'আমি তা জানি, স্যার। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। চাকরিটা দিয়ে আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন।'

'তোমার জন্য আমি আরও অনেক কিছু করতে পারি,' বললে গুডস্পেল। ডিনার শেষে লিভিংরুমের কাউচে বসেছেন দু'জনে। ছেলেটির গায়ে হাত রাখলেন। 'অনেক কিছু,' ওর কাঁধ মুচড়ে দিলেন। 'তোমার চমৎকার একটি শরীর আছে, জান কি?'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'তোমার একা একা লাগে না?'

কেভিন সবসময়ই একা। 'জ্বী, স্যার।'

'আর একা লাগবে না,' ছেলেটির হাতে আদর করে হাত বুলাচ্ছেন গুডস্পেল। 'আমারও খুব একা লাগে, জানো। তোমার এমন কাউকে দরকার যে তোমার খুব কাছে থাকবে এবং তোমাকে স্বস্তি দিতে পারবে।'

'জ্বী, স্যার।'

'তোমার গার্ল ফ্রেন্ড নেই?'

'ওভাবে নেই। সু এলেনের সঙ্গে বারকয়েক ঘোরাঘুরি করেছি।'

'ওর সঙ্গে বিছানায় গেছ?'

লাজে রাঙা হলো ছেলেটির মুখ। 'না, স্যার।'

'তোমার বয়স কত, কেভিন?'

'ষোলো, স্যার।'

'দারুণ একটা বয়স। ক্যারিয়ার শুরু করার উপযুক্ত বয়স।' তিনি তরুণকে পরখ করলেন এক মুহূর্ত। 'বাজি ধরতে পারি রাজনীতিতে এলে তুমি খুবই ভালো করবে।'

'রাজনীতি? রাজনীতির আমি কিছুই বুঝি না, স্যার।'

'এজন্যই তোমাকে স্কুলে যেতে হবে। শিখতে হবে অনেক কিছু। আমি তোমাকে পড়াব।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'মানুষকে ধন্যবাদ দেয়ার অনেক উপায় আছে,' বললেন গুডস্পেল। ছেলেটির উরুতে নিজের হাত ঘষলেন। 'অনেক উপায়।' কেভিনের চোখে চোখ রাখলেন। 'আমি কি বলতে চাইছি তুমি কি তা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, জেব।'

ওটাই ছিল শুরু।

চার্চিল হাই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করার পরে কেভিন পার্কারকে অরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন গুডস্পেল। সেখানে কেভিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়ল। তার একটি গুণ ছিল– সে সহজেই যে কাউকে পটিয়ে ফেলতে পারে। ওয়াশিংটনে লবিয়িস্ট হওয়াটা কেভিনের জন্য ছিল স্বাভাবিক পদক্ষেপ। আর কাজটা সে পারতও ভালো।

বছর দুই আগে মারা গেছেন গুডস্পেল। তবে তার গুরুর কাছ থেকে যা শেখার শিখে নিয়েছে কেভিন। গুরু তাকে প্রতিভা এবং স্বাদ উপহার দিয়েছেন। সে কিশোরদের নিয়ে এমন সব সস্তা হোটেলে যায় যেখানে ধরা পড়ার ভয় নেই।

উটাহ্‌র সিনেটর বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কেভিন। বাঁচা গেল! অপেক্ষমাণ সন্ধ্যার কথা ভাবতেই শরীরের রক্তস্রোত দ্রুত হয়ে উঠল কেভিনের। গত পরশু রাতে বিখ্যাত গে বার ডেনিস 'পি' স্ট্রিট স্টেশনে দারুণ সুন্দর একটি ছেলেকে দেখেছে কেভিন। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে ছেলেটির সঙ্গে তার পুরুষ সঙ্গী ছিল। তবে কেভিনের সঙ্গে ছেলেটির বেশ বার কয়েক চোখাচোখি হয়েছে। এবং

চলে আসার আগে সে ছেলেটির হাতে একটি চিরকুট গুঁজে দেয়। চিরকুটে লেখা ছিল। 'কাল রাতে।' তরুণ মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকিয়েছে।

বাইরে যাবার জন্য দ্রুত পোশাক পরছে কেভিন পার্কার। ছেলেটি আসার আগেই বার-এ পৌঁছাতে চায় সে। তরুণের চেহারা খুবই আকর্ষণীয়। কেভিন চায় না আর কারও নজরে সে পড়ে যাক। সামনের দরজার ডোরবেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দিল কেভিন।

অচেনা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। 'কেভিন পার্কার?'

'হ্যাঁ...'

'আমার নাম বেলামি। আপনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে চাই।'

কেভিন অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'আমার সেক্রেটারির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসুন। অফিস আওয়ারের বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আমি কথা বলি না।'

'আমি ঠিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথা বলতে আসিনি, মি. পার্কার। আপনি কিছুদিন আগে সুইটজারল্যান্ড গিয়েছিলেন আমি ওই বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই।'

'সুইটজারল্যান্ডে ভ্রমণ নিয়ে কী কথা বলতে চান?'

'ওখানে যে সব লোকের সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের কারও কারও ব্যাপারে আমার এজেন্সি আগ্রহী।' রবার্ট সিআইএ'র নকল পরিচয়পত্র দেখাল।

কেভিন পার্কার লোকটিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল। সিআইএ তার কাছে কী চায়?

লোকটির সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করার কোনও ইচ্ছেই কেভিনের নেই। সে হেসে বলল, 'ভেতরে আসুন। যদিও আমার বেরুতে দেরি হয়ে গেল তবু দু'এক মিনিট সময় ব্যয় করা যাবে। বেশি সময় নেবেন না তো?'

'না, স্যার। আপনি জুরিখে বাস ট্যুর-এ গিয়েছিলেন?'

অ: তাহলে ব্যাপার এই! ফ্লাইং সসার নিয়ে খোঁজখবর। অমন সৃষ্টিছাড়া জিনিস জীবনে দেখেনি সে। 'আপনি ইউএফও সম্পর্কে জানতে চাইছেন, তাই না? ওয়েল, ওটা আমার জীবনের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল।'

'হতে পারে তবে আমাদের এজেন্সি ফ্লাইং সসার-টসার বিশ্বাস করে না। আমি আপনার সহযাত্রীদের সম্পর্কে জানতে চাইছি।'

অবাক হলো কেভিন। 'তাহলে বোধহয় আপনাকে তেমন সাহায্য করতে পারব না। ওদের কাউকেই আমি চিনি না।'

'তা বুঝতে পারছি, মি. পার্কার,' ধৈর্য নিয়ে বলল রবার্ট। 'কিন্তু কারও না কারও সম্পর্কে কিছু না কিছু স্মৃতি নিশ্চয় রোমন্থন করতে পারবেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেভিন। 'হয়তো বা...এক ইংরেজের কথা মনে পড়ছে। সে আমাদের ছবি তুলেছিল।'

লেসলি মাদারশেড। 'আর কেউ?'

'ও, হ্যাঁ। এক রাশান মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। বেশ হাসিখুশি মেয়েটি। লাইব্রেরিয়ান বা ওরকম কিছু একটা পদে চাকরি করে।'

ওলগা রোমানচাঙ্কো। 'বেশ। আর কারও কথা মনে পড়ছে, মি. পার্কার?'

'নাহ্, আর তেমন কেউ...ও হ্যাঁ, আরও দু'জন পুরুষের সঙ্গে কথা হয়েছে। একজন ছিল আমেরিকান, টেক্সান।'

ড্যান ওয়েন। 'অপরজন?'

'হাঙ্গেরিয়ান। হাঙ্গেরিতে সে কার্নিভাল নাকি সার্কাসের যেন খেলা দেখায়।' মনে পড়ে গেল তার। 'হ্যাঁ, কার্নিভাল।'

'আপনি এ ব্যাপারে শিওর, মি. পার্কার?'

'হ্যাঁ। কার্নিভাল নিয়ে নানান গল্প শোনাচ্ছিল সে। ইউএফও দেখে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমার মনে হচ্ছিল যদি পারত ওটাকে সে তার কার্নিভালে সাইড শো হিসেবে দেখাত। খুবই অদ্ভুত একটা দৃশ্য ছিল ওটা। লোকে হাসাহাসি করবে, বিশ্বাস করবে না ভেবে আমি আর ইউএফও নিয়ে কারও সঙ্গে কথাও বলতে যাইনি।'

'লোকটা কি তার নাম বলেছে আপনাকে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দুর্বোধ্য উচ্চারণের বিদেশী নাম। মনে পড়ছে না আমার।'

'তার ব্যাপারে আর কিছু মনে পড়ছে কী?'

'শুধু মনে আছে কার্নিভালে ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে।' ঘড়ি দেখল কেভিন। 'আর কিছু জানতে চান? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'না, ধন্যবাদ, মি. পার্কার। অনেক উপকার করলেন আপনি।'

'মাই প্লেজার,' রবার্টকে মধুর একটি হাসি উপহার দিল সে। 'আমার অফিসে আসুন একদিন। চুটিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে।'

'আসব।'

রবার্ট জেনারেল হিলিয়ার্ডকে ফোন করল। 'আমার কাজ গুছিয়ে ফেলেছি, জেনারেল, কেভিন পার্কারের খোঁজ পেয়েছি। সে ওয়াশিংটন ডিসির একজন লবিয়িস্ট। এবার শেষ যাত্রীটির খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।'

'তোমার কাজে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট,' বললেন জেনারেল হিলিয়ার্ড। 'খুবই ভালো কাজ দেখিয়েছ তুমি, কমান্ডার, যত দ্রুত সম্ভব আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

'জ্বী, স্যার।'

FLASH MESSAGE

TOP SECRET ULTRA

NSA TO DEPUTY DIRFCTOR CIA

EYES ONLY

COPY ONE ONE OF (ONE) COPIES

SUBJECT : OPERATION DOOMSDAY

9. KEVIN PARKER- WASHINGTON D.C

END OF MESSAGE

কেভিন পার্কার ড্যানিশ ‘শি’ স্ট্রিট স্টেশনে পৌঁছে দেখল গে ক্লাবটিতে গতকালকের চেয়েও আজ বেশি ভিড়। বয়সীরা কনজারভেটিভ সুট পরেছে, বেশিরভাগ তরুণের পরনে লিভাইস্‌ ব্লেজার এবং বুট। কেভিন স্যুট এবং বুট। কেভিন লক্ষ করল অনেকেই ইতিমধ্যে তাদের পার্টনার খুঁজে নিয়েছে। তবে যার খোঁজে কেভিন এসেছে সে এল বেশ একটু দেরি করে। তাকে সেদিনের চেয়েও অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে। সে ক্লাবে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছিল। কেভিনকে দেখে এগিয়ে এল।

‘গুড ইভনিং।’

‘গুড ইভনিং, সরি, দেরি হয়ে গেল।’

‘ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।’

একটি সিগারেট বের করল তরুণ। তাতে আগুন ধরিয়ে দিল কেভিন।

‘আমি তোমার কথাই এতক্ষণ ভাবছিলাম,’ বলল সে।

‘তাই নাকি?’

ছেলেটির চোখের পাপড়িগুলো অসম্ভব সুন্দর।

‘হ্যাঁ। তোমাকে একটা ড্রিংক কিনে দিই?’

‘এতে যদি তুমি খুশি হও কিনে দাও।’

হাসল কেভিন। ‘আমাকে তুমি খুশি করতে চাও?’

কেভিনের চোখে চোখ রাখল ছেলেটি, নরম গলায় বলল, ‘হ্যাঁ, চাই।’

‘গত রাতে একটা লোকের সঙ্গে দেখেছিলাম তোমাকে। ভুল সঙ্গী বাছাই করেছিলে তুমি।’

‘আর তুমি কি সঠিক সঙ্গী?’

‘হতে পারি। প্রমাণ হয়ে যাক না? চলো না একটু হাঁটি।’

‘আপত্তি নেই।’

উত্তেজনা বোধ করল কেভিন। ‘আমি একটা জায়গা চিনি ওখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না।’

‘বেশ। তাহলে ওখানেই চলো।’

সদর দরজায় পা বাড়িয়েছে ওরা, দড়াম করে খুলে গেল কপাট। গাটাগোট্টা চেহারার দুই তরুণ ঢুকল বার-এ। ছেলেটির সামনে এসে দাঁড়াল রাস্তা আটকে। ‘এইবার তোকে পেয়েছি, হারামজাদা। আমার কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছিলি সেটা কোথায়?’

হতভম্ব হয়ে গেল তরুণ। ‘তুমি এসব কী বলছ! আমি তো তোমাকে কোনওদিন দেখিইনি...’

‘এখন না চেনার ভান করছ, চান্দু, না...’ সে তরুণের শার্টের কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল রাস্তায়। কেভিন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। রাগে জ্বলে যাচ্ছে গা। বাধা দেয়ার চিন্তা করেও সামলে নিল নিজেকে। এসবের মধ্যে জড়ানো মানে স্ক্যান্ডাল সৃষ্টি করা। সে দেখল তরুণ অদৃশ্য হয়ে গেছে রাতের আঁধারে।

দ্বিতীয় ছেলেটি কেভিনের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির ভঙ্গিতে হাসল।

'ভবিষ্যতে সঙ্গী নির্বাচন করবেন একটু সাবধানে। ওই ছোড়ার কপালে খারাবি আছে।'

কেভিন ছেলেটির দিকে তাকাল। সোনালি চুল, আকর্ষণীয়, ফিগার মোটামুটি মানানসই। ভাবল সন্ধ্যাটা হয়তো একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

'নিয়তি আমাদের কপালে কী লিখে রেখেছে আমরা কেউ তা বলতে পারি না, পারি কি?' কেভিনের চোখে চোখ রাখল ছেলেটি।

'না। পারি না। আমার নাম টম। তুমি?'

'পল।'

'তোমাকে একটা ড্রিংক কিনে দিই, পল?'

'ধন্যবাদ।'

'তোমার হাতে আজ রাতে বিশেষ কোনও কাজ আছে?'

'বিষয়টি নির্ভর করছে আপনার ওপর।'

'রাতটা আমার সঙ্গে কাটাতে আপত্তি আছে?'

'তেমন আপত্তি নেই।'

'তোমাকে কত দিতে হবে?'

'আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। দুশো দিলেই চলবে।'

'বেশ।'

'আপনাকে আমি হতাশ করব না।'

ত্রিশ মিনিট পরে পল কেভিন পার্কারকে নিয়ে জেফারসন স্ট্রিটের একটি পুরানো অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে চলে এল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তিনতলায়। ঢুকল ছোট একটি কক্ষে। কেভিন চারপাশে চোখ বুলাল। 'জায়গা বড্ড কম। এরচেয়ে হোটেল হলে ভালো হতো না?'

হাসল পল। 'এ জায়গাটা অনেক বেশি নির্জন। তাছাড়া আমাদের তো শুধু একটা বিছানা দরকার।'

'তা অবশ্য ঠিক। তুমি পোশাক খুলে ফেল। আমি পয়সা দিয়ে কী জিনিস কিনলাম দেখতে চাই।'

'অবশ্যই,' জামা খুলতে লাগল পল। চমৎকার ফিগার।

কেভিন ওকে দেখছে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

'এবার তুমি কাপড় খোলো,' ফিসফিস করল পল। 'জলদি। আমি তোমাকে চাই।'

'আমিও তোমাকে চাই, মেরী।' কাপড় খুলতে লাগল কেভিন।

'কোনটা তোমার পছন্দ?' জিজ্ঞেস করল পল। 'ঠোঁট নাকি নিতম্ব?'

'দুটোই। সারারাত পড়ে আছে। খুব মজা করব।'

'অবশ্যই। আমি বাথরুমে গেলাম,' বলল পল। 'এখুনি ফিরছি।'

কেভিন ন্যাংটো হয়ে শুয়ে থাকল বিছানায়, সামনে ওর জন্য যে সুখ অপেক্ষা করছে চোখ বুজে তার কল্পনায় বিভোর। শুনল তার সঙ্গী বেরিয়ে এসেছে বাথরুম

থেকে। এগিয়ে আসছে বিছানার দিকে।

হাত বাড়িয়ে দিল কেভিন। 'এসো, পল।'

'আসছি।'

বুকে যেন জ্বলন্ত লোহার শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হলো, আর্তনাদ করে চোখ মেলে চাইল কেভিন। একটা ছুরি ঢুকে আছে ওর বুকে। কাতরাতে কাতরাতে কেভিন বলল, 'মাই গড, কী...?'

পোশাক পরছে পল। 'টাকার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না,' বলল সে। 'ওটা বাড়িতেই আছে।'

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
CIA TO DEPUTY DIRFCTOR CIA
EYES ONLY
COPY ONE ONE OF (ONE) COPIES
SUBJECT OPERATION DOOMSDAY
9. KEVIN PARKER- WASHINGTON D.C
TERMINATED
END OF MESSAGE

রবার্ট বেলামি লেট নিউজ বুলেটিন মিস করল কারণ সে তখন প্লেনে হাঙ্গেরিতে চলেছে কার্নিভালের মালিক এক লোকের সন্ধানে।



চৌত্রিশ
চতুর্দশ দিন
বুদাপেস্ট

মালেভ এয়ারলাইন্সের বিমানে প্যারিস থেকে বুদাপেস্ট পৌঁছুতে সময় লাগল দুইঘণ্টা পাঁচ মিনিট। হাঙ্গেরি সম্পর্কে রবার্টের জ্ঞান খুবই সীমিত। শুধু জানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশটি অক্ষশক্তির পক্ষে ছিল। পরে রাশান স্যাটেলাইটে পরিণত হয়। এয়ারপোর্টের বাসে চড়ে বুদাপেস্টের কেন্দ্রস্থলে চলে এল রবার্ট। যা চোখে পড়ল তাতেই মুগ্ধ হলো। ভবনগুলো প্রাচীন এবং শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত। রুডলফ কুয়েতে পার্লামেন্ট হাউসটি সুবিশাল। শহর জুড়ে নিও-গথিক স্ট্রাকচারের ছড়াছড়ি, ক্যাসল হিলে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন রয়েল প্যালেস। রাস্তায় গাড়ি আর পথচারীদের অভাব নেই।

বাস থামল হোটেল ডুনা ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে। লবিতে চলে এল রবার্ট। দাঁড়াল কনসিয়ার্জের সামনে।

'এক্সকিউজ মি,' বলল রবার্ট। 'ডু ইউ স্পীক ইংলিশ?'

'*ইগান।* জ্বী। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমার এক বন্ধু দিনকয়েক আগে বুদাপেস্ট থেকে ঘুরে গেছে। সে একটি কার্নিভালের খুব প্রশংসা করছিল। ভাবলাম শহরে যখন আছিই, দেখে যাই ওটা। কোথায় গেলে কার্নিভাল দেখা যাবে বলতে পারবেন?'

ভুরু কোঁচকাল কনসিয়ার্জ। 'কার্নিভাল?' সে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে তাতে চোখ বুলাল। 'বুদাপেস্টে এ মুহূর্তে অপেরা, কয়েকটি থিয়েটার প্রডাকশন, ব্যালে, রাত-দিনের ট্যুর আর এক্সকারশন চলছে...' মুখ তুলে চাইল সে। 'দুঃখিত। কোনও কার্নিভাল চলছে না।

'আপনি শিওর?'

কনসিয়ার্জ কাগজের টুকরোটি দিল রবার্টকে। 'আপনি নিজেই দেখুন।' হাঙ্গেরি ভাষায় লেখা।

রবার্ট ফিরিয়ে দিল কাগজপত্র। 'ঠিক আছে। এ বিষয়ে আর কারও সঙ্গে কথা বলা যাবে কী?'

কনসিয়ার্জ বলল, 'সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিতে পারেন। ওরা হয়তো কোনও খবর দিতে পারবে।'

ত্রিশ মিনিট পরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এক কেরানির সঙ্গে কথা বলল রবার্ট।

'বুদাপোস্ট কোনও কার্নিভাল হচ্ছে না। হাঙ্গেরিতে কার্নিভাল দেখছেন আপনার বন্ধু?'

'জ্বী।'

'কিন্তু জায়গাটার নাম উল্লেখ করেন নি?'

'না।'

'আমি দুঃখিত আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারছি না।'

অধৈর্য শোনাল কেরানির কণ্ঠ। 'অন্য আর কোনও খবরের যদি প্রয়োজন হয়...'

'না,' চেয়ার ছাড়ল রবার্ট। 'ধন্যবাদ।' ইতস্তত করল ও। 'আরেকটা প্রশ্ন। আমি যদি হাঙ্গেরিতে কার্নিভাল বা সার্কাস দেখাতে চাই, অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি?'

'নিশ্চয়।'

'পারমিট আনতে কোথায় যেতে হবে?'

'বুদাপেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব লাইসেন্সে।'

লাইসেন্স ভবনটি বুদায়, মধ্যযুগীয় শহরটির কাছেই। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে তাকে এক কর্মকর্তা ডাক দিল।

'ক্যান আই হেল্প ইউ?'

হাসল রবার্ট। 'আশা করি। সামান্য বিষয়টি নিয়ে আপনার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। আমি আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছি শহরে। সে কার কাছে যেন শুনেছে হাঙ্গেরিতে কার্নিভাল হচ্ছে। তাকে কার্নিভাল দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি। জানেনই তো বাচ্চাদের মাথায় একবার কিছু ঢুকলে ওটার শেষ দেখা চা-ই তাদের।'

'আসলে আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?' জিজ্ঞেস করল কর্মকর্তা।

'আমাকে কেউ বলতে পারল না কার্নিভালটি কোথায় হচ্ছে। হাঙ্গেরি এত বড় এবং সুন্দর একটা দেশ...আমাকে বলা হয়েছে কেউ এ বিষয়ে কোনও খবর দিতে পারে তো সে আপনি।'

মাথা দোলাল কর্মকর্তা। 'হ্যাঁ। এখানে লাইসেন্স ছাড়া কোনও কিছু প্রদর্শনের অনুমতি নেই।' বাযার টিপল সে। ঢুকল এক সেক্রেটারি। তারা হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় দ্রুত কী যেন বলল। চলে গেল সেক্রেটারি। ফিরে এল কিছু কাগজপত্র নিয়ে। কর্মকর্তাকে দিল ওগুলো। কর্মকর্তা ওতে চোখ বুলিয়ে রবার্টকে বলল, 'গত তিন মাসে আমরা কার্নিভালের জন্য দুটি পারমিট দিয়েছি। একটি গত মাসে বন্ধ হয়ে গেছে।'

'অপরটি?'

'অপরটি সপরনে এ মুহূর্তে খেলা দেখাচ্ছে। এটা জার্মান সীমান্তের কাছে ছোট্ট একটি শহর।'

'কার্নিভালের মালিকের নামটা বলতে পারবেন?'

আবার কাগজে চোখ বুলাল কর্মকর্তা। 'বুশফেকেট। লাসলো বুশফেকেট।

লাসলো বুশফেকেট তার জীবনের সেরা দিনগুলো কাটাচ্ছে। পৃথিবীতে খুব কম মানুষই আছে যারা যেমনটি চায় সেভাবে জীবনযাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করে। আর লাসলো সেই স্বল্প ক'জন ভাগ্যবানদের একজন। লাসলো বিশালদেহী, উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি, ওজন তিনশ পাউন্ড। সে হাতে হিরে লাগানো ঘড়ি পরে, আঙুলে হিরের আংটি এবং বড় একটি সোনার ব্রেসলেট তার কব্জি জড়িয়ে থাকে। তার বাবার ছোটখাট একটি কার্নিভাল ছিল। বাপের মৃত্যুর পরে ওটার মালিকানা পেয়ে যায় লাসলো।

লাসলো বুশফেকেট একজন স্বপ্নবাজ মানুষ। সে তার ছোট কার্নিভালটিকে ইউরোপের বৃহত্তম এবং সেরা কার্নিভালে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে। তার কার্নিভালে এ মুহূর্তের আকর্ষণ হলো: ফার্স্ট লেডি এবং ট্যাটু ম্যান, সিয়ামিজ টুইন, হাজার বছর বয়সি মমি, তরবারি খাদক, আগুনখেকো এবং সুন্দরী সাপুড়ে মারিকা। তবে কার্নিভালের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে আরও চিত্তাকর্ষক কিছু যোগ করা দরকার। এবং সেটাই করতে যাচ্ছে লাসলো। তার স্বপ্ন অবশেষে পূরণ হতে চলেছে।

লাসলো সুইটজারল্যান্ডে গিয়েছিল এক এস্কেপ শিল্পীর অডিশন নিতে। লোকটা চোখ এবং হাত বাঁধা অবস্থায় বড় একটি ট্রাংকে ঢুকে পড়ে। ট্রাংক ডুবিয়ে দেয়া হয় পানিতে। সে বাঁধন খুলে বেরিয়ে আসে। ফোনে বর্ণনা শুনতে ভালোই লাগছিল। তাই লাসলো উড়ে এসেছিল সুইটজারল্যান্ড। কিন্তু যখন দেখল পানিতে ডুবে যাওয়ার পরে এস্কেপ আর্টিস্টের মুক্ত হয়ে ভেসে উঠতে ঝাড়া আধঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে, উৎসাহ হারিয়ে ফেলে সে। দর্শকের খেয়েদেয়ে কাজ নেই ত্রিশ মিনিট একটা বন্ধ ট্রাংকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

লাসলোর মনে হচ্ছিল সুইটজারল্যান্ড আসাটাই অর্থ এবং সময়ের অপচয়। প্লেনে ওঠার মত পর্যাপ্ত সময় হাতে ছিল বলে সে বাসে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আর তখনই তার জীবন বদলে যায় আমূল।

সহযাত্রীদের মত লাসলোও বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখেছে, শব্দ শুনেছে। ভেবেছিল প্লেন ক্রাশ। তাই অকুস্থলে ছুটে গিয়েছিল যাত্রীদের কেউ বেঁচে আছে কিনা দেখতে। গিয়ে দেখে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ওটা যে একটা ফ্লাইং সসার ছিল তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ভেতরে ছিল অদ্ভুত দুটি প্রাণী। অন্য যাত্রীরা যখন হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছে লাসলো ওই সময় ইউএফও'র চারপাশটা ঘুরে দেখছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। অবিশ্বাসে বড় হয়ে যায় চোখ। ধ্বংসাবশেষ থেকে দশ ফুট দূরে, অন্যদের দৃষ্টিসীমার বাইরে, মাটিতে পড়ে ছিল একটি কাটা হাত। হাতে ছয়টি আঙুল। দুটি বুড়ো আঙুল। লাসলো হাতটি মাটি থেকে চট করে তুলে নিয়ে নিজের পকেটে চালান করে দেয়। তার বুক ধুকপুক করছিল। কারণ সে এখন ভিনগ্রহবাসীর একটি কাটা হাতের অধিকারী। শুধু এ হাত দেখিয়েই সে কোটি কোটি টাকা কামাই করতে পারবে। হাঙ্গেরিতে ফিরে

স্বপ্ন পূরণের জন্য আর তর সইছিল না লাসলো বুশফেকেটের।

বাড়ি ফিরে লাসলো লক্ষ করে রুমালে পেঁচানো হাতটি শুকিয়ে চিমসে মেরে গেছে। তবে হাতের গায়ে লেগে থাকা কাদামাটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করার সময় ওটার আবার যেন প্রাণ ফিরে পায়। চামড়ার ভাঁজ দূর হয়ে যায় নিমিষে।

লাসলো হাতটি গোপন এবং নিরাপদ একটি জায়গায় রেখেছে। হাত রাখার জন্য সে বিশেষ একটি কাচের বাক্স তৈরি করার অর্ডারও দিয়েছে। সে কাচের বাক্সে হাতটি পুরে নিয়ে গোটা ইউরোপে প্রদর্শনী করবে। সারা পৃথিবীতে এ হাত দেখিয়ে বেড়াবে সে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে জাদুঘরেও। বিজ্ঞানী, রাষ্ট্র প্রধানরাও থাকবেন তার হাতের দর্শক হিসেবে। তবে সবার কাছ থেকেই সে এজন্য পয়সা নেবে। লাসলোর কোটিপতি হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

লাসলো তার সৌভাগ্যের কথা কাউকে বলেনি, এমনকি তার সুইটহার্ট মারিকাকেও না। মারিকা গোক্ষুর এবং পাফ অ্যাডার দিয়ে খেলা দেখায়। অত্যন্ত বিষধর দুটি সাপ। তবে সাপ দুটোর বিষ দাঁত ভেঙে দেয়া হয়েছে। দর্শক অবশ্য তা জানে না। লাসলো বিষধর একটি গোক্ষুরও রেখেছে। এটা দিয়েও সে খেলা দেখায়। এ সাপটিকে দিয়ে সে ইঁদুর নিধন করে। দর্শক দেখে শিহরিত হয় বিষধর গোক্ষুর নিয়ে অর্ধনগ্ন মারিকা খেলা করছে। তাদের অবশ্য জানার কথা নয় বিষধর গোক্ষুরটিকে কৌশলে সরিয়ে ওখানে বিষদাঁত ভাঙা অপর গোক্ষুরটিকে চালান করে দেয়া হয় খেলা দেখানোর জন্য। হপ্তায় দুই/তিন দিন রাতে মারিকা লাসলোর তাঁবুতে আসে এবং তার পোষা সাপগুলোর মত আদর করতে থাকে লাসলোকে।

মাত্র গতরাতে ওরা মিলিত হয়েছে, প্রচণ্ড যৌন উন্মাদিনী মারিকার অবিশ্বাস্য জিমন্যাস্টিক্সের ধকল এখনও সামলে উঠতে পারেনি লাসলো। সে গতরাতের স্মৃতিচারণ করছিল, বাধা পেল এক দর্শনার্থীর আগমনে।

'মি. বুশফেকেট?'

'জ্বী। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'শুনলাম গত হপ্তায় আপনি সুইটজারল্যান্ড গিয়েছিলেন।'

সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠল লাসলো। *হাত চুরি করার দৃশ্যটি কি কেউ দেখে ফেলেছে?* 'কী...কী ব্যাপার?'

'আপনি গত রোববার একটি বাস ট্যুরে ছিলেন?'

'ছিলাম।'

রবার্ট বেলামির পেশীতে ঢিল পড়ল। অবশেষে শেষ হচ্ছে ওর কাজ। এ হলো সর্বশেষ প্রত্যক্ষদর্শী। রবার্ট একটি অসম্ভব মিশন নিয়েছিল এবং সেটা ভালোয় ভালোয় শেষও করেছে। প্রতিটি উইটনেসকে খুঁজে পেয়েছে সে। কাঁধ থেকে দশমণি পাথর নেমে গেল রবার্টের। ও এখন মুক্ত। এখন ও বাড়ি ফিরে যাবে। শুরু করবে নতুন জীবন।

'আমার সফরের খবর দিয়ে আপনার কী দরকার, জনাব?'

'না, তেমন কিছু দরকার নেই,' বলল রবার্ট। 'আপনার যাত্রীদের ব্যাপারে জানার প্রয়োজন ছিল, মি. বুশফেকেট। তবে এখন আর তা দরকার নেই। আমি সব তথ্যই পেয়ে গেছি। কাজেই...'

'সমস্ত যাত্রীর কথা মনে আছে আমার,' বলল লাসলো।

'ইটালির সরভিয়েটো থেকে এক ইটালিয়ান প্রীস্ট এসেছিলেন, মিউনিখের কেমিস্ট্রির এক প্রফেসর ছিলেন– কিয়েভের একটি লাইব্রেরিতে কাজ করত একটি মেয়ে, ছিল টেক্সাসের ওয়াকোর এক র‍্যাঞ্চার, কানাডার এক ব্যাংকার এবং ওয়াশিংটন ডিসির পার্কার নামে এক লবিয়িস্ট।'

মাই গড, ভাবল রবার্ট, এ লোকটাকে যদি আগে পেতাম, কত সময় বেঁচে যেত আমার। লোকটার স্মৃতিশক্তি দারুণ। 'আপনার দেখছি সবার কথাই মনে আছে,' মন্তব্য করল রবার্ট।

'হুঁ,' হাসল লাসলো। 'ও হ্যাঁ, আরও একটি মেয়ে ছিল।'

'রাশান মেয়েটি।'

'না, না। আরেকটি মেয়ে। লম্বা, রোগা। সাদা ড্রেস পরনে।'

আগের যাত্রীদের কেউ তো এরকম কোনও মেয়ের কথা বলেনি, ভাবল রবার্ট। 'আপনি বোধহয় ভুল করছেন।'

'না, ভুল করছি না,' দৃঢ় গলায় বলল লাসলো। 'ওখানে দুটি মেয়ে ছিল।'

মনে মনে গুণল রবার্ট। নাহ্। মিলছে না। 'এ হতেই পারে না।'

অপমানিত বোধ করল লাসলো। 'ফটোগ্রাফার লোকটা যখন ইউএফও'র সামনে আমাদের দাঁড়া করিয়ে ছবি তুলছিল, ওই মেয়েটি তখন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। খুবই সুন্দরী।' বিরতি দিল সে। 'তবে তাকে আমি বাসে দেখতে পাইনি। মেয়েটিকে কেমন বিষণ্ণ লাগছিল।'

ভুরু কোঁচকাল রবার্ট। 'আপনারা সবাই বাসে ফিরে আসার পরে মেয়েটিকে দেখেননি?'

'নাহ্। দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আমি আসলে ইউএফও নিয়ে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, অন্য কোনও দিকে তেমন মনোযোগ ছিল না।'

কোথায় যেন কিছু মিলছে না। প্রত্যক্ষদর্শী দশজন নাকি এগারজন? চেক করে দেখবে ঠিক করল রবার্ট। 'ধন্যবাদ, মি. বুশফেকেট।'

'মাই প্লেজার।'

'গুড লাক।'

মুচকি হাসল লাসলো। 'ধন্যবাদ।' ওর আর ভাগ্যের প্রয়োজন নেই। যে জিনিস ওর কাছে আছে তাতে আর ভাগ্যের সহায়তার দরকার হয় না।

সে রাতে জেনারেল হিলিয়ার্ডকে চূড়ান্ত রিপোর্ট দিল রবার্ট বেলামি। 'লোকটার নাম লাসলো বুশফেকেট। সে হাঙ্গেরির সপরনে একটা কার্নিভাল চালায়।'

'এটাই শেষ উইটনেস?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিল রবার্ট। 'জ্বী, স্যার।'
'ধন্যবাদ, কমান্ডার। ওয়েল ডান।'

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
NSA TO DEPUTY DIRFCTOR HRQ
EYES ONLY
SUBJECT OPERATION DOOMSDAY
10. LASLO BUSHFEKETE- SOPRON
END OF MESSAGE

কার্নিভাল বন্ধের পরে গভীর রাতে ওরা এল। তারপর পনের মিনিট বাদে চলে গেল, যেভাবে এসেছিল সেভাবে, নিঃশব্দে।

সুখ স্বপ্ন দেখছিল লাসলো বুশফেকেট। ভিনগ্রহবাসীর হাত দেখার জন্য ৫০০ ফোরিন্টের টিকেট কেনার জন্য লম্বা লাইন দিয়েছে দর্শক তার তাঁবুর সামনে। \

এরপরে স্বপ্নের দৃশ্যপট বদলে গেল। লাসলো মারিকার সঙ্গে, বিছানায়। দু'জনেই নগ্ন। মারিকার নরম স্তন পিষে যাচ্ছে তার শক্ত বুকে, মারিকা সাপের মত লকলকে জিভ বুলাচ্ছে তার সারা গায়ে। উত্তেজিত লাসলো হাত বাড়াল মারিকাকে আলিঙ্গন করার জন্য। হাতে ঠাণ্ডা, পিচ্ছিল কী যেন ঠেকল। জেগে গেল লাসলো। চাইল চোখ মেলে এবং চিৎকার করে উঠল। আর তখন ছোবল হানল গোক্ষুর।

পরদিন ওরা লাসলোকে তার তাঁবুতে পেল মৃত অবস্থায়। বিষধর গোক্ষুরের খাঁচা খোলা। সাপটি নেই।

FLASH MESSAGE
TOP SECRET ULTRA
HRQ TO DEPUTY DIRFCTOR NSA
EYES ONLY
COPY ONE OF (ONE) COPIES
SUBJECT OPERATION DOOMSDAY
10. LASLO BUSHFEKETE- SOPRON
TERMINATED
END OF MESSAGE

লাল ফোনে ফোন করলেন জেনারেল হিলিয়ার্ড। 'জানুস, কমান্ডার রবার্ট বেলামির কাছ থেকে ফাইনাল রিপোর্টটি পেয়ে গেছি। সে সর্বশেষ উইটনেসকে খুঁজে বের

করেছে। ওদের সবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।'

'চমৎকার। আমি অন্যদেরকে খবরটি পৌঁছে দেব। আপনি আমাদের বাকি প্ল্যান অনুসারে কাজ করুন।

'এখুনি করছি।'

FLASH MESSAGE

TOP SECRET ULTRA

SIFAR, M16, GRU, CIA, COMSEC, DCI, CGHQ, BFV

EYES ONLY

COPY ONE OF (ONE) COPIES

SUBJECT OPERATION DOOMSDAY

11. COMMANDER ROBERT BELLAMY

TERMINATED

END OF MESSAGE

দ্বিতীয় খণ্ড
শিকার

পঁয়ত্রিশ
পঞ্চদশ দিন

হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে রবার্ট বেলামি। *এগার-নাম্বার কোনও উইটনেস কি সত্যি আছে? যদি থাকেই তাহলে অন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ মেয়েটির কথা বলল না কেন?* যে লোকটি বাসের টিকেট বিক্রি করছিল সে বলেছিল বাসে যাত্রী ছিল মোট সাতজন। রবার্ট নিশ্চিত হাঙ্গেরিয়ান কার্নিভাল মালিক কোথাও একটা ভুল করেছে। ব্যাপারটাকে সহজেই কাটিয়ে দিতে পারে সে তবে তার ট্রেনিং পাওয়া মন বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করতে পারছে না। বুশফেকেটের গল্প ও চেক করে দেখবে। *হ্যানস বেকারম্যান। জানলে বাস ড্রাইভারই জানবে।*

সানসাইন ট্যুরসে ফোন করল রবার্ট। অফিস বন্ধ। সুইটজারল্যান্ড গিয়ে বেকারম্যানের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল রবার্ট। ও কোথাও কোনও ফাঁক-ফোকর রাখতে চায় না।

অনেক রাতে জুরিখে পৌঁছাল রবার্ট। বাতাস ঠাণ্ডা, মুড়মুড়ে এ আকাশে পূর্ণ চাঁদ। গাড়ি ভাড়া করে কাপেল-এর ছোট্ট গাঁয়ে পথ চিনে চলে আসতে সমস্যা হলো না। চার্চ পার হলো ও, হ্যানস বেকারম্যানের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল। বাড়ি অন্ধকার। দরজায় কড়া নাড়ল রবার্ট। অপেক্ষা করছে। আবার নক করল। হিমেল হাওয়া কামড় বসাচ্ছে গায়ে। কাঁপছে রবার্ট।

অবশেষে দরজা খুলল ফমসেস বেকারম্যান। পরনে পুরানো, রংচটা ফ্ল্যানেলের রোব। *'বিত্তে?'*

'মিসেস বেকারম্যান, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সেই সাংবাদিক যে হ্যানসের ওপর আর্টিকেল লিখছে। এত রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তবে আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার।'

চুপ হয়ে রইল মহিলা। 'মিসেস বেকারম্যান?'

'মারা গেছে হ্যানস।'

চমকে উঠল রবার্ট। 'কী?'

'আমার স্বামী আর নেই।'

'আ...আমি দুঃখিত। কীভাবে?'

'পাহাড় দিয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল তার গাড়ি।' তিক্ত গলা। 'ডাম্পকফ পোলিজি বলছে সে নাকি মাদক নিয়েছিল।'

'মাদক?' আমি দুঃখিত আপনাকে মদ খাওয়াতে পারছি না। পেটের ব্যথা কমানোর জন্য ডাক্তার আমাকে কোনও ওষুধ পর্যন্ত দিচ্ছে না। কারণ ওষুধে আমার অ্যালার্জি আছে।

'পুলিশ বলেছে অ্যাক্সিডেন্ট?'

'জা।'

'তারা কি অটোপসি করেছে?'

'করেছে। রক্তে ড্রাগস পেয়েছে। কিন্তু আমার স্বামী তো ড্রাগস নিত না।'

কী বলবে বুঝতে পারছে না রবার্ট। শেষে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিসেস বেকারম্যান। আমি...'

একজন প্রত্যক্ষদর্শী চলে গেল। না...দু'জন। লেসলি মাদারশেড আগুনে পুড়ে মারা গেছে। রবার্ট অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দু'জন উইটনেস মৃত। ফার্মের ইন্সট্রাক্টরের কণ্ঠ যেন শুনতে পাচ্ছে ও

'আজ আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলব। কো ইনসিডেন্স' আমাদের কাছে কাকতালীয় বিষয় বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। কাকতাল মানেই বিপদ।

আপনারা যদি একই লোকের বারবার পিছু নিতে থাকেন অথবা চলার পথে একই গাড়ি বারবার চোখে পড়ে, লুকিয়ে পড়ুন। কারণ সম্ভবত আপনি বিপদের মধ্যে আছে।

সম্ভবত বিপদের মধ্যে আছেন। বিভ্রান্ত লাগছে রবার্টের। যা ঘটেছে তা মনে হচ্ছে কাকতালীয়। *তবু...রহস্যময় যাত্রীটি সম্পর্কে খোঁজ নেব আমি।*

রবার্ট প্রথম ফোনটি করল কানাডার ফোর্ট স্মিথে, শোকাহত এক নারীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'বলুন?'

'উইলিয়াম ম্যানকে একটু দিন, দয়া করে।'

করুণ গলাটি বলল, 'আমি দুঃখিত। আমার স্বামী...উনি আর আমাদের সঙ্গে নেই।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'উনি আত্মহত্যা করেছেন।'

আত্মহত্যা? চশমখোর ওই ব্যাংকারটা? এসব হচ্ছেটা কী? অবিশ্বাস্য একটি বিষয় চিন্তা করছে ও। তবুও... ও একের পর এক ফোন করতে লাগল।

'প্রফেসর স্মিট, প্লিজ।'

'আহ্!' প্রফেসর ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করতে গিয়ে বিস্ফোরণে মারা গেছেন...'

'ড্যান ওয়েনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'বেচারা। তার সাধের স্ট্যারিয়নের পায়ের নিচে চাপা পড়ে ভর্তা হয়ে

গেছে...'

'লাসলো বুশফেকেট, প্লিজ।'
'কার্নিভাল বন্ধ। মারা গেছে লাসলো...'

'ফ্রিৎজ ম্যান্ডেল, প্লিজ।'
'ফ্রিৎজ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে...'

'ওলগা রোমানচাঙ্কো।'
'বেচারি। এত কম বয়স ছিল মেয়েটার অথচ...'

'ফাদার পাট্রিনি, প্লিজ।'
'উনি ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন।'

'কেভিন পার্কারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'
'কেভিন খুন হয়েছেন...'

মারা গেছে। সবাই মারা গেছে! রবার্ট বেলামি এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে আর প্রত্যেকে মারা গেছে। কিন্তু ওকে কারও মৃত্যুর খবর জানানো হয়নি। কারণ হারামিগুলো চেয়েছে রবার্ট প্রত্যক্ষদর্শীদের দেশ থেকে চলে যাবার পরে তাদের মেরে ফেলবে। আর এদের সম্পর্কে রবার্ট শুধু জেনারেল হিলিয়ার্ডের কাছে রিপোর্ট করেছে।

আমরা এ মিশনে আর কাউকে জড়াব না...তুমি প্রতিদিনকার প্রগ্রেস আমাকে জানিয়ে দেবে।

ওরা উইটনেসদের খুঁজে বের করার কাজে ব্যবহার করেছে রবার্টকে। এর কারণ কী? অটো স্মিট খুন হয়েছেন জার্মানিতে। হ্যানস বেকারম্যান এবং ফ্রিৎজ ম্যান্ডেল সুইটজারল্যান্ডে। ওলগা রোমানচাঙ্কোকে মেরে ফেলা হয়েছে রাশিয়ায়। 'ড্যান ওয়েল এবং কেভিন পার্কারকে আমেরিকায়। কানাডায় উইলিয়াম ম্যান। লেসলি মাদারশেড ইংল্যান্ডে, ফাদার পাট্রিনি ইটালিতে এবং লাসলো বুশফেকেট হাঙ্গেরিতে। তার মানে আধ ডজনেরও বেশি দেশের নিরাপত্তা সংস্থা ইতিহাসের বৃহত্তম কভার আপের সঙ্গে জড়িত। অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের কেউ চেয়েছে ইউএফও ক্রাশের সকল উইটনেসকে মেরে ফেলতে। *কিন্তু কে? এবং কেন?*

এটি একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং রবার্ট বেলামি এর মধ্যে আটকে পড়েছে।

রবার্টের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওকেও কেউ খুন করতে চাইছে। তবে ও কোনও ঝুঁকি নেবে না। প্রথমে ওর দরকার একটা ভুয়া পাসপোর্ট। তার মানে রোমে

রিক্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

পরের প্লেনে উঠে পড়ল রবার্ট। জেগে থাকার জন্য রীতিমত লড়াই করতে হলো। বুঝতে পারেনি ও কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গত পনের দিনের চাপ ওর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল বিমান। টার্মিনালে ঢুকেই সুসানকে চোখে পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ল রবার্ট। ওর দিকে পেছন ফেরা সুসান। রবার্ট প্রথমে ভাবল ওর বোধহয় ভুল হয়েছে। কিন্তু তখন সুসানের কণ্ঠ শুনতে পেল ও।

'ধন্যবাদ। আমাকে নিতে গাড়ি আসবে।'

রবার্ট পা নামিয়ে চলে এল ওর পাশে। 'সুসান...'

ঘুরল সুসান, রবার্টকে দেখে চমকিত। 'রবার্ট...হোয়াট আ লাভলী সারপ্রাইজ!'

'আমি জানতাম তুমি জিব্রাল্টারে,' বলল রবার্ট।

আড়স্ট হাসি ফুটল সুসানের ঠোঁটে, 'হ্যাঁ। ওখানেই যাচ্ছি। এখানে মন্টির কিছু কাজ আছে। আজ রাতেই রওনা হচ্ছি আমরা। তুমি রোমে কী করছ?'

জান বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। একটা কাজ করছি।

বলতে চাইল এটাই আমার শেষ কাজ। তারপর চাকরিটা ছেড়ে দেব আমি। তারপর থেকে আমরা একত্রে থাকব। আমাদেরকে আর কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। মন্টিকে ছেড়ে দাও।

চলে এসো আমার কাছে। কিন্তু বলতে পারল না কথাগুলো। ও অনেক ক্ষতি করেছে সুসানের। সুসান এখন তার নতুন জীবন নিয়ে সুখী।

সুসান লক্ষ করছে ওকে। 'তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।'

হাসল রবার্ট। 'খুব দৌড়ের ওপরে আছি তো, তাই।'

ওরা একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সেই জাদুটা এখনও আছে ওদের চোখে। সেই কামনা, স্মৃতি, হাসি এবং পরস্পরকে কাছে পাবার ব্যাকুলতা।

সুসান রবার্টের একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে নরম গলায় বলল, 'রবার্ট, ওহ্, রবার্ট। আমরা যদি...'

'সুসান...'

এমন সময় শোফারের পোশাক পরা মোটাসোটা এক লোক এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'গাড়ি রেডি, মিসেস ব্যাংকস।' ভেঙে গেল জাদু।

'ধন্যবাদ,' সুসান ফিরল রবার্টের দিকে। 'দুঃখিত। আমি এখন যাব। শরীরের যত্ন নিও।'

'নিশ্চয়।' ওকে চলে যেতে দেখল রবার্ট। ওকে কত কথা বলার ছিল। কিছুই বলা হলো না।

রবার্ট একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল হ্যাসলার হোটেল অভিমুখে।

'ওয়েলকাম ব্যাক, কমান্ডার।'

'ধন্যবাদ।'

'আমি বেলম্যানকে বলছি। আপনার ব্যাগগুলো নিয়ে যাবে।'

'দাঁড়ান।' ঘড়ি দেখল রবার্ট। রাত দশটা বাজে। মন চাইছে ওপরে গিয়ে বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে। কিন্তু আগে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

'আমি এখুনি রুমে ঢুকব না,' বলল রবার্ট। 'আমার ব্যাগ-ট্যাগগুলো একটু ওপরে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।'

'অবশ্যই কমান্ডার।'

রবার্ট লবির বাইরে চলে এল ট্যাক্সি ভাড়া করতে।

রাস্তার ওপারে ধূসর রঙের একটা ওপেল নজর কাড়ল ওর। নজর কাড়ার কারণ চারপাশের দামি গাড়ির মধ্যে ওটাকে বড্ড বেমানান লাগছে।

'ভায়া মন্টি গ্রাম্পো,' ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল রবার্ট। গাড়ি চলছে, রিয়ার উইন্ডোতে তাকাল রবার্ট। কোনও ধূসর রঙের ওপেল দেখতে পেল না। আমি একটু বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছি। ভাবল ও। ভায়া মন্টি গ্রাম্পায় পৌঁছেছে ওরা, রাস্তার কিনারে গাড়ি থামাল রবার্ট। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে, চোখের কিনারে ধরা পড়ল ধূসর ওপেল, আধ ব্লক দূরে। হাঁটতে শুরু করল রবার্ট, গজেন্দ্র গমনে চলছে, একটা দোকানের সামনে থেমে দাঁড়াল। দোকানের জানালার কাচে ফুটল ধূসর ওপেলের প্রতিবিম্ব। ধীরগতিতে আসছে ওর পেছন পেছন। রবার্ট বুঝে ফেলল গাড়িটা ওকে অনুসরণ করছে। তবে ওপেলকে খসাতে ওর দু'মিনিটও লাগল না। সে একটা ট্যাক্সি ডাকল। 'ভায়া মন্টিচেল্লি।'

ভবনটা পুরানো। এ ভবনে রবার্ট এর আগে বেশ কয়েকবার এসেছে বিভিন্ন মিশনে। বেজমেন্টের তিন ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে দরজায় নক করল রবার্ট। পিপহোলে উঁকি দিল একটি চক্ষু। একটু পরেই খুলে গেল দরজা।

'রবার্টো!' চেঁচিয়ে উঠল এক লোক। জড়িয়ে ধরল ওকে।

'এতদিন কোথায় ছিল, *মাইও আমিসো?*'

লোকটি হোঁৎকা, ষাটের ওপরে বয়স, মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-সাদা দাড়ি, ঘন ভুরু। হলুদ দাঁত, চর্বিতে থলথল করছে চিবুক।

'আমি ভালো আছি, রিক্কো।'

'তোমার জন্য কী করতে পারি, বন্ধু?'

'একটা কেস নিয়ে কাজে ব্যস্ত আছি,' বলল রবার্ট। 'হাতে সময় খুব কম। চটজলদি একটা পাসপোর্ট বানিয়ে দিতে পারবে?'

হাসল রিক্কো। 'প্রশ্নটা 'পোপ কি ক্যাথলিকে'র মত হয়ে গেল না?' সে ঘরের কিনারে রাখা একটি কেবিনেট খুলল। 'কোন্ দেশের পাসপোর্ট চাই তোমার?' সে নানা রঙের প্রচ্ছদ সম্বলিত অনেকগুলো পাসপোর্ট বের করে দেখাল। 'আমার কাছে আছে গ্রিক পাসপোর্ট, টার্কিশ, যুগোশ্লোভিয়ান, ইংলিশ...'

'আমেরিকান,' বলল রবার্ট।

নীল প্রচ্ছদের একটি পাসপোর্ট বের করল রিক্কো।

'তাও আছে। আর্থার বাটারফিল্ড নামটা কেমন লাগে তোমার?'

'চলবে।'

'দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তোমার একটা ছবি তুলব।'

রবার্ট দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রিক্কো ড্রয়ার খুলে পোলারয়েড ক্যামেরা বের করল। এক মিনিট পরে ছবি দিল সে রবার্টকে।

'ছবিতে আমার হাসিমুখ নেই,' বলল রবার্ট।

বিস্মিত হলো রিক্কো। 'কী?'

'ছবিতে আমি হাসছি না। আরেকটা তোলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল রিক্কো। 'ঠিক আছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।'

দ্বিতীয় পাসপোর্টের ছবিতে হাসি দিল রবার্ট। ছবি দেখে বলল, 'এটা আগেরটার চেয়ে ভালো হয়েছে।' সে আগের ছবিটি আলগোছে ফেলে দিল নিজের পকেটে।

'এবারে শুরু হবে হাই-টেক পার্ট,' ঘোষণার সুরে বলল রিক্কো। সে একটি বেঞ্চিতে হেঁটে গেল। ওখানে একটি লেমিনেটিং মেশিন রাখা। সে ছবিটি পাসপোর্টের মধ্যে রাখল।

রবার্ট একটি টেবিলে পা বাড়াল। টেবিলে কলম, কালিসহ নানান জিনিস রয়েছে। রবার্ট একটি রেজর ব্লেড এবং ছোট একটি বোতল ঢোকাল পকেটে।

রিক্কো নিজের হাতের কাজ দেখছিল। 'মন্দ হয়নি,' বলল সে।

পাসপোর্টটি দিল রবার্টকে। 'দাও। পাঁচ হাজার ডলার ছাড়ো।'

রবার্ট বিনা বাক্যব্যয়ে দশটি পাঁচশ ডলারের নোট দিল রিক্কোকে।

'তোমার মত লোকের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে,' বলল রিক্কো। 'তুমি জানো তোমার প্রতি আমার কী রকম টান রয়েছে।'

রবার্ট ভালো করেই জানে ওর প্রতি রিক্কোর অনুভূতির কথা। রিক্কো একজন ঝানু জাল পাসপোর্ট নির্মাতা। সে আধডজন সরকারের সঙ্গে কাজ করে এবং কারও প্রতিই সে বিশ্বস্ত নয়। পাসপোর্টটি পকেটে রেখে দিল রবার্ট।

'গুড লাক, মি. বাটারফিল্ড,' হাসল রিক্কো।

'ধন্যবাদ।'

রবার্ট চলে যাওয়ামাত্র ফোনের দিকে হাত বাড়াল রিক্কো। তথ্য সবসময় অর্থের সন্ধান দেয়।

বাইরে এসে, রবার্ট নতুন পাসপোর্টটি বের করল, ফেলে দিল ডাস্টবিনে। ওরা আর্থার বাটারফিল্ডকে খুঁজে মরুক।

ধূসর ওপেলটিকে আধ ব্লক দূরে দেখতে পেল রবার্ট।

অপেক্ষা করছে। আশ্চর্য, ওটা টের পেল কী করে রবার্ট এখানে আছে? নিশ্চয় ওরা কোনও হোমিং ডিভাইস ব্যবহার করছে। এবং ডিভাইসটি নির্ঘাৎ রবার্ট বহন করে চলেছে। ওর কাপড়ের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে? না, সে সুযোগ ওরা পায়নি।

জামাকাপড় গোছানোর সময় ক্যাপ্টেন ডোহাটি ওর সঙ্গে ছিল বটে তবে সে জানত না রবার্ট কী কী পোশাক নিয়েছে। রবার্ট চিন্তা করতে লাগল এমন কী জিনিস ওর কাছে আছে যার সাহায্যে ওরা ওকে সহজেই খুঁজে পাচ্ছে। ...টাকা, চাবি, ওয়ালেট, রুমাল। ক্রেডিট কার্ড।

হ্যাঁ, ক্রেডিট কার্ড। আমার এটা আর দরকার হবে না, জেনারেল। এটা আপনি সারাক্ষণের জন্য রেখে দিতে পারেন।

হারামজাদা। ক্রেডিট কার্ডেই ওরা হোমিং ডিভাইস লাগিয়ে রেখেছিল। এজন্যই এতক্ষণ ওদেরকে ফাঁকি দিতে পারেনি রবার্ট।

ধূসর ওপেলকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। রবার্ট পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ডখানা বের করে উল্টোপাল্টে দেখল। সাধারণ ক্রেডিট কার্ডের চেয়ে এটা সামান্য মোটা। চাপ দিতেই ভেতরে একটা আস্তরণ টের পেল রবার্ট। ভেতরে ওরা রিমোট কন্ট্রোল পুরে দিয়েছে। বেশ, ভাবল রবার্ট। হারামজাদাগুলোকে একটু ব্যস্ত রাখা যাক।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ট্রাক। কোনও ট্রাকে খালাস হচ্ছে মাল, কোনওটাতে তোলা হচ্ছে অন্যকিছু। লাইসেন্স প্লেটে চোখ বুলিয়ে চলল রবার্ট। থেমে দাঁড়াল একটি লাল ট্রাকের সামনে এসে। এটার লাইসেন্স প্লেট ফ্রান্সের। চারপাশে চোখ বুলাল রবার্ট কেউ ওকে লক্ষ করছে কিনা দেখছে। নাহ্, কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই। রবার্ট ট্রাকের পেছনে ছুঁড়ে দিল কার্ড।

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকল রবার্ট। 'হাসলার।'

লবিতে ঢুকে কনসিয়ার্জের দিকে এগিয়ে গেল রবার্ট।

'আজ রাতে প্যারিসে যাওয়ার কোনও ফ্লাইট আছে?'

'অবশ্যই, কমান্ডার। বিশেষ কোনও এয়ারলাইনারে যেতে চাইছেন?'

'একটা কিছু হলেই হলো। প্রথম ফ্লাইট হলে ভালো হয়।'

'ঠিক আছে। ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ।' রবার্ট হোটেল ক্লার্কের সামনে চলে এল। 'আমার চাবি, প্লিজ। রুম ৩১৪। আমি একটু পরেই রুম ছাড়ছি।'

ক্লার্ক একটা চাবি আর একটি খাম বের করে দিল। 'আপনার জন্য একটি চিঠি আছে।'

শক্ত হয়ে গেল রবার্ট। খামের মুখ বন্ধ। ওপরে লেখা কমান্ডার রবার্ট বেলামি। চেপেচুপে দেখল ভেতরে প্লাস্টিক বা অন্য কোনও ধাতব পদার্থ আছে কিনা। সাবধানে খামের মুখ খুলল রবার্ট। ভেতরে একটি ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টের ছাপানো কার্ড। আর কিছু নেই। কার্ডে ওর নাম লেখা।

'কে দিল এটা?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'ঠিক বলতে পারব না,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে জবাব দিল ক্লার্ক।

'আমরা এমন ব্যস্ত ছিলাম কাজে যে...'

রবার্ট বুঝতে পারছে যে-ই কার্ড দিক তার মতিগতি ভালো ছিল না। ওর বিশ্বাস, ওর ঘরে কোনও অনুপ্রবেশকারী আছে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য

প্রস্তুত হলো রবার্ট।

পেছনে হট্টগোল শুনে ফিরে তাকাল ও। লবিতে কয়েকটি লোক ঢুকেছে। এদেরকে আগেও দেখেছে রবার্ট, হোটেলে রুম ভাড়া করার সময়। তারা গান গাইছে, চেঁচামেচি করছে। মাতাল মনে হচ্ছে। এদের মধ্যে মোটকু এক লোক রবার্টকে লক্ষ করে বলল, 'এই যে ভায়া, তুমি একটা দারুণ পার্টি মিস করেছ।' রুম ভাড়া করার সময় এই লোকটির সঙ্গে দু'একটি বাতচিৎ হয়েছিল রবার্টের। ওর মস্তিষ্ক ঝড়ের গতিতে কাজ করছে।

'তোমরা পার্টি পছন্দ করো?'

'হু হু।'

'ওপর তলায় দারুণ এক পার্টি চলছে,' বলল রবার্ট 'মদ, নারী– সব পাবে। আমার সঙ্গে এসো।'

'এই না হলে আমেরিকান,' মোটকু রবার্টের কাঁধ চাপড়ে দিল। 'শুনলে তো, বন্ধুরা। আমাদের আমেরিকান ভায়া পার্টি দিচ্ছে।'

ওরা হুড়োহুড়ি করে এলিভেটরে চড়ল, চলে এল তিনতলায়। তারপর ওদেরকে নিয়ে নিজের রুমের সামনে হেঁটে এল রবার্ট। তালায় চাবি ঢোকাল। ফিরল দলটির দিকে। 'তোমরা সবাই মজা করার জন্য রেডি তো?'

সমস্বরে জবাব এল, 'হ্যাঁ।'

চাবিতে একটা মোচড় দিয়েই ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল রবার্ট। চট করে সরে গেল একপাশে। হাতের এক থাবড়ায় জ্বালিয়ে দিল বাতি।

ঘরের মাঝখানে লম্বা, পাতলা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে সাইলেন্সার মোড়ানো মাউজার। সে লোকগুলোকে দেখে ভয়ানক চমকে উঠল। পিস্তলটি দ্রুত ঢুকিয়ে ফেলল জ্যাকেটের পকেটে।

'অ্যাই? মদ কোথায়?' দলের একজন চেঁচাল।

রবার্ট আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল আগন্তুককে। 'ওর কাছে আছে। নিয়ে নাও।'

দলটা ছুটে গেল লোকটার দিকে, 'মাল কোথায়, দোস্তো?'

'মেয়েরা কই?...

রোগা লোকটা রবার্টের কাছে পৌঁছুতে চাইল, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগুতে পারল না। সে অসহায় দৃষ্টিতে দেখল রবার্ট বেরিয়ে যাচ্ছে। একেকবারে দুটো করে সিঁড়ি লাফিয়ে নামল ও।

লবিতে, দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে রবার্ট, কনসিয়ার্জ হাঁক ছাড়ল, 'কমান্ডার বেলামি, আপনার রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করেছি। এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট ৩১২ প্যারিস যাচ্ছে। রাত একটায় ছাড়বে।

'ধন্যবাদ,' বলল রবার্ট।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রবার্ট। একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। 'ভায়া মন্তে গ্রাপ্পা।'

রবার্ট এখন ওর জবাব পেয়ে গেছে। ওরা ওকে খুন করতে চাইছে। *তবে আমাকে হত্যা করা সহজ নয়।*

ওর ভূমিকা তখন শিকারির নয়, সে নিজেই এখন শিকারে পরিণত হয়েছে। তবে বড় একটা সুবিধে ভোগ করছে রবার্ট। ওরা ওকে খুব ভালোভাবে ট্রেনিং দিয়েছে। সে ওদের সমস্ত কলাকৌশল, শক্তি, দুর্বলতার কথা জানে। এবং ওদেরকে বাধা দিতে রবার্ট তার ট্রেনিংয়ের সবটুকু কৌশল ব্যবহার করবে। প্রথমেই ওর পেছনে লেগে থাকা ফেউ খসিয়ে দিতে হবে।

রবার্ট ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, 'রোমা টার্মিনি।'

ট্যাক্সি চলে এল টার্মিনি স্টেশনে। তবে রবার্ট ট্যাক্সি থেকে নামল না। সে রেলওয়ে স্টেশনের সামনের দিকটা লক্ষ করছে। সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ট্যাক্সি এবং লিমুজিন আসছে, যাত্রীরা নামছে। চলে যাচ্ছে। কুলিরা মাল নামাচ্ছে। এক পুলিশ ম্যান নিষিদ্ধ পার্কিং জোনে যেন গাড়ি পার্ক করা না হয় সে ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছে। ছবিটির স্বাভাবিকত্ব কোথায় নষ্ট হয়েছে, ধরা পড়ে গেল রবার্টের চোখে। স্টেশনের ঠিক সামনে নো পার্কিং জোনে তিনটি সেডান দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতরে কেউ নেই। ওই তিনটি গাড়ি দেখেও না দেখার ভান করছে পুলিশের লোকটা।

'আমি এখানে নামব না,' রবার্ট বলল ড্রাইভারকে। 'আমাকে ১১০/এ, ভায়া ভেনেটোতে নিয়ে চলো।' ওখানে কেউ ওকে খুঁজবে না।

আমেরিকান এমব্যাসি এবং কনসুলেট অফিস একটি গোলাপি রঙের ভবনে। সামনেই ভায়া ভেনেটো। ভবনের সামনে কালেরি রট আয়রনের বেড়া। এমব্যাসি এখন বন্ধ তবে কনসুলেটেরে পাসপোর্ট বিভাগ চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা ইমার্জেন্সি প্রয়োজনের জন্য। এক তলায় এক মেরিন বসে আছে ডেস্কের পেছনে।

রবার্টকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল সে।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, স্যার?'

'আমার একটি নতুন পাসপোর্ট দরকার,' বলল রবার্ট। 'আমার পাসপোর্টটা হারিয়ে গেছে।'

'আপনি কি আমেরিকান নাগরিক?'

'জ্বী।'

অফিসের দূরপ্রান্তে ইংগিত করল মেরিন। 'ওদের কাছে যান, স্যার। শেষ দরজাটা।'

'ধন্যবাদ।'

এ ঘরে আধডজন লোক দেখতে পেল রবার্ট। কেউ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে এসেছে, কেউ পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার অনুযোগ করছে, কেউ ভিসা রিনিউ করার জন্য এসেছে।

'আলবানিয়া যেতে কি আমার ভিসা লাগবে? ওখানে আমার আত্মীয়স্বজন আছে...'

'এই পাসপোর্টটি আজ রাতের মধ্যে রিনিউ করা দরকার...'

'আমার পাসপোর্ট ছিনতাই হয়ে গেছে...'

রবার্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে সব। ইটালিতে পাসপোর্ট ছিনতাই দারুণ বেড়ে গেছে। লাইনের মাথায় সুসজ্জিত, মধ্যবয়স্ক এক লোককে আমেরিকান পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছে, লক্ষ করল রবার্ট।

'এই যে আপনার নতুন পাসপোর্ট, মি. কোয়ান,' বলল কেরানি। 'আপনার পাসপোর্ট পকেটমার হয়েছে শুনে আমরা খুব দুঃখিত। রোমে পকেটমারের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে...'

'এটা আর পকেটমার হতে দিচ্ছি নে,' বলল কোয়ান।

রবার্ট দেখল কোয়ান তার জ্যাকেটের পকেটে পাসপোর্ট ঢোকাল। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রবার্ট তার দিকে এগোল। যেন পেছন থেকে কেউ ওকে ধাক্কা দিয়েছে, এমন ভান করে কোয়ানের গায়ে আছড়ে পড়ল ও, লোকটা প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে।

'আমি খুবই দুঃখিত,' মাফ চাইল রবার্ট। কোয়ানকে টেনে তুলল।

'না, ঠিক আছে,' বলল কোয়ান।

ঘুরল রবার্ট, চলল হল ঘরের শেষ মাথায়, পাবলিক টয়লেটে। পকেটে লোকটার পাসপোর্ট। চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কেউ নেই, তারপর ঢুকল একটি বুথে। রিক্কোর ঘর থেকে চুরি করে আনা রেজর ব্লেড এবং আঠার বোতল বের করল পকেট থেকে। অত্যন্ত সাবধানে পাসপোর্টের প্লাস্টিক তুলে কোয়ানের ফটো ফেলে দিল। তারপর রিক্কোর তোলা নিজের ছবি আঠা দিয়ে প্লাস্টিক স্লটে আটকাল। বাহ্, চমৎকার: এখন সে হেনরি কোয়ান। পাঁচ মিনিট পরে বেরিয়ে এল ভায়া বেনেটোতে, একটা ট্যাক্সিতে উঠে বলল, 'লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।'

রাত সাড়ে বারোটায় এয়ারপোর্টে পৌঁছাল রবার্ট। দাঁড়িয়ে থাকল বাইরে। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা লক্ষ করছে। ওপর থেকে সবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। পুলিশের কোনও গাড়ি নেই। সন্দেহজনক কোনও লোক নেই। টার্মিনালে ঢুকল রবার্ট, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। টার্মিনালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানান এয়ারলাইন কাউন্টার। কেউ কাউন্টারের পেছনে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে বলে মনে হলো না। কিন্তু দরজার আড়াল থেকে বেরুল না রবার্ট। ওর মন কুডাক ডাকছে। সব কিছু বড্ড বেশি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ঘরের কোণে এয়ার ফ্রান্সের কাউন্টার। মনে পড়ল কনসিয়ার্জ বলেছিল রাত একটায় এয়ার ফ্রান্সের ৩১২ নাম্বার ফ্লাইটে ওর জন্য রিজার্ভেশন করা হয়েছে। রবার্ট এয়ার ফ্রান্সের কাউন্টারের পাশ কাটাল। এগোল আলিটালিয়া কাউন্টারে। ডেস্কে বসা, ইউনিফর্ম পরা এক মহিলাকে বলল, 'গুড ইভনিং।'

'গুড ইভনিং। আপনার জন্য কী করতে পারি, সিনর?'

'আপনি কি কমান্ডার রবার্ট বেলামিকে কার্টেসি টেলিফোনের কাছে আসার জন্য আহ্বান জানাতে পারবেন?'

'নিশ্চয়?' মহিলা একটি মাইক্রোফোন তুলল।

কয়েক হাত দূরে, মধ্যবয়স্কা এক হস্তিনী কতগুলো সুটকেস নিয়ে এক এয়ার লাইন অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে তর্ক করছিল। মহিলার কথা শুনতে পাচ্ছিল রবার্ট।

সুটকেসের অতিরিক্ত ওজন হওয়ার জন্য আলাদা চার্জ দিতে নারাজ মহিলা। সে বলছিল, 'আমেরিকায় ওরা কখনোই ওভার ওয়েটের জন্য চার্জ নেয় না।'

'আমি দুঃখিত, ম্যাডাম। আপনি এ ব্যাগগুলো সব নিতে চাইলে অতিরিক্ত ব্যাগেজের চার্জ দিতেই হবে।'

রবার্ট সামনে পা বাড়াল। অ্যাটেনডেন্টের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে লাউডস্পীকারে। 'কমান্ডার রবার্ট বেলামি কি অনুগ্রহ করে সাদা কার্টেসি টেলিফোনের কাছে আসবেন?' ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বিমানবন্দরে।

এক লোক ব্যাগ হাতে রবার্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তাকে ও বলল, 'এক্সকিউজ মি...'

ঘুরল লোকটি। 'জ্বী?'

'আমার স্ত্রী আমাকে খুঁজছেন কিন্তু...' মুটকির ব্যাগগুলোর দিকে ইংগিত করল ও, 'আমি লাগেজ ফেলে যেতে সাহস পাচ্ছি না।' সে দশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল লোকটার হাতে। 'আপনি কি দয়া করে ওই সাদা ফোনে গিয়ে বলতে পারবেন তাকে এক ঘণ্টার মধ্যে আমি হোটেল থেকে তুলে নেব? আমার খুব উপকার হয়, ভাই।'

লোকটা দশ ডলারের নোটটির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'আচ্ছা।'

রবার্ট দেখল লোকটা কার্টেসি ফোনের সামনে গেল। ফোন তুলল। কানে তুলল রিসিভার। 'হ্যালো...হ্যালো...?'

পরমুহূর্তে কালো সুট পরা বিশালদেহী চার লোক যেন শূন্য থেকে উদয় হলো, লোকটাকে প্রায় গেঁথে ফেলল দেয়ালের সঙ্গে।

'অ্যাই। এসব কী হচ্ছে? আপনারা কী করছেন? গা থেকে হাত সরান বলছি।'

'ফাজলামি ছাড়ুন, কমান্ডার। জোরাজুরি করে লাভ হবে না... কমান্ডার? আমি কমান্ডার ফমান্ডার কিছু না। আমার নাম মেলভিন ডেভিস। আমি ওমাহা থেকে এসেছি!'

'খেলা বাদ দিন।'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান। আমি ঘটনা বুঝতে পেরেছি। আপনারা যাকে খুঁজছেন সে ওই যে ওখানে।' রবার্ট যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে হাত তুলে দেখাল ডেভিস। কিন্তু ওখানে কেউ নেই।

টার্মিনালের বাইরে একটি এয়ার পোর্ট বাস ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। রবার্ট ওতে উঠে পড়ল, মিশে গেল অন্য যাত্রীদের সঙ্গে। বসল বাসের পেছনের আসনে। এরপরে কী করবে সে ভাবনায় ডুবে গেল।

অ্যাডমিরাল হুইটেকারের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। কী ঘটছে জানা দরকার। নিরীহ মানুষগুলোকে কে খুন করেছে ওকে জানতে হবে। ওরা খুন হয়েছে কারণ এমন একটি দৃশ্য ওরা দেখে ফেলেছে যা হয়তো ওদের দেখা উচিত ছিল না।

জেনারেল হিলিয়ার্ড কি এজন্য দায়ী? নাকি ডাসটিন থর্নটন? অথবা থর্নটনের শ্বশুর উইলার্ড স্টোন। সেই রহস্যময় মানব। এর সঙ্গে কি NSA-র পরিচালক এডোয়ার্ড স্যান্ডার্স জড়িত? নাকি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়িয়েছে? এসব প্রশ্নের জবাব রবার্টকে জানতেই হবে।

রোমে পৌঁছুতে এক ঘণ্টা সময় লাগল। ইডেন হোটেলের সামনে থামল বাস। নেমে পড়ল রবার্ট।

এ দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে, ভাবল ও। রোমে একজন মানুষকেই কেবল ও বিশ্বাস করতে পারে– ইটালিয়ান সিক্রেট সার্ভিস SIFAR-এর প্রধান ব্যক্তি কর্নেল ফ্রান্সেসকো সিজার। উনিই রবার্টকে এ দেশ থেকে বের করে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।

কর্নেল সিজার আজ অনেক রাত অবধি কাজ করেছেন। বিদেশী নিরাপত্তা সংস্থাগুলো থেকে একের পর এক মেসেজ আসছেই। সবগুলোর বিষয়বস্তু কমান্ডার রবার্ট বেলামি। কর্নেল সিজার রবার্টের সঙ্গে অতীতে কাজ করেছেন। রবার্টকে খুব স্নেহ করেন। লেটেস্ট মেসেজটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। *Terminate!* তিনি মেসেজ পড়ছেন, তাঁর সেক্রেটারি ঢুকল ঘরে।

'এক নাম্বার লাইনে কমান্ডার বেলামি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, স্যার।'

কর্নেল সিজার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেক্রেটারির দিকে।

'বেলামি? নিজে? আচ্ছা। তুমি যেতে পার।' সেক্রেটারি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই খপ করে ফোন তুলে নিলেন তিনি।

'রবার্ট?'

'*চিয়াও,* ফ্রান্সেসকো। এসব কী ঘটছে?'

'তুমিই বলো, *আমিকো!* তোমার নামে আর্জেন্ট সব মেসেজ আসছে। তুমি কী কাণ্ড বাঁধিয়েছ হে?'

'সে লম্বা গল্প,' বলল রবার্ট। 'আর গল্প শোনাবার সময় আমার হাতে নেই। তুমি কী শুনেছ?'

'তুমি নাকি চিনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ এবং...'

'জেসাস ক্রাইস্ট। এ অবিশ্বাস্য। তুমি জানো, ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। ওরা দশজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। আমি ওদের তালিকায় এগার নম্বরে আছি।'

'কোথায় তুমি?'

'রোমে। তোমাদের ফাকিং শহর থেকে বেরুতে পারছি না।'

'তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'আমাকে কোনও সেফ হাউসে নিয়ে চলো যেখানে বসে কথা বলতে পারি। এবং পালাবার ব্যবস্থা করতে পারি। সম্ভব?'

'হ্যাঁ। তবে খুব সাবধান। আমি নিজেই আসছি তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রবার্ট। 'ধন্যবাদ, ফ্রান্সেসকো।'

'তুমি কোথায় আছ?'

'ট্রাস্টেভারে, লিডো বার-এ।'

'ওখানেই অপেক্ষা করো। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসছি।'

'ধন্যবাদ, *আমিকো।'* রিসিভার রেখে দিল রবার্ট। এক ঘণ্টা অনেক লম্বা সময়।

আধঘণ্টা পরে দুটি গাড়ি এসে থামল লিডো বারের দশগজ সামনে। প্রতিটি গাড়িতে চারজন লোক। তাদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।

প্রথম গাড়ি থেকে নেমে এলেন কর্নেল সিজার। 'জলদি সারতে হবে কাজ। কেউ যেন আহত না হয়।'

অর্ধেক লোক নিঃশব্দে চলে গেল ভবনের পেছনে।

রাস্তার ওপারে, একটি ভবনের ছাদ থেকে রবার্ট দেখল সিজার এবং তার লোকেরা অস্ত্র হাতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন বার-এ।

'ঠিক আছে হারামির দল, মুখ অন্ধকার করে ভাবল রবার্ট, *আমিও খেলতে জানি।'*

ছত্রিশ
ষোড়শ দিন
রোম, ইটালি

পিয়াজ্জা ডেল ডুয়োমোর ফোন বুথ থেকে কর্নেল সিজারকে ফোন করল রবার্ট। 'আমাদের বন্ধুত্বের এই কী প্রতিদান?'

'না বোঝার ভান কোরো না, বন্ধু। তোমার মত আমিও হুকুমের গোলাম। তবে কী জানো, তুমি বেহুদাই পালিয়ে বেড়াচ্ছ। প্রতিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টের শীর্ষে আছ তুমি। বিশ্বের অর্ধেক দেশের সরকার তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'তোমার কী মনে হয় আমি দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সিজার। 'আমার মনে করা না করায় কিছু যায় আসে না, রবার্ট। তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নেই। আমি স্রেফ হুকুম তামিল করছি।'

'আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার হুকুম।'

'তুমি ধরা দিয়ে ব্যাপারটিকে সহজ করে তুলতে পার।'

'ধন্যবাদ, *পাসানো।* আমার পরামর্শের দরকার নেই।' ঠকাশ করে রিসিভার রেখে দিল রবার্ট।

রবার্ট জানে ও যত মুক্তভাবে চলাফেরা করবে, বিপদ ততই ঘনীভূত হবে। আধ ডজন দেশের সিকিউরিটি এজেন্টরা ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।

একটা গাছ থাকতেই হবে, ভাবল রবার্ট। একটি গল্পে আছে এক শিকারি একবার সাফারিতে বেরিয়েছিল। তাকে ধাওয়া করে মস্ত একটি সিংহ। শিকারিকে ফেলে পালিয়ে যায় কুলি-কামিনরা। শিকারির কাছে না ছিল বন্দুক, না লুকোবার কোনও জায়গা। আশপাশে কোনও ঝোপঝাড় বা গাছপালাও চোখে পড়েনি তার। ওদিকে জানোয়ারটা ভীতিকর ভঙ্গিতে ক্রমে শিকারির দিকে কাছিয়ে আসছিল। 'তুমি রক্ষা পেলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল এক শ্রোতা।

'আমি কাছের একটি গাছে দৌড়ে উঠে পড়ি।' জবাব দিল শিকারি। 'কিন্তু তুমিই না বললে আশপাশে কোনও গাছ ছিল না?' 'তোমরা আমার কথা বুঝতে পারনি। একটা গাছ থাকতেই হবে।' *এবং ওই গাছটা আমাকে খুঁজে পেতে হবে,* ভাবল রবার্ট।

পিয়াজ্জার চারপাশে চোখ বুলাল ও। প্রায় জনমানবশূন্য। ওর জন্য যে লোকটি এ দুঃস্বপ্নের শুরু করেছেন তার সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল রবার্ট। জেনারেল হিলিয়ার্ড। তবে কাজটা করতে হবে অত্যন্ত সাবধানে। এখন আধুনিক ইলেকট্রনিক ফোন তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। রবার্ট লক্ষ করল তার পাশের ফোন বুথ দুটিও খালি। চমৎকার। সে জেনারেল হিলিয়ার্ডের দেয়া প্রাইভেট নাম্বার নয়, NSA-এর সুইচবোর্ডে ফোন করল। এক অপারেটরের সাড়া পেয়ে রবার্ট বলল, 'জেনারেল হিলিয়ার্ডের অফিস, প্লিজ।'

এক মুহূর্ত বাদে এক সেক্রেটারির কণ্ঠ শুনতে পেল রবার্ট।

'জেনারেল হিলিয়ার্ডের অফিস।'

রবার্ট বলল, 'একটু ধরুন। এটা একটি ওভারসিজ কল।' সে রিসিভার রেখে চট করে ঢুকে পড়ল পরের বুথে। এবং NSA-এর নাম্বারে আবার ডায়াল করল। আরেকজন সেক্রেটারি সাড়া দিল। 'জেনারেল হিলিয়ার্ডের অফিস।'

'একটু ধরুন। এটা একটা ওভারসিজ কল,' বলল রবার্ট।

রিসিভার ক্রেডলে না রেখে ঝুলিয়ে রেখে তিন নম্বর বুথে ঢুকল। এবং ডায়াল করল। আরেকজন সেক্রেটারি জবাব দিলে রবার্ট বলল, 'কমান্ডার বেলামি বলছি। আমি জেনারেল হিলিয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

আঁতকে ওঠার শব্দ শুনতে পেল রবার্ট। 'এক সেকেন্ড, কমান্ডার।' ইন্টাকমের বোতাম টিপল সেক্রেটারি। 'জেনারেল, কমান্ডার বেলামি তিন নম্বর লাইনে আছেন।'

হ্যারিসন কেলারের দিকে ফিরলেন জেনারেল হিলিয়ার্ড। 'বেলামি তিন নম্বর লাইনে আছে। ও কোত্থেকে ফোন করছে খুঁজে বের করো। জলদি।'

হ্যারিসন কেলার পাশের টেবিলে রাখা একটি ফোনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, নেটওয়ার্ক অপারেশন্স সেন্টারে ডায়াল করল। এটা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। কর্তব্যরত সিনিয়র কর্মকর্তা সাড়া দিল, 'NOC অ্যাডামস বলছি।'

'ইনকামিং কল ইমার্জেন্সি ট্রেস করতে কতক্ষণ লাগবে?' ফিসফিস করল কেলার।

'এক/দুই মিনিট।'

'শুরু করে দাও। জেনারেল হিলিয়ার্ডের অফিস, তিন নাম্বার লাইন। আমি ধরে আছি।' সে জেনারেল হিলিয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল।

ফোন তুললেন জেনারেল হিলিয়ার্ড।

'কমান্ডার...তুমি নাকি!'

অপারেশন্স সেন্টারে অ্যাডামস কম্পিউটারে একটি নাম্বার ঢোকাল। 'হিয়ার উই গো,' বলল সে।

'আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার, জেনারেল।'

'তুমি ফোন করেছ বলে খুশি হয়েছি, কমান্ডার। তুমি চলে এসো না। পরিস্থিতি নিয়ে একসঙ্গে কথা বলি? তোমার জন্য প্লেন পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি...'

'না, ধন্যবাদ। এয়ার প্লেন প্রায়ই দুঘর্টনার শিকার হয়, জেনারেল।'

কমিউনিকেশন্স রুমে ইলেকট্রনিক সুইচিং সিস্টেম ESS চালু হয়ে গেছে। কম্পিউটারের পর্দা আলোকিত হয়ে উঠল। AXI2I-B...AXI22C...AXI23-C...

'কী ঘটছে?' ফোনে গলা নামিয়ে জানতে চাইল কেলার।

'নিউ জার্সির নেটওয়ার্ক অপারেশন্স সেন্টার ওয়াশিংটন ডিসি ট্রাঙ্ক সার্চ করছে, স্যার। হোল্ড অন।'

পর্দা কালো হয়ে গেল। তারপর পর্দায় ভেসে উঠল কয়েকটি শব্দ OVERSFAS TRUNR KLINE ONE।

'ইউরোপের কোথাও থেকে ফোনটা করা হয়েছে। আমরা দেশটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি...'

জেনারেল হিলিয়ার্ড বলছিলেন, 'কমান্ডার বেলামি, আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমার একটা পরামর্শ...'

রবার্ট নামিয়ে রাখল রিসিভার।

জেনারেল হিলিয়ার্ড তাকালেন কেলারের দিকে। 'পেয়েছ?'

হ্যারিসন কেলার জিজ্ঞেস করল অ্যাডামসকে, 'কী ব্যাপার?'

'ওকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি।'

রবার্ট দ্বিতীয় বুথে ঢুকে ফোন তুলল।

জেনারেল হিলিয়ার্ডের সেক্রেটারি বলল, 'কমান্ডার বেলামি দুই নাম্বার লাইনে আছেন।'

দুই পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকালেন।

জেনারেল হিলিয়ার্ড দুই নাম্বার লাইনের বোতাম টিপলেন।

'কমান্ডার!'

'আমি বরং আপনাকে একটা পরামর্শ দিই,' বলল রবার্ট। জেনারেল হিলিয়ার্ড মাউথপিসে হাত চাপা দিলেন। 'আবার খোঁজ শুরু করে দাও।'

হ্যারিসন কেলার ফোন তুলে অ্যাডামকে বলল, 'ও আবার ফোন করেছে। দুই নাম্বার লাইন, জলদি করো।'

'আচ্ছা।'

'আমার পরামর্শ হলো জেনারেল, আপনি আপনার লোকদের ফিরিয়ে নিন। এবং এক্ষুনি।'

'তুমি আসলে পরিস্থিতি বুঝতে পারনি, কমান্ডার। আমরা এ সমস্যাটি নিয়ে...'

'আমরা এ নিয়ে কীভাবে কাজ করব তা আপনাকে বলব। আমাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ওটা বাতিল করুন।'

নেটওয়ার্ক অপারেশন্স সেন্টারের কম্পিউটারে ফুটল নতুন মেসেজ : AXI55-C Subtrunk A2I Verified, Circuit 301 to Rome, Atlantic TrunZ I

'পেয়েছি,' অ্যাডামস বলল ফোনে। 'রোমের ট্রাঙ্কের খোঁজ মিলেছে।'

'নাম্বার এবং লোকেশন বলো।'

রোমে, ঘড়ি দেখল রবার্ট। 'আপনি আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট

দিয়েছিলেন। আমি কাজটা করে দিয়েছি।'

'তুমি খুব ভালো কাজ করেছ, কমান্ডার। এজন্য আমি...'

কেটে গেল লাইন।

জেনারেল ফিরলেন কেলারের দিকে। 'ও আবার কেটে দিয়েছে লাইন।'

রবার্ট পরের বুথে ঢুকে ফোন তুলল।

জেনারেল হিলিয়ার্ডের সেক্রেটারির কণ্ঠ ভেসে এল ফোনে।

'কমান্ডার বেলামি এক নাম্বার লাইনে আছেন, জেনারেল।'

ঘাউ করে উঠলেন জেনারেল, 'বাস্টার্ডটাকে খুঁজে বের করো।' ফোন তুললেন তিনি। 'কমান্ডার?'

'আমার কথা শুনুন, জেনারেল এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনি অনেকগুলো নিরীহ মানুষ হত্যা করেছেন। আপনি আপনার লোকজন ফিরিয়ে না নিলে আমি মিডিয়ার কাছে সব কথা ফাঁস করে দেব।'

'কাজটা করা ঠিক হবে না। তাহলে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আতঙ্ক। এলিয়েনরা বাস্তব এবং ওদের কাছে আমরা অসহায়। ওরা হামলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এ খবর যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে কী ঘটবে কল্পনাতেও নেই তোমার।'

'আপনারও কল্পনাতে নেই,' খ্যাঁক করে উঠল রবার্ট। 'আপনার সামনে কোনও বিকল্প নেই। আপনার লোকদের ফিরিয়ে নিন। আবার যদি আমার জানের ওপর হামলা হয়, আমি সাংবাদিকদের সবকিছু জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে,' বললেন জেনারেল হিলিয়ার্ড। 'তুমিই জিতলে। আমি আমার লোকদের ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

'হ্যাভ আ গুড ডে,' বলল রবার্ট। কেটে দিল লাইন।

'পেয়েছ?' ফোনে ঘেউ করে উঠল কেলার।

অ্যাডামস বলল, 'অনেকটা, স্যার। উনি সেন্ট্রাল রোমের কোনও এলাকা থেকে ফোন করছেন।'

জেনারেল তাকালেন কেলারের দিকে। 'তো?'

'দুঃখিত, জেনারেল। শুধু জানতে পেরেছি সে রোমের কোথাও আছে। আপনি ওর হুমকিতে বিশ্বাস করেন? আমরা কি আমাদের লোকদের ফিরে আসতে বলব?'

'না। আমরা ওকে ধ্বংস করব।'

ওর কাছে কী কী অপশন আছে তা নিয়ে ভাবছে রবার্ট। দুঃখের বিষয় সংখ্যাটি খুবই কম। ওরা বিমান বন্দর, রেলরোড স্টেশন, বাস টার্মিনাল এবং কার রেন্টাল এজেন্সিগুলোর ওপর নজর রাখবে। হোটেলে ওঠার সুযোগ নেই রবার্টের, কারণ SIFAR রেড নোটিশ জারি করবে। তবু ওকে রোম থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। ওর একটা কাভার বা আড়াল দরকার। প্রয়োজন একজন সঙ্গী। ওরা কোনও জুটিকে খুঁজবে না। আশার কথা এটুকুই।

রাস্তার কিনারে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রবার্ট আঙুল চালিয়ে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। আলগা করল টাই এবং মাতালের মত টলতে টলতে পা বাড়াল ট্যাক্সির দিকে। 'অ্যাই যে, তুমি।'

ড্রাইভার বিতৃষ্ণ নয়নে তাকাল ওর দিকে।

রবার্ট পকেট থেকে বিশ ডলারের একটি নোট বের করে গুঁজে দিল লোকটির হাতে। 'দোস্তো, আমি নরম মাংস খুঁজছি। এর মানে কী বুঝতে পারছ? তুমি ইংরেজি জানো?'

টাকাটার দিকে তাকাল ড্রাইভার। 'আপনি মেয়ে মানুষ খুঁজছেন?'

'এই তো বুঝতে পেরেছ, বন্ধু। আমি মেয়ে মানুষ খুঁজছি।'

'আন্দিয়ামো,' বলল ড্রাইভার।

রবার্ট ধস্তাধস্তি করে ক্যাবে উঠে পড়ল। ছেড়ে দিল ট্যাক্সি। পেছন ফিরে দেখল ও। কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। ওর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। *পৃথিবীর অর্ধেক দেশের সরকার তোমাকে খুঁজছে।* এবং কোনও করুণা ভিক্ষা বা কাকুতি মিনতিতে কাজ হবে না। তারা ওকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে।

কুড়ি মিনিট পরে ওরা এসে পৌঁছল রোমের বেশ্যা পল্লী টোর ডি উন্টোতে। পাসাগিয়াটা আর্বোলোজিকা পার হবার পরে রাস্তার কোনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার।

'এখানে মেয়ে মানুষ পাবেন,' বলল সে।

'ধন্যবাদ, দোস্তো,' মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে দিল রবার্ট, রীতিমত কসরত করে নামল ট্যাক্সি থেকে, যেন পাঁড় মাতাল। টায়ারে শব্দ তুলে চলে গেল ট্যাক্সি।

চারপাশে তাকাল রবার্ট। রাস্তায় ডজনখানেক পতিতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশিরভাগ সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা। একটি মেয়ে নজর কাড়ল রবার্টের।

মেয়েটির বয়স কুড়ি/একুশ হবে। কোমর ছাপানো লম্বা কালো চুল। পরনে কালো জামা, সাদা ব্লাউস, তার ওপর চাপিয়েছে উটের পশমের কোট। মেয়েটি হয়তো খণ্ডকালীন অভিনয় কিংবা মডেলিং করে, অনুমান করল রবার্ট।

কৃষ্ণকেশী লক্ষ করছিল রবার্টকে।

রবার্ট টলতে টলতে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। 'অ্যাই, খুকী।' বিড়বিড় করল ও, 'তুমি ইংরেজি বলতে পারো?'

'পারি।'

'বেশ। চলো তুমি আর আর মিলে পার্টি দিই।'

আড়ষ্ট হাসি ফুটল মেয়েটির ঠোঁটে। *মাতালরা বিপজ্জনক হয়।* 'আগে একটু সুস্থির হয়ে নাও।' ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলে সে।

'অ্যাই, আমি যথেষ্ট সুস্থির আছি।'

'একশো ডলার দিতে হবে কিন্তু।'

'কোনও সমস্যা নেই, হানি।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল মেয়েটি। '*ভা বেনে*' এসো। রাস্তার ওপারে একটা হোটেল আছে।'

'চমৎকার। তোমার নাম কী, খুকী?'

'পিয়ের।'

'আমি হেনরি,' দূরে পুলিশের একটি গাড়ি দেখা যাচ্ছে, আসছে এদিকেই। 'চলো।'

অন্য মেয়েরা ঈর্ষা নিয়ে দেখল পিয়ের তার আমেরিকান খদ্দের নিয়ে চলে গেল।

এ হোটেল হাসলার নয় এবং ডেস্কে বসা হোঁদল কুতকুত ছোড়াটা রবার্টের পাসপোর্টও দেখতে চাইল না। আসলে পিয়েরের হাতে চাবি দেয়ার সময় সে ওদের দিকে তাকালই না বলতে গেলে। 'পঞ্চাশ হাজার লিরা।'

পিয়ের তাকাল রবার্টের দিকে। পকেট থেকে টাকা বের করে ছেলেটিকে দিল রবার্ট।

যে ঘরটিতে ওরা ঢুকল ওটার কিনারে বড়সড় একটি খাট আছে, রয়েছে একটি ছোট টেবিল, একজোড়া কাঠের চেয়ার এবং আয়নাঅলা বেসিন। দরজার পেছনে কাপড় চোপড় রাখার একটি র‍্যাকও দেখতে পেল রবার্ট।

'আমাকে টাকাটা অ্যাডভান্স করতে হবে,' বলল পিয়ের।

'অবশ্যই।' রবার্ট মেয়েটিকে একশো ডলার দিল।

'গ্রাজি।'

কাপড় ছাড়তে লাগল পিয়ের। রবার্ট হেঁটে জানালার সামনে গেল। সামান্য পর্দা তুলে উঁকি দিল। সবকিছুই স্বাভাবিক লাগছে। রবার্ট আশা করল পুলিশ যে লাল ট্রাকটিকে অনুসরণ করছে ওটা এতক্ষণে ফ্রান্সে পৌঁছে গেছে। পর্দা ফেলে ঘুরে দাঁড়াল রবার্ট। নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিয়ের। খুবই চমৎকার ফিগার মেয়েটির। উদ্ধত এবং সুগঠিত বুক, গোল নিতম্ব, সরু কোমর, লম্বা, সুঠাম পা।

রবার্টকে দেখছে পিয়ের। 'তুমি কাপড় খুলবে না, হেনরি?'

এবারে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে রবার্টকে... 'সত্যি বলতে কী,' বলল ও, 'আমি বোধহয় একটু বেশিই মদ গিলে ফিলেছি। তোমার সঙ্গে বিছানায় যেতে পারব বলে মনে হয় না।'

দুশ্চিন্তা ফুটল মেয়েটির চোখে, 'তাহলে কেন তুমি...?'

'তুমি আজ রাতটা থাকো এখানে। কাল সকালে প্রেম করা যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল পিয়ের, 'আমাকে কাজ করে খেতে হয়। এখানে থাকতে হলে...'

'টাকা নিয়ে ভাবতে হবে না,' অনেকগুলো একশ ডলারের নোট বের করে মেয়েটির হাতে গুঁজে দিল রবার্ট। 'চলবে এতে?'

টাকাগুলো দেখছে পিয়ের, কী করবে ভাবছে। লোভনীয় প্রস্তাব। বাইরে অনেক ঠাণ্ডা, খদ্দেরও আজ কম। তাছাড়া এই মানুষটাকে শুরু থেকেই তার অদ্ভুত মনে হচ্ছে। একে মোটেই মাতালের মত লাগছে না। দামি বেশভূষা পরনে, পকেটে টাকার অভাব নেই। ইচ্ছে করলেই সে দামি কোনও হোটেলে উঠতে পারত। কিন্তু ওঠেনি। কেন ওঠেনি তা দিয়ে পিয়েরের কী দরকার? সে ভালো অংকের টাকা পেয়েছে। কাজেই এ লোকের সঙ্গে একটা রাত কাটাতে তার

আপত্তি নেই। মুখে বলল, 'ঠিক আছে। তবে এ বিছানাটি কিন্তু শুধু আমাদের দু'জনের জন্য।'

'নিশ্চয়।'

পিয়ের লক্ষ করল রবার্ট আবার জানালার ধারে গিয়ে পর্দা সামান্য ফাঁক করে উঁকি মেরে কী যেন দেখছে।

'তুমি কি কিছু খুঁজছ?'

'এ হোটেলে খিড়কির কোনও দরজা আছে?'

এ আমি কীসের মধ্যে এসে পড়লাম? ভাবল পিয়ের। ওর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মবস্টারদের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। পুরুষ চিনতে ভুল করে না বলে একটা গর্ব আছে পিয়েরের। কিন্তু এই লোকটা তাকে অবাক করে তুলছে। একে ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু তবু...

'হ্যাঁ, আছে,' জবাব দিল পিয়ের।

হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে এল, পাঁই করে ঘুরল রবার্ট।

'ডিও! ডিও! সোনো ভেনুটা ত্রে ভোল্টে! নারী কণ্ঠ। চিৎকারটা ভেসে আসছে কাগজ পাতলা দেয়াল ভেদ করে।

'কীসের শব্দ ওটা?' হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রবার্টের কলজেয়। হাসল পিয়ের। 'স্ফূর্তি করছে মেয়েটা। বলছে এ নিয়ে তার তিনবার আউট হলো।'

রবার্ট শুনতে পেল পাশের ঘরে ক্যাচকোচ শব্দে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে খাট।

'তুমি শোবে এখন?' পিয়ের ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়েই আছে, মোটেই বিব্রত নয়।

'হুঁ,' বিছানায় বসল রবার্ট।

'কাপড় খুলবে না?'

'না।'

'তোমার যা ইচ্ছা,' বিছানায় উঠে পড়ল পিয়ের, শুয়ে পড়ল রবার্টের পাশে। 'আশা করি তুমি নাক ডাকো না।'

'নাক ডাকি কিনা কাল সকালে জানিয়ো।'

ঘুমাবার কোনও ইচ্ছেই নেই রবার্টের। সে সারা রাত রাস্তায় চোখ রাখবে ঠিক করেছে। কেউ ওর খোঁজে হোটেলে আসে কিনা দেখবে। তৃতীয় শ্রেণীর এই হোটেলেও একসময় হানা দেবে ওরা। তবে একটু সময় লাগবে। নানান জায়গা খুঁজে তারপর হয়তো এদিকে আসবে। বিছানায় টানটান হলো রবার্ট। ভীষণ ক্লান্ত শরীর। বিশ্রাম নেয়ার জন্য চোখ মুদল। এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

সপ্তদশ দিন

রোম, ইটালি

চোখে রোদ লাগতে জেগে গেল রবার্ট। চট করে উঠে বসল, সতর্ক উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চোখ বুলাল চারপাশে। পিয়েরেকে দেখে মনে পড়ে গেল ও কোথায় আছে। পেশীতে ঢিল পড়ল ওর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াচ্ছে পিয়ের।

'*বুয়ন গিয়োর্নো* (গুড মর্নিং)' বলল সে। 'তুমি নাক ডাকো না।' ঘড়ি দেখল রবার্ট। ন'টা বাজে। মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করেছে সে।

'এখন প্রেম করবে? তুমি তো এজন্য টাকা দিয়েছ।'

'না, ঠিক আছে,' বলল রবার্ট।

বিছানার পাশে হেঁটে এল পিয়ের, নগ্ন এবং উত্তেজক। 'আর ইউ শিওর।'

চাইলেও পারতাম না, লেডি 'আমি শিওর।'

'*ভা বেনে,*' পোশাক পরতে লাগল পিয়ের। নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সুসান কে?'

চমকে উঠল রবার্ট। 'সুসান? কেন?'

'ঘুমের মধ্যে তুমি বারবার নামটা উচ্চারণ করছিলে।'

সুসানকে নিয়ে গত রাতে স্বপ্ন দেখেছে রবার্ট। দেখেছে সুসান তার কাছে ফিরে এসেছে। 'আমার এক বান্ধবী,' *ও আমার বউ। একদিন মানিব্যাগের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠে আমার কাছে ফিরে আসবে। অবশ্য ততদিন যদি আমি বেঁচে থাকি।*

জানালার সামনে চলে এল রবার্ট। পর্দা তুলল। তাকাল। রাস্তায় পথচারী হাঁটছে, দোকানিরা দোকান খুলছে। বিপদের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

এবারে পরিকল্পনা কাজে লাগানোর সময়। রবার্ট মেয়েটির দিকে ফিরল।

'পিয়ের, আমার সঙ্গে ঘুরতে যাবে?'

সন্দেহ নিয়ে রবার্টের দিকে তাকাল মেয়েটি। 'ঘুরতে যাব...কোথায়?'

'ভেনিসে ব্যবসার কাজে যাচ্ছি। একা যেতে ভাল্লাগছে না। ভেনিস তোমার ভালো লাগে?'

'লাগে।'

'বেশ। আমি এ জন্য তোমাকে পয়সা দেব। আমরা একসঙ্গে ক'টা দিন ছুটি কাটাব আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রবার্ট। 'ওখানে সিপ্রিয়ানি নামে চমৎকার একটি হোটেল আছে।' বছর কয়েক আগে সুসান এবং সে রয়াল

ডেনিয়েলিতে রাত কাটিয়েছে।

'প্রতি দিনের জন্য আমাকে এক হাজার ডলার দিতে হবে,' রবার্ট পাঁচশ ডলার বললেও রাজি হয়ে যাবে পিয়ের।

'আচ্ছা, পাবে,' বলল রবার্ট। সে দু'হাজার ডলার দিল পিয়েরেকে। এটা দিয়ে শুরু করা যাক।'

ইতস্তত: করল পিয়ের। ওর মন বলছে কোথাও কিছু একটা ভজঘট আছে। তবে যে ছবিতে ওর কাজ করার কথা ওটা শুরু হতে আরও ক'টা দিন লাগবে। এদিকে পিয়েরের টাকারও খুব দরকার হয়ে পড়েছে। 'ঠিক আছে,' বলল ও।

'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

নিচে নেমে সতর্ক চোখে রাস্তা দেখল রবার্ট। *এ লোক কারও টার্গেট*, ভাবল পিয়ের। *আমি এখান থেকে কেটে পড়ছি।*

'শোনো,' বলল ও। 'আমি তোমার সঙ্গে ভেনিসে যেতে পারব না। আমি...'

'ওখানে খুব মজা করব দু'জনে,' বলল রবার্ট।

রাস্তার ওপারে একটি গহনার দোকান চোখে পড়ল ওর। পিয়েরের হাত ধরে বলল, 'চলো, তোমাকে সুন্দর দেখে একটা গহনা কিনে দিই।'

'কিন্তু...'

রবার্ট পিয়েরের হাত ধরে চলে এল গহনার দোকানে।

কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো ক্লার্ক বলল, '*বুয়ো গিয়োর্নেট, সিনর।* আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি এই ভদ্রমহিলার জন্য সুন্দর একটা গহনা খুঁজছি।' রবার্ট ফিরল পিয়েরের দিকে। 'এমারেল্ড পছন্দ তোমার?'

'আ...হ্যাঁ।'

রবার্ট ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাছে এমারেল্ডের ব্রেসলেট আছে?'

'সি, সিনর। দারুণ সুন্দর একটি এমারেল্ডের ব্রেসলেট আছে।'

সে কাঁচের কেস খুলে একটি এমারেল্ডের ব্রেসলেট বের করল। 'এটা আমাদের দোকানের সবচেয়ে সুন্দর ব্রেসলেট। দাম পনের হাজার ডলার।'

রবার্ট পিয়েরের দিকে তাকাল, 'পছন্দ হয়?'

মুখের রা হারিয়ে ফেলেছে পিয়ের। শুধু মাথা দোলাল।

'আমরা এটা নেব,' বলল রবার্ট। সে ক্লার্ককে ওর ONI ক্রেডিট কার্ডটি দিল।

'এক মিনিট, প্লিজ,' পেছনের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্লার্ক ফিরে এসে বলল, 'আমি কি এটা প্যাকিং করে দেব নাকি...?'

'না, আমার বান্ধবী এটা এখুনি হাতে পরবে,' রবার্ট ব্রেসলেটটি পিয়েরের কব্জিতে পরিয়ে দিল হতবুদ্ধি হয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল য়ের।

রবার্ট বলল, 'ভেনিসে এটা পরে হাঁটলে খুব সুন্দর লাগবে, না?'

পিয়েরে হাসল, 'খুব।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। পিয়ের বলল, 'আ...আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব।'

'আমি শুধু চাই তুমি সময়টা উপভোগ কর,' বলল রবার্ট।

'তোমার গাড়ি আছে?'

'না। পুরানো একটা গাড়ি ব্যবহার করতাম। তবে ওটা চুরি হয়ে গেছে।'

'তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তো?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রবার্টকে দেখছে পিয়ের। 'আছে। তবে গাড়ি ছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্সের মূল্য কী?'

'দেখতে পাবে।' হাত তুলে ট্যাক্সি ডাকল রবার্ট। 'ভায়া পো, প্লিজ।'

ট্যাক্সিতে বসে রবার্টকে লক্ষ করছিল পিয়ের। মানুষটা তার সঙ্গ পাবার জন্য এমন উন্মাদ হয়ে আছে কেন?

লোকটা তাকে এমনকি স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। সে কী...

'কুই!' রবার্ট বলল ড্রাইভারকে। ম্যাগিওয়ের কার রেন্টাল এজেন্সি থেকে একশ গজ দূরে থেমে গেল গাড়ি।

'আমরা এখানে নামব,' রবার্ট বলল পিয়েরকে। ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিল। ট্যাক্সি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল তারপর পিয়েরকে মোটাসোটা একটি টাকার বান্ডিল দিল। 'তুমি আমাদের জন্য একটি গাড়ি ভাড়া করবে। ফিয়াট অথবা আলফা রোমিও চাইবে। ওদেরকে বলবে গাড়িটি তিন/চারদিনের জন্য আমাদের দরকার। এ টাকায় ডিপোজিট হয়ে যাবে। তোমার নামে ভাড়া করবে গাড়ি। আমি রাস্তার ওই বারটিতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

আট ব্লক দূরে দুই গোয়েন্দা ফরাসী লাইসেন্স প্লেট লাগানো লাল ট্রাকের এক ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ড্রাইভারকে জেরা করছে।

'ভু *মে ফেতে চিয়ের।* আমি জানি না ওই কার্ডটা আমার ট্রাকের পেছনে কী করে এল।' চেঁচাল ড্রাইভার। 'কোনও উন্মাদ ইটালিয়ানের কাজ নিশ্চয়।

দুই গোয়েন্দা একে অন্যের দিকে তাকাল। একজন বলল, 'আমি ফোন করছি।'

ফ্রান্সেসকো সিজার নিজের ডেস্কে বসে ভাবছেন। *শুরুতে অ্যাসাইনমেন্টটা খুব সহজ মনে হয়েছিল। ওকে খুঁজে পেতে কোনও কষ্টই হবে না। সময় হলেই আমরা হোমিং ডিভাইস চালু করে দেব। তুমি সহজেই পেয়ে যাবে ওকে।*

কেউ কমান্ডার বেলামিকে আন্ডারএস্টিমেট করেছে।

চেয়ারের পুরোটা দখল করে জেনারেল হিলিয়ার্ডের অফিসে বসে আছে কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন

'ইউরোপের অর্ধেক এজেন্ট ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে,' বললেন জেনারেল হিলিয়ার্ড। 'কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন নয়।'

'ভাগ্যের চেয়েও আরও অনেক কিছু দরকার হবে আপনাদের,' বলল কর্নেল জনসন। 'কারণ বেলামি খুবই চতুর।'

'আমরা জানি ও রোমে আছে। হারামজাদা কিছুক্ষণ আগে পনের হাজার ডলার দিয়ে একটি ব্রেসলেট কিনেছে। ওকে আমরা নাগালে পেয়ে গেছি। ও ইটালি থেকে বেরুতেই পারবে না। ও পাসপোর্টে আর্থার বাটারফিল্ড নাম ব্যবহার করছে।'

মাথা নাড়ল কর্নেল জনসন। 'বেলামিকে আমি যদ্দুর জানি সে আসলে কী নাম ব্যবহার করছে তা কাউকে টের পেতে দেবে না। আমরা এমন একটি লোকের পিছু নিয়েছি যে তার পেশায় সবার সেরা। কোথাও পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলে বেলামি ওখানে ছুটবে। কোথাও লুকোবার জায়গা থাকলে সে ওখানে লুকাবে। এ মুহূর্তে পুরো পরিস্থিতি সে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদেরকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে।'

'তার মানে লোক সমক্ষে সব জানিয়ে দেয়ার কথা বলছ? প্রেসকে বলব?'

'জ্বী।'

ঠোঁট কামড়ালেন জেনারেল, 'ব্যাপারটা স্পর্শকাতর হয়ে যাবে। আমরা আমাদের পরিচয় প্রকাশ করতে পারি না।'

'তার দরকারও হবে না। আমরা প্রেস রিলিজে বলব বেলামির বিরুদ্ধে মাদক চোরাচালানের অভিযোগ আছে। এভাবে আমরা ইন্টারপোলসহ ইউরোপের সবগুলো পুলিশ বিভাগকে ওর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারব। আমাদের কিছুই করতে হবে না।'

জেনারেল হিলিয়ার্ড একটু ভেবে বললেন, 'বুদ্ধি মন্দ নয়।'

'বেশ। আমি রোমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম,' বলল কর্নেল জনসন। 'শিকারটা নিজের হাতে ধরতে চাই।'

নিজের অফিসে ফিরল কর্নেল চিন্তিত চেহারা নিয়ে। একটি বিপজ্জনক খেলা খেলছে সে কোনও সন্দেহ নেই। কমান্ডার বেলামিকে তার খুঁজে পেতে হবে।

সাঁইত্রিশ

বার বার রিং হচ্ছে। ওয়াশিংটন এখন সকাল ছ'টা বাজে। *বুড়ো মানুষটাকে আমি সবসময় ঘুম থেকে তুলে ফেলি* ভাবল রবার্ট।

ছয়বার রিং হওয়ার পরে সাড়া দিলেন অ্যাডমিরাল।

'হ্যালো...'

'অ্যাডমিরাল, আমি...'

'রবার্ট! কী...?'

'কোনও কথা বলবেন না। আপনার ফোনে সম্ভবত ছারপোকা আছে। আমি দ্রুত শেষ করব। ফোন করেছি বলতে ওরা আমার সম্পর্কে যাই বলুক না কেন কিচ্ছু বিশ্বাস করবেন না। কী ঘটছে সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। পরে আপনার সাহায্যের দরকার হবে।'

'অবশ্যই। আমার পক্ষে যা করার করব, রবার্ট।'

'আমি জানি।'

রবার্ট রেখে দিল ফোন। ওরা ট্রেস করার সুযোগ পাবে না। একটি নীল ফিয়াট এসে থামল বার-এর পাশে। হুইলে পিয়ের।

'সরো,' বলল রবার্ট। 'আমি গাড়ি চালাব।'

পিয়ের সরে বসল। হুইলে বসল রবার্ট।

'আমরা কি ভেনিস যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল পিয়ের।

'আ হ্যাঁ। তবে আগে কয়েক জায়গায় যাত্রা বিরতি দিতে হবে।'

রবার্ট ভিয়ালি রেসিনির দিকে গাড়ি ছোটাল। সামনেই রোসিনি ট্রাভেল সার্ভিস। ফুটপাতে গাড়ি থামাল ও।

'আমি আসছি এখুনি।'

পিয়ের দেখল রবার্ট ট্রাভেল এজেন্সিতে ঢুকে গেল।

আমি ইচ্ছে করলেই এখন গাড়ি নিয়ে কেটে পড়তে পারি, ভাবছে ও। টাকাসহ। লোকটা জীবনেও আমাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু গাড়িটা যে আমার নামে ভাড়া করা। ধ্যাত!

এজেন্সির ভেতরে, কাউন্টারে দাঁড়ানো মহিলার দিকে এগিয়ে গেল রবার্ট।

'গুড ডে। মে আই হেল্প ইউ?'

'জ্বী। আমি কমান্ডার রবার্ট বেলামি। আমি একটু ঘুরতে যাব। রিজার্ভেশন চাই।'

হাসল মহিলা। 'আমরা তো সেজন্যই এখানে আছি, সিনর। কোথায় যাবেন?'

'বেইজিং। ফার্স্ট ক্লাসের ওয়ান ওয়ে টিকেটের ব্যবস্থা করবেন।'

লিখে নিল মহিলা। 'কবে যেতে চাইছেন?'

'এই শুক্রবার।'

'বেশ।' কম্পিউটারের কয়েকটি চাবি টিপল মহিলা। 'শুক্রবার সন্ধ্যায়, সাতটা চল্লিশ মিনিটে এয়ার চায়নার ফ্লাইট আছে।'

'তাতেই চলবে।'

আরও কয়েকটি বোতাম টিপল মহিলা। 'আপনার রিজার্ভেশন কনফার্ম করা হলো। আপনি কি নগদ দেবেন নাকি...?'

'আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমি বুদাপেস্টে যাওয়ার ট্রেনের টিকেট চাই।'

'কবেকার, টিকেট কমান্ডার?'

'আগামী সোমবার।'

'কোন্ নামে?'

'আমার নামেই।'

অবাক চোখে রবার্টকে দেখল মহিলা। 'আপনি শুক্রবার বেইজিং যাচ্ছেন আবার...'

'আমার কথা শেষ হয়নি,' হাসিমুখে বলল রবার্ট। 'আমি ফ্লোরিডার মায়ামির ওয়ান ওয়ে এয়ারলাইন টিকেট চাই। রোববারের।'

মহিলার চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল। 'সিনর, এটা কী কোনও ধরনের...'

ON1 কার্ডটি বের করে মহিলার হাতে ধরিয়ে দিল রবার্ট।

'এ কার্ড দিয়ে টিকেটের দাম রাখুন।'

কার্ডটি দেখল মহিলা। তারপর 'এক্সকিউজ মি' বলে অফিসের ভেতরে ঢুকল। ফিরে এল অল্পক্ষণ পরেই। 'সবগুলো রিজার্ভেশন কি একই নামে হবে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। কমান্ডার রবার্ট বেলামি।'

'জ্বী, আচ্ছা।'

কম্পিউটারে আরও কয়েকটি বোতাম টিপল মহিলা। এক মিনিট পরে তিনটি টিকেট বেরিয়ে এল। প্রিন্টার থেকে টিকেটগুলো ছিঁড়ে নিল সে।

'টিকেটগুলো আলাদা আলাদা খামে পুরে দিন।'

'জ্বী। এগুলো কি আমি পাঠিয়ে...'

'আমি নিচ্ছি।'

'সি, সিনর।'

রবার্ট ক্রেডিট কার্ডে দস্তখত দিল, মহিলা ওকে রশিদ দিল।

'হ্যাভ আ নাইস ট্রিপ...ট্রিপস...'

হাসল রবার্ট। 'ধন্যবাদ।' একটু পরে গাড়িতে চড়ে বসল সে।

'আমরা কী এখন যাব?' জিজ্ঞেস করল পিয়ের।

'আরেকটু কাজ আছে।' বলল রবার্ট।

পিয়ের দেখল রবার্ট গাড়ি ছাড়ার আগে সাবধানে আবার রাস্তার চারপাশটা লক্ষ করছে।

'তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে,' ওকে বলল রবার্ট। *এবার ঘটবে ঘটনা, ভাবল পিয়ের। ও আমাকে ভয়ানক কোনও কাজ করে দিতে বলবে।*

হোটেল ভিক্টোরিয়ার সামনে থামল ওরা। রবার্ট পিয়েরের হাতে একটি খাম দিয়ে বলল, 'তুমি ডেস্কে গিয়ে কমান্ডার রবার্ট বেলামির নামে একটি সুইট বুক করবে। বলবে তুমি তার সেক্রেটারি এবং সে এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেলে আসছে। তবে তুমি সুইটটি একবার দেখতে চাও। সব ঠিক আছে কিনা দেখবে। ভেতরে ঢুকে এ খামটি বিছানায় রেখে আসবে।'

রবার্টের দিকে তাকাল পিয়ের, বিস্মিত। 'মাত্র এটুকুন কাজ?'

'হ্যাঁ।'

এ লোকের মতিগতি বোঝা ভার। পাগলা আমেরিকানটার মতলব কী জানতে হবে ওকে। আর এই কমান্ডার রবার্ট বেলামিটাই বা কে? গাড়ি থেকে নামল পিয়ের, হোটেলের লবিতে ঢুকল। ও একটু নার্ভাস বোধ করছে। কারণ খুব বেশি প্রথম শ্রেণীর হোটেলে ঢোকার সৌভাগ্য তার হয়নি। অবশ্য হোটেল ক্লার্ক বিনয়ের সঙ্গেই তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জন্য কী করতে পারি, সিনোরা?'

'আমি কমান্ডার রবার্ট বেলামির সেক্রেটারি। তার জন্য একটি সুইট রিজার্ভ করতে চাই। উনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এখানে চলে আসবেন।'

রুম চার্টে চোখ বুলাল ক্লার্ক। 'এ মুহূর্তে একটি চমৎকার সুইট আমাদের খালি আছে।'

'সুইটটি একটু দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল পিয়ের।

'অবশ্যই।'

একজন সহকারী ম্যানেজার পিয়েরকে ওপরে নিয়ে গেল। সুইটের লিভিংরুমে ঢুকল ওরা। পিয়েরে তাকাল চারপাশে। 'চলবে তো, সিনোরা?'

চলবে কিনা জানে না পিয়ের। সে বলল, 'হ্যাঁ, চলবে।' পার্স থেকে খাম বের করে একটি কফি টেবিলের ওপরে ওটা রাখল।

'এটা কমান্ডারের জন্য,' বলল ও।

'বেল।'

খামের ভেতরে কী আছে দেখার জন্য উসখুস করছিল পিয়েরের মন। সে খাম খুলল। ভেতরে রবার্ট বেলামির নামে বেইজিং যাওয়ার ওয়ান-ওয়ে প্লেনের টিকেট। টিকেটটি আবার খামে পুরল ও। টেবিলে রেখে চলে এল নিচে। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নীল ফিয়াট।

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল রবার্ট।

'না।'

'আর দুটো কাজ আছে আমাদের। তারপর আমরা রওনা দেব,' হাসিমুখে বলল রবার্ট।

এরপরের গন্তব্য হোটেল ভালডিয়ের। রবার্ট আরেকটি খাম দিল পিয়েরকে। ‘কমান্ডার রবার্ট বেলামির নামে একটি সুইট রিজার্ভ করবে। বলবে সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হোটেলে আসছে। তারপর...’

‘আমি খামটি রুমে রেখে আসব।’

‘ঠিক।’

এবারে আত্মবিশ্বাস নিয়ে হোটেলে ঢুকল। এখানেও সুইট পেতে সমস্যা হলো না।

‘অবশ্যই, সিনোরা।’

এক সহকারী ম্যানেজার পিয়েরকে ওপরে নিয়ে গেল। ‘এটা আমাদের সেরা সুইটগুলোর একটি।’

পিয়ের মুখে হাসি ফোটাল। ‘এতে চলবে।’ সে পার্স থেকে দ্বিতীয় খামটি বের করে ভেতরে উঁকি দিল। কমান্ডার রবার্ট বেলামির নামে বুদাপেস্টগামী ট্রেনের টিকেট। ভুরু কুঁচকে গেল পিয়েরের। এটা কী ধরনের খেলা? সে টিকেটসহ খাম রেখে দিল বিছানার ধারে।

পিয়ের ফিরে এল গাড়িতে। রবার্ট জিজ্ঞেস করল, ‘কী খবর?’

‘সব ঠিক আছে।’

‘এবার লাস্ট স্টপ।’

এবারে হোটেল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রবার্ট। পিয়েরকে দিল তৃতীয় খামখানা। ‘তুমি...’

‘কী করতে হবে আমি জানি।’

হোটেলের ক্লার্ক বলল, ‘হ্যাঁ, সিনোরা, আমাদের খুব সুন্দর একটি সুইট আছে। কমান্ডার কখন আসবেন বললেন?’

‘ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। আমি সুইটটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চাই।’

‘অবশ্যই, সিনোরা।’

আগের সুইট দুটোর চেয়েও এটা অভিজাত এবং দামী। সহকারী ম্যানেজার পিয়েরকে প্রকাণ্ড বেডরুম দেখাল। ঘরের মাঝখানে। বিশাল বিছানা। *এক রাতের জন্য কী অপচয়।* ভাবল পিয়ের। সে তৃতীয় খামটি খুলল। ফ্লোরিডার মায়ামির প্লেনের টিকেট। পিয়ের বিছানার ওপর রেখে দিল খাম।

সহকারী ম্যানেজার পিয়েরকে লিভিংরুমে নিয়ে এল। ‘এ ঘরে রঙিন টিভিও আছে,’ বলল সে। টিভি অন করল ম্যানেজার। পর্দায় ফুটল রবার্টের ছবি। ঘোষক বলছে, ‘...ইন্টারপোলের ধারণা এ লোক এখন রোমে আছে। আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের অভিযোগে তাকে খোঁজা হচ্ছে। বার্নার্ড শ বলছি। সিএনএন নিউজ।’ পিয়ের পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে, জমে গেছে।

টিভি বন্ধ করে দিল সহকারী ম্যানেজার। ‘রুম পছন্দ হয়েছে আপনার?’

‘হ্যাঁ,’ ধীর গলায় বলল পিয়ের। *ড্রাগ স্মাগলার!*

পিয়ের নেমে এল নিচে। গাড়িতে ওঠার সময় অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল রবার্টের দিকে।

'এখন আমরা রেডি,' হাসল রবার্ট।

হোটেল ভিক্টোরিয়ায় ডার্ক সুট গায়ে এক লোক গেস্ট রেজিস্টারের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ক্লার্কের দিকে তাকাল সে। 'কমান্ডার বেলামি কখন ঘর ভাড়া করেছেন?'

'তিনি এখনও আসেননি। তার সেক্রেটারি সুইট রিজার্ভ করেছেন। সে বলেছে তার বস ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসবে।'

লোকটি ক্লার্ককে বলল, 'সুইট খুলে দাও।'

তিন মিনিট পরে সুইটের দরজা খুলে দিল ক্লার্ক। হাতে পিস্তল নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে ঘরে ঢুকল ডার্ক সুট। কেউ নেই সুইটে। টেবিলে খামটি দেখতে পেল সে। তুলল। খামের ওপরে লেখা 'কমান্ডার রবার্ট বেলামি।' সে খাম খুলে টিকেট দেখল। তার SIFAR-এর সদরদপ্তরে ফোন করল।

কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসনের সঙ্গে মিটিং করছেন ফ্রান্সেসকো সিজার। ঘণ্টা দুই আগে রোমে পৌঁছেছে সে, যদিও চেহারায় ক্লান্তির বিন্দুমাত্র ছাপ নেই।

'আমরা যদ্দুর জানি,' বললেন সিজার, 'বেলামি এখনও রোমেই আছে।'

এমন সময় বেজে উঠল ফোন।

'লুইগি বলছি, কর্নেল,' বলল একজন। 'ওকে আমরা পেয়ে গেছি। আমি হোটেল ভিক্টোরিয়ায় তার হোটেল সুইটে আছি। বেইজিং-এর বিমানের টিকেট পেয়েছি তার ঘরে। সে শুক্রবার দেশ ত্যাগের পরিকল্পনা করেছে।'

উত্তেজিত শোনাল সিজারের কণ্ঠ। 'চমৎকার। ওখানেই থাকো। আমরা আসছি ওখানে।' তিনি ফোন রেখে ঘুরলেন কর্নেল জনসনের দিকে। 'আপনি খামোকাই কষ্ট করে এসেছেন, কর্নেল। ওকে আমরা পেয়ে গেছি। হোটেল ভিক্টোরিয়ায় উঠেছে ও। ওর নামে একটি এয়ার লাইন টিকেট পাওয়া গেছে। শুক্রবার সে বেইজিং যাচ্ছে।'

মৃদু গলায় কর্নেল জনসন বলল, 'বেলামি নিজের নামে হোটেলে ঘর ভাড়া করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'প্লেনের টিকেটও তার নিজের নামে?'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল সিজার। 'চলুন যাই।'

মাথা নাড়ল কর্নেল জনসন। 'বেহুদা সময় নষ্ট হবে।'

'মানে?'

'বেলামি কখনোই...'

আবার বাজল ফোন। সিজার ছোঁ মেরে তুলে নিলেন রিসিভার। একটি কণ্ঠ বলল, 'কর্নেল? মারিও বলছি। আমরা বেলামির খোঁজ পেয়ে গেছি। সে হোটেল ভালাডিয়েরে সুইট বুক করেছে। সোমবার ট্রেনে বুদাপেস্ট যাচ্ছে। আমরা এখন কী করব?'

'আমি পরে কথা বলব,' বললেন কর্নেল সিজার। কর্নেল জনসনের দিকে ফিরলেন। 'বেলামির নামে বুদাপেস্টে যাওয়ার ট্রেনের টিকেট পেয়েছে ওরা। আমি বুঝতে পারছি না...'

আবার বাজল ফোন।

'ইয়েস? বেলামির সন্ধান পেয়েছি। হোটেল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি হোটেলে উঠেছে সে। রোববার মায়ামি যাচ্ছে। আমি এখন কী...?'

'ফিরে এসো।' খেঁকিয়ে উঠলেন সিজার। ঠকাশ করে নামিয়ে রাখলেন ফোন। 'এ কী খেলা শুরু করেছে সে?'

মুখ অন্ধকার করে কর্নেল জনসন বলল, 'ও চাইছে আপনি যেন প্রচুর ম্যান পাওয়ার নষ্ট করেন।'

'এখন আমরা কী করব?'

'ফাঁদে ফেলব হারামজাদাকে।'

উত্তরে, ভেনিস অভিমুখে চলেছে ওরা। এ মুহূর্তে রয়েছে ওলগিয়াটার কাছে, ভিয়া কাসিয়ায়। পুলিশ ইটালির সবগুলো প্রধান এক্সিট হয়তো বন্ধ করে দেবে। তবে তারা ভাববে রবার্ট পশ্চিমে ফ্রান্স অথবা সুইটজারল্যান্ডে যাচ্ছে। পিয়ের বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। আমরা ব্রেকফাস্ট কিংবা লাঞ্চ কিছুই করিনি।'

'আমি দুঃখিত,' বলল রবার্ট। নিজের চিন্তায় এমনই মগ্ন ছিল, খেতেই ভুলে গেছে। 'আমরা নেক্সট রেস্টুরেন্টে খাবো।'

রবার্ট গাড়ি চালাচ্ছে, তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে পিয়ের। ওর জগত পিম্প, চোর-বাটপাড় এবং ড্রাগ স্মাগলারদের নিয়ে। কিন্তু এ লোকটাকে দেখে সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।

একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা। রবার্ট দেয়াল ঘেঁষা, দরজার দিকে মুখ ফেরানো একটি টেবিল বেছে নিল। এক ওয়েটার এসে ওদেরকে মেনু দিয়ে গেল।

রবার্ট ভাবছে সুসানের তো এখন বোটে থাকার কথা। হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলার এটাই শেষ সুযোগ। আর কোনওদিন হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলতে পারব না। চেয়ার ছাড়ল ও। 'আমি আসছি এখুনি।'

পিয়ের দেখল রবার্ট ওদের টেবিলের কাছে পাবলিক টেলিফোনের বুথে হেঁটে যাচ্ছে। সে স্লটে একটি কয়েন ফেলল।

'আমি জিব্রাল্টারের মেরিন অপারেটরের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ধন্যবাদ।'

জিব্রাল্টারে কাকে ফোন করছে ও? ওখানে কেটে পড়ার তাল করছে?

'অপারেটর, আমি আমেরিকান ইয়ট হালসিওনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। হুইস্কি সুগার ৩৩৭। ওটা জিব্রাল্টারের সাগরে আছে। ধন্যবাদ।'

অপারেটর কার সঙ্গে যেন কথা বলল তারপর লাইন পেয়ে গেল রবার্ট। সুসানের কণ্ঠ ভেসে এল ফোনে।

'সুসান...'

'রবার্ট! তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি ভালোই আছি। আমি তোমাকে বলতে চাইছিলাম...'

'আমি জানি তুমি আমাকে কী বলতে চাইছ। রেডিও এবং টিভিতে ফলাও করে প্রচার হচ্ছে খবরটা। ইন্টারপোল তোমাকে খুঁজছে কেন?'

'সে এক লম্বা গল্প।'

'আমাকে বলো। আমি শুনতে চাই।'

ইতস্তত করল রবার্ট। 'বিষয়টি রাজনৈতিক, সুসান। আমার কাছে প্রমাণ আছে কয়েকটি সরকার একটা জিনিস লুকোবার চেষ্টা করছে। তাই ইন্টারপোল আমার পিছু নিয়েছে।'

পিয়র কান পেতে শুনছে রবার্টের কথা।

'তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সুসান।

'কিছু করতে হবে না, হানি। আসলে তোমার কণ্ঠটা একবার খুব শুনতে মন চাইল...যদি এ থেকে আর কোনওদিন বেরিয়ে আসতে না পারি।'

'অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না,' আতঙ্কিত শোনাল সুসানের গলা। 'তুমি এখন কোথায়?'

'ইটালি।'

সংক্ষিপ্ত বিরতি। 'আমরা তোমার কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নেই। জিব্রাল্টারের উপকূলে রয়েছি। তুমি যেখান থেকে বলবে তোমাকে তুলে নেব।'

'না। আমি...'

'আমার কথা শোনো। তোমার পালাবার এটাই একমাত্র সুযোগ।'

'আমি এর মধ্যে তোমাকে জড়াতে চাই না, সুসান। তুমি বিপদে পড়ে যাবে।'

মন্টি সেলুনে ঢুকেছে। সুসানের সঙ্গে রবার্টের কথোপকথনের খানিকটা অংশ কানে গেছে তার। সে বলল, 'আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দাও।'

'এক মিনিট, রবার্ট। মন্টি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'সুসান, আমি...'

লাইনে ভেসে এল মন্টির গলা। 'রবার্ট, শুনলাম তুমি নাকি মস্ত বিপদে আছ।'

'তা বলতে পার।'

'তোমাকে আমরা সাহায্য করতে চাই। ওরা তোমাকে কোনও ইয়টে খুঁজবে না। আমরা তোমাকে তুলে নিই?'

'ধন্যবাদ, মন্টি। তবে আমার জবাব হলো– না।'

'তুমি ভুল করছ। এখানে নিরাপদে থাকবে।'

এ লোক ওকে সাহায্য করার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন? 'থ্যাংকস, এনিওয়ে। আমি কারও ওপর আমার ঝুঁকি চাপাতে চাই না। সুসানকে একটু দাও...'

মন্টি সুসানকে ফোন দিল।

সুসান অনুনয়ের স্বরে বলল, ‘প্লিজ, তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ দাও।’

‘তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, সুসান।’ একটু বিরতি নিল ও। ‘আমার জীবনের সবটুকু জুড়ে আছ তুমি। আমি শুধু তোমাকে জানাতে চাই সারা জীবন আমি তোমাকে ভালোবেসে যাব।’ হাসল রবার্ট। ‘যদিও আর ক’দিন বেঁচে থাকার সুযোগ পাব জানি না।’

‘তুমি আমাকে আবার ফোন করবে তো?’

‘যদি সম্ভব হয়।’

‘কথা দাও।’

‘আচ্ছা, কথা দিলাম।’

ধীরে ধীরে রিসিভার রেখে দিল রবার্ট। ফিরে এল টেবিলে।

‘এসো, খাওয়া শুরু করি,’ খাবারের অর্ডার দিল ও।

‘তোমার কথা আমি শুনে ফেলেছি। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে, না?’

আড়ষ্ট হয়ে গেল রবার্ট। ‘তুমি আসলে ভুল বুঝেছ। আমি...’

‘আমাকে বোকা ভেবো না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।’

‘কেন?’

সামনে ঝুঁকে এল পিয়ের। ‘কারণ তুমি আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছ। আর পুলিশ আমার দু’চক্ষের বিষ। তুমি জান না ওরা আমার সঙ্গে কী নৃশংস আচরণ করেছে। ওরা আমাকে বেশ্যাবৃত্তির অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে অথচ ব্যাক রুমে নিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে শুতে বাধ্য করেছে। ওরা জানোয়ার। ওদের ওপর শোধ নেয়ার জন্য আমি যা খুশি করতে পারি। যা খুশি। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।’

‘পিয়ের তুমি আসলে...’

‘ভেনিসে পুলিশের হাতে সহজেই ধরা খেয়ে যাবে তুমি। হোটেলে উঠলে ওরা তোমার খোঁজ পেয়ে যাবে। জাহাজে চড়তে যাও, ওদের পাতা ফাঁদে পড়বে। তবে আমি একটি জায়গার কথা জানি যেখানে কেউ তোমার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। আমার মা এবং ভাই নেপলসে থাকে। আমরা ওদের বাসায় থাকতে পারব। পুলিশ ওখানে জীবনেও তোমাকে খুঁজতে যাবে না।’

রবার্ট কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল। পিয়েরের কথায় যুক্তি আছে। যে কোনও জায়গার চেয়ে নিরাপদ হলো কারও বাসা। আর নেপলস বিশাল বন্দর। ওখান থেকে সহজেই জাহাজে চড়ে কেটে পড়া যাবে। তবে জবাব দেয়ার আগে দ্বিধা করল ও। সে পিয়েরকে বিপদে জড়াতে চায় না।

‘পিয়ের, পুলিশ যদি আমার খোঁজ পায়, আমাকে হত্যা করার নির্দেশ আছে তাদের ওপর। ওরা ভাববে তুমি আমার দোসর। তুমি ঝামেলায় পড়ে যাবে।’

‘ওরা তোমাকে খুঁজে পেলে তো,’ হাসল পিয়ের।

হাসি ফিরিয়ে দিল রবার্ট। মনস্থির করে ফেলেছে।

‘ঠিক আছে। তুমি লাঞ্চ শেষ করো। আমরা নেপলসে যাচ্ছি।

কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন বলল, ‘ও কোথায় গেছে আপনার লোকেরা ধারণা করতে পারছে না?’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফ্রান্সেসকো সিজার। ‘এ মুহূর্তে পারছে না। তবে এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র...’

‘আমাদের হাতে সময় নেই। ওর সাবেক স্ত্রী কোথায় আছে খবর নিয়েছেন?’

‘ওর সাবেক স্ত্রী? না। আমি বুঝতে পারছি না...’

‘তাহলে তো আপনি আপনাদের হোমওয়ার্কই এখনই করেন নি,’ ধমক দিল জনসন। ‘সে মন্টি ব্যাঙ্কস নামে এক লোককে বিয়ে করেছে। ওরা এ মুহূর্তে কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করুন জলদি।’

আটত্রিশ

প্রশস্ত বুলেভার্ড ধরে হাঁটছে রূপসী। কোথায় চলেছে জানে না। ভয়ঙ্কর ওই ক্রাশের পরে ক'টা দিন গেল? সে গুণতেও ভুলে গেছে। এমন ক্লান্ত রূপসী, কোনও কিছুতে মনোযোগও দিতে পারছে না। পানি দরকার ওর। ভীষণ দরকার। তবে আর্থলিংরা যে দূষিত পানি পান করে তা দিয়ে চলবে না ওর। বেঁচে থাকতে হলে, শরীরে শক্তি ফিরে পেতে তার দরকার স্ফটিক স্বচ্ছ জল।

টলতে টলতে হাঁটছিল রূপসী, ধাক্কা খেল এক লোকের গায়ে।

'অ্যাই, চোখ নেই...' আমেরিকান সেলসম্যান রূপসীর দিকে ভালো করে তাকাল। হাসি ফুটল মুখে। 'হাই।' *মেয়ে নয় যেন পুতুল।* 'কোত্থেকে এসেছ, হানি?'

'প্লিয়াডিসের সপ্তম সূর্য থেকে।'

হেসে উঠল লোকটা। 'সুরসিক নারীদের আমি খুব পছন্দ করি। যাচ্ছ কোথায়?'

মাথা নাড়ল রূপসী। 'জানি না। এখানে এই প্রথম এসেছি।'

'ডিনার করেছ?'

'না। তোমাদের খাবার খেতে পারি না।'

অদ্ভুত মেয়ে তো! তবে ভারী সুন্দরী। 'উঠেছ কোথায়?'

'আমি কোথাও উঠিনি।'

'হোটেলে ওঠোনি?'

'হোটেল?' মনে পড়ল রূপসীর। *আগন্তুকদের জন্য বাক্সের মত ঘর।* 'না। আমার ঘুমের একটা জায়গা দরকার।'

আমেরিকানের মুখের হাসি চওড়া হলো। 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার হোটেল রুমে চলো না ঘুমাবে? ওখানে চমৎকার, আরামদায়ক বিছানা আছে। কী যাবে?'

'যাব।'

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না আমেরিকানের।

'চমৎকার।'

রূপসী আর চোখ মেলে রাখতে পারছে না, 'আমরা কি এখনই শুয়ে পড়ব?'

হাতে হাত ঘষল সেলসম্যান, 'কেন নয়? আমার হোটেল ওই তো ওখানে। রাস্তার মোড়ে।'

ডেস্ক থেকে রুমের চাবি নিল আমেরিকান, এলিভেটরে চেপে চলে এল নিজের ফ্লোরে, ঘরে ঢুকে লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একটা ড্রিংক নেবে?'

পান করতে প্রবল ইচ্ছে করছে রূপসীর, কিন্তু এ আর্থলিংরা যে পানি খায় তা তার পান করার উপযুক্ত নয়। 'না,' বলল সে।

'বিছানাটা কোথায়?'

মাই গড, এ দেখছি এখনই গরম হয়ে উঠেছে। 'এই তো, হানি।' সেলসম্যান মেয়েটিকে বেডরুমে নিয়ে এল। 'তুমি সত্যি ড্রিংক নেবে না?'

'না।'

ঠোঁট চাটল লোকটা। 'সেক্ষেত্রে তুমি আ-ইয়ে-কাপড় খুলে ফেলছ না কেন?'

মাথা দোলাল রূপসী। এটা আর্থলিংদের প্রথা। ঘুমাবার আগে তারা কাপড় ছাড়ে। রূপসী পরনের কাপড় খুলে ফেলল। নিচে কিছু পরেনি সে। তার ফিগার মাথা খারাপ করার মত।

লোকটা রূপসীর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। 'আজ আমার সৌভাগ্যের রাত, হানি। তোমারও। *তোমাকে আমি এমন সুখ দেব যা কোনওদিন পাওনি।* সে দ্রুত নিজের জামা কাপড় খুলে ফেলল। লাফ মেরে উঠে পড়ল বিছানায়, মেয়েটির পাশে। 'এবার,' বলল সে। 'তোমাকে কিছু দারুণ অ্যাকশন দেখাব।' মুখ তুলে চাইল। 'ধ্যাত! আলো নেভাতে ভুলে গেছি।' সে বিছানা থেকে নামার জন্য পা বাড়াল।

'আমি বাতি নিভিয়ে দিচ্ছি,' ঘুম ঘুম গলায় বলল রূপসী।

সেলসম্যান দেখল মেয়েটির হাত লম্বা হতে শুরু করেছে। আঙুলগুলো সবুজ শুঁড়ের মত কিলবিল করছে। লম্বা হতে হতে হাতটা সুইচের কাছে গিয়ে পৌঁছুল। নিভিয়ে দিল বাতি।

অন্ধকারে সে মেয়েটির সঙ্গে একা! চিৎকার করে উঠল সেলসম্যান।

উনচল্লিশ

নেপলসের হাইওয়ে অটোস্ট্রাডা ডেল সোপে হাই স্পিডে গাড়ি ছুটিয়েছে রবার্ট। গত আধঘণ্টা নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে ও। পিয়েরের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। যে যার ভাবনায় মগ্ন।

নীরবতা ভঙ্গ করল পিয়ের। 'আমার মা'র বাড়িতে ক'দিন থাকবে তুমি?'

'তিন/চার দিন।'

'বেশ।'

রবার্টের ওখানে এক বা দুই রাত্রির বেশি কাটানোর কোনও ইচ্ছেই নেই। তবে কথাটা পিয়েরকে জানাল না। নিরাপদ জাহাজ পেলেই ও ইটালি থেকে কেটে পড়বে।

'ওদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না আমার,' বলল পিয়ের।

'তোমার একটাই ভাই?'

'হ্যাঁ, কার্লো। আমার ছোট।'

'তোমার পরিবারের গল্প বলো, পিয়ের।'

কাঁধ ঝাঁকাল পিয়ের। 'বলার মত তেমন কিছু নেই। আমার বাবা সারা জীবনে ডক-এ কাজ করেছেন। ক্রেন চাপা পড়ে মারা যান তিনি। আমার মা অসুস্থ ছিল, তাকে এবং কার্লোকে ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে চাপে। সিন সিট্টা স্টুডিওতে আমার এক বন্ধু ছিল। সে মাঝে সাঝে দু'একটা ছোটখাট চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দিত। তবে পারিশ্রমিক খুবই কম। আমাকে সহকারী পরিচালকের সঙ্গে শুতেও হয়েছে। ভাবলাম এরচেয়ে রাস্তায় কাজ করে অনেক বেশি টাকা কামাই করতে পারব। এখন পাশাপাশি অভিনয়টাও চালিয়ে যাচ্ছি।'

'পিয়ের...তোমার মা আমাকে দেখলে আবার কিছু বলবেন না তো?'

'না। মা বরং আমাকে দেখলে খুশিই হবে।' একটু চুপ করে থেকে যোগ করল, 'তুমি কি সুসান নামের ওই মেয়েটিকে খুব ভালোবাস?'

'তোমার কী করে ধারণা হলো আমি তাকে ভালোবাসি?'

'তোমার গলার স্বর শুনে মনে হয়েছে। কে মেয়েটা?'

'বান্ধবী।'

'মেয়েটি খুব ভাগ্যবতী। আমার যদি এমন কেউ থাকত যে আমার কথা খুব চিন্তা করে, ভাবে। রবার্ট বেলামি কি তোমার আসল নাম?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্টারপোল তোমার পিছু নিয়েছে কেন?'

রবার্ট জবাব দিল, 'সে কথা তোমার না জানাই ভালো। আমার সঙ্গে যে আছ এতেই তোমার অনেক বিপদ হতে পারে। কাজেই যত কম জানবে ততই ভালো।'

'ঠিক আছে, রবার্ট।'

'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি,' বলল রবার্ট।

'যদি শোনো স্পেসশিপে চড়ে এলিয়েনরা পৃথিবীতে আসছে, তুমি কি খুব ভয় পাবে?'

মাথা নাড়ল পিয়ের। 'না। আমার কাছে বরং বিষয়টি খুব এক্সাইটিং মনে হবে। এসব আছে বলে তুমি বিশ্বাস করো?'

'থাকতেও পারে।'

উজ্জ্বল দেখাল পিয়েরের চেহারা। 'সত্যি? ওরা কি মানুষের মত দেখতে?'

'জানি না।'

'তোমাকে যে পুলিশ খুঁজছে এর সঙ্গে কি এ বিষয়টি জড়িত?'

'না,' দ্রুত বলল রবার্ট।

'তোমাকে যদি একটা কথা বলি, কথা দাও, আমার ওপর রাগ করবে না?'

'কথা দিলাম।'

প্রায় ফিসফিসে শোনাল পিয়েরের গলা। 'আমার ধারণা আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

'পিয়ের...'

'জানি বোকার মত হয়ে গেল কথাটা। তবে এ কথাটা আগে কোনওদিন কাউকে বলিনি। তোমাকেই প্রথম বললাম।'

'খুশি হলাম, পিয়ের।'

'তুমি ঠাট্টা করছ না তো?'

'না,' গ্যাস গজে তাকাল রবার্ট। 'গাড়িতে গ্যাস ভরতে হবে।'

পনের মিনিট বাদে একটি সার্ভিস স্টেশনের সামনে চলে এল রবার্ট। 'এখানে গ্যাস ভরব।'

'চমৎকার,' হাসল পিয়ের। 'আমি মা'কে ফোন করে বলে দিচ্ছি এক অচেনা হ্যান্ডস্যামকে নিয়ে বাড়ি আসছি।'

গ্যাস পাম্পে গাড়ি নিয়ে ঢুকল রবার্ট। অ্যাটেনডেন্টকে বলল, *'ফেট ইন পিয়েনো, পার ফেভোর।'*

'সি, সিনর।'

পিয়ের ঝুঁকে চুমু খেল রবার্টের গালে। 'আমি আসছি এখুনি।'

রবার্ট দেখল মেয়েটি হেঁটে অফিসে ঢুকল, তুলে নিল ফোন।

মেয়েটি ভারী সুন্দরী, ভাবল রবার্ট। এবং বুদ্ধিমতী। ওর যেন কোনও বিপদ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখব আমি।

অফিসে ঢুকে ডায়াল করছিল পিয়ের। রবার্টের দিকে ফিরে হাসল, নাড়ল হাত। অপারেটরের সাড়া পেয়ে বলল, 'আমাকে ইন্টারপোলের লাইন দিন। জলদি!'

চল্লিশ

টিভির খবরে রবার্ট বেলামিকে দেখা মাত্র পিয়ের বুঝতে পারে ও ধনী হতে চলেছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ ফোর্স বা ইন্টারপোল রবার্টকে যেহেতু খুঁজছে, তার মানে লোকটার জন্য তারা বিরাট অংকের টাকা পুরস্কার নিশ্চয় দেবে। আর একমাত্র পিয়েরই জানে রবার্ট কোথায়। পুরো পুরস্কারের টাকাটা একাই বাগিয়ে নেবে পিয়ের। নেপলসে ওকে পটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পিয়ের। কাজটা খুব বুদ্ধিমানের মত হয়েছে। সে রবার্টের ওপর চোখ রাখতে পারবে।

টেলিফোনে ভেসে এল একটি কণ্ঠ, 'ইন্টারপোল। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

বুক ঢিবঢিব করছে পিয়েরের। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল রবার্ট এখনও গ্যাস পাম্পে আছে কিনা। 'আপনারা কমান্ডার রবার্ট বেলামি নামে একজনকে খুঁজছেন, না?'

এক মুহূর্ত নীরবতা। 'কে বলছেন, প্লীজ?'

'আমি কে বলছি তা মুখ্য ব্যাপার নয়। ওকে আপনারা খুঁজছেন কী খুঁজছেন না বলুন।'

'আপনি আরেকজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলুন। একটু ধরুন। লাইনটা ট্রান্সফার করে দিচ্ছি।' ইন্টারপোলের কর্মকর্তা তার সহকারীকে বলল, 'এ লাইনটা জলদি ট্রেস করো।'

ত্রিশ সেকেন্ড পরে এক সিনিয়র অফিশিয়ালের সঙ্গে কথা বলল পিয়ের। 'বলুন, সিনোরা। আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' *আরে গদর্ভ, তোমাদেরকে সাহায্য তো আমি করব।*

'আমি জানি রবার্ট বেলামি কোথায় আছে। আপনারা ওকে গ্রেফতার করতে চাইছেন নাকি চাইছেন না?'

'অবশ্যই চাইছি, সিনোরা। এবং আপনি বলছেন বেলামি কোথায় আছে আপনি তা জানেন?'

'জ্বী। সে এখন আমার সঙ্গে আছে। ও আপনাদের কাছে কতটা দামি?'

'আপনি কি পুরস্কারের কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'অবশ্যই আমি পুরস্কারের কথা জানতে চাইছি।' আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পিয়ের। *এগুলো কী ধরনের ইডিয়ট।*

কর্মকর্তা তার সহকারীকে আরও দ্রুত কাজ করার ইংগিত দিল।

'এখনও তার নামে কোনও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি, সিনোরা। কাজেই...'

'বেশ তো, এখন ঘোষণা করুন। আমার তাড়া আছে।'

'আপনি কত টাকা পুরস্কার আশা করছেন?'

একটু ভেবে জবাব দিল পিয়ের। 'পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

'পঞ্চাশ হাজার ডলার অনেক টাকা। আপনি যদি বলতেন কোথায় আছেন তাহলে আমরা আপনার ওখানে চলে আসতাম। মুখোমুখি কথা...'

ব্যাটা ভাবছে আমি পাজ্জা। 'না। আমি যে পরিমাণ টাকা দাবি করেছি ওটা দিতে হয় এখন রাজি হবেন নয়তো...'

পিয়ের দেখল রবার্ট অফিসে হেঁটে আসছে। 'জলদি। হ্যাঁ অথবা না?'

'বেশ, সিনোরা। হ্যাঁ। আমরা আপনার দাবি মেনে নিচ্ছি...'

রবার্ট ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে, এগিয়ে আসছে পিয়েরের দিকে।

পিয়ের ফোনে বলল, 'আমরা ডিনারের আগেই পৌঁছে যাব, মা। ওকে তোমার পছন্দ হবে। চমৎকার মানুষ। *চিয়াও।*'

পিয়ের ফোন রেখে ঘুরল রবার্টের দিকে। 'মা তোমাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

ইন্টারপোল সদর দপ্তরে সিনিয়র কর্মকর্তা বলল, 'কলটা ট্রেস করতে পেরেছ?'

'জ্বী। অটোস্ট্রাডা ডেল সোল-এর একটা ফিলিং স্টেশন থেকে ফোনটা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে ওরা নেপলস যাচ্ছে।'

কর্নেল ফ্রান্সেসকো সিজার এবং কর্নেল ফ্রাংক জনসন সিজারের অফিসের দেয়ালে টাঙানো মানচিত্রে চোখ বুলাচ্ছেন।

'নেপলস একটি বিরট শহর,' বললেন কর্নেল সেজার। 'ওকে ওখানে লুকিয়ে রাখার হাজারও জায়গা আছে।'

'মহিলাটা কে ছিল?'

'জানি না সে কে।'

'ওর পরিচয় জানার চেষ্টা করুন।'

সিজার তাকালেন জনসনের দিকে। বিস্মিত। 'কীভাবে?'

'কভার হিসেবে কোনও নারী সঙ্গীর প্রয়োজন হলে বেলামি কী করবে?'

'কোনও পতিতাকে খুঁজে নেবে।'

'ঠিক। তাহলে আমরা কোত্থেকে শুরু করব?'

'ট'র ডি উন্টু থেকে।'

ওরা গাড়ি নিয়ে প্যাসেগিয়াট্টা আর্কিওলোজিকায় চলে এলেন। রাস্তায় ঘুরঘুর করছে পতিতার দল। কর্নেল সিজার এবং কর্নেল জনসনের সঙ্গে আছে পুলিশ সুপারভাইজার ক্যাপ্টেন বেলিনি।

'কাজটা সহজ নয়,' বলল বেলিনি। 'ওরা পেশার খাতিরে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বটে তবে পুলিশ যদি কারও ব্যাপারে মাথা ঘামায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই আপন বোনের মত বন্ধন তৈরি করে ফেলে। ওরা তখন আর মুখ খুলতে চায় না।'

'আচ্ছা দেখা যাবে,' বলল কর্নেল জনসন।

বেলিনির নির্দেশে ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নেমে এল ওরা তিনজন। ভুরু কুঁচকে ওদেরকে দেখছে নিশি কন্যারা। বেলিনি এক মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'গুড আফটার নুন, মারিয়া। কেমন চলছে কাজকর্ম।'

'আপনারা চলে গেলে ভালো চলবে।'

'আমরা এখানে থাকতে আসিনি। শুধু একটি ব্যাপার জানতে এসেছি। এক আমেরিকানকে খোঁজ করছি। গত রাতে সে এখান থেকে একটি মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। আমাদের ধারণা ওরা দু'জনে একসঙ্গে ভ্রমণ করছে। মেয়েটির পরিচয় জানা দরকার। তোমরা কোনও সাহায্য করতে পারবে?' সে রবার্টের ছবি দেখাল।

মারিয়া এবং বেলিনিকে ঘিরে ধরল বেশ কয়েকজন পতিতা, কী ঘটছে দেখতে চায়।

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না,' জবাব দিল মারিয়া। 'তবে কে পারবে জানি।'

আশান্বিত হয়ে উঠল বেলিনি, 'কে?'

মারিয়া রাস্তার ওপারে একটি দোকানে হাত তুলে দেখাল।

জানালায় লেখা 'জ্যোতিষী হস্ত রেখাবিদ।' ম্যাডাম লুসিয়া আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।'

হাসির রোল পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে।

ক্যাপ্টেন বেলিনি ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা তাহলে ঠাট্টা মশকরা খুব পছন্দ করো, অ্যাঁ? বেশ। আমরাও তোমাদেরকে নিয়ে একটু মশকরা করব। আমেরিকানটার সঙ্গে যে মেয়েটি গেছে তার নাম জানাটা এই দুই ভদ্রলোকের জন্য খুবই জরুরি। তোমরা যদি মেয়েটির কথা বলতে না পার তাহলে তোমার বন্ধুদের কাছে খবর নাও। যে জানে তাকে খুঁজে বের করো। নাম জানতে পারলে আমাকে একটা ফোন দিও।'

'কেন আপনাকে ফোন করতে যাব?' প্রশ্ন করল ঘাড়ত্যাড়া একজন।

'সময়েই তা দেখতে পাবে।'

এক ঘণ্টা পরে রোমের সমস্ত পতিতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাদের দালালদেরসহ। মেয়েগুলো চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল।

'তোমরা এমনটি করতে পার না...আমি পুলিশ প্রটেকশনের জন্য চাঁদা দিই।'

'গত পাঁচ বছরেও আমাকে কেউ এভাবে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায়নি...'

'আমি তোমাকে এবং তোমার বন্ধুকে ফ্রি শুতে দিয়েছি। একটা পয়সাও নিইনি। এই তার প্রতিদান...?'

'এমনই যদি করবে তাহলে তোমাদেরকে চাঁদা দিতে যাব কেন...?'

পরদিন রোমের রাস্তায় একটি পতিতাকেও দেখা গেল না, তবে জেল উপচে পড়ল তারা।

সিজার এবং কর্নেল জনসন ক্যাপ্টেন বেলিনির অফিসে বসে আছে। 'ওদেরকে জেলে আটকে রাখা কঠিন হবে।'

সতর্ক করে দিল বেলিনি। 'ট্যুরিজম ব্যবসারও অনেক ক্ষতি।'

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' বললেন কর্নেল জনসন। 'কেউ না কেউ কথা বলবেই। শুধু ওদের ওপর চাপটা অব্যাহত রাখুন।'

বিকেল নাগাদ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভংগ হলো। ক্যাপ্টেন বেলিনির সেক্রেটারি বলল, 'জনৈক মি. লরেঞ্জো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

মি. লরেঞ্জোর পরনে অত্যন্ত দামি সুট, তিন আঙুলে তিনটি হিরের আংটি। মি. লরেঞ্জো পতিতাদের দালাল।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল বেলিনি।

হাসল লরেঞ্জো। 'বরং আপনাদের জন্যই আমি কিছু করার জন্য এসেছি, ভদ্রমহোদয়গণ। আমার এক সহকর্মী বলল আপনারা নাকি একটি মেয়েকে খুঁজছেন। মেয়েটি নাকি এক আমেরিকানের সঙ্গে শহর ত্যাগ করেছে। যেহেতু কর্তৃপক্ষের প্রতি সহযোগিতার হাত আমরা সবসময়ই বাড়িয়ে রাখি, তাই ভাবলাম মেয়েটির নাম আপনাদের জানিয়ে দেয়া উচিত।'

কর্নেল জনসন জিজ্ঞেস করল, 'কে মেয়েটি?'

প্রশ্নটি শুনেও না শোনার ভান করল লরেঞ্জো।

'আমি আশা করছি এর বিনিময়ে আপনারা আমাদের সহকর্মী এবং বন্ধুদের ছেড়ে দেবেন।'

কর্নেল সিজার বললেন, 'আপনার কোনও বেশ্যাকে আটকে রাখার ইচ্ছে আমাদের নেই। আমরা শুধু মেয়েটির নাম জানতে চাই।'

'তার নাম পিয়ের। পিয়ের ভাল্লি। আমেরিকানটি তার সঙ্গে লোইনক্রোসিও হোটেলে রাত কাটিয়েছে। পরদিন সকালে তারা হোটেল ছেড়ে দেয়। তবে পিয়ের আমাদের দলের কোনও মেয়ে নয়। তাই বলছিলাম কী...'

বেলিনি ইতিমধ্যে ফোন তুলে নিয়েছে।' পিয়ের ভাল্লির ওপর রেকর্ড নিয়ে এসো, জলদি!'

'আশা করি আপনারা বিনিময়ে...' বলল লরেঞ্জো। মুখ তুলে চাইল বেলিনি। ফোনে বলল, 'এবং অপারেশন পুটানা ক্যান্সেল করে দাও।'

হাসি ফুটল লরেঞ্জোর মুখে। *গ্রাজি।'*

পাঁচ মিনিট পরে বেলিনির কাছে চলে এল পিয়ের ভাল্লির রেকর্ড।

'সে পনের বছর বয়স থেকে বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। বেশ কয়েকবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে...'

'মেয়েটির বাড়ি কোথায়?' বাধা দিল কর্নেল জনসন।

'নেপলস।' ওরা তাকালেন পরস্পরের দিকে। 'ওখানে তার মা এবং ভাই থাকে।'

'কোন্ জায়গায়?'

'দেখছি।'

'এখুনি দেখুন।'

একচল্লিশ

নেপলসের শহরতলিতে পৌঁছে গেছে ওরা। সরু রাস্তার পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরানো ভবন, বেশিরভাগ বাড়ির জানালায় শুকানোর জন্য কাপড় ঝুলছে।

পিয়ের জিজ্ঞেস করল, 'নেপলসে কখনও এসেছেন?'

'একবার,' জবাব দিল রবার্ট। *সুসান ওর পাশে বসে খিলখিল করে হাসছিল। শুনেছি নেপলস নাকি দুষ্টু শহর। আমরা এখানে অনেক দুষ্টুমি করতে পারি, ডার্লিং?*

ওরা ক্যাপ্টেন ডেল ওভোর পাশ দিয়ে যাচ্ছে। এটি একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদ।

ভিলা টোলেডাতে পৌঁছেছে ওরা, পিয়ের বলল, 'এদিকে ঘোরো।'

ওরা নেপলসের পুরানো অঞ্চল স্পাকানাপোলির দিকে এগোচ্ছে। পিয়ের বলল, 'এই তো আরেকটু সামনে। বামে, ভায়া বেনেডেস্টো গ্রসে মোড় নাও।'

বাঁক নিল রবার্ট। এখানে খুব ট্রাফিক জ্যাম। গাড়ির হর্নের শব্দে বধির হয়ে যায় কান। রবার্ট গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। রাস্তা দিয়ে কুকুর ছুটছে মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

পিয়াজ্জা ডেল প্লেবিসকিটোতে চলে এল রবার্ট। 'এখানেই থামো,' চেঁচিয়ে উঠল পিয়ের। ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল রবার্ট। ফুটপাতের ওপাশে অনেকগুলো ঘিঞ্জি দোকান।

চারপাশে চোখ বুলাল রবার্ট। 'এখানে তোমার মা থাকেন?'

'না,' বলল পিয়ের। 'অবশ্যই না।' ও ঝুঁকে এল, চাপ দিল হর্নে। একটি দোকান থেকে বেরিয়ে এল এক তরুণী। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল পিয়ের। ছুটে গেল মেয়েটির কাছে। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল ওরা।

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে!' বলল মেয়েটি। 'বেশ ভালো কামাই করছ মনে হয়।'

'অবশ্যই,' পিয়ের কব্জি বাড়িয়ে দিল। 'নতুন ব্রেসলেটটা দ্যাখো না।'

'আসল এমারেল্ড?'

'একশোবার।'

দোকানের দিকে ফিরে হাঁক ছাড়ল মহিলা। 'অ্যানা! দ্যাখো কে এসেছে।'

মিনিটের মধ্যে আধ ডজন মেয়ে ঘিরে ধরল পিয়েরকে। সবাই তার ব্রেসলেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রবার্ট গাড়িতে বসে রইল। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে ওর।

'ও আমার জন্য উন্মাদ,' ঘোষণার সুরে বলল পিয়ের। ফিরল রবার্টের দিকে। 'তাই না, *কারো?*'

রবার্টের ইচ্ছে করল মেয়েটার গলা টিপে ধরে। 'হুঁ, এখন আমরা যেতে পারি, পিয়ের?'

'এক মিনিট।'

'এখন!' বলল রবার্ট।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' পিয়ের ফিরল মহিলাদের দিকে। 'আমরা যাই। জরুরি কাজ পড়ে আছে। *চিয়াও!'*

'চিয়াও!'

পিয়ের উঠে বসল রবার্টের পাশে। মহিলারা দাঁড়িয়ে রইল ফুটপাতে, পিয়েরের দিকে হাত নাড়ল।

পিয়ের হাসিমুখে বলল, 'ওরা আমার পুরানো বন্ধু।'

'বেশ। তোমার মা'র বাসা কোথায়?'

'মা শহরে থাকে না।'

'কী?'

'মা শহরের বাইরে থাকে। ছোট একটি ফার্ম হাউসে। এখান থেকে আধঘণ্টার রাস্তা।'

নেপলসের দক্ষিণে, শহরের বাইরে পিয়েরের মা'র ফার্ম হাউস। রাস্তার পাশে পাথরের ছোট একটি ভবন।

'ওই যে আমার মা'র বাসা!' চেঁচিয়ে উঠল পিয়ের। 'সুন্দর না?'

'হুঁ।' শহর থেকে বাড়িটি দূরে বলে মনে মনে খুশিই হলো রবার্ট। এখানে ওকে নিশ্চয় কেউ খুঁজতে আসবে না। পিয়ের ঠিকই বলেছে। এটা একটা পারফেক্ট সেফ হাউস।

সদর দরজায় হেঁটে এল ওরা। ঝট করে খুলে গেল দরজা। পিয়েরের মা দোরগোড়ায়। হাসছে। অবিকল মেয়ের মত চেহারা। রোগা, চুলের রঙ ধূসর।

'পিয়ের, *কারা! মি সেই মানফস্টা!*

'আমিও তোমাকে খুব মিস করেছি, মা। ফোনে আমার এ বন্ধুটিকে নিয়ে আসার কথাই বলেছিলাম।'

পিয়েরের মা'র গলায় খুশি ফোটাল। 'আচ্ছা? সি, সুস্বাগতম মি:...'

'জোনস,' বলল রবার্ট।

'আসুন। ভেতরে আসুন।'

লিভিংরুমে ঢুকল ওরা। বেশ বড় ঘর। আরামদায়ক। প্রচুর আসবাব ঘরে।

কুড়ি/একুশ বছরের একটি ছেলে ঢুকল ঘরে। বেঁটে, সরু মুখ, বাদামি চোখ। পরনে জিন্স এবং জ্যাকেট। বোনকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। 'পিয়ের!'

'হ্যালো, কার্লো।' আলিঙ্গন করল ভাই-বোন।

'তুমি এখানে কী করছ?'

'কয়েকদিন থাকতে এসেছি,' সে রবার্টের দিকে ফিরল। 'এ আমার ভাই, কার্লো। কার্লো, ইনি মি. জোনস।'

'হ্যালো, কার্লো।'

কার্লো রবার্টের আপাদমস্তক দেখল। 'হ্যালো।'

মা বলল, 'তোমাদের জন্য বেডরুম রেডি করছি।'

রবার্ট বলল, 'আপনাদের যদি আলাদা বেডরুম থাকে...আমি আলাদা ঘুমাতে চাই।'

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ঘরে। তিনজনই চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে রবার্টের দিকে।

মা ফিরল পিয়েরের দিকে। *'ওমোসেসুয়েল?'*

কাঁধ ঝাঁকাল পিয়ের। আমি জানি না। তবে ও নিশ্চিত রবার্ট সমকামী নয়।

মা তাকাল রবার্টের দিকে। 'ঠিক আছে। আপনার যেমন ইচ্ছা।' সে আবার আলিঙ্গন করল পিয়েরকে। 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। কিচেনে চল। কফি বানাব।'

রান্নাঘরে ঢুকে মা বলল, *'বেনিসিমো!* এ লোককে কোত্থেকে জোগাড় করলি। দেখেই মনে হচ্ছে বিরাট ধনী। তোর হাতের ব্রেসলেটটার দামও তো অনেক। আজ রাতে তোদের জন্য ভোজ দেব। পড়শিদের দাওয়াত করব...'

'না, মা। ও সব করতে যেয়ো না।'

'কিন্তু, কারা। এমন এক লোককে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিস, সবাইকে জানাতে হবে না! আমার বান্ধবীরা দেখলে কত খুশি হবে।'

'মা, মি. জোনস কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছেন। কাউকে দাওয়াত করে হাঙ্গামার দরকার নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মা। 'ঠিক আছে। তোর যা ইচ্ছে।'

কার্লোরও নজরে পড়েছে ব্রেসলেটটি। 'ওই ব্রেসলেট ওটা আসল এমারেল্ডের, না? আমার বোনকে আপনি কিনে দিয়েছেন?'

ছোকরার ভাবভঙ্গি পছন্দ হচ্ছে না রবার্টের। 'তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করো।'

পিয়ের তার মাকে নিয়ে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। মা তাকাল রবার্টের দিকে। 'আপনি সত্যি পিয়েরের সঙ্গে শোবেন না?'

বিব্রত দেখাল রবার্টকে, 'ধন্যবাদ। না।'

পিয়ের বলল, 'চলো, তোমার বেডরুম দেখিয়ে দিচ্ছি।' সে রবার্টকে নিয়ে চলে এল বাড়ির পেছন দিকে। বেশ বড়সড় একটি বেডরুম, ডাবল বেডের।

'রবার্ট, মা কিছু মনে করে কিনা ভেবেই কী তুমি আমার সঙ্গে শুতে চাইছ না? মা জানে আমি কী কাজ করি।'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়,' বলল রবার্ট। 'আসলে...' বিষয়টি পিয়েরকে ব্যাখ্যা

করা সম্ভব নয়। 'আমি দুঃখিত, আমি...'

শীতল শোনাল পিয়েরের কণ্ঠ। 'নেভার মাইন্ড।'

অপমান লাগছে পিয়েরের। এ নিয়ে দু'বার সে পিয়েরের সঙ্গে শুতে অস্বীকৃতি জানাল। ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছি, ঠিকই আছে। ভাবল পিয়ের। তারপরও একটা অপরাধবোধ ঘিরে থাকল ওকে। লোকটা ভালো। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ডলারের মোহও ত্যাগ করতে পারছে না পিয়ের।

ডিনার খেতে বসে পিয়েরের মা বকবক করতে লাগল। তবে পিয়ের, রবার্ট এবং কার্লো মগ্ন থাকল যে যার চিন্তায়। কীভাবে পালাবে সে ভাবনায় মশগুল রবার্ট। কাল ও ডক-এ যাবে। সুবিধেমত কোনও জাহাজে চড়ে বসবে।

পিয়ের ভাবছে সে পুলিশকে শহরে গিয়ে ফোন করবে। তাহলে পুলিশ এ জায়গার খোঁজ পাবে না।

কার্লো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে রবার্টকে। ভাবছে লোকটা আসলে কে।

ডিনার শেষে দুই নারী ঢুকল কিচেনে। রবার্ট এবং কার্লো বসে রইল টেবিলে।

'আমার বোন এই প্রথম কাউকে বাসায় নিয়ে এল,' বলল কার্লো। 'আপনাকে ও নিশ্চয় খুব পছন্দ করে।'

'আমিও ওকে খুব পছন্দ করি।'

এ লোকটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে দৃঢ় ধারণা কার্লোর। কী সেটা? লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে প্রচুর টাকার মালিক। একজন ধনী মানুষ যখন পালিয়ে বেড়ায় তখন ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। এসব পরিস্থিতিতে টাকা উপার্জন করার একটা রাস্তা বেরিয়ে আসে সহজেই।

'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল কার্লো।

'বিশেষ কোথাও থেকে না,' হাসিমুখে বলল রবার্ট। 'আমি প্রচুর ভ্রমণ করি।'

মাথা দোলাল কার্লো। 'আচ্ছা।' বিরতি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ব্যবসা করেন?'

'রিটায়ার্ড।'

এ লোককে চাপ দিয়ে পেট থেকে কথা আদায় করা তেমন কঠিন কাজ নয়। ডিয়াভোল্লি রোসির নেতা লুক্কাকে খবর দিলেই হবে।

'এখানে কদ্দিন আছেন?'

'এখনই বলতে পারছি না,' ছোকরা বড্ড বেশি কৌতূহল দেখাচ্ছে। পিয়ের এবং তার মা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

'আরেকটু কফি খাবেন?' জিজ্ঞেস করল মা।

'না, ধন্যবাদ। আপনার ডিনার খেয়েই ভরে গেছে পেট। চমৎকার হয়েছে রান্না।'

হাসল মা। 'ও কিছু না। কাল আপনার জন্য ভোজের ব্যবস্থা করব।'

'বেশ,' কাল এ সময় ও থাকছে না। চেয়ার ছাড়ল রবার্ট।

'আমি খুব ক্লান্ত ঘুমাতে যাব।'

'গুড নাইট,' বলল মা।

'গুড নাইট।'

রবার্ট পা বাড়াল বেডরুমে।

মুচকি হাসল কার্লো। 'ও তোমাকে বিছানায় নেয়ার মত যোগ্য মনে করে না, না?'

কথাটা শূলের মত বিঁধল পিয়েরের কলজেতে। রবার্ট সমকামী হলেও কিছু মনে করত না। কিন্তু সুসানের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছে ও রবার্টকে। *ওকে দেখিয়ে দেব আমি কী জিনিস।*

দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রবার্টের। সাথে সাথে উঠে বসল বিছানায়। সতর্ক। কেউ এগিয়ে আসছে বিছানার দিকে। শক্ত হয়ে গেল রবার্টের শরীর, লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় পারফিউমের গন্ধ পেল নাকে। ওর পাশে এসে বসল পিয়ের।

'পিয়ের...তুমি...?'

'শ্‌শ্‌শ।' রবার্টের গায়ে নিজের নগ্ন শরীর চেপে ধরল পিয়ের।

'আমার খুব একা লাগছে।' ফিসফিস করল সে।

'আমি দুঃখিত, পিয়ের। আমি...আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না।'

পিয়ের বলল, 'পারবে না? তাহলে তোমার জন্য আমাকে কিছু করতে দাও।' তার গলার স্বর নরম।

'কোনও লাভ হবে না। তুমি পারবে না।' গভীর হতাশার গলায় বলল রবার্ট।

'তুমি আমাকে পছন্দ কর না, রবার্ট? আমার শরীর সুন্দর না?'

'হ্যাঁ।' ওর শরীরের উষ্ণতা টের পাচ্ছে রবার্ট।

ওকে আদর করছে পিয়ের। হাত বুলাচ্ছে বুকে, আঙুলগুলো বুক ছুঁয়ে নেমে এল কুচকিতে।

'পিয়ের, আমি প্রেম করতে পারব না। বহুদিন আমি কোনও নারীকে তৃপ্তি দিতে পারিনি।'

'তোমার কিছু করতে হবে না, রবার্ট,' বলল পিয়ের। 'আমি শুধু খেলতে চাই। খেলবে আমার সঙ্গে?' নাও উপুড় হয়ে শোও।'

'কোনও লাভ হবে না, পিয়ের। আমি...'

ওর শরীরের ওপর উঠে এল পিয়ের। রবার্ট অভিশাপ দিচ্ছে সুসানকে। কারণ সুসান চলে যাওয়ার সময় ওর পৌরুষ কেড়ে নিয়েছে। অভিশাপ দিচ্ছে নিজেকে পুরুষত্বহীনতার জন্য। টের পেল পিয়েরের জিভ সক্রিয় হয়ে উঠেছে ওর পিঠে, ছোট ছোট বৃত্ত তৈরি করছে। নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কোমল, পেলব আঙুলের ছোঁয়া ত্বকে।

'পিয়ের...'

'শ্‌শ্‌শ্‌।'

পিয়েরের জিভ আরও ব্যস্ত হয়ে উঠল। রবার্ট টের পেল জেগে উঠছে ও। ওর পুরুষাঙ্গ লোহার মত শক্ত হয়ে গেল। পিয়েরকে জাপটে ধরল ও, চিৎ করে শুইয়ে ফেলল।

রবার্টের পৌরুষ অনুভব করল পিয়ের। হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল, 'মাই গড, তোমারটা কী বিশাল! আমি তোমাকে আমার ভেতরে চাই।'

এক মুহূর্ত পরে পিয়েরের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করল রবার্ট। যেন নবজন্ম ঘটেছে ওর। পিয়ের দক্ষ এবং বুনো। ওরা সে রাতে পরপর তিনবার মিলিত হলো। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

অষ্টাদশ দিন

নেপলস, ইটালি

সকালে, জানালা থেকে ভেসে আসা রোদের আলো চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল রবার্টের। পিয়েরকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করল, 'ধন্যবাদ।'

দুষ্টু হাসল পিয়ের। 'কেমন বোধ করছ?'

'চমৎকার,' বলল রবার্ট।

পিয়ের উঠে বসল বিছানায়। 'তুমি নিশ্চয় ড্রাগ স্মাগলার নও।' সোজাসাপ্টা প্রশ্ন।

'না।'

'কিন্তু ইন্টারপোল তোমাকে খুঁজছে।'

'হ্যাঁ।'

চেহারা উজ্জ্বল দেখাল পিয়েরের। 'আমি জানি তুমি স্পাই।'

বাচ্চাদের মত উত্তেজিত সে।

হাসার চেষ্টা করল রবার্ট। 'আমাকে দেখে তাই মনে হয়?'

'স্বীকার করো,' গো ধরে রইল পিয়ের। 'তুমি স্পাই।'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর মুখে বলল রবার্ট। 'আমি স্পাই।'

'জানতাম আমি!' জ্বলজ্বল করছে পিয়েরের চোখ। 'আমাকে কয়েকটা গোপন কথা বলা যাবে?'

'কী ধরনের গোপন কথা?'

'স্পাই সিক্রেট... কোড টোড ধরনের কিছু। আমি গোয়েন্দা উপন্যাস খুব পড়ি, জানো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওগুলো তো বানানো গল্প। তুমি তো আসল ব্যাপারগুলো জান। যেমন স্পাইরা যেসব সংকেত দেয়। তুমি আমাকে সেরকম দু'একটা সংকেত শিখিয়ে দাও না।'

রবার্ট বলল, 'আচ্ছা, জানালার পাল্লার ট্রিকটা শিখিয়ে দিচ্ছি।'

চোখ বড়বড় হয়ে গেল পিয়েরের। 'কী সেটা?'

বেডরুমের জানালার দিকে ইংগিত করল রবার্ট। 'যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, তুমি জানালার পাল্লা খুলে রাখবে। তবে কোনও ঝামেলা হলে একটা পাল্লা বন্ধ করে রাখবে। এভাবে তুমি তোমার বন্ধু এজেন্টকে সাবধান করে দিতে

পারবে।'

উত্তেজিত গলায় পিয়ের বলল, 'বাহ্, চমৎকার। এরকম ট্রিক্সের কথা আমি বইতে পড়িনি।'

'বইতে এসব পাবে না,' বলল রবার্ট। 'এটা খুব গোপন ব্যাপার।'

'আমি কাউকে বলব না,' বলল পিয়ের। 'আর কিছু?'

রবার্ট একটু ভেবে বলল, 'টেলিফোনের একটা ট্রিক আছে।'

পিয়ের ওর শরীরের কাছে ঘেঁষে এল। 'বলো না শুনি।'

'ধরো, তোমার গুপ্তচর বন্ধু তোমাকে ফোন করে জানতে চাইল সব ঠিক আছে কিনা। সে পিয়েরকে চাইবে।

সব ঠিক থাকলে বলবে, 'পিয়ের বলছি।' কিন্তু কোনও সমস্যা থাকলে বলবে, 'আপনি রং নাম্বারে ফোন করেছেন।'

'বাহ চমৎকার! আরও বলো না শুনি।'

হাসল রবার্ট। 'আজকের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।'

'আচ্ছা,' পিয়ের শরীর ঘষল রবার্টের সঙ্গে। 'গোসল করবে?'

'করতে পারি।'

গরম পানিতে একে অন্যের গায়ে সাবান ঘষে গোসল করল ওরা। পিয়ের রবার্টের দুই ঊরুর সংযোগস্থলে সাবান ঘষছে, আবার জেগে উঠল ওর পৌরুষ।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ওরা প্রেম করল।

রবার্ট পোশাক পরছে, পিয়ের গায়ে রোব চড়াল। 'আমি তোমার নাস্তার ব্যবস্থা করছি।'

কার্লো পিয়েরের জন্য ডাইনিংরুমে অপেক্ষা করছিল।

'তোমার বন্ধুর ব্যাপারে বলো।' বলল কার্লো।

'কী বলব?'

'লোকটার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হলো?'

'রোমে।'

'তোমাকে এমারেল্ডের ব্রেসলেট কিনে দিয়েছে। লোকটা নিশ্চয় অনেক ধনী।'

কাঁধ ঝাঁকাল পিয়ের। 'ও আমাকে পছন্দ করে।'

কার্লো বলল, 'আমার ধারণা তোমার বন্ধু কোনও কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা ঠিক পার্টিকে খবর দিলে বড় পুরস্কার পেয়ে যাব।

পিয়ের ছোট ভাই'র দিকে ঝুঁকল, রাগে জ্বলছে চোখ। 'এসব থেকে দূরে থাকো, কার্লো।'

'তার মানে ও সত্যি পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'নিজের চরকায় তেল দাও।' কারও সঙ্গে পুরস্কার ভাগাভাগি করার ইচ্ছে নেই পিয়েরের।

কার্লো খেঁকিয়ে উঠল, 'আসলে পুরোটা একাই নেয়ার মতলব করেছ তুমি।'

'না। তুমি আসলে বুঝতে পারছ না, কার্লো।'

'না?'

পিয়ের বলল, 'তোমাকে সত্যি কথাটাই বলি, মি. জোনস তার স্ত্রীর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার বউ গোয়েন্দা ভাড়া করেছে। গোয়েন্দা খুঁজছে মি. জোনসকে।'

হাসল কার্লো। 'কথাটা আগে বললেই হতো। এটা তাহলে বিরাট কোনও দাঁও নয়। আমি এটার কথা ভুলে যাব।'

'ভালো,' বলল পিয়ের।

কার্লো ভাবছে, *লোকটরা আসল পরিচয় আমি খুঁজে বের করবই।*

ফোনে কথা বলছেন জানুস। 'কোনও খবর পাওয়া গেছে?'

'কমান্ডার বেলামি এখন নেপলসে আছে। আমার লোকজনরা তাকে খুঁজছে। এক পতিতা আছে বেলামির সঙ্গে। পতিতার বাড়ি নেপলসে। ওরা পতিতার বাড়ি যেতে পারে।' আমরা বাড়িটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

'আমাকে খবর জানিয়ো।'

নেপলসে, ব্যুরো অব মিউনিসিপাল হাউজিং পিয়ের ভাল্লির মা'র বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

ডজনখানেক সিকিউরিটি এজেন্ট এবং নেপলস পুলিশ ফোর্স শহরে খুঁজে বেড়াচ্ছে রবার্টকে।

কার্লো রবার্টকে নিয়ে মতলব ভাজছে।

পিয়ের ইন্টারপোলে আবার ফোন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিয়াল্লিশ

বাতাসে বিপদের গন্ধ। হাত বাড়ালেই যেন ছুঁতে পারবে রবার্ট। ওয়াটার ফ্রন্ট ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কার্গো শিপগুলো মালপত্র তুলছে, নামাচ্ছে। জেটিতে পুলিশের গাড়ি দেখতে পাচ্ছে রবার্ট। ইউনিফর্ম পরা পুলিশ এবং গোয়েন্দার ডক শ্রমিক এবং নাবিকদের জেরা করছে। রবার্ট এদের তৎপরতা দেখে অবাক। মনে হচ্ছে এরা যেন টের পেয়ে গেছে নেপলসে এসেছে রবার্ট। গাড়ি থেকে নামার সাহস পাচ্ছে না ও। ডক থেকে গাড়ি ঘোরাল। ভেবেছিল একটা কার্গো শিপে উঠে ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। যেভাবেই হোক ওরা জানতে পেরেছে রবার্ট নেপলসে। গাড়ি নিয়ে দূরের যাত্রা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। শহরে এতক্ষণে রোড ব্লকের ব্যবস্থা করা হয়েছে নিশ্চয়। ডকগুলোতে বসেছে পুলিশ প্রহরা। তার মানে রেল রোড এবং বিমান বন্দরও ঘিরে রেখেছে পুলিশ। একটা জালের মধ্যে আটকা পড়েছে রবার্ট। জালটা ক্রমে গুটিয়ে আনছে ওরা।

সুসানের প্রস্তাবটার কথা মনে পড়ল রবার্টের। ওকে ওদের ইয়টে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু নিজের বিপদে সুসানকে জড়াবার কোনও ইচ্ছেই নেই রবার্টের। তবে এ মুহূর্তে অন্য কোনও উপায়ও দেখতে পাচ্ছে না ও। অবশ্য ও যদি হ্যালসিয়নে ওঠে, ওরা ওকে মার্সেইর কাছে উপকূলের কাছাকাছি নামিয়ে দিতে পারবে। রবার্ট নিজেই উপকূলে উঠে আসতে পারবে। তাহলে ওদেরকে হয়তো বিপদে পড়তে হবে না।

রাস্তার পাশে, ছোট একটি ফোন বুথের সামনে গাড়ি থামাল রবার্ট। যোগাযোগ করল হ্যালসিওনের সঙ্গে।

'মিসেস ব্যাংকস, প্লিজ।'

'কে বলছেন!'

'বলুন আমি তার এক পুরানো বন্ধু।'

এক মিনিট পরে সুসানের কণ্ঠ শুনতে পেল রবার্ট। 'রবার্ট...তুমি?'

'হ্যাঁ। সেই দুর্ভাগা।'

'ওরা...তোমাকে নিশ্চয় গ্রেফতার করতে পারেনি, নাকি পেরেছে?'

'পারেনি সুসান। তোমার ওখানে আশ্রয় নেয়া যাবে?'

'অবশ্যই। কখন...?'

'তুমি আজ রাতে নেপলসে আসতে পারবে?'

ইতস্তত করল সুসান। 'ঠিক বলতে পারছি না। একটু ধরো।' রবার্ট শুনল কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সুসান। তারপর আবার ফিরে এল লাইনে। 'মন্টি বলল ইঞ্জিনে নাকি কী সমস্যা হয়েছে। তবে দুইদিনের মধ্যে নেপলসে আসছি।'

ধ্যাত। প্রতিটি দিন ওর ধরা পড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'ঠিক আছে। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'রবার্ট, সাবধানে থেকো।'

'চেষ্টা করছি।'

'তোমার যেন কোনও ক্ষতি না হয়।'

'না। হবে না। *তোমারও কিছু ঘটতে দেব না।*'

রিসিভার রেখে পাশে দাঁড়ানো স্বামীর দিকে ঘুরল সুসান। হাসি ফুটল মুখে। 'ও আসছে।'

এক ঘণ্টা পরে, রোমে, ফ্রান্সেসকো সিজার একটি কেবলগ্রাম দিলেন কর্নেল ফ্রাংক জনসনকে। হ্যালসিয়ন থেকে এসেছে। ওতে লেখা 'বেলামি হ্যালসিয়নে আসছে। আমরা খবর জানাব।' নিচে কারও সই নেই।

'হ্যালসিয়নে কমিনিকশনের মনিটরিংয়ের সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি,' বললেন সিজার। 'বেলামি ইয়টে ওঠা মাত্র ওকে গ্রেফতার করব।'

তেতাল্লিশ

কার্লো ভাল্লি রবার্টকে নিয়ে বলা তার বোনের গল্প মোটেই বিশ্বাস করেনি। মি. জোনস পালাচ্ছেন ঠিকই আছে। তবে স্ত্রী কাছ থেকে নয়, পুলিশের ভয়ে। লোকটার জন্য নিশ্চয় বড় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। বিষয়টি খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। কার্লো সিদ্ধান্ত নিল এ ব্যাপারে সে ডিয়াভোলি রোসির নেতা মারিও লুক্কার সঙ্গে আলাপ করবে।

ভোরবেলাতেই কার্লো তার ভেসপা মোটর স্কুটার নিয়ে ভায়া সরচেল্লা অভিমুখে চলল। ওটা পিয়াজ্জা গ্যারিবল্ডির পেছনে। একটি জীর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে স্কুটার দাঁড়া করাল। একটি ভাঙা মেইল বক্সে লেখা 'লুক্কা।' সে ডোরবেলের ঘণ্টি চেপে ধরল।

এক মিনিট পরে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল একটি কণ্ঠ। 'কে রে?'

'কার্লো। তোমার সঙ্গে কথা আছে, মারিও।'

'ওপরে উঠে এসো।'

দোতলায় উঠে এল কার্লো।

মারিও লুক্কা দাঁড়িয়ে আছে খোলা দরজার সামনে। ন্যাংটো। ওর বিছানায় শুয়ে রয়েছে একটি মেয়ে।

'এত সক্কালবেলা কী দরকার?'

'কাল রাতে উত্তেজনার চোটে ঘুম হয়নি, মারিও। দারুণ একটা খবর আছে।'

'তাই নাকি? ভেতরে এসো।'

অগোছালো, ছোট অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল কার্লো। 'গত রাতে আমার বোন এক লোক নিয়ে এসেছে বাড়িতে।'

'তো? পিয়ের এক বেশ্যা। সে...'

'লোকটা বেশ ধনী। তবে সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কেন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে?'

'তা জানি না। তবে জানব। লোকটার জন্য হয়তো পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।'

'তোমার বোনকে বললেই পারো।'

ভুরু কোঁচকাল কার্লো। 'পিয়ের পুরস্কারের ভাগ কাউকে দিতে চায় না। লোকটা ওকে একটা ব্রেসলেট কিনে দিয়েছে– এমারেল্ডের।'

'ব্রেসলেট? দাম কত?'

'তোমাকে জানাব। ওটা বিক্রি করার ফন্দি করছি।'

লুক্কা বলল, 'তোমার বোনের বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলা যাক। ওকে নিয়ে ক্লাবে চলে এসো।' ক্লাব মানে পসকালোন কোয়াটিয়ের সানিটার একটি ওয়্যারহাউস। ওখানে সাউন্ড প্রুফ একটি রুম আছে।'

কার্লো হাসল। *বেনে।* ওকে খুব সহজেই ওখানে নিয়ে যাওয়া যাবে। 'আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করব।' বলল লুক্কা। 'কথাও বলব। আশা করি ওর কণ্ঠ মধুরই হবে। কারণ আমাদের জন্য ওকে গান গাইতে হবে।'

কার্লো বাসায় এসে দেখল মি. জোনস নেই। আতংক বোধ করল সে।

'তোমার বন্ধু কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল সে পিয়েরকে।

'বলল শহর থেকে একটু ঘুরে আসবে। কেন?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল কার্লো। 'এমনি।'

লাঞ্চ রেডি করতে মা এবং বোন কিচেনে ঢুকেছে, কার্লো চট করে পিয়েরের রুমে ঢুকে পড়ল। ড্রেসার ড্রয়ারে কয়েকটি কাপড়ের নিচে ব্রেসলেটটি পেয়ে গেল সে। ওটা দ্রুত পকেটে ঢোকাল কার্লো। বেরিয়ে যাচ্ছে, মা কিচেন থেকে বেরিয়ে এল।

'কার্লো, লাঞ্চ করবি না?'

'না, মা আমার একটা কাজ আছে। ফিরতে দেরি হবে।'

বাইক নিয়ে কোয়াটিয়ের স্পাগনোলোতে চলে এল কার্লো। মোটর সাইকেল দাঁড়া করাল একটি ছোট জুয়েলারি দোকানের সামনে।

দোকানের নাম 'অরোলোগিয়া।' দোকানের মালিক বুড়ো গাম্বিনো কার্লোকে দেখে মুখ তুলে চাইল। গাম্বিনোর মাথায় সস্তা পরচুলা, তার সবগুলো দাঁত বাঁধানো।

'সুপ্রভাত, কার্লো। আমার জন্য কী নিয়ে এসেছ?'

কার্লো পকেট থেকে ব্রেসলেট বের করে কাউন্টারে রাখল। 'এটা।'

গাম্বিনো ওটা তুলে পরখ করল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ।

'এ জিনিস কোথায় পেলে?'

'আমার এক ধনী ফুপু মারা যাবার সময় এটা আমাকে দিয়ে গেছে। দামী কিছু?'

'হতে পারে,' বলল গাম্বিনো।

'ফাজলামো রাখুন।'

আহত দেখাল বুড়োকে। 'আমি কি তোমার সঙ্গে কখনও চিট করেছি?'

'সবসময়।'

'এ জিনিস কেনা আমার সাধ্যের বাইরে বাপু। অনেক দাম।'

কার্লোর বুকটা লাফিয়ে উঠল। 'সত্যি?'

'এটা অন্য কারও কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখছি। তোমাকে রাতে ফোন করব।'

'আচ্ছা,' বলল কার্লো। বুড়োর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল ব্রেসলেট।

'এটা আপাতত আমার কাছেই থাকুক।'

বাতাসে ভাসতে ভাসতে রাস্তায় নেমে এল কার্লো। ও তাহলে ঠিকই অনুমান করেছে। লোকটা ধনী এবং পাগল। পাগল না হলে কেউ এত দামী ব্রেসলেট একজন বেশ্যাকে উপহার দেয়?

কার্লো চলে যেতে গাম্বিনো কাউন্টারের নিচ থেকে একটি খবরের কাগজ বের করল। ওতে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছে। প্রতিটি গহনার দোকানে বিজ্ঞপ্তিটি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে একটি ব্রেসলেটের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে কেউ এ ব্রেসলেটের সন্ধান পাওয়া মাত্র যেন সিফারকে জানায়। পুলিশ হলে ব্যাপারটা পাত্তা দিত না গাম্বিনো। কিন্তু সিফার বলে কথা। ওদেরকে খবর না দিলেও ওরা ঠিকই জেনে যাবে বিজ্ঞপ্তির বর্ণনানুযায়ী একটি ব্রেসলেট তার দোকানে বিক্রি করতে এসেছিল কেউ। তখন গাম্বিনোর ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না। ব্রেসলেটটি থেকে কোনও লাভ করতে পারল না বলে খারাপ লাগছে গাম্বিনোর। তবু, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ফোন করতে লাগল বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া নাম্বারে।

চুয়াল্লিশ

বোর্নিওতে এক মিশনে পাঠানো হয়েছিল রবার্টকে। গভীর জঙ্গলে এক বিশ্বাসঘাতককে ধাওয়া করেছিল ও। এ শহর অকস্মাৎ বোর্নিওর সেই জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। রবার্ট ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছে ওরা কীভাবে জানতে পেরেছে ও নেপলসে। পিয়েরের ব্যাপারে ওরা খোঁজখবর নিয়েছে। জেনে গেছে মেয়েটিকে নিয়ে ও রোম ছেড়েছে। রবার্ট সিদ্ধান্ত নিল বাড়ি ফিরে গিয়ে পিয়েরকেও সাবধান করে দেবে। তার আগে দরকার এখান থেকে বেরুবার রাস্তা।

গাড়ি নিয়ে শহরের প্রান্তে চলে এল রবার্ট। পাঁচশ গজ দূরে রোড ব্লক দেখতে পেল ও। গাড়ি ঘোরাল। ফিরে চলল শহরে।

ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে রবার্ট। চিন্তা মগ্ন। ইটালি থেকে বেরুবার সবগুলো এভিন্যু ওরা হয়তো বন্ধ করে দিয়েছে। দেশ থেকে যতগুলো জাহাজ ছাড়বে, সবগুলো ওরা সার্চ করবে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ইটালি ছেড়ে যাওয়া সমস্ত জাহাজ সার্চ নাও করা হতে পারে। এটা একটা সুযোগ। আবার জেটি অভিমুখে চলল রবার্ট।

গহনার দোকানের ঘণ্টি বেজে উঠল। মুখ তুলে চাইল গ্যাম্বিনো। কালো সুট পরা দুই লোক ঢুকল ঘরে। দেখেই বোঝা যায় এরা খদ্দের নয়।

‘আপনাদের জন্য কী করতে পারি?’

‘মি. গাম্বিনো?’

নকল দাঁত বের করে হাসল বুড়ো, ‘জ্বী।’

‘আপনি একটি এমারেল্ড ব্রেসলেটের কথা ফোন করে জানিয়েছেন।’

SIFAR। এরা আসবে জানত গাম্বিনো। ‘জ্বী। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে মনে করেছি এটা আমার দায়িত্ব...’

‘ফালতু প্যাঁচাল রাখুন। কে ওটা এনেছে?’

‘কার্লো নামে এক তরুণ।’

‘ব্রেসলেটটা রেখে গেছে?’

‘জ্বী না। নিয়ে গেছে।’

‘কার্লোর পুরো নাম কী?’

একটা কাঁধ উঁচু করল গাম্বিনো। ‘পুরো নাম জানি না। শুধু জানি সে ডিয়াভোলি রোসির দলের লোক। ওটা আমাদের স্থানীয় একটা গুণ্ডার দল। লুক্কা

নামে এক লোক গ্যাং লিডার।'

'লুক্কাকে কোথায় পাব?'

ইতস্তত করল গাম্বিনো। লুক্কা যদি জানতে পারে সে ওদের ঠিকানা দিয়েছে, তার জিভ কেটে নেবে। কিন্তু না বললে এ লোকগুলো তার মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। 'সে পিয়াজ্জা গারিবল্ডির পেছনে, ভায়া সরসেল্লায় থাকে।'

'ধন্যবাদ, মি. গামবিনো। আপনি অনেক সহযোগিতা করলেন।'

'আমি সবসময়ই সহযোগিতার জন্য...'

চলে গেছে লোকগুলো।

লোক দুটো লুক্কার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখল গুণ্ডাসর্দার একটি মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে বিছানায়।

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল লুক্কা। 'এসব কী? তোমরা কে?'

একজন তাকে পরিচয়পত্র বের করে দেখাল।

SIFAR। ঢোক গিলল লুক্কা। 'ভাই, আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন মানুষ...'

'আমরা তা জানি, লুক্কা। তবে তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই। আমরা কার্লো নামে একটি ছেলেকে খুঁজছি।'

কার্লো। তাহলে ব্যাপার এই। ওই ছাতার ব্রেসলেট। কার্লো কীসের মধ্যে নিজেকে জড়িয়েছে? সিফার নিশ্চয় চুরি যাওয়া গহনার খোঁজ পেতে আসেনি।

'ওকে তুমি চেন নাকি চেন না?'

'বোধহয় চিনি।'

'মনে সংশয় থাকলে হেড কোয়ার্টার্সে চলো। সব কথা সুড়সুড় করে মনে পড়ে যাবে।'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান। এখন মনে পড়েছে,' বলল লুক্কা। 'আপনারা বোধহয় কার্লো ভাল্লির কথা জানতে চাইছেন। ও আবার কী করল?'

'ওর সঙ্গে কথা বলব। কোথায় থাকে সে?'

লুক্কা ঠিকানা দিল।

ত্রিশ মিনিট পরে। পিয়ের দরজা খুলে দেখল দু'জন আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

'সিনোরিনা ভাল্লি?'

বিপদ। 'জ্বী।'

'আমরা ভেতরে আসতে পারি?'

না বলতে চেয়েও সাহস হলো না পিয়েরের। 'আপনারা কারা?'

একজন ওয়ালেট খুলে SIFAR-এর পরিচয়পত্র দেখাল। আতংক বোধ করল পিয়ের। এরা বোধহয় ওকে পুরস্কার না দেয়ার মতলব করেছে। 'আমার সঙ্গে কী দরকার?'

‘আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।’

‘বলুন। আমার লুকোবার কিছু নেই।’ *থ্যাংক গড,* ভাবল পিয়ের। রবার্ট বাড়ি নেই। *এখনও দর কষাকষির সুযোগ রয়ে গেছে আমার।*

‘গতকাল আপনি রোম থেকে এসেছেন, তাই না?’ বিবৃতির মত শোনাল কথাটা।

‘জ্বী।’

‘আপনার সঙ্গে কেউ ছিল?’

সাবধানে জবাব দিল পিয়ের। ‘হ্যাঁ।’

‘কে ছিল, সিনোরিনা?’

কাঁধ ঝাঁকাল পিয়ের। ‘রাস্তা থেকে তুলে নিয়েছিলাম লোকটাকে। নেপলসে যাওয়ার জন্য লিফট চাইছিল।’

দ্বিতীয়জন জানতে চাইল, ‘সে কি এখানে আপনার সঙ্গে এখনও আছে?’

‘সে কোথায় আছে জানি না। আমি তাকে শহরে ছেড়ে দিই। সে অদৃশ্য হয়ে যায়।’

‘আপনার যাত্রীর নাম কি রবার্ট বেলামি?’

মনে করার ভান করল পিয়ের। ‘বেলামি? বলতে পারব না। সে নাম বলেনি।’

‘কিন্তু আমাদের ধারণা বলেছে। সে আপনাকে টোর ডি উন্টো থেকে তুলে নেয়। আপনি তার সঙ্গে ল’ইনক্রোসিও হোটেলে রাত কাটিয়েছেন। পরদিন সকালে সে আপনাকে একটি এমারেল্ডের ব্রেসলেট কিনে দেয়। সে আপনাকে কয়েকটি বিমান এবং ট্রেনের টিকেট দিয়ে হোটেলে পাঠায়। আপনি একটি গাড়ি ভাড়া করে তাকে নিয়ে নেপলসে এসেছেন। ঠিক?’

ওরা সব জানে। মাথা ঝাঁকাল পিয়ের। চোখে ফুটেছে ভয়।

‘আপনার বন্ধু কি ফিরে আসছে নাকি সে নেপলস ছেড়ে চলে গেছে?’

কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না পিয়ের। যদি বলে রবার্ট শহর ছেড়ে চলে গেছে, ওরা তার কথা বিশ্বাস করবে না। ওরা বাড়িতে অপেক্ষা করবে। রবার্ট যদি ফিরে আসে, মিথ্যা বলার অভিযোগে পিয়েরকে অভিযুক্ত করবে তারা। ঠিক করল সত্যি কথাই বলবে। ‘ও ফিরবে।’

‘শীঘ্র?’

‘তা জানি না।’

‘ঠিক আছে। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।’ তারা জ্যাকেট খুলে পিস্তল দেখাল। ‘আমরা বাড়িটি একটু ঘুরে দেখছি।’ বলে বাড়ির এরুম-ওরুমে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল ওরা।

মা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। ‘লোকগুলো কে?’

‘মি. জোনসের বন্ধু।’ বলল পিয়ের। ‘তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।’

হাসল মা। ‘লোকটা চমৎকার। আপনারা লাঞ্চ খাবেন তো?’

‘অবশ্যই মা,’ বলল একজন, ‘কী আছে লাঞ্চে?’

পিয়েরের মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ইন্টারপোলকে আবার ফোন করব। ওরা বলেছে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবে।

অ্যারেঞ্জমেন্ট না হওয়ার আগ পর্যন্ত রবার্টকে বাড়ির বাইরে রাখবে ও। কিন্তু কীভাবে? হঠাৎ সকালের কথাটা মনে পড়ে গেল। *বিপদের আভাস দেখলে জানালার একটা পাল্লা নামিয়ে রাখবে।* লোক দুটো ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে খাচ্ছে।

'বড্ড রোদ,' বলল পিয়ের। সে লিভিংরুমে ঢুকে জানালার একটা পাল্লা নামিয়ে দিল। ফিরে এল টেবিলে। *আশা করি সাবধানবাণীটি চোখে পড়বে রবার্টের।*

বাড়ি ফিরছে রবার্ট। কাছাকাছি আসতে গাড়ির গতি কমাল। সব কিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ও পিয়েরকে সাবধান করে দেবে। তারপর চলে যাবে। রবার্ট বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে যাচ্ছে, বেখাপ্পা একটা জিনিস ঠেকল চোখে। সামনের জানালার একটা পাল্লা নামানো। বাকিগুলো তোলা। সতর্ক হয়ে উঠল মন। পিয়ের কি ওকে সাবধান করে দিতে চাইছে? অ্যাকসেলারেটরে পা দাবাল রবার্ট, থামাল না গাড়ি। কোনও ঝুঁকি নেয়া চলবে না, হোক না তা যতই সামান্য। মাইলখানেক দূরে একটি বার-এ চলে এল রবার্ট। ঢুকল ভেতরে। ফোন করবে।

ওরা ডাইনিংরুমের টেবিলে বসে আছে, বেজে উঠল ফোন। লোকগুলো শরীর শক্ত হয়ে গেল। একজন উঠতে গেল।

'বেলামি ফোন করেছে নাকি?'

পিয়ের কটমট করে তাকাল তার দিকে। 'অবশ্যই না। সে কেন ফোন করতে যাবে?' চেয়ার ছাড়ল ও। হেঁটে গেল ফোনের সামনে। তুলল রিসিভার। 'হ্যালো?'

'পিয়ের? জানালার একটা পাল্লা দেখলাম নামানো...'

পিয়ের যদি বলে সব ঠিক আছে, রবার্ট ফিরে আসবে বাড়িতে। লোকগুলোর তাকে গ্রেফতার করবে এবং পিয়ের তার পুরস্কার দাবি করতে পারবে। পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে সে দামি পোশাক কিনতে পারবে, ঘুরতে যেতে পারবে জাহাজে, রোমে ওর ছোট, সুন্দর একটি অ্যাপার্টমেন্ট হবে...তবে রবার্ট মারা যাবে। কারণ রবার্ট বলেছিল পুলিশ ওকে দেখতে পেলে মেরে ফেলবে। কিন্তু পিয়ের পুলিশকে ঘৃণা করে। সে বলল, 'রং নাম্বার।'

রিসিভার রেখে দেয়ার ক্লিক শব্দ হলো। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রবার্ট। ওর গল্পগুলো বিশ্বাস করেছে মেয়েটা এবং সম্ভবত এইমাত্র ওর জীবন বাঁচিয়ে দিল। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন।

রবার্ট গাড়ি নিয়ে জাহাজ ঘাটায় চলল। তবে বন্দরের মূল অংশ, যেখান থেকে ফ্রেইটার এবং লাইনার ছেড়ে যায়, ওটা বাদ দিয়ে অন্য প্রান্তে চলল। চলে এল ছোট একটি জেটিতে। সাইনবোর্ডে লেখা *'কাপ্রি এবং ইশিয়া।'* রবার্ট গাড়ি পার্ক করে টিকেট বিক্রেতার কাছে চলে এল।

'ইশিয়ায় পরের হাইড্রোফয়েল ছাড়বে কখন?'

'আধঘণ্টা মধ্যে।'

'আর কাপ্রি?'

'পাঁচ মিনিট পরে।'

'আমাকে কাপ্রি'র একটি ওয়ান-ওয়ে টিকেট দিন।'

'সি, সিনর।'

'কথায় কথায় তোমরা বালের 'সি সিনর' বলো কেন?' বেশ জোরেই কথাটা বলল রবার্ট। 'সবার মত ইংরেজি বলতে পার না?' বকা খেয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল টিকেট বিক্রেতার।

'তোমরা গিনিপিগগুলো সব একইরকম, স্টুপিড! অঃ তোমরা তো আবার বলো স্টুপিডো!' রবার্ট কয়েকটি নোট ঠেলে দিল লোকটার দিকে, টিকেট নিয়ে পা বাড়াল হাইড্রোফয়েলের দিকে।

তিন মিনিট পরে কাপ্রির বোটে উঠে পড়ল রবার্ট। ছেড়ে দিল বোট। বোটে নানান দেশের ট্যুরিস্ট। নানান ভাষায় কথা বলছে তারা। কেউ লক্ষ করছে না রবার্টকে। সে ছোট বারটিতে ঢুকল। এখানে ড্রিংক সার্ভ করা হচ্ছে। বারটেন্ডারকে রবার্ট বলল, 'আমাকে ভোদকা এবং টনিক দাও।'

'জ্বী, স্যার।'

বারটেন্ডার দুটি ড্রিংক মেশাল। 'এই যে, সিনর।'

রবার্ট গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল। ঠাশ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল বার-এ। 'এ ঘোড়ার মুতকে তোমরা ড্রিংক বলো? তোমরা ইটালিয়ানরা হতচ্ছাড়া একটা জাতি।'

আশপাশের লোকজন ওকে টেরা চোখে দেখছে।

বারটেন্ডার শক্ত গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত, সিনর। আমরা সেরাটা...'

'বালছাল বাত ছাড়ো!'

পাশে দাঁড়ানো এক ইংরেজ কঠিন গলায় বলল, 'এখানে মহিলারা আছেন। একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেন না?'

'আমি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারি না,' খেঁকিয়ে উঠল রবার্ট। 'তুমি জান আমি কে? আমি কমান্ডার রবার্ট বেলামি। এটা একটা বোট হলো? এটা তো আবর্জনার স্তূপ।'

বোতে গিয়ে বসল রবার্ট। টের পেল সবাই ওর দিকে তেরছা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কাপ্রিতে এসে নোঙর করল হাইড্রোফয়েল। টিকেট বুথ-এ হেঁটে গেল রবার্ট। এক বৃদ্ধ বিক্রি করছে টিকেট।

'একটা টিকেট দিন,' চেঁচাল রবার্ট। 'এবং জলদি। আমি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। আর আপনি বুড়ো মানুষ হয়ে টিকেট বেচতে এসেছেন কেন? যান, ঘরে গিয়ে বসে থাকেন। আপনার বউ গিয়ে দেখেন গে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে।'

বুড়ো রাগে উঠে দাঁড়াল। যাত্রীদের অনেকেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল রবার্টের দিকে। রবার্ট ছিনিয়ে নিল টিকেট। *ওরা আমার কথা মনে রাখবে।* মুখ অন্ধকার করে ভাবল রবার্ট। সে সরল একটা ট্রেইল রেখে যাচ্ছে। সহজেই চোখে পড়বে।

রবার্ট কুইসানা হোটেলে উঠল।

'আমার একটা রুম লাগবে,' ডেস্কের ক্লার্ককে বলল রবার্ট।

'দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ক্লার্ক। 'আমাদের কোনও ঘর খালি নেই।'

রবার্ট লোকটার হাতে ষাট হাজার লিরা গুঁজে দিল। 'যে কোনও ঘর হলেই চলবে।'

'সেক্ষেত্রে একটা ঘরের ব্যবস্থা হয়তো করতে পারব, সিনর।' এখানে সাইন করুন, প্লিজ।'

রবার্ট সাইন করল। কমান্ডার রবার্ট বেলামি।

'কদ্দিন থাকবেন, কমান্ডার?'

'এক হপ্তা।'

'বেশ। আপনার পাসপোর্টটা দেবেন?'

'ওটা আমার লাগেজে আছে। চলে আসবে এখুনি।'

'বেলবয় আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দেবে।'

'এখন না। আমি একটু বেরুব। ফিরব কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

রবার্ট বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। রাস্তায় ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ। সিদ্ধান্ত নিল ওর জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো হবে। তারপর ওখান থেকে আমেরিকা।

একটা বার-এ ঢুকল রবার্ট। ফোন করল সুসানকে।

'আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' *আমরা।* 'ইঞ্জিন ঠিক হয়ে গেছে। সকালের মধ্যে চলে আসব নেপলস। তোমাকে কোত্থেকে তুলে নেব?'

এখানে হ্যালসিয়নের আসা ঝুঁকিপূর্ণ। রবার্ট সুসানকে প্যালিনড্রমে যেতে বলল। ওখানে ওরা হানিমুন করেছে।

'কাল ওখানে আসতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'একটু ধরো।'

অপেক্ষা করল রবার্ট।

সুসান ফিরে এল ফোনে, 'হ্যাঁ। পারব।'

'তুমি কিন্তু আমার জন্য অনেক ঝুঁকি নিচ্ছ। ওরা যদি জানতে পারে আমাকে সাহায্য করেছ, মস্ত বিপদে পড়ে যাবে।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার সঙ্গে ওখানে আমাদের দেখা হচ্ছে। সাবধানে থেকো।'

'ধন্যবাদ।'

কেটে গেল লাইন।

সুসান ফিরল মন্টি ব্যাংকের দিকে। 'ও আসছে।'

রোমে SIFAR-এর সদর দপ্তরে ওরা ফোনে আলাপচারিতা শুনছিল। ঘরে চারজন লোক। রেডিও অপারেটর বলল, 'আমরা রেকর্ড করেছি। আবার শুনবেন, স্যার?'

কর্নেল সিজার প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ভাবলেন ফ্রাংক জনসনের দিকে।

'হ্যাঁ। শুনব। ওরা কোথায় মিলিত হতে চাইছে ঠিক বুঝলাম না। প্যালিনড্রম নামে কোনও জায়গার কথা তো শুনিনি। ওটা কি ইটালির কোথাও?'

মাথা নাড়লেন কর্নেল সিজার। 'আমিও কোনওদিন এ নাম শুনিনি। দেখছি।' তিনি ফিরলেন তার এইডের দিকে।

'ম্যাপে চোখ বুলাও। হ্যালিসিওনের সমস্ত ট্রান্সমিশন মনিটর করো।'

'জ্বী, স্যার।'

নেপলসের ফার্ম হাউসে বেজে উঠল ফোন। পিয়ের ফোন ধরার জন্য উঠছে ওকে বাধা দিল একজন।

'আমি দেখছি,' সে ফোন তুলল। 'হ্যালো?' এক মুহূর্ত শুনে নামিয়ে রাখল ফোন। ফিরল সঙ্গীর দিকে। 'বেলামি হাইড্রোফয়েলে চেপে কাপ্রি গেছে। চলো।'

পিয়ের দেখল লোকদুটো তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল। ও ভাবল, ঈশ্বর আমাকে কখনোই বেশি টাকা পেতে দেবেন না।

সে থাকগে। ও যেন পালিয়ে যেতে পারে সে কামনাই করি।

ইশিয়ায় পৌঁছুল ফেরি বোট। ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল রবার্ট। তারপর জেটির টিকেট ঘরে পা বাড়াল। ফেরিতে লেখা দশ মিনিটের মধ্যে সয়েনটোর উদ্দেশে রওনা হবে বোট। সে সরেন্টোর একটি টিকেট কাটল।

সরেন্টোর ফুড মার্কেট লোকের ভিড়ে গমগম করছে। কৃষকরা গ্রাম থেকে তাজা ফল, সব্জি এবং গরুর মাংস নিয়ে এসেছে বিক্রির জন্য।

রবার্ট রুক্ষ চেহারার এক লোকের দিকে পা বাড়াল। নিখুঁত ফরাসি উচ্চারণে বলল, 'মাফ করবেন, মশিউ। আমি সিভিটাভেচ্চিয়ায় যাব। আপনি কি ওদিকেই যাচ্ছেন?'

'না, সালেরনো,' সে কাছের একটি ট্রাকের দিকে ইংগিত করে বলল, 'গিউসেপ্পি এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'মার্সি (ধন্যবাদ)।'

রবার্ট পরের ট্রাক ড্রাইভারের কাছে এল। 'মশিউ, আপনি কি সিভিটাভেচ্চিয়ার দিকে যাবেন?'

নীরস গলায় জবাব দিল লোকটা, 'যেতে পারি।'

'আমাকে কি সঙ্গে নেয়া যাবে? আমি ভাড়া দেব।'

'কত?'

রবার্ট লোকটাকে এক লাখ লিরা দিল।

'এ টাকা দিয়ে তো আপনি প্লেনে রোমেই যেতে পারবেন।'

রবার্ট বুঝতে পারল ভুল করে ফেলেছে। সে চারপাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে চোখ বুলাল। 'আসলে হয়েছে কী, এয়ারপোর্টে আমার জন্য পাওনাদাররা ওঁৎ পেতে আছে। তাই ট্রাকে যাওয়াই শ্রেয়।'

মাথা দোলাল লোকটা। 'অঃ, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। উঠে পড়ুন। এখুনি রওনা হবো।'

হাই তুলল রবার্ট। 'আমি খুব ক্লান্ত, ট্রাকের পেছনে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'ভয়ানক ঝাঁকুনি লাগবে। তবু ইচ্ছে করলে শুতে পারেন।'

'মাক্সি!'

ট্রাকের পেছনটা খালি বাক্স পেটরায় বোঝাই। কয়েকটি ক্রেটের পেছনে শুয়ে পড়ল রবার্ট। কী যে ক্লান্ত ও! ধাওয়াটা ওকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। শেষ কখন ঘুমিয়েছে ও? পিয়েরের কথা মনে পড়ল। আশা করল মেয়েটা ঠিক আছে। ঘুমিয়ে পড়ল রবার্ট।

গিউসেপ্পি গাড়ি চালাতে চালাতে তার যাত্রীর কথা চিন্তা করছিল। পুলিশ এক আমেরিকানকে খুঁজছে। তার যাত্রী ফরাসিতে কথা বললেও একে আমেরিকানদের মত লাগে দেখতে। বেশভূষাও তেমন। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে হয়। লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে নিশ্চয় বড় পুরস্কার আছে কপালে।

এক ঘণ্টা পরে হাইওয়েতে একটি ট্রাক স্টপে, গ্যাস পাম্পে তার বাহন থামাল গিউসেপ্পি। 'গ্যাস ভরো,' বলল সে। চলে এল ট্রাকের পেছনে। উঁকি দিল। তার যাত্রী ঘুমাচ্ছে।

গিউসেপ্পি হাইওয়ের পাশের রেস্টুরেন্টে ঢুকল। তারপর ফোন করল স্থানীয় পুলিশে।

পঁয়তাল্লিশ

কর্নেল সিজার গিউসেপ্পিকে বললেন, 'হ্যাঁ। বর্ণনার সঙ্গে আমাদের লোক মিলে যায়। মনোযোগ দিয়ে শোনো, লোকটা খুব বিপজ্জনক। কাজেই যা যা বলব ঠিক সেভাবে কাজ করবে। বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বী, স্যার।'

'তুমি এখন কোথায়?'

'সিভিটাভেচ্চিয়ার হাইওয়েতে, AGIP ট্রাক স্টপে।'

'ও এখন তোমার ট্রাকের পেছনে ঘুমাচ্ছে?'

'জ্বী,' ফোনটা গিউসেপ্পিকে ভীত করে তুলেছে। ভাবছে এরসঙ্গে নিজেকে না জড়ালেই বরং ভালো ছিল।

'এমন কোনও কাজ করবে না যাতে লোকটার মনে কোনও সন্দেহ জাগে। তুমি ট্রাকে উঠে পড়ো। সিভিটাভেচ্চিয়ায় চলে যাও। তোমার লাইসেন্স নাম্বার এবং ট্রাকের বর্ণনা দাও। 'গিউসেপ্পি লাইসেন্স নাম্বার এবং ট্রাকের বর্ণনা দিল।

'চমৎকার। আমরা এরপর সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছি। তুমি রওনা হয়ে যাও।'

কর্নেল সিজার ফিরলেন কর্নেল জনসনের দিকে। 'ওকে আমরা পেয়ে গেছি। আমি রোড ব্লকের ব্যবস্থা করছি। ওখানে হেলিকপ্টারে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'চলুন।'

রিসিভার রেখে শার্টে হাতের ঘাম মুছল গিউসেপ্পি। পা বাড়াল ট্রাকে। আশা করি গোলাগুলির ঘটনা ঘটবে না। *তাহলে মারিয়া আমাকে নির্ঘাৎ খুন করে ফেলবে। অবশ্য পুরস্কারের অংকটা যদি খুব বড় হয়...* সে উঠে পড়ল ট্রাকে। চলল সিভিটাভেচ্চিয়া অভিমুখে।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে মাথার ওপরে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেল গিউসেপ্পি। মুখ তুলে চাইল। হেলিকপ্টারের গায়ে স্টেট পুলিশের ছাপ মারা। ওর সামনে, হাইওয়েতে, দুটো পুলিশের গাড়ি রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির পেছনে পুলিশ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে। হেলিকপ্টার রাস্তার পাশে ল্যান্ড করল, উড়ুক্কু যান থেকে নেমে এলেন সিজার এবং কর্নেল ফ্রাংক জনসন।

রোড ব্লকের কাছাকাছি এসে গাড়ির গতি কমাল গিউসেপ্পি, তারপর অফ করল ইগনিশন, লাফ মেরে নেমে এল। ছুটে গেল অফিসারদের দিকে। 'ও

ট্রাকের পেছনে আছে!' চেঁচাল সে।

সিজার হুংকার ছাড়লেন। 'ক্লোজ ইন!'

ট্রাকটি ঘিরে ফেলল পুলিশ, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

'কেউ গুলি করবে না,' বলল কর্নেল জনসন। 'আমি দেখছি।' সে চলে এল ট্রাকের পেছনে। 'নেমে এসো, রবার্ট।' হাঁক ছাড়ল জনসন। 'ইটস ওভার।'

কোনও সাড়া নেই।

'রবার্ট, তোমাকে পাঁচ সেকেন্ড সময় দেয়া হলো।'

নীরবতা। ওরা অপেক্ষা করছে।

সিজার তাঁর লোকদের দিকে ফিরে মাথা দোলালেন।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল জনসন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

পুলিশ ট্রাকের পেছন দিকটা লক্ষ করে গুলি করতে শুরু করেছে। অটোমেটিক ফায়ারের শব্দে কানে তালা লেগে গেল। শূন্যে উড়তে লাগল ক্রেটের টুকরো। দশ সেকেন্ড পরে বন্ধ হলো গুলিবর্ষণ। কর্নেল জনসন লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকের পেছনে। পা বাড়াল ক্রেট এবং বাক্সের দিকে।

ফিরল সে সিজারে দিকে। 'ও এখানে নেই।'

উনবিংশ দিন

সিভিটাভেচ্চিয়া, ইটালি

সিভিটাভেচ্চিয়া রোমের একটি প্রাচীন সমুদ্র বন্দর। ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ত বন্দর। রোম এবং সার্ডিনিয়া থেকে এখানে সামুদ্রিক জলযান আসা-যাওয়া করে। এখন সকাল। অথচ ইতিমধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বন্দর। রবার্টের জন্য হ্যালসিয়ন অপেক্ষা করবে এলবাতে। এখন ওকে একটা নৌকা নিয়ে এলবা যেতে হবে। সে রাস্তা ধরে হেঁটে চলল জেটির দিকে। জেটিতে নোঙর করে রয়েছে ফ্রেইটার, ছোট মোটর বোট এবং প্রাইভেট ইয়ট। ফেরি বোট দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রবার্টের চেহারা। এলবা যাওয়ার সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা।

ফেরি ল্যান্ডিংয়ের দিকে পা বাড়িয়েছে রবার্ট, আধ ব্লক দূরে একটি পার্ক করা সেডান দেখতে পেল। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। অফিশিয়াল লাইসেন্স প্লেট লাগানো গাড়িতে। ভেতরে দু'জন লোক। ডকের দিকে নজর। ঘুরল রবার্ট। চলল অন্যদিকে।

ডক শ্রমিক এবং ট্যুরিস্টদের মধ্যে সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দাদের চিনে নিতে সমস্যা হলো না রবার্টের। বিকনের মত দাঁড়িয়ে আছে তারা। রবার্টের বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ওরা কী করে জানল ও এখানে এসেছে? তারপরই বুঝতে পারল কোথায় ভুলটা হয়েছে। *মাই গড! আমি ট্রাক ড্রাইভারকে বলেছিলাম কোথায় যাচ্ছি!*

রবার্ট ট্রাকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ট্রাক থেমে যাওয়ার পরে ওরও ঘুম ভেঙে যায়, রবার্ট ট্রাক থেকে নেমে আসে। দেখে গিউসেপ্পি গ্যাস স্টেশনে ঢুকে ফোন করছে। রবার্ট তখন আরেকটি ট্রাকের পেছনে চড়ে বসে।

ও নিজেই নিজের ফাঁদে পড়েছে। ওরা এখানে খুঁজছে ওকে। মাত্র শ গজ দূরে কয়েক ডজন বোট। ওর যে কোনও একটিতে চড়ে পগারপার হতে পারত রবার্ট। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই।

রবার্ট জেটি থেকে ফিরে এল। চলল শহরে। একটা ভবনের পাশ দিয়ে আসছে। দেয়ালে প্রকাণ্ড রঙিন একটি পোস্টার ওর নজর কাড়ল। ওতে লেখা। 'Come to the Fairgrounds. Fun for All! Food! Games! Rides! See the Big Race!' ও থমকে দাঁড়াল। পালাবার রাস্তা পেয়ে গেছে।

ছেচল্লিশ

সিভিটাভেচ্চিয়া থেকে পাঁচ মাইল দূরে ফেয়ারগ্রাউন্ডে মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ডজনখানেক রঙিন, বিশালাকার বেলুন, দেখতে রংধনুর মত। আধ ডজন চেজ কার প্রস্তুত বেলুনগুলোকে ট্র্যাক করার জন্য। প্রতিটি গাড়িতে দু'জন করে লোক ড্রাইভার এবং স্পটার।

রবার্ট এক লোকের দিকে হেঁটে গেল। দেখে মনে হচ্ছে এ লোক এখানকার চার্জে রয়েছে। 'আপনারা বোধহয় বিরাট কোনও রেসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।'

'জ্বী। কখনও বেলুনে চড়েছেন?'

'না।' মিথ্যা বলল রবার্ট। সে সুসানকে নিয়ে বেলুনে চড়েছে।

'তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। মজাই লাগবে।'

'রেস শেষ হবে কোথায়?'

'যুগোশ্লাভিয়ায়। চমৎকার বাতাস পাচ্ছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে উড়াল দেব। সকালে বাতাস ঠাণ্ডা থাকে। তখন বেলুনে ওড়া সহজ।'

রবার্ট লক্ষ করল ক্রুদের বেলুনে বাতাস ভরা শেষ। বড় প্রপেন বার্নারে আগুন ধরাচ্ছে। শিখা ঢুকছে এনভেলপ ওপেনিং-এ, ভেতরের বাতাস গরম করে তুলছে। কাত হয়ে থাকা বেলুনগুলো এবার খাড়া হতে শুরু করল।

'আমি একটু ঘুরে দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'যান।'

রবার্ট একটি হলুদ-লাল রঙের বেলুনের দিকে হেঁটে গেল। ওতে প্রপেন গ্র্যাস ভরা হয়েছে। বেলুনটি একটি ট্রাকের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা। বেলুনটি নিয়ে যে সব ক্রু কাজ করছিল তারা কোথায় যেন গেছে। কাছে পিঠে দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

রবার্ট বেলুনটির ঝুড়িতে উঠে পড়ল চট করে। সে রিগিং এবং ইকুইপমেন্ট চেক করে দেখল, দেখল অল্টিমিটার, চার্ট, পাইরোমিটার, ক্লাইম্ব ইনডিকেটর এবং টুল কিট। সব কিছু ঠিকঠাক অবস্থায় আছে। রবার্ট টুল কিট খুলে একটি ছুরি বের করল। কেটে ফেলল রশি। লাফ মেরে আকাশে উঠে পড়ল বেলুন।

'অ্যাই।' চেঁচিয়ে উঠল রবার্ট। 'একী হচ্ছে? আমাকে নামিয়ে দাও।'

এক লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'বেলুনে অল্টিমিটার আছে। ব্যালাস্ট ব্যবহার করুন। এক হাজার ফুট উচ্চতায় থাকুন। যুগোশ্লাভিয়ায় দেখা হবে। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।'

বেলুনটি ক্রমে ওপরে উঠছে, এলবা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, পশ্চিমে রেখে যাচ্ছে এলবা। অন্য বেলুনগুলো এখনও ওঠেনি আকাশে। রবার্ট দেখল একটি চেজ কার স্টার্ট দিয়েছে। ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। ব্যালাস্ট ড্রপ করল রবার্ট, লক্ষ করল অল্টিমিটার ক্রমে উঁচুতে উঠছে। ছয়শো ফুট...সাতশো ফুট...নয়শো ফুট...এগারশো ফুট...

পনেরশো ফুট ওপরে ওঠার পরে পড়ে এল বাতাস। বেলুন এখন প্রায় স্থির। রবার্ট আরও ব্যালাস্ট ড্রপ করল। ব্যবহার করল স্টেয়ার স্টেপ টেকনিক, বাতাসের গতি বোঝার জন্য বিভিন্ন অল্টিচিউডে থামল।

দু'হাজার ফুটে ওঠার পরে রবার্ট টের পেল বাতাসের গতি বদলে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত বিক্ষুব্ধ বাতাসে দুলল, তারপর ধীরগতিতে বিপরীত দিকে, পশ্চিমে চলল।

দূরে, অনেক নিচে রবার্ট দেখতে পেল অন্য বেলুনগুলো আকাশে উঠছে, পুবে, যুগোশ্লাভিয়া অভিমুখে চলেছে। বাতাসের ফিসফিস ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। রবার্ট এখন টাইরেনিয়ান সাগরের ওপরে, উত্তর-পশ্চিমে, টাসকানি উপকূলে চলেছে।

দূরে হঠাৎ ফুটে উঠল মন্টি কাপানো পর্বত। রবার্ট পাহাড়ের পাদদেশে বেলুন নিয়ে অবতরণ করল। যেখানে ও নেমেছে সেখান থেকে রাস্তা খুব বেশি দূরে নয়। হেঁটে চলে এল রাস্তায়। হাত তুলে থামাল একটি গাড়ি।

'আমাকে দয়া করে শহরে পৌঁছে দেবেন?' অনুরোধ করল রবার্ট।

'নিশ্চয়। উঠে পড়ুন।'

ড্রাইভারের বয়স আশির কম নয়। মুখে বলিরেখা। সে এলবার রাজধানী এবং একমাত্র শহর পোর্তো ফেরাইওতে পৌঁছে দিল রবার্টকে। রবার্ট নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

'হ্যাভ আ নাইস ডে,' বলল বুড়ো।

রবার্ট মূল রাস্তা ভায়া গ্যারিবল্ডিতে চলে এল। রাস্তায় প্রচুর ট্যুরিস্ট। ও একটি গিফট শপ থেকে বিনোকিউলার কিনল। চলে এল ওয়াটারফ্রন্টে। স্টেলা মেরিনার রেস্টুরেন্টে একটা টেবিল দখল করল। এখান থেকে জেটি দেখা যায় পরিষ্কার। এদিকে সন্দেহজনক কোনও গাড়ি, পুলিশ বোট কিংবা পুলিশ চোখে পড়ল না। ওরা হয়তো ভাবছে রবার্ট এখনও মেইনল্যান্ডেই আছে। হ্যালসিয়নে উঠে পড়াটাই এখন ওর জন্য নিরাপদ। ওকে শুধু অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে।

সাদা মদ প্রোকানিসোর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে পালাবার প্ল্যানটা নিয়ে চিন্তা করছে রবার্ট। হ্যালসিয়ন ওকে মার্সেইর উপকূলের কোথাও নামিয়ে দেবে। রবার্ট ওখান থেকে প্যারিস যাবে। ওখানে লি পো নামে ওর এক চীনা বন্ধু আছে। লি পো ওকে সাহায্য করবে।

লি পো গুইজিয়া আনফুয়ানবুতে কাজ করে। এটি চাইনিজ মিনিস্ট্রি অভ স্টেট সিকিউরিটি, গুপ্তচরবৃত্তি তাদের প্রধান কাজ। লি পো'কে প্যারিসের চীনা

দূতাবাসে স্থানান্তর করা হয়েছে।

রবার্ট ড্রিংক শেষ করে জেটিতে চলে এল। ঘণ্টায় চারশো ফ্রাঁতে একটি বোট ভাড়া করল। সিদ্ধান্ত নিয়েছে হ্যালসিয়নকে বন্দরে আসতে নিষেধ করবে। কারণ বন্দরে এলে নানান ফর্মালিটিজ সারতে হয়। রবার্টের ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তারচেয়ে বরং সাগরে সে হ্যালসিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

ফ্রেঞ্চ মেরিন মিনিস্ট্রিতে কর্নেল জনসন মেরিন অপারেটরের সঙ্গে কথা বলছে। 'হ্যালসিয়ন থেকে আর কোনও খবর পাওনি তুমি?'

'না, স্যার।'

কর্নেল সিজার ফিরলেন কর্নেল জনসনের দিকে। হাসলেন, 'ডোন্ট ওরি। কমান্ডার বেলামি হ্যালসিয়নে ওঠা মাত্র ওর খবর পেয়ে যাব আমরা।'

'কিন্তু ইয়টে চড়ার আগেই ওকে আমরা পেতে চাই।'

মেরিন অপারেটর বলল, 'কর্নেল সিজার, ইটালির ম্যাপে প্যালিনড্রম বলে কোনও জায়গা নেই। আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।'

'তাহলে কোথায় ওটা?'

'ওটা কোনও জায়গা নয়। ওটা একটা শব্দ। প্যালিনড্রম হলো একটি শব্দ বা বাক্য যা উল্টো করলে একই অর্থ দাঁড়ায়। যেমন, 'ম্যাডাম আয়াম অ্যাডাম।' আমরা কম্পিউটার ঘেঁটে এ জিনিসটা বের করেছি।' মেরিন অপারেটর শব্দের একটি লম্বা তালিকা ধরিয়ে দিল।

কর্নেল সিজার এবং কর্নেল জ্যাকসন তালিকায় চোখ বুলালেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

'স্যার, এটাতে কোড ব্যবহার করা হয়েছে,' বলল মেরিন অপারেটর। 'নেপোলিয়ন খুব বিখ্যাত একটি প্যালিনড্রম বলেছিলেন : 'Able was! i ere! saw Elba.'

কর্নেল সিজার এবং কর্নেল জনসন তাকালেন একে অন্যের দিকে। 'এলবা! জেসাস ক্রাইস্ট! ও ওখানে!'

কুড়িতম দিন

এলবা দ্বীপ

দিগন্তরেখায় প্রথমে আবছা ফুটকির মত ফুটে উঠল ওটা। ভোরের আলোয় ক্রমে বড় হচ্ছে আয়তনে। রবার্ট অনুমান করল ওটা হ্যালসিয়ন। এতে কোনও ভুল নেই। ওরকম ইয়ট সাগরে খুব একটা নেই।

রবার্ট দ্রুত ভাড়া করা মোটর বোটের মালিকের কাছে চলে এল।

'সুপ্রভাত।'

বোটের মালিক মুখ তুলে তাকাল। '*বোঝ্যু, মশিউ।* (সুপ্রভাত) আপনি এখুনি রওনা হবেন?'

মাথা দোলাল রবার্ট। 'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণের জন্য দরকার?'

'দু'এক ঘণ্টার বেশি নয়।'

লোকটাকে ডিপোজিটের বাকি টাকা দিয়ে বোটে চড়ে বসল রবার্ট।

'বোটের যেন কোনও ক্ষতি না হয় লক্ষ রাখবেন,' বলল লোকটা।

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না,' তাকে আশ্বস্ত করল রবার্ট।

বোটের রশি খুলে দিল মালিক, সাগরে রওনা হয়ে গেল বোট। চলল হ্যালসিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দশ মিনিট লাগল ইয়টের নাগাল পেতে। দেখল সুসান এবং মন্টি ব্যাংকস দাঁড়িয়ে আছে ডেক-এ। সুসান রবার্টকে দেখে হাত নাড়ল। তার চেহারায় উৎকণ্ঠা। রবার্ট ছোট বোটটিকে ইয়টের গায়ে ঠেকাল। এক ডেকহ্যান্ডকে একটা রশি ছুঁড়ে দিল।

'বোট কি ইয়টে তুলবেন, স্যার?' হাঁক ছাড়ল লোকটা।

'না। ওটা ছেড়ে দাও।' মালিক তার বোট ঠিকই খুঁজে পাবে।

রবার্ট মই বেয়ে উঠে এল টিকের তৈরি ঝকঝকে তকতকে ডেকে। সুসান বলেছিল হ্যালসিয়ন খুব সুন্দর বোট। আসলেই সুন্দর। দৈর্ঘ্যে দুশো আশি ফুট, রয়েছে মালিকের বিলাসবহুল কেবিন, অতিথিদের জন্য আটটি ডাবল সুইট, ষোলজন ক্রুর জন্য কেবিন। আছে ড্রয়িং, ডাইনিং, অফিস সেলুন এবং একটি সুইমিংপুল। অভ্যন্তরীণ ডিজাইন করেছেন ইটালির লুইগি স্টারচিও। পানির বুকে যেন ভাসমান প্রাসাদ।

'তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি,' বলল সুসান।

রবার্টের মনে হলো কিছু একটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে সুসান তবে মুখ ফুটে

বলতে পারছে না। ওকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। হতাশ হলো রবার্ট। *আমি কী আশা করেছিলাম? ওকে বিষণ্ন এবং দুঃখী দেখাবে?*

রবার্ট মন্টির দিকে ফিরল। 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

কাঁধ ঝাঁকাল মন্টি। 'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই।'

লোকটাকে খামোকাই এতদিন ভুল বুঝেছে রবার্ট। এ লোক ভালো।

'এরপরে কী করবে ভাবছ?'

'মার্সেইতে যাব। আমাকে উপকূলে নামিয়ে দিলেই চলবে...'

সাদা ধবধবে ইউনিফর্ম পরা এক লোক উদয় হলেন। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। মুখে সুন্দর ভাবে ছাঁটা দাড়ি।

'ইনি ক্যাপ্টেন সিম্পসন। আর ইনি...' মন্টি ব্যাংকস রবার্টের দিকে তাকাল। কী নাম বলবে বুঝতে পারছে না।

'স্মিথ। টম স্মিথ।'

মন্টি বলল, 'আমরা মার্সেইতে যাব, ক্যাপ্টেন।'

'আমরা এলবা যাচ্ছি না?'

'না।'

ক্যাপ্টেন সিম্পসন বললেন, 'ঠিক আছে।' তাঁকে দেখে মনে হলো অবাক হয়েছেন।

দিগন্তে তাকাল রবার্ট। সব পরিষ্কার।

'চলো, নিচে যাই,' বলল মন্টি ব্যাংকস।

তিনজনে সেলুনে বসার পরে মন্টি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো?'

'ব্যাপার একটা আছে,' জবাব দিল রবার্ট। 'তবে তোমাদেরকে বলতে চাইছি না। তোমরা বিষয়টি যত কম জানবে ততই মঙ্গল। শুধু এটুকু বলি আমি কোনও অপরাধ করিনি। আমি রাজনৈতিক একটি পরিস্থিতির শিকার। আমি অনেক বেশি জেনে ফেলেছি। ওরা আমার পিছু নিয়েছে। দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে।'

সুসান এবং মন্টি পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'হ্যালসিয়নে ওরা আমার খোঁজ পাবে না,' বলে চলল রবার্ট।

'বিশ্বাস করো, মন্টি। পালাবার অন্য কোনও রাস্তা থাকলে আমি সেটাই বেছে নিতাম।'

প্রায় নিঃশব্দেই ওরা ডিনার সারল। কেমন অদ্ভুত একটা টেনশন থম মেরে আছে বাতাসে, বুঝতে পারছে না রবার্ট। এটা কি ওর কারণেই? নাকি এর সঙ্গে অন্য কোনও ব্যাপার জড়িত আছে? ওদের দু'জনের মধ্যে কিছু হয়েছে? *যত দ্রুত সম্ভব আমি এখান থেকে চলে যাব।* সিদ্ধান্ত নিল রবার্ট ও চায় না ওর জন্য সুসানের কোনও সমস্যা হোক।

ডিনার শেষে ড্রিংক করছে ওরা, ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন সিম্পসন।

'আমরা কখন মার্সেই পৌঁছাব?' জানতে চাইল রবার্ট।

'আবহাওয়া ভালো থাকলে কাল বিকেল নাগাদ, মি. স্মিথ।'

ক্যাপ্টেন স্মিথের আচরণও যেন কেমন রহস্যময়। অস্বস্তি লাগছে রবার্টের। কিন্তু ক্যাপ্টেন নিশ্চয় ভালো মানুষ। ভালো লোক না হলে মন্টি তাকে চাকরি দিত না।

রাত এগারটা নাগাদ সুসানকে নিয়ে উঠে পড়ল মন্টি। রবার্টকে শুভরাত্রি জানাল। ঘুমাতে চলে গেল সুসানকে নিয়ে।

SIFAR-এর কমিউনিকেশন রুমে রেডার হ্যালসিয়নকে ট্র্যাফ করছে। কর্নেল সিজার ঘুরলেন কর্নেল জনসনের দিকে। 'আমরা ওকে এলবায় ধরতে পারিনি। তবে এখন নাগালে পেয়ে গেছি। হ্যালসিয়ন ওকে তুলে নিলেই খবর চলে আসবে আমাদের কাছে।'

একুশতম দিন

পরদিন বেশ ভোরে ডেক-এ চলে এল রবার্ট। শান্ত সাগর। ক্যাপ্টেন সিম্পসন এগিয়ে এলেন। 'গুড মর্নিং। আবহাওয়া অনুকূলেই মনে হচ্ছে, মি. স্মিথ। তিনটার মধ্যে পৌঁছে যাব মার্সেই। ওখানে কতক্ষণ থাকছি আমরা?

'ঠিক জানি না,' হাসি মুখে বলল রবার্ট। 'দেখা যাবে।'

'জ্বী, স্যার।'

চলে গেলেন সিম্পসন। রবার্ট ইয়টের স্টার্নে চলে এল। তাকাল দিগন্তে। তটরেখা দেখা যাচ্ছে না। ওর মন কেমন কুডাক ডাকতে লাগল।

দিগন্তে, দৃষ্টিসীমার বাইরে, ইটালিয়ান নেভি ক্রুজার স্ট্রমবলি এগিয়ে আসছিল হ্যালসিওনের দিকে।

SIFAR-এর কমিউনিকেশন রুমে দুই কর্নেল মেসেজ পড়ছিলেন। মেসেজটা এইমাত্র এসেছে হ্যালসিয়ন থেকে। লেখা **'এখন।'**

'হ্যালসিয়নের পজিশন কী?' ঘাউ করে উঠলেন কর্নেল সিজার।

'মার্সেই থেকে দু'ঘণ্টার পথ দূরে, বন্দরের দিকে এগোচ্ছে।'

'স্ট্রমবলিকে বলো ওভারটেক করতে। এবং হ্যালসিওনে এখুনি উঠে পড়তে বলো।'

ত্রিশ মিনিট পরে, ইটালিয়ান নেভি ক্রুজার স্ট্রমবলি চলে এল হ্যালসিয়নের কাছে। সুসান এবং মন্টি ইয়টের ফ্যানটেইলে দাঁড়িয়ে দেখল যুদ্ধ জাহাজটি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

ক্রুজারের লাউডস্পীকারে ভেসে এল একটি কণ্ঠ। 'অহোয়, হ্যালসিয়ন। আমরা তোমাদের ইয়টে উঠব। ইয়ট থামাও।'

সুসান এবং মন্টি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। ক্যাপ্টেন সিম্পসন দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলেন ওদের কাছে।

'মি. ব্যাংকস...'

'শুনেছি। ওরা যা বলছে করুন। বন্ধ করে দিন ইঞ্জিন।'

'জ্বী, স্যার।'

এক মিনিট পরে থেমে গেল ইঞ্জিন। স্থির হয়ে পানিতে ভাসতে লাগল ইয়ট।

নেভি ক্রুজার থেকে কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক একটি ডিঙ্গি নৌকা ভাসাল পানিতে। চড়ল ওতে।

দশ মিনিট বাদে ডজনখানেক নাবিক মই বেয়ে উঠে এল হ্যালসিয়নের ডেকে।

চার্জে আছে এক লেফটেনেন্ট কমান্ডার। সে বলল, 'আপনাদের বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মি. ব্যাংকস। ইটালিয়ান সরকারের ধারণা আপনার ইয়টে একজন পলাতক লুকিয়ে আছে। আপনার জাহাজ সার্চ করার অনুমতি আছে আমাদের।'

সুসান দাঁড়িয়ে দেখল নাবিকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল গোটা ইয়টে। ডেক এবং কেবিনগুলোতে সার্চ করছে।

'কিছু বোলো না।'

'কিন্তু...'

'একটি শব্দও নয়।'

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা ডেক-এ। দেখছে সার্চ চলছে।

আধঘণ্টা পরে ওরা আবার মূল ডেক-এ মিলিত হলো।

'তার কোনও চিহ্নই নেই, কমান্ডার,' রিপোর্ট করল এক নাবিক।

'ভালোভাবে খুঁজে দেখেছ?'

'জ্বী, স্যার। শিপে কোনও যাত্রী নেই। আমরা প্রতিটি ক্রুকে পরীক্ষা করেছি।'

হতাশ কমান্ডার। তার সুপিরিয়ররা নিশ্চয় ভুল করেছেন। মন্টি, সুসান এবং ক্যাপ্টেন সিম্পসনের দিকে ফিরল সে। 'আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সাময়িক অসুবিধেয় ফেলার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা যাচ্ছি।' সে ঘুরল চলে যাবার জন্য।

'কমান্ডার...'

'জ্বী?'

'যে লোকটিকে আপনারা খুঁজছেন সে আধঘণ্টা আগে একটি ফিশিংবোটে চড়ে চলে গেছে। তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না।'

পাঁচ মিনিট পরে স্ট্রমবলি পূর্ণগতিতে ছুটল মার্সেই অভিমুখে। মনে মনে খুব খুশি লেফটেনেন্ট কমান্ডার। কারণ বিশ্বের অর্ধেক দেশ যে কমান্ডার রবার্ট বেলামিকে খুঁজে মরছে তাকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে সে পাকড়াও করতে চলেছে। *আমার প্রমোশন ঠেকায় কে,* ভাবছে সে।

ব্রিজ থেকে হাঁক ছাড়ল নেভিগেশন অফিসার। 'কমান্ডার, একটু এদিকে আসবেন দয়া করে?'

ওরা ফিশিং বোটটাকে এরই মধ্যে পেয়ে গেল? লেফটেনেন্ট কমান্ডার দ্রুত উঠে এল ব্রিজে।

'দেখুন, স্যার।

কমান্ডার তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে দমে গেল। দূরে, দিগন্তরেখায় শত শত ফিশিং বোট একযোগে ফিরে চলেছে মার্সেই বন্দরে। ওগুলোর মধ্যে কোনটিতে কমান্ডার বেলামি আছে কে জানে! অত বোটের মাঝ থেকে বেলামির নৌকা খুঁজে বের করা। একেবারেই অসম্ভব।

সাতচল্লিশ

মার্সেইতে একটি গাড়ি চুরি করেছে রবার্ট। একটি ফিয়াট ১৮০০ স্পাইডার কনভার্টিব্‌ল। স্বল্পালোকিত একটি রাস্তার পাশে পার্ক করা ছিল গাড়িটি। দরজা বন্ধ, ইগনিশনে চাবিও ছিল না। তবে রবার্টের কোনও সমস্যা হয়নি। সে খুব সহজে বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এবং পকেট থেকে মোটা লাল একটি তার বের করে তা দিয়ে কিছু কারসাজি করতেই চালু হয়ে গেছে গাড়ি। এখন প্যারিসের উদ্দেশে ছুটে চলেছে ও। লি পো'র সঙ্গে সবার আগে যোগাযোগ করবে।

প্যারিসের শহরতলীতে পৌঁছে একটি ফোন বুথে থামল রবার্ট। ফোন করল লি'র বাড়িতে। অ্যানসারিং মেসিনে ভেসে এল লি'র কণ্ঠ :

সুপ্রভাত। আমি দুঃখিত যে আমি বাসায় নেই। তবে তোমাকে কলব্যাক করতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। টোনের জন্য সাবধানে অপেক্ষা করো।

রবার্টের প্রাইভেট কোডগুলো মনে পড়ে গেল দুঃখিত... অসুবিধা... সাবধান...

সন্দেহ নেই ফোন ট্যাপ করা হয়েছে। লি জানত রবার্ট ওকে ফোন করবে। তাই এভাবে সে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটিকে সতর্ক করে দিয়েছে। লি'র সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে ওকে। এবং যথাশীঘ্র সম্ভব। তবে এজন্য আরেকটি কোড ব্যবহার করবে ও। অতীতে সে এবং লি এ কোডটি ব্যবহার করত।

রবার্ট রু সেন্ট অনর ধরে হেঁটে চলল। চলেছে লো মাতঁ পত্রিকা অফিস অভিমুখে। খবরের কাগজ অফিস থেকে আধ ব্লক দূরে থাকতে একটি কিশোরকে হাত তুলে ডাকল রবার্ট।

'পঞ্চাশ ফ্রাঁ কামাতে চাও?'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'কী করতে হবে?'

এক টুকরো কাগজে কিছু লিখে ছেলেটিকে দিল রবার্ট সঙ্গে পঞ্চাশ ফ্রাঁ'র একটি নোট।

'এটা নিয়ে লো মাতঁ পত্রিকা অফিসের 'ওয়ান্ট অ্যাডস' ডেস্কে দিয়ে আসবে।'

'আচ্ছা।'

রবার্ট দেখল ছেলেটি পত্রিকা অফিসে ঢুকছে। বিজ্ঞাপনটি কাল সকালের কাগজে বেরুবে 'টিলি, বাবা খুব অসুস্থ। তোমাকে দেখতে চাইছে। তার সঙ্গে

দ্রুত দেখা করো। মা।'

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার মত নেই রবার্টের। হোটেলে ওঠার সাহস পাচ্ছে না। কারণ ওরা সব জায়গায় অ্যালার্ট করে দিয়েছে। প্যারিস এখন টাইম বোমা।

একটি ট্যুর বাসে উঠে পড়ল রবার্ট। সময় কাটাতে ঘুরে দেখল লুক্সেমবুর্গ গার্ডেন, লুভর, লে ইনভ্যালিডসে নেপোলিয়নের সমাধিসহ ডজনখানেক অন্যান্য মনুমেন্ট। এবং সবসময় ভিড়ের সঙ্গে মিশে রইল সে।

রবার্ট মুল্যা রুঝ-এর মিডনাইট শো'র টিকেট কাটল। রাত দুটোয় শুরু হলো শো। শো শেষ হওয়ার পর বাকি রাতটা কাটাল মন্তমাত্রেতে, ছোট ছোট বার-এ ঘুরে।

বাইশতম, দিন

প্যারিস, ফ্রান্স

সকাল পাঁচটার দিকে সেদিনের খবরের কাগজ হাতে পেল রবার্ট। একটি খবরের কাগজের স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ও। একটি লাল ট্রাক এসে হাজির হলো। একটি ছেলে পেভমেন্টে ছুঁড়ে দিল কাগজের বান্ডিল। রবার্ট কাগজ তুলল। 'চাই' বিজ্ঞপ্তির পাতায় চলে এল। ওর বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছে। কিন্তু এখনও ওকে অপেক্ষাই করতেই হবে।

দুপুর নাগাদ একটি ছোট তামাকের দোকানে ঢুকল রবার্ট। ওখানে একটি বোর্ডে কিছু ব্যক্তিগত মেসেজ টাঙানো। বোর্ডের মাঝখানে, যা চাইছিল পেয়ে গেল রবার্ট। 'টিলি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে ৫০৪১২৬৪৫ নাম্বারে ফোন করো।'

প্রথম রিং হতেই সাড়া মিলল লি পোর। 'রবার্ট?'

'*জাও,* লি।'

'মাই গড, ম্যান, এসব হচ্ছে কী?'

'তুমিই বলো।'

'বন্ধু, এখন তুমি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তুমি করেছটা কী? না, বলতে হবে না। বিষয়টি যা-ই হোক, মস্ত বিপদে আছ তুমি। ওরা চাইনিজ এমব্যাসির ফোন ট্যাপ করছে, আমার বাড়ির ফোনেও বসিয়েছে ছারপোকা, লক্ষ রাখছে আমার ফ্ল্যাটের ওপর। তোমার সম্পর্কে কতটুকু জানি তা নিয়ে জেরাও করছে।'

'লি, তোমার কি কোনও ধারণা আছে এসব কেন...?'

'ফোনে বলা যাবে না। সুং-এর অ্যাপার্টমেন্টের কথা মনে আছে?'

লি' পোর গার্ল ফ্রেন্ড। 'আছে।'

'ওখানে আধঘণ্টার মধ্যে চলে এসো।'

'ধন্যবাদ।'

অ্যাপার্টমেন্টটি রা বেলুভিলে। রবার্ট যখন ওই ভবনে পৌঁছুল, আকাশে জমে গেছে কালো মেঘ। প্রবল বৃষ্টির আভাস। দূর থেকে ভেসে এল মেঘ গর্জন। লবিতে ঢুকে পড়ল রবার্ট। একটি অ্যাপার্টমেন্টের বেল বাজাল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল লি পো।

'ভেতরে এসো,' বলল সে। 'জলদি।' রবার্ট ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ করে দিল দরজা। লি পো আগের মতই আছে। লম্বা, রোগা। চেহারা দেখে বয়স ঠাহর করা মুশকিল।

হ্যান্ডশেক করল দু'বন্ধু।

'লি, কী ঘটছে জানো কিছু?'

'বসো, রবার্ট।'

বসল রবার্ট।

লি ওকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর বলল, 'অপারেশন ডুমসডে'র নাম শুনেছ?'

ভুরু কোঁচকাল রবার্ট। 'নাহ্। এর সঙ্গে কি ইউএফও'র কিছু জড়িত?'

'পুরোপুরি। পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি হতে চলেছে, রবার্ট।' পায়চারি শুরু করল লি পো। 'আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এলিয়েনেরা আসছে। তিন বছর আগে তারা এখানে ল্যান্ড করে। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানায়, বিশ্বের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ারগুলোকে তাদের নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিতে হবে এবং ফসিল ফুয়েল আর জ্বালানো চলবে না।'

রবার্ট বিস্মিত হয়ে শুনছে।

'তারা দাবি করে পেট্রোলিয়াম, কেমিকেল, রাবার, প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করতে হবে...এর মানে সারা বিশ্বের হাজার হাজার কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। অটোমোবাইল এবং স্টিল প্ল্যান্টগুলো উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হবে। গোটা বিশ্ব অর্থনীতি ভেঙে পড়বে।'

'কিন্তু ওরা কেন...?'

'ওরা বলছে আমরা ব্রহ্মাণ্ড দূষণ করে চলেছি, ধ্বংস করছি পৃথিবী এবং সাগর...ওরা চায় না আমরা আর অস্ত্র উৎপাদন করি।'

'লি...'

'ডজনখানেক দেশের একদল শক্তিশালী মানুষ– আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, চীন সহ বেশ কয়েকটি দেশের টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট তারা। জানুস ছদ্মনামে এক লোক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোকে একত্রিত করে সৃষ্টি করেছেন অপারেশন ডুমসডে। এর উদ্দেশ্য এলিয়েনদেরকে থামিয়ে দেয়া। 'রবার্টের দিকে ফিরল সে।

'SDI-র নাম শুনেছ?'

'স্টার ওঅর্স। সোভিয়েত ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলকে মোকাবিলা করার জন্য স্যাটেলাইট সিস্টেম।'

মাথা নাড়ল লি। 'না। ওটা একটা কভার মাত্র। SDI রাশানদের ঠেকানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। UFO ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এলিয়েনদেরকে ঠেকানোর এটাই তাদের একমাত্র উপায়।'

হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল রবার্ট। লি পো যা বলেছে তা হজম করার চেষ্টা করছে। আরও জোরে কোথাও বাজ পড়ল।'

'তুমি বলছ সরকারগুলো...?'

'প্রতিটি সরকারেই রয়েছে একটি করে গুপ্তচক্র। অপারেশন ডুমসডে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। এখন বুঝতে পারছ?

'মাই গড! তার মানে সরকারগুলো জানে না যে...' সে লি'র দিকে তাকাল। 'লি– তুমি এত কথা জানলে কী করে?'

'খুব সহজে, রবার্ট,' মৃদু গলায় বলল রবার্ট। 'আমি ওদের চাইনিজ কানেকশন।' তার হাতে চলে এসেছে একটি বেরেটা। রবার্ট বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অস্ত্রটির দিকে। 'লি...'

ট্রিগার টিপে দিল লি। সেই সঙ্গে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। গুলির শব্দ আর বজ্রপাতের আওয়াজ মিশে গেল একসঙ্গে।

আটচল্লিশ

বৃষ্টির পরিষ্কার কয়েকটি ফোঁটা তাকে জাগিয়ে তুলল। সে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। নড়াচড়ার শক্তি নেই। গত দু'দিন ধরে তার মনে হচ্ছিল তার জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। *এ গ্রহেই আমার মৃত্যু ঘটবে।* সে ভাবছিল এটাই বুঝি তার শেষ ঘুম। এমন সময় বৃষ্টি এল। আশীর্বাদের মত বৃষ্টি। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের দিকে মুখ তুলল সে। মুখে ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটার স্পর্শ পেল। দেখতে দেখতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। তাজা, নির্ভেজাল তরল। সিধে হলো সে। শূন্যে তুলল হাত। বৃষ্টিতে ভিজছে সে, নতুন শক্তি ফিরে পাচ্ছে শরীরে। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা শুষে নিল তার গা। দূর হয়ে গেল সকল ক্লান্তি। শক্তির বিস্ফোরণ যেন ঘটছে তার ভেতরে। অবশেষে সে ভাবল, *আমি রেডি। আমি এখন পরিষ্কার চিন্তাভাবনা করতে পারছি। আমি জানি কে আমাকে ফিরে যাবার রাস্তা দেখাতে পারবে।* সে ছোট ট্রান্সমিটারটি বের করল। বুজল চোখ। মনোযোগ দিতে লাগল।

উনপঞ্চাশ

আকাশের বিদ্যুৎ প্রাণে বাঁচিয়ে দিল রবার্টকে। লি ট্রিগার টিপেছে, সঙ্গে সঙ্গে জানালার কাচে প্রতিফলিত বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে যায় ওর চোখ। দ্রুত এক পাশে সরে যায় রবার্ট। মিস হয় টার্গেট। বুকের বদলে ডান কাঁধের মাংস খাবলা মেরে তুলে নেয় বুলেট।

লি গুলি করার জন্য আবার পিস্তল তুলেছে, লাথি কষাল রবার্ট, অস্ত্রটি ছিটকে পড়ে গেল লি'র হাত থেকে। লি চকিতে ঝুঁকে এল সামনে, রবার্টের আহত কাঁধে গায়ের জোরে ঘুসি মারল। ব্যথায় আগুন ধরে গেল রবার্টের শরীরে। রক্তে মাখামাখি জ্যাকেট। কনুই চালিয়ে দিল রবার্ট। যন্ত্রণায় আর্তনাদ ছাড়ল লি। সে ভয়ংকর এক কারাতে চপ মেরে বসল রবার্টের ঘাড় লক্ষ্য করে। চট করে সরে গেল রবার্ট। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো আঘাত। ওরা বৃত্তাকারে ঘুরছে, নিশ্বাস ছাড়ছে ফোঁস ফোঁস। নীরবে লড়াই করছে দু'জনে। জানে যে কোনও একজনকে আজ মরতে হবে। রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ছে রবার্ট। কাঁধের ব্যথাটা ওকে পাগল করে তুলছে। মেঝেতে রক্ত ঝরছে টপটপ করে।

এ লড়াই জলদি শেষ করতে হবে, ভাবল রবার্ট। সে সামনে এগিয়ে এল লাথি তুলে। মারটা এড়িয়ে গেল না লি, লাথিটা গায়ে নিল ও, ঝুঁকল সামনে। কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বসল রবার্টের কাঁধে। টলে উঠল রবার্ট। ওর গায়ে লাফিয়ে পড়ল লি। বারবার আঘাত হানল আহত কাঁধে। এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে রবার্ট, মুষলধারে ঘুসিবৃষ্টি ঠেকানোর শক্তিও পাচ্ছে না। ওর চোখের আলোও যেন নিভু নিভু হয়ে আসছে। ও লি'র গায়ে ঢলে পড়ল, জাপটে ধরল ওকে। দু'জনেই পড়ে গেল মাটিতে কাচের একটা টেবিল ভেঙে। রবার্ট চিৎ হয়ে পড়ে থাকল। নড়াচড়ার শক্তি নেই। *সব শেষ,* ভাবছে ও, *ওরাই জিতল।*

অর্ধ সচেতন রবার্ট চিৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। অপেক্ষা করছে লি'র মরণ আঘাতের জন্য। কিন্তু ঘটল না কিছুই। ওর পাশে পড়ে রয়েছে, বিস্ফারিত চোখ ছাদের দিকে। বড় এক টুকরো কাচ, ড্যাগারের মত, বেরিয়ে আছে ওর বুক ফুঁড়ে।

বহু কষ্টে উঠে বসল রবার্ট। রক্তক্ষরণে ভয়ানক দুর্বল শরীর। কাঁধ যেন ব্যথার সাগর, *ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আমাকে।* ভাবছে রবার্ট।...আমেরিকান হাসপাতালে এক চেনা ডাক্তার আছে ওর।...নাম লিওন হিলসিঙ্গার।

জ্ঞান ফিরে আসছে রবার্টের। প্রচণ্ড ব্যথায় বিষ হাত। ডাক্তার হিলসিঙ্গার ওর হাতে

অপারেশন করে বেঁধে দিয়েছেন ব্যান্ডেজ। তবে ডাক্তারকে বিশ্বাস করেনি ও। চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে রেখেছে ডাক্তারকে। তারপর ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল রবার্ট। হাতে ঠেকল সেই ক্রিস্টালটি। চোখ বুজে আছে ও। ঘুম ঘুম ভাব চোখে। আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

রবার্ট ডাকল একটি নারী কণ্ঠ। মৃদু এবং নরম। রবার্ট দেখছে ও সবুজ ঘাসে মোড়া একটি মাঠে। বাতাসে সঙ্গীতের মূর্ছনা। মাথার ওপরের আকাশে আলোর উচ্ছলতা। একটি মেয়ে হেঁটে আসছে ওর দিকে। মেয়েটি লম্বা। অপূর্ব সুন্দরী। ডিম্বাকৃতি মুখ। প্রায় স্বচ্ছ গায়ের ত্বক। পরনে বরফ-সাদা গাউন। ফিসফিসে কণ্ঠ।

কেউ তোমাকে আর আঘাত করতে পারবে না রবার্ট। আমার কাছে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল রবার্ট। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। তারপর উঠে বসল। উত্তেজিত। ও এখন জানে এগার নম্বর উইটনেস কে এবং জানে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে।

পঞ্চাশ

তেইশতম দিন

প্যারিস, ফ্রান্স

ডাক্তারের অফিস থেকে অ্যাডমিরাল হুইটেকারকে ফোন করল রবার্ট।

'অ্যাডমিরাল, রবার্ট।'

'রবার্ট! হচ্ছেটা কী? ওরা আমাকে বলল...'

'ওরা কী বলল না বলল তাতে এখন কিছু আসে যায় না। আপনার সাহায্য দরকার, অ্যাডমিরাল। জানুস নামটি শুনেছেন কখনও?'

ধীর গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'জানুস? নাহ্, শুনিনি কোনওদিন।'

রবার্ট বলল, 'সে একটি গোপন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। সে নিরপরাধ মানুষজন হত্যা করেছে। এখন আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে। ওকে আমাদের থামাতে হবে।'

'আমি কীভাবে তোমাকে সাহায্য করব?'

'আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

এক মুহূর্ত নীরবতা। 'পারব।'

'আরও আছে। এরসঙ্গে জেনারেল হিলিয়ার্ড জড়িত।'

'কী? কীভাবে...?'

'ইউরোপের বেশিরভাগ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও এর সঙ্গে জড়িত। এখন এত কিছু ব্যাখ্যা করার সময় নেই। আপনি হিলিয়ার্ডকে ফোন করবেন। বলবেন আমি আরেকজন উইটনেসকে পেয়ে গেছি। এগার নম্বর উইটনেস।'

'বুঝলাম না। এগার নম্বর উইটনেস মানে?'

'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। এখন বলা যাবে না। হিলিয়ার্ড সব জানেন। তাকে বলুন সুইটজারল্যান্ডে চলে আসতে।'

'সুইটজারল্যান্ড?'

'বলুন একমাত্র আমিই জানি এগার নম্বর উইটনেসটি কোথায়। সে যদি উল্টোপাল্টা কোনও কাজ করে তো জীবনেও ওই উইটনেসকে খুঁজে পাবে না। তাকে জুরিখের ডলডার গ্রান্ডে চলে আসতে বলুন। ডেস্কে তার জন্য একটি চিরকুট থাকছে। বলবেন আমি সুইটজারল্যান্ডে জানুসকেও মুখোমুখি দেখতে চাই।'

'রবার্ট, তুমি কী করছ তা কি তুমি জান?'

'না, স্যার, জানি না। তবে আমার হাতে এই একটি মাত্র সুযোগ আছে। আমি কোনও দর কষাকষির সুযোগ দেব না। আমি যা বলব, আমার দাবি মেনে নিতে হবে। নম্বর এক, আমি নিরাপদে সুইটজারল্যান্ড পৌঁছুতে চাই। নম্বর দুই, আমি সেখানে জেনারেল হিলিয়ার্ড এবং জানুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। নম্বর তিন, এরপর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

'আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি করব, রবার্ট। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে?'

'আমি আপনাকে ফোন করব। আপনার কতক্ষণ লাগবে?'

'ধরো একঘণ্টা।'

'আচ্ছা।'

'আর রবার্ট...'

বুড়ো মানুষটির কণ্ঠে বেদনা। 'জ্বী, স্যার?'

'সাবধানে থেকো।'

'ভয় নেই, স্যার। আমি মরব না।'

এক ঘণ্টা পরে রবার্ট আবার ফোন করল অ্যাডমিরাল হুইটেকারকে।

'তোমার সমস্ত দাবি মেনে নেয়া হয়েছে। আরেকজন উইটনেসের কথা শুনে জেনারেল হিলিয়ার্ডের হার্টফেল করার দশা। সে কথা দিয়েছে তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না। সে জুরিখে যাচ্ছে। ওখানে কাল সকালে তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে।'

'আর জানুস?'

'জানুস তার সঙ্গে বিমানে থাকবে।'

স্বস্তিবোধ করল রবার্ট। 'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল। আর প্রেসিডেন্ট?'

'আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যখন চাইবে, তিনি তোমাকে সময় দেবেন বলেছেন।'

থ্যাংক গড!

'জেনারেল হিলিয়ার্ড বলছে তোমার জন্য একটা প্লেন পাঠিয়ে দেবে...'

'দরকার নেই,' বাধা দিল রবার্ট। 'আমি প্যারিসে আছি। আমার একটা গাড়ি দরকার। গাড়িটি আমি নিজেই চালাব। আধঘণ্টার মধ্যে মন্তপারাসে হোটেল লিটরের সামনে গাড়িটি চাই আমার।'

'আচ্ছা, কী করা যায় দেখছি।'

'অ্যাডমিরাল?'

'বলো, রবার্ট?'

কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হলো ওর। 'ধন্যবাদ।'

বিকেল চারটা নাগাদ সুইস বর্ডারে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেল রবার্ট। জেনারেল

হিলিয়ার্ড কথা রেখেছেন। হোটেলের সামনে রবার্টের জন্য একটি মার্সিডিস অপেক্ষা করছিল। ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস ওর ওপর নজর রাখছিল ওকে অনুসরণ করার জন্য নয়, ওকে এসকর্ট করে প্যারিসের বাইরে পৌঁছে দিতে। সুইস বর্ডারে আসার পরে ওর পেছন পেছন আসা ফরাসি পুলিশের গাড়িটি ফিরে গেল নিজের গন্তব্যে, এসকর্ট হিসেবে হাজির হলো সুইস পুলিশ কার। এতক্ষণ বেশ টেনশনে ছিল রবার্ট। এখন স্বস্তিবোধ করছে। বড় বড় জায়গায় অ্যাডমিরাল হুইটেকারের যোগাযোগ আছে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে জেনারেল হিলিয়ার্ড রবার্টের আর ক্ষতি করার সাহস পাবেন না। রবার্ট এবার শ্বেতবসনা নারীটির কথা ভাবতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল তার কণ্ঠ। যেন ওর কানে প্রতিধ্বনি তুলল।

জলদি, রবার্ট। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা? আরও আছে নাকি? অবশ্য শীঘ্র জানতে পারবে রবার্ট।

জুরিখে পৌঁছে ডোলডের গ্রান্ড হোটেলে ঢুকল রবার্ট। জেনারেল হিলিয়ার্ডের জন্য একটি চিরকুট লিখে ডেস্কের ক্লার্ককে দিয়ে বলল, 'জেনারেল হিলিয়ার্ড আমার খোঁজ করলে তাঁকে এ চিঠিটি দেবেন, প্লিজ।

'জ্বী, স্যার।'

বাইরে, রবার্ট হেঁটে এগোল পুলিশের গাড়িটির দিকে। গাড়িটি ওকে এতক্ষণ এসকর্ট করে নিয়ে আসছিল। রবার্ট ঝুঁকে ড্রাইভারকে বলল, 'এখন থেকে আমি একা চলাফেরা করতে চাই।'

দ্বিধা জড়ানো গলায় ড্রাইভার বলল, 'জ্বী, স্যার।'

রবার্ট গাড়িতে উঠে বসল। যাত্রা করল উটেনডর্ফের উদ্দেশে যেখানে ক্রাশ করেছিল ইউএফও। চোখের সামনে ভেসে উঠল নিহত নিরপরাধ মানুষগুলোর মুখ।

আমি জানুসের মুখটা দেখতে চাই, ভাবল রবার্ট। ওর চোখ দেখতে চাই।

মেয়েটি রবার্টের জন্য অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল সেই মাঠে যেখানে রবার্ট এবং বেকারম্যান ওয়েদার বেলুনটিকে দেখেছিল। মেয়েটি অবিকল স্বপ্নে দেখা সেই নারীর মত। ওরা পরস্পরের দিকে কদম বাড়াল। যেন বাতাসে ভেসে আসছে মেয়েটি, মুখে জ্বলজ্বল করছে হাসি।

তুমি এসেছ বলে ধন্যবাদ, রবার্ট।

মেয়েটি কি সত্যি কথা বলল নাকি রবার্ট ওর চিন্তাটা শুনতে পেল?

'আমাকে আসতেই হতো,' বলল ও। দৃশ্যটি যেন অবাস্তব কিছু। *আমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিন্ন পৃথিবীর কারও সঙ্গে কথা বলছি। আমার তো ভীত হবার কথা, অথচ এমন শান্তি জীবনেও অনুভব করিনি।*

'তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি আমি,' বলল রবার্ট।

'কয়েকটি লোক আসছে তোমার ক্ষতি করার জন্য। ওরা আসার আগেই তুমি চলে যাও।'

আমি যেতে পারব না।

ওর কথা বুঝতে পারল রবার্ট। বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিল পকেটে, বের করে আনল সেই ক্রিস্টালটি।

মেয়েটির চেহারা আলোকিত হয়ে উঠল। *ধন্যবাদ, রবার্ট।*

রবার্ট ক্রিস্টালটি ওকে দিল। হাতের খণ্ডিত যন্ত্রাংশের সঙ্গে ক্রিস্টালটি জোড়া লাগাল ভিনগ্রহের নারী।

'এখন কী ঘটবে?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

আমি এখন আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব। ওরা আমাকে নিতে আসছে।

ওর কথার মধ্যে অশুভ কোনও ইঙ্গিত আছে কি? জেনারেল হিলিয়ার্ডের কথাগুলো মনে পড়ে গেল রবার্টের   ওরা আমাদের গ্রহ দখল করতে আসছে। আমাদেরকে ক্রীতদাস বানাতে চায়। জেনারেল হিলিয়ার্ড কি সত্যি কথা বলেছেন? এলিয়েনরা কি সত্যি পৃথিবী দখল করবে? ওদেরকে কে বাধা দেবে? ঘড়ি দেখল রবার্ট। জেনারেল হিলিয়ার্ড এবং জানুসের আসার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। এবং প্রায় সাথে সাথে উত্তর থেকে উড়ে এল দানব দুই হেলিকপ্টার।

তোমার বন্ধুরা এসে পড়েছে।

বন্ধু। ওরা তার শত্রু। রবার্ট ওদের মুখোশ খুলে দেবে। ওদেরকে সে ধ্বংস করবে।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করছে, মাঠের ঘাস আর ফুলগুলো বাতাসে প্রবল বেগে নাচতে লাগল।

জানুসের মুখোমুখি হতে চলেছে রবার্ট। রাগের তীব্র হল্কা উঠল শরীরে। প্রতিহিংসার আগুন দাউদাউ জ্বলছে বুকে। খুলে গেল হেলিকপ্টারের দরজা।

মাটিতে পা রাখল সুসান।

একান্ন

পৃথিবী থেকে অনেক ওপরে উড়তে থাকা মাদারশিপে নেমেছে আনন্দের ঢল।

আমরা ওকে পেয়ে গেছি!

জলদি করো।

প্রকাণ্ড জাহাজটি পৃথিবী অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

বাহান্ন

একটি মুহূর্তের জন্য যেন স্থির হয়ে গেল সময়। তারপর ভেঙে গেল হাজার টুকরো হয়ে। রবার্ট স্তম্ভিত হয়ে দেখছে সুসান হেলিকপ্টার থেকে নামল। এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর এগিয়ে আসতে গেছে রবার্টের দিকে, ওকে পেছন থেকে খপ করে ধরে ফেলল মন্টি ব্যাংকস।

'পালাও, রবার্ট! ভাগো! ওরা তোমাকে খুন করবে!'

রবার্ট এক কদম এগোল সুসানের দিকে। ঠিক তখন হেলিকপ্টার থেকে নেমে এলেন জেনারেল হিলিয়ার্ড এবং কর্নেল ফ্রাংক জনসন।

জেনারেল হিলিয়ার্ড বললেন, 'আমি এসে পড়েছি, কমান্ডার। আমি বার্গেইনিং-এ আমার ভূমিকাটুকু পালন করেছি।' তিনি রবার্টের পাশে দাঁড়ানো শ্বেতবসনা নারীর দিকে পা বাড়ালেন। 'আমার ধারণা এ হলো এগার নম্বর উইটনেস। নিখোঁজ এলিয়েন। খুব ইন্টারেস্টিং একটি বিষয় হবে সে। কাজেই অবশেষে সব কিছুর অবসান ঘটল।'

'এখনও ঘটেনি। আপনি বলেছিলেন জানুসকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

'ও হ্যাঁ। জানুস নিজেই আসছেন তোমাকে দেখার জন্য।'

রবার্ট হেলিকপ্টারের দিকে ফিরল। দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল হুইটেকার।

'তুমি নাকি আমাকে দেখতে চেয়েছ, রবার্ট?'

রবার্ট অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। চোখে ঝাপসা দেখছে। ওর পৃথিবীটা যেন হঠাৎ দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়েছে। 'নো! কেন...? হোয়াই ইন গডস নেম?'

অ্যাডমিরাল ওর দিকে কদম বাড়ালেন। 'তুমি বুঝতে পারছ না, তাই না? কখনোই বুঝতেও পারনি। তুমি কতগুলো অর্থহীন মানুষের জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলে। আমরা আমাদের পৃথিবীকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। এ পৃথিবী আমাদের। আমরা খেয়াল খুশিমত আমাদের পৃথিবীকে সাজাব।'

তিনি সাদা পোশাক পরা মেয়েটির দিকে কটমট করে তাকালেন। 'তোমরা যদি যুদ্ধ চাও তো যুদ্ধ হবে। এবং যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় অনিবার্য।' রবার্টের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানি করেছ। তুমি ছিলে আমার কাছে ছেলের মত। এডোয়ার্ডের জায়গায় তোমাকে জায়গা দিয়েছিলাম তোমাকে দেশ সেবার একটা সুযোগ দেয়া হয়েছিল। বদলে তুমি আমাকে কী দিয়েছ?

আমার কাছে নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছ যাতে বাড়ি থাকতে পার, যাতে বউ'র কাছে থাকতে পার।' তাঁর কণ্ঠে প্রবল ঘৃণা। 'আমার কোনও সন্তান এরকম করত না।'

রবার্ট নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছে।

'আমি তোমার বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলাম কারণ তখনও তোমার ওপর আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু...'

'আপনি আমার বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন...?'

'সিআইএ তোমাকে ফক্সের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল, মনে আছে? আমিই ব্যবস্থাটা করি। ভেবেছিলাম তুমি হুঁশে আসবে। তুমি ব্যর্থ হয়েছিলে কারণ ফক্স বলে আসলে কেউ ছিল না। আমি যখন তোমাকে নিজেদের একজন বলে ভাবতে শুরু করেছি ওই সময় তুমি চাকরি ছেড়ে দিতে চাইলে। তখন বুঝতে পারলাম আসলে তোমার ভেতরে দেশপ্রেম বলে কিছু নেই। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম তোমাকে ধ্বংস করে দেব। তবে আগে তোমাকে দিয়ে আমাদের মিশনের কাজটা করিয়ে নেয়া জরুরি ছিল।'

'আপনাদের মিশন? ওই নিরীহ মানুষগুলোকে হত্যা করা? আপনারা উন্মাদ!'

'ওরা যাতে আতংক ছড়িয়ে দিতে না পারে সেজন্যই ওদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন আমরা এলিয়েনদের জন্য প্রস্তুত। আমাদের শুধু একটু সময়ের দরকার ছিল। এবং সে সময়টুকু তুমি আমাদের দিয়েছ।'

সাদা পোশাক পরা নারী চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছে, কিছু বলছে না। তার চিন্তাভাবনাগুলো মাঠে দাঁড়ানো লোকগুলোর মনের ভেতরে ঢুকে গেল। *আমরা এখানে এসেছি তোমরা যাতে পৃথিবী ধ্বংস করতে না পার সে জন্য বাধা দিতে। আমরা সবাই একই ব্রহ্মাণ্ডের অংশ। ওপরে তাকাও।*

সবাই মিলে তাকাল আকাশে। মাথার ওপরে প্রকাণ্ড সাদা একখণ্ড মেঘ। ওদিকে তাকিয়ে আছে সকলে, মেঘের রং বদলে যেতে শুরু করল। মেঘ নয় যেন, পোলার আইস ক্যাপ। তাতে নানান দৃশ্য ফুটে উঠছে।

বরফখণ্ডটি গলে যেতে লাগল। প্রবল ধারায় শুরু হলো বর্ষণ। সারা পৃথিবীর নদী ও সাগরগুলো ফুলে ফেঁপে উঠল, ভাসিয়ে নিয়ে গেল লন্ডন, লস এঞ্জেলেস, নিউ ইয়র্ক এবং টোকিও। বিশ্বের উপকূলবর্তী প্রতিটি শহর তলিয়ে গেল পানির নিচে। দৃশ্য বদলে গেল। এবার দেখা গেল বিশাল বিশাল ফার্মল্যান্ড। নির্দয় সূর্যতাপে পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে শস্য, মাটিতে পড়ে আছে মরা প্রাণীর লাশ। আবার বদল ঘটল দৃশ্যের। চীনে দাঙ্গা হচ্ছে, ভারতে দুর্ভিক্ষ, শুরু হয়েছে ভয়ংকর পারমাণবিক যুদ্ধ। সবশেষে দেখা গেল গুহায় বসবাস করছে মানুষ। ধীরে ধীরে মুছে গেল দৃশ্যপট।

অদ্ভুত এবং অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল সবার মাঝে। *তোমরা যদি এভাবেই চলতে থাকো তাহলে এটাই হবে তোমাদের ভবিষ্যৎ।*

নীরবতা ভেঙে প্রথমে কথা বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল হুইটেকার। 'গণ-সম্মোহন,' খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি। 'এরকম খেলা আর কত দেখাবে?' তিনি হাত

নাড়লেন এলিয়েনকে উদ্দেশ্য করে। 'আমি তোমাকে আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাব। তোমার কাছ থেকে বহু তথ্য পাওয়া যাবে।' অ্যাডমিরাল তাকালেন রবার্টের দিকে। 'ইউ আর ফিনিশড।' তিনি ফ্রাংক জনসনের দিকে ফিরলেন। 'ওর ব্যবস্থা করো।'

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল কর্নেল জনসন।

সুসান ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মন্টি ব্যাংকসের হাত থেকে। এক ছুটে চলে এল রবার্টের পাশে। 'না!' চিৎকার দিল সে।

'কিল হিম।' হুকুম দিলেন অ্যাডমিরাল হুইটেকার।

অ্যাডমিরালের দিকে পিস্তল তাক করল কর্নেল। 'অ্যাডমিরাল আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকালেন হুইটেকার। 'ক্ব-কী বলছ তুমি? আমি ওকে খুন করতে বলেছি। তুমি তো আমাদের একজন।'

'আপনি ভুল করছেন। আমি কোনওদিনই আপনাদের একজন ছিলাম না। আমি বহু আগে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করি। আমি কমান্ডার বেলামিকে খুঁজছিলাম তাকে হত্যা করার জন্য নয়, রক্ষা করার জন্য।' সে রবার্টের দিকে ফিরল। 'আমি দুঃখিত। তাড়াতাড়ি আসতে পারিনি।'

ছাই হয়ে গেল অ্যাডমিরাল হুইটেকারের মুখ। 'তাহলে তোমাকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে। কেউ আমাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমাদের প্রতিষ্ঠান...

'আপনাদের কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। এ মুহূর্তে সকল সদস্যের হাতে হাতকড়া পরানো হচ্ছে। ইটস ফিনিশড, অ্যাডমিরাল।'

মাথার ওপরে আকাশ হঠাৎ আলো এবং শব্দে যেন কাঁপতে লাগল। প্রকাণ্ড মাদারশিপ সোজা ওদের ওপর নেমে আসছে। ভেতরে উজ্জ্বল সবুজ আলো ঝলকাচ্ছে। ওরা হাঁ করে ওদিকে তাকিয়ে রইল। একটি ছোট স্পেসশিপ এসে হাজির হলো, তারপর আরেকটি, তারপর আরও দুটো, এরপর আরও একজোড়া। দেখতে দেখতে আকাশ ঢেকে ফেলল তারা। বাতাসে একটা গর্জন শোনা গেল। তারপর সুমধুর সুরের মূর্ছনায় রূপান্তর ঘটল ওটার, প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে। খুলে গেল মাদারশিপের দরজা, উদয় হলো এক এলিয়েন। সাদা পোশাকের নারী ফিরল রবার্টের দিকে। *আমি এখন চলে যাচ্ছি।* সে অ্যাডমিরাল হুইটেকার, জেনারেল হিলিয়ার্ড এবং মন্টি ব্যাংকসের দিকে পা বাড়াল। *আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।*

ঝট করে পিছিয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। 'না! আমি যাব না!'

হ্যাঁ। আমরা আপনাদেরকে মারব না। সামনে হাত বাড়িয়ে দিল নারী। এক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না। তারপর অন্যরা দেখল ওরা তিনজন সম্মোহিতের ভঙ্গিতে ধীর পায়ে চলেছেন স্পেসশিপের দিকে।

অ্যাডমিরাল হুইটেকার চিৎকার দিলেন, 'না!'

তিনজন স্পেসশিপের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তখনও সমানে চিৎকার

দিয়ে চলেছেন তিনি।

সাদা পোশাকের নারী ফিরল অন্যদের দিকে। *ওদের কোনও ক্ষতি করব না। ওদের অনেক কিছু শেখার বাকি রয়ে গেছে। শেখা শেষ হলে আবার ওদেরকে এখানে ফেরত পাঠানো হবে।*

সুসান শক্ত করে ধরে থাকল রবার্টকে।

রবার্ট, মানুষদেরকে বলো এ গ্রহ যেন তারা ধ্বংস না করে। ওদেরকে বোঝাও।

'আমি একা একজন মানুষ মাত্র।'

তোমার মত হাজারও মানুষ আছে। তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে প্রতিদিন। একদিন তারা লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এবং তোমরা সবাই একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলবে। পারবে তো?

'চেষ্টা করব। আমি চেষ্টা করব।'

আমরা চলে যাচ্ছি। তবে তোমাদের ওপর লক্ষ রাখব। আমরা আবার ফিরে আসব।

শ্বেতবসনা নারী ঢুকে পড়ল মাদারশিপে। ভেতরের আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল। তারপর গোটা আকাশ হয়ে উঠল আলোকিত। হঠাৎ, কোনও সতর্ক সংকেত ছাড়াই আকাশে উড়াল দিল মাদার শিপ, তাকে অনুসরণ করল ছোট জাহাজগুলো। অবশেষে সবাই চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

মানুষদেরকে বলো এ গ্রহ যেন তারা ধ্বংস না করে, ভাবল রবার্ট।

আমি জানি বাকি জীবনটা আমি কী করব।

সে সুসানের দিকে তাকিয়ে হাসল।



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই 'দ্য নেকেড ফেস'কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট' 'ব্লাড লাইন', 'রেজ অভ এঞ্জেলস', 'ইফ টুমরো কামস', 'দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি, 'মাস্টার অব দ্য গেম', 'দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস', 'মেমোরিজ অভ মিডনাইট, ইত্যাদি।